শালুক ফুলের লাজ নাই

রাজিয়া রহমান

আদনান গাড়ি থেকে নেমে হাত বাড়িয়ে জিন্স,টপস পরা এক মেয়েকে বের করে আনলো। চার বছর ধরে দেখা শালুকের দুই চোখ ভর্তি স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে আর এক মুহূর্ত ও সময় লাগলো না সেই মুহুর্তে। আদনান ভাই!শালুকের আদনান ভাইয়ের পাশে এই কে?এরকম হবার তো কথা ছিলো না। অথচ আদনান ভাই আসবে বলে শালুক আজ লাল শাড়ি পরেছে।আদনান ভাই তো তাকে বলেছিলো,শাড়িতে শালুককে একেবারে বউ বউ লাগে,তিনি যেদিন দেশে আসবেন শালুক যেনো একটা লাল শাড়ি পরে সেদিন।

আদনান সবার সাথে বিদেশিনীর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে,শালুকের সামনে এসে বললো, “মিট মাই লাভলি লিটল সিস্টার।শালুক,এই তোর ভাবী আশা। যদিও ওর নাম হার্দিকা তবে আমি ওকে ভালোবেসে আশা বলি।ওর বিদেশি নাম তো সবাই ঠিক করে

বলতে পারবে না।হার্দিকা নামের অর্থ জানিস?অর্থ হচ্ছে প্রেমে ভরা একটি হৃদয়।
আর তুই তো আরো আগে ওর নাম ভুল উচ্চারণ করবি,এমনিতেই সারাবছর অংক আর ইংরেজিতে ডাব্বা মারিস।"
একদমে কথাগুলো বললো আদনান।আদনানের কথা শুনে সবাই হেসে উঠলো। লজ্জায়,অপমানে শালুকের দুই কান লাল হয়ে গেলো। শালুক তাকিয়ে দেখে তার নিজের মা বাবা ভাই বোন ও হাসছে সবার সাথে তাল মিলিয়ে।
এক মুহূর্ত ও দাঁড়ালো না শালুক সেখানে আর।এক ছুটে ছাদের ছোট্ট খুপরি ঘরে গিয়ে লুকালো।ভেতর থেকে কে যেনো বিদ্রোহ শুরু করেছে।বারবার বলছে,"আদনান তোকে ঠকিয়েছে শালুক।তুই ঠকেছিস।"শালুকদের বিশাল বাড়িটি সাড়ে তিনতলা। এক তলায় ১৫ টা করে রুম। দুই তলার ছাদের অর্ধেক জুড়ে আছে বিভিন্ন ফল,ফুলের গাছ,দোলনা,বসার জন্য বেঞ্চি।তার একপাশে দুইটা রুম ও আছে।আর অন্যদিকে আছে ছোট একটা খুপরি। খুপরি আর দুইটা রুমের মাঝখানে বিশাল

খালি জায়গা।খুপরিটা শালুকের একান্ত ব্যক্তিগত। খুপরি ঘরের নীল দরজায় কালো মার্কার পেন দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লিখা,"শালুকের রাজ্যে আপনাকে স্বাগতম।"

ভেতরে ঢুকে শালুক শাড়িটি খুলে ফেললো। সেলোয়ার-কামিজ পরে একটা কাঁ/চি নিয়ে শাড়িটি অসংখ্য টুকরো করে ফেললো কে/টে।ক্লাস টেনে পড়ুয়া শালুকের কাছে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে পৃথিবীতে তারচেয়ে বেশী অসহায় আর অন্য কেউ নেই।একপাল বাচ্চার মধ্যে বড় হওয়া শালুক খুব ছোট বেলায় টের পেলো আদনান ভাই নামক মানুষটাকে তার ভীষণ ভালো লাগে।আদনান ভাই শালুকের নাম ধরে ডাকলে শালুকের ভীষণ লজ্জা লাগতো। এই ভালো লাগা কি শালুক জন্ম দিয়েছে?

মোটেও না,আদনান ভাই যেদিন থেকে ওকে হেসে হেসে বলতো,"এই ফেলটুস শালুককে আমি ছাড়া অন্য কেউ বিয়ে করবে না।"সেদিন থেকেই শালুক লজ্জা পেতো।সেই লজ্জা ধীরে ধীরে ভালোলাগা থেকে ভালোবাসায় রূপ নিলো।

সবাই তাকে আদনানের বউ বলে খেপাতো।সেই ছোট বয়সেই শালুক ধরে নিয়েছিলো আদনান ভাই তার একান্ত ব্যক্তিগত মানুষ।সেই ধারণা আরো পোক্ত হলো আদনান ভাই বিদেশ যাবার পর। শালুক যখন ক্লাস এইটে উঠলো আদনান ভাই তো সেদিন তাকে বলেছিলো,"জেএসসি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হবে শালুক,আমার বাচ্চারা নয়তো তোকে ফেলটুস মা বলে খেপাবে।"

সেদিন আদনান ভাইয়ের কথা শুনে শালুক কল কেটে দিয়েছে। এই লোকটা এতো লজ্জা দিয়ে কথা বলতে পারে!

সেই মানুষের পাশে আজ অন্য মেয়ে দাঁড়িয়ে।হার্দিকা না ফার্দিকা নামের একটা মেয়েকে নিয়ে এলো আদনান ভাই?

শালুকের কেমন দম বন্ধ লাগছে,অনুভূতিতে আজ সবচেয়ে বড় আঘাত লেগেছে।কিশোরী মনের প্রলয়ঙ্কারী ভালোবাসা আদনান বুঝলো না।বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে শালুক অঝোরে কাদলো।শালুকের সেই কান্নার একমাত্র সাক্ষী ছিলো নীল আকাশ।

এই নীল আকাশ সব কিছুর সাক্ষী, সেদিনও এই আকাশ সাক্ষী ছিলো যেদিন আদনান ভাই তাকে বলেছিলো,"আমার শালুকটা আজ কতো বড় হয়েছে কে জানে!চুমু খাওয়ার মতো বড় হয়েছে কি?"

বৈশাখ মাস শুরু হয়েছে,হঠাৎ করেই নীল আকাশ কালো হয়ে গেলো। শালুকের অশান্ত মনের মতো আকাশটাও মুহুর্তে আশান্ত হয়ে গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলো।

শালুক বৃষ্টিতে ভিজতে পারে না,বৃষ্টির পানিতে ওর এলার্জি আছে।জানালার কাঁচের এপাশে দাঁড়িয়ে শালুক চোখের জল বিসর্জন দিচ্ছে আর তার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে আকাশ ও সমানতালে বর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরেই শালুক দেখতে পেলো আদনান ভাই মেয়েটার হাত ধরে ছাদে চলে এসেছে। দুজন মিলে হাত ধরাধরি করে বৃষ্টিতে ভিজছে।

শালুকের বুকের ভেতর আগুন জ্বলে উঠলো। হার্দিকা না ফার্দিকা মেয়েটার রিবন্ডিং করা সোজা তারের মতো চুলগুলো লাফালাফি করার কারণে মুখে এসে পেঁচিয়ে গেছে। জানালার ওপাশ থেকে শালুক দেখলো

আদনান ভাই পরম যতনে মেয়েটার চুল সরিয়ে দিচ্ছে মুখ থেকে।খিলখিল করে হেসে মেয়েটা তার মাথা নাড়াচ্ছে,তার কাঁধ সমান চুল আদনানের মুখে গিয়ে লাগছে।মুগ্ধ হয়ে আদনান তা দেখছে।মেয়েটা টুপ করে আদনানের গালে একটা চুমু খেলো।

শালুকের কি প্রচন্ড রাগ হলো,জানালার পর্দা টেনে দিয়ে কোমর সমান লম্বা চুলগুলো শালুক কাঁ/চি দিয়ে কে/টে একেবারে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে এলো। তারপর এক অজানা শোকে মাথার চুল খামচে ধরে কাঁদতে লাগলো। আদনান ভাই অন্য কারো এটা শালুক মানতে পারছে না কিছুতে।এই ধ্রুব সত্যিটা কেনো শালুকের সহ্য হচ্ছে না, শালুক জানে না।

বৃষ্টি থামলো দুইটা বাজার একটু আগে।শালুক তখনো ফুঁপিয়ে কাঁদছে।এতো কষ্ট হচ্ছে কেনো তার?নিজের কান্না কিছুতেই শালুক সামলাতে পারছে না।মতির মা এসে শালুকের খুপরির দরজায় দুমদাম কিল মারতে লাগলো। তারপর চিৎকার করে ডেকে বললো, “সবাই খাইতে বসছে,বড় চাচায় আপনেরে ডাকে। তাত্তাড়ি আইতে কইছে,নয়তো ছোট আম্মা কইছে ঝাড়ু নিয়া আসবো আপনের জন্য।বিদেশি ভাবীর

সামনে কি একটা বেইজ্জতি হইবেন আপা।আসেন তাত্তাড়ি।”বিদেশি ভাবী!

শালুক করুণ হাসলো শব্দ দুটা শুনে।ভাবী!

বাহ!

মাথায় ভালো করে ওড়না পেঁচিয়ে শালুক মতির মা’র সাথে নেমে এলো নিচতলায়। বিশাল ডাইনিং টেবিলে ২৫ টা চেয়ার।শালুকদের যৌথ পরিবার।বাবারা তিন ভাই,তাদের ছেলেমেয়ে, দাদা দাদী, বিধবা বড় ফুফু,তার ছেলেমেয়ে নিয়ে বিশাল বড় সংসার তাদের।

শালুক যেতেই আশা বললো, “তুমি আমার পাশে বসো শালুক।”বিরক্তিতে ভ্রু কুঁচকে শালুক সরে গেলো। বড় চাচার পাশের চেয়ার খালি ছিলো শালুক সেখানে গিয়ে বসলো। মেয়েটার মুখে বাংলা কথা শুনে শালুক কিছুটা আশ্চর্য হয়েছে।

টেবিলে আজ বিভিন্ন পদের খাবার সাজানো। সব কিছু আদনান আসবে উপলক্ষে করা।শালুকের একবার ইচ্ছে হলো, টেবিলে থাকা সব খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিতে।

সাহসের অভাবে শালুক পারলো না।তবে অভিমান করে একটা কাজ করলো,নিজের অতি প্রিয় খাবারগুলো ও খেলো না।ডাল আর করলা ভাজি দিয়ে মেখে মেখে ভাত খেতে লাগলো। এক লোকমা ভাত খায় আর এক গ্লাস পানি খায়।শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো প্লেটে অর্ধেক ভাত রয়ে গেছে কিন্তু শালুকের পেটে আর জায়গা নেই।

শালুকের মা হাসনা সবাইকে খাবার সার্ভ করছেন,হঠাৎ করে তার নজর গেলো মেয়ের দিকে। করলা দেখলেই যেই মেয়ে নাক সিটকায় সে কিনা করলা দিয়ে ভাত খাচ্ছে, অথচ কলিজা ভুনা,চিংড়ি ভাজা,ইলিশ মাছের ডিমের পাতুরি এসব তার সামনে রয়েছে।হাসনা মেয়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন,"কি ব্যাপার শালুক,এসব কি?কি দিয়ে ভাত খাচ্ছিস?"

শালুক মাথা নিচু করে বললো, "খেতে ইচ্ছে করছে না মা।করলা তো কখনো খাই না,তাই আজ একটু চেখে দেখলাম।"

হাসনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালো। শালুক কিছু বলার আগে আদনান বললো, "ইলিশ মাছের

ডিমের পাতুরির বাটিটা এদিকে দাও তো চাচী।আশার আবার মাছের ডিম ভীষণ ফেভারিট। ”হাসনা মেয়ের পাশ থেকে সরে আশার কাছে এলেন।শালুক ততক্ষণে উঠে চলে গেলো।

নিজের রুমে গিয়ে বসে রইলো ঘূর্ণয়মান ফ্যানের দিকে তাকিয়ে।

খাওয়ার পর শাপলা এলো শালুকের রুমে,শালুকের বড় বোন শাপলা।বিছানার উপর পা তুলে বসে বললো, “কি হয়েছে শালুক?এরকম মনমরা হয়ে বসে আছিস কেনো? ”

শালুক চোখের জল আড়াল করে বললো, “ভালো লাগছে না আপা।”শাপলা মুচকি হেসে বললো, “কষ্ট হচ্ছে তাই না শালুক?আশাকে দেখে কষ্ট পাচ্ছিস? শোন শালুক,আদনান ভাই মানুষটাই এরকম।সবার মনকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেওয়ায় ওস্তাদ। তুই জানিস না শালুক,মেয়েদের মন ভাঙ্গায় আদনান ভাইয়ের জুড়ি মেলা ভার।বড় ফুফুর মেয়ে নয়না আপা,আদনান ভাইকে কি ভীষণ ভালোবাসতো।আদনান ভাই ও তাতে সায় দিতো।সে হচ্ছে ধরি মাছ,না ছুঁই পানি টাইপের লোক।ওনার কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে

দে শালুক।”শালুক দাঁত দিয়ে নখ কামড়াতে লাগলো। শাপলা একটু সময় থেমে বললো, “আশা কে জানিস শালুক?আদনান ভাইয়ের খালাতো বোন।বড় চাচী সবসময় দেখিস না গল্প করে ওনার এক বোন আমেরিকায় থাকে এটা নিয়ে।আশা ওনার সেই বোনের মেয়ে।আশাকে বিয়ে করলে আদনান ভাইয়ের লাইফ সেটেল হয়ে যাবে।তাছাড়া আশা তার বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে।বুঝিস-ই তো,চাচা চাচী কেনো এতো আদর যত্ন করছে।রাজত্ব, রাজকন্যা দুটোই পাবে আদনান ভাই।সেখানে তুই কি শালুক?তোর কোনো অস্তিত্ব আছে?”শালুকের দুই চোখ আবারও অশ্রুসজল হয়ে গেলো। শাপলা বোনকে টেনে নিলো। শব্দ করে না কান্না করলেও শালুক টের পেলো আপাও কাঁদছে তার সাথে।

বিকেলে চায়ের আসরে সবাইকে ডাকা হলো। আদনান সবার জন্য কি উপহার এনেছে তা দিবে সবাইকে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও শালুককে যেতে হলো, নয়তো মায়ের হাতের মার সব পিঠের উপর দিয়ে যাবে।

বাবা,চাচাদের জন্য আদনান ব্রান্ডের ঘড়ি আনলো। মা,চাচী,ফুফুদের জন্য সেইম ডিজাইনের শাড়ি। ছেলেদের জন্য বিভিন্ন রঙের টি-শার্ট। মেয়েদের জন্য মেকাপ, কসমেটিকস আইটেম।

দাদার জন্য আনলো কয়েকটা ব্যথানাশক বাম,শীতের চাদর।দাদীর জন্য চাদর,রুপোর কাজ করা একটা পানের বাটি।

মতির মায়ের জন্য ও শাড়ি আনলো।সবার শেষে একটা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর বের করে শালুককে দিয়ে বললো, "এটা তোর জন্য।অংকে যাতে ফেইল না করিস তার জন্য এই ক্যালকুলেটর। একেবারে অরজিনাল।দাম কতো জানিস এর?"

বারবার ফেইল করার কথা তোলায় রাগ করে শালুক ক্যালকুলেটর আদনানের কোলের উপর ছুড়ে মেরে উপরে চলে এলো।

সিড়ি দিয়ে উঠার সময় শুনতে পেলো আদনান হেসে হেসে বলছে,"ফেলটুস আবার কেমন রাগ দেখায়,এই রাগ ফেলটু মেয়েদের মানায় না।"শালুকের এতো লজ্জা লাগলো এসব শুনে।কিছু বলতে পারলো না।

মনে মনে শপথ নিলো সে ও ভালো করে পড়ালেখা করে সবাইকে দেখিয়ে দিবে।

আদনান আসার খবর পেয়ে নয়না রাতেই শ্বশুর বাড়ি থেকে চলে এলো। আদনান তখন আশার হাত ধরে বাড়ির বাহিরে বাগানে হাটছে।এক বছরের মেয়ে নিধিকে কোলে নিয়ে নয়না আদনানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর হেসে বললো, "কেমন আছো আদনান ভাই? "নয়নাকে দেখে আদনান ভুত দেখার মতো চমকে গেলো। নয়নাকে এই মুহুর্তে আদনান এক্সপেক্ট করে নি।নয়নার চ্যাপ্টার আমেরিকায় পা দেয়ার সাথে সাথে আদনান ক্লোজ করে দিয়েছে।

শুকনো হেসে আদনান বললো, "ভালো আছি নয়না,তুই কেমন আছিস?এই কে তোর মেয়ে?খুব কিউট তো!"

নয়না বাঁকা হেসে বললো, "কিউট তো হবেই,আমি তো ফর্সা,মেয়ের বাবা ও ফর্সা।এজন্য আমার নিধিও এতো কিউট।"

নিধির নাম শুনে আদনানের বুক কেঁপে উঠলো। নয়নার সাথে প্রেম থাকাকালীন আদনান

বলেছিলো,তাদের মেয়ে হলে নাম রাখবে নিধি,আর ছেলে হলে নাম রাখবে নিদ্র।

নয়না সেটা মনে রেখেছে দেখে আদনান লজ্জিত হলো।আশাকে সেটা বুঝতে না দিয়ে সহজ গলায় বললো, “ও আমার ফুফাতো বোন নয়না।”আশা হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করলো নয়নার সাথে। নয়নার বুকে এক অচেনা ব্যথা শুরু হলো। এই ব্যথা সে গত তিন বছর ধরে বুকে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছে।

আদনান আশার হাত ধরে বললো, “চলো বাসায় যাই।তোমার ক্ষিধে পেয়েছে নিশ্চয়। নাশতা করবে চলো।”

নয়না মেয়েকে কোলে নিয়ে আদনানের গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বিড়বিড় করে বললো, “প্রতারক! ”শালুক সিদ্ধান্ত নিলো ওই হার্দিকাকে ও আশা বলে ডাকবে না,হার্দিকা ও বলবে না।ও তাকে ফার্দিকা বলে ডাকবে।রাতে খাওয়ার সময় শালুক বসলো না প্রথম ব্যাচে।শালুকদের বাড়িতে মা, চাচী,ফুফু,দাদী এরা সবাই পরের ব্যাচে বসে।শালুকের ওই ফার্দিকাকে সহ্য হচ্ছে না কিছুতেই।খেতে বসে আদনান ভাইয়ের করা

আদিখ্যেতা দেখলে শালুকের ইচ্ছে করবে কাঁচের গ্লাস ছুড়ে ফার্দিকার মাথা ফা/টিয়ে দিতে।
তবে একটা নাটক দেখার লোভ ও শালুক সামলাতে পারলো না। নয়না আপার সামনে আদনান ভাই কিভাবে ফার্দিকাকে যত্ন খাওয়ায় তাই দেখার ইচ্ছা। শালুক স্টাডি রুম থেকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ফ্রিজের পাশে বসলো। ফ্রিজ আর ডাইনিং টেবিলের দূরত্ব ১০-১২ হাত।
নয়না বসেছে আদনানের মুখোমুখি। আদনান মুরগির কলিজা ভুনা নিয়ে আশার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, “এটা খেয়ে দেখো,ছোট চাচীর হাতের স্পেশাল রান্না এটা।তোমাকে বলেছি না ছোট চাচী হচ্ছে দ্রৌপদীর ছোট বোন,উনি যা রান্না করেন তাই বেস্ট হয়।”আশা মুচকি হেসে বাটিটা নিতে যাবে তখনই নয়না বললো,”বাটিটা এদিকে দাও তো আশা যদি তুমি না খাও।নিধিকে আবার সবসময় এসব পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হয়।এখন তো এসব খাবার ছোটদের বেশি দরকার। ”
আশা হাসিমুখে বাটিটা ঠেলে দিলো নয়নার দিকে। আদনান জ্বলন্ত দৃষ্টিতে নয়নার দিকে তাকিয়ে

রইলো। নয়না মুচকি হেসে বললো, "আশা তুমি আবার ভেবো না যেনো তোমার মুখের খাবার আমি কেড়ে নিয়েছি।না বোন,আমার আবার এসব অভ্যাস নেই।এসব আমাকে দিয়ে হয় না,মেয়েটা আবার সব খাবার মুখে তোলে না।বাবার আদরের মেয়ে তো,ডাল ভাত দিলে নাক সিটকায় এই মেয়ে এখনই। ওর বাবা ও তেমন, মেয়ে কি খাবে তা আগে হাজির করে রাখে।"আশা হেসে বললো, "না না নয়না,এসব কি বলছো।নিধি বাচ্চা মানুষ, ওর তো এসব খেতে হবে এখন।"

আশা না বুঝলেও আদনান ঠিকই বুঝলো নয়না কি বুঝাতে চেয়েছে।আশা যদি বুঝতো নয়না তাকে মিন করে কথাটা বলেছে,আদনানকে আশা কেড়ে নিয়েছে তবে আদনানের কপালে শনি ছিলো।

নয়না বাড়িতে যতোক্ষণ আছে আদনানকে সতর্ক থাকতে হবে।কোনো ভাবেই যেনো নয়না আদনানের সাথে আলাদা করে কথা বলতে না পারে। বহু চেষ্টায় আদনান এই বড় মাছকে বঁড়শিতে গেঁথেছে। এ নয়না,শালুকের মতো চুনোপুঁটি নয়,রাঘব বোয়াল। চোখ মুখ শক্ত করে আদনান নয়নার দিকে তাকিয়ে

রইলো। দূর থেকে তার দিকে তাকিয়ে রইলো শালুক।নয়নার কথাতে শালুক খুশি হলেও বুকের ভেতরের জ্বলুনি কমছে না।

ইচ্ছে করছে আদনান ভাইকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলতে,"আমাকে এভাবে ঠকালে কেনো আদনান ভাই,আমি তো তোমার বউ হবার স্বপ্ন দুচোখ ভরে দেখেছিলাম।আমার কি দোষ ছিলো? "

প্রথম ব্যাচের খাবার শেষ হওয়ার পর মহিলারা খেতে বসলো। শালুকের ততক্ষণে ক্ষিধে মরে গেছে। বুকভর্তি যন্ত্রণা শালুককে দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছে।হাসনা এবার আর শালুককে আলাদা খেতে দিলেন না। নিজের পাশে বসিয়ে দিলেন।একপাশে শান্ত আর অন্য পাশে শালুককে নিয়ে হাসনা খেতে বসলেন। শান্ত শালুকের ছোট ভাই,৯ বছর বয়স। ডান পা আর ডান হাতে ওর কিছুটা সমস্যা আছে।ডান পা বাম পায়ের চাইতে খাটো হওয়ায় সমান তালে হাটতে পারে না।ডান হাতে খেতে পারে না,গুছিয়ে কথা বলতে পারে না,সহজে কিছু বুঝতে পারে না।

অথচ দুচোখ ভর্তি মায়া তার,চেহারা দেখলে মনে হয় যেনো দেবশিশু। শালুকের সবচেয়ে বেশি মায়া তার

এই ছোট ভাইয়ের জন্য।হাসনা এক লোকমা শালুকের মুখে দিচ্ছেন এক লোকমা শান্তর মুখে দিচ্ছেন।নিজে খাচ্ছেন না।

খাওয়াতে খাওয়াতে শালুকের মেজো চাচী ফরিদাকে জিজ্ঞেস করলেন, “ধ্রুবকে কল দিয়েছো আপা?”

ফরিদা চোখ নিচু করে বললো, “আমার কল কি ও কখনো রিসিভ করে আপা?,আপনি দিয়ে দেখেন,এই জগৎ সংসারে আপনি ছাড়া অন্য কাউকে তো ও মান্য করে না।”ধ্রুব ভাইয়ের কথা শুনে শালুকের চোখ মুখ শুকিয়ে গেলো, কাশি লেগে গেলো।

হাসনা মেয়েকে পানি খাইয়ে দিয়ে বললেন,”মানুষ হবি না তুই আর।হাতে পায়ে বড় হয়েছিস শুধু মাথায় বুদ্ধি হয় নি।”

হাসনার কথার মধ্যেই শাপলা ফোন নিয়ে ছুটে এসে বললো, “মা ধ্রুব ভাই কল দিয়েছে। ”

হাসনা বেগমের চোখ মুখ ১০০ ওয়াটের বাল্বের মতো জ্বলজ্বল করে উঠলো। কল রিসিভ করেই বললেন,”হ্যাঁ বাবু,বল কেমন আছিস?তোর কথাই বলছিলাম তোর মায়ের সাথে।হাজার বছর বাঁচবি

তুই।”ওপাশ থেকে গম্ভীর গলায় ধ্রুব বললো, “আমি ভালো আছি চাচী।তোমরা সবাই কেমন আছো?”

“আমরা ও ভালো আছি বাবা।জানিস তো,আজ সকালেই তোর ভাই এসেছে। খোকা আর ওর হবু বউ এসেছে আমেরিকা থেকে। বাসায় সবাই আছে, শুধু তুই নাই।”

“আমি ও আগামীকাল আসছি চাচী,ক্যাম্পাসে দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিরাট ঝামেলা লেগেছে। মারামারি, ভাঙ্গাভাঙ্গি চলছে হরদম। বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ,এমনকি হল ও বন্ধ করে দিয়েছে। এবার আর না এসে পারছি না বাসায়। রাতের ট্রেনেই উঠছি,সকাল সকাল বাড়ি পৌঁছে যাবো।”হাসনা বেগম আনন্দিত গলায় বললেন,”এরকম ঝামেলা যেনো তোর ক্যাম্পাসে সবসময় হয় বাবু,তাহলে অন্তত আমরা তোকে চোখে দেখার সুযোগ পাবো।খোকা বিদেশে ছিলো তাও ওকে রোজ ভিডিও কলে দেখতাম,অথচ তুই দেশে থেকেও আজ দুই বছর তোকে দেখি না।তোর চেহারাও প্রায় ভুলতে বসেছি।”

এই বাড়িতে সবাই আদনানকে খোকা বলে ডাকে আর ধ্রুবকে বাবু বলে ডাকে।“এবার আসলে একটা ছবি বাঁধাই করে তোমার বেডরুমে লাগিয়ে দিয়ে যাবো।প্রতিদিন ছবিটা দেখলে আর ভুলবে না।”

স্পিকার অন থাকায় সবাই খিলখিল করে হাসতে লাগলো ধ্রুবর কথা শুনে। ধ্রুব কল কেটে দিলো। ফরিদা বেগম কাঁচুমাচু হয়ে বললেন,”আপা,ধ্রুবর রাগ কি এখনো কমে নি?আমার ভীষণ খারাপ লাগে আপা।আমি কি দোষ করেছি,আমি তো জানতাম না ধ্রুবর বাবা মায়ের ব্যাপারে কোনো কিছু।মাঝখান থেকে ফেঁসে গেলাম আমি।তাছাড়া তখন অল্প বয়স ছিলো, সংসার বুঝতাম না।”

হাসনা বেগম আশ্বাস দিয়ে বললেন,”ভেবো না আপা,সব ঠিক হয়ে যাবে।”শালুকের হাত পা কাঁপতে লাগলো থরথর করে। আদনান ভাই তো ফেলটুস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে,এই বান্দা তো তার ও এক কাঠি উপরে।শালুক মনে মনে বললো, “মরার উপর খাড়ার ঘা বুঝি একেই বলে আল্লাহ?”

হাসনা বেগম মতির মাকে ডেকে বললেন, “ধ্রুবর ঘর সবগুলো গুছিয়ে ফেলতে হবে রাতের মধ্যেই। ছাদের

রুমটা তুমি পরিষ্কার করো,আমি ওর বেডরুম আর স্টাডি রুম গুছিয়ে ফেলছি। ”মতির মা চোখ মুখ করুণ করে বললো, “আম্মা,এখন আমারে যদি কন একটা সুতা আইনা দিতে আমি তাও আনতে পারমু না।স্টার জলসায় অক্ষন আমার সিরিয়াল দেখনের সময়। এখন আমারে ডিস্টাপ দিয়েন না।”

হাসনা বেগম জানেন এখন মতির মা’কে দিয়ে কিছু করানো যাবে না।পানের বাটা কোলে নিয়ে শালুকের দাদী সিতারা বেগমের রুমে যাবেন,তারপর ওনার হাতে পায়ে মালিশ করবেন আর দুজনে মিলে সিরিয়ালের চৌদ্দ গুষ্ঠি উদ্ধার করবেন।

হাসনা বেগম মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন,”তোরা দুইজন ছাদের রুমটা গুছিয়ে ফেল গিয়ে।কতোদিন পর ছেলেটা আসবে।”শালুক মুখ বাঁকালো,শাপলা তাৎক্ষণিক রাজি হয়ে গেলো। দুই বোন ছাদে গিয়ে ধ্রুবর রুমটা গুছাচ্ছে।শালুক কাজের চাইতে অকাজ বেশি করছে।

এই যেমন ধ্রুবর সবগুলো মেডেল এলোমেলো করে রাখছে।টেবিলের উপর থাকা ধ্রুবর বই যেভাবে সাজানো ছিলো শালুক সেগুলো এদিক সেদিক করে

রাখছে।শাপলা গিয়ে ওয়াশরুম পরিষ্কার করছে। শালুক আলমারি থেকে তেলাপোকা বের করে ধ্রুবর বিছানার নিচে রেখে বিছানার চাদর তোশকের নিচে গুঁজে রাখলো যাতে করে তেলাপোকা বের হতে না পারে।

মার্কার পেন দিয়ে বাম হাতে রিডিং টেবিলের সাথের দেয়ালে লিখলো,"আমি ধ্রুব,সবকিছুতে সিরিয়াস থাকি।সিরিয়াস থাকতে থাকতে আমার টয়লেট ও সিরিয়াস হয়ে গেছে। এজন্য সহজে আমার টয়লেট পায় না।"নিজের লিখা দেখে শালুক নিজেই সন্তুষ্ট হলো।রাইটিং এক্সপার্টের বাবার ও সাধ্য নেই বের করে যে এই লিখা শালুক লিখেছে।শালুকের প্রতিশোধপরায়ণ মন কিছুটা শান্তি পেলো।সেই কবেকার কথা,ধ্রুব ভাই বাড়িতে থাকাকালীন সময়ে একদিন শালুকের সব হোমওয়ার্কের মাঝখানে গোটগোট করে লিখে দিয়েছিলো,"আমি শালুক,মাথা ভর্তি গোবর নিয়ে থাকি।এজন্য সবসময় আমার শরীর থেকে গোবরের সুবাস আসে।গোবরভর্তি মাথায় এজন্য আমার পড়ালেখা ঢুকে না।"

সেদিন এক বিষয় হোমওয়ার্ক ও শালুক স্যারদের দিতে পারে নি। দুই হাত লাল করে বাড়িতে এসেছে স্যারদের বেতের মার খেয়ে।ধ্রুবর উপর শালুকের ভীষণ ক্ষোভ। ছোট বেলা থেকেই এই লোকটা শালুককে জোর করে সব কিছুতে।বিশেষ করে পড়ার ব্যাপারে। যেখানে শালুক নিজেই জানে তার মাথা ভর্তি গোবর, এই মাথায় লেখাপড়ার চাইতে বেগুন টমেটোর চাষ করে লাভবান হওয়া যাবে সেখানে এই ধ্রুব কিছুতেই তা মানতে চায় না।তার কথা হচ্ছে আল্লাহ সবাইকেই মেধা দিয়েছে, শালুক নিজের মেধায় জং ফেলে দিয়েছে। শালুকের উচিৎ সেই মেধায় শান দিয়ে ধারালো করা।শালুককে পড়ানোর জন্য সবসময় খেপাতে থাকে ধ্রুব।যাতে করে রাগের বশে হলেও শালুক একটু পড়ে। কিন্তু শালুক কেনো জানি এই একটা ব্যাপারেই রাগ করতে পারে না। কিছুতেই না,যদি একটু রাগ করতে পারতো তবে সব বিষয়ে খারাপ করলেও অন্তত ইসলাম শিক্ষায় তো ভালো করতো।অথচ শালুক সব বিষয়ে টেনেটুনে পাশ মার্কস পায় আশেপাশের সবার থেকে দেখে দেখে। মাঝেমাঝে শালুক নিজেই নিজেকে বলে,

“এতো গাঁধা স্টুডেন্ট যে এই পৃথিবীতে আছে তা আমি আমাকে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। প্রাউড ফিল করছি নিজেকে নিয়ে। ”শাপলা এসে দেখে শালুক তেমন কিছুই করে নি রাগে গজগজ করতে করতে শাপলা সোফা মুছলো,সেন্টার টেবিল মুছলো।ছোট ফ্রিজটা মুছলো।শালুককে কড়া গলায় বললো, “জলদি করে বইয়ের আলমারিটা মুছে ফেল শালুক।তারপর সবগুলো ক্রেস্ট মুছবি।”

শাপলা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে দেয়ালে লাগানো ধ্রুবর মা দীপালির ছবিটা নামিয়ে আনলো।তারপর কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললো,”দেখ শালুক,তোর আর চাচীর ছবির মধ্যে কতো মিল রয়েছে। ”শালুক চাচীর ছবি দেখে কেঁপে উঠলো। শালুকের নাকের গড়ন মেজো চাচীর মতোই।ভয়ার্ত স্বরে শালুক বললো, “আপা,ছবিটা এখানে লাগানো কি ঠিক হয়েছে? কে লাগালো এখানে?কবে লাগালো? ”

শাপলা মাথা নেড়ে বললো, “কি জানি শালুক,আমি তো জানি না।এই ঘরে আজকেই তো এলাম।দেয়ালে লাগানো দেখে পরিষ্কার করতে নামিয়েছি।”শালুকের

ভীষণ ভয় হলো।ধ্রুব ভাই নিজের মায়ের ছবি দেখলে কেমন রিয়েক্ট করবেন কে জানে?

ফিসফিস করে শালুক বললো,"ছবিটা লুকিয়ে রাখ আপা,ধ্রুব ভাই রাগ করে বাড়ি থেকে চলে ও যেতে পারে। "

শাপলা একটুক্ষণ ভেবে বললো, "এমন ও তো হতে পারে,মায়ের ছবি দেখলে ধ্রুব ভাইয়ের রাগ কমবে। অনেক বছর তো হলো, এখনো কি সেই রাগ পুষে রেখেছে না-কি? "শালুক কোনো কথা বলতে পারলো না। তবে বুকের ভেতর কেমন ভয়ের শিহরণ বইতে লাগলো। শালুকের এই ভয় একটু পরেই যন্ত্রণায় রূপ নিলো যখন দেখলো আদনান ভাই আর ফার্দিকা ছাদে এসে হাত ধরাধরি করে হাটছে।

শাপলা আর শালুক দুজনেই ধ্রুবর রুম থেকে বের হয়ে এলো। ধুপধাপ পা ফেলে শালুক চলে গেলো। নিজের রুমের সামনে গিয়ে ও শালুক থেমে গেলো। বেহায়া মনটা বারবার বলছে চোরের মতো গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে এরা ছাদে কি করছে?

এই ফার্দিকা কি আদনান ভাইকে আবারও চুমু খাচ্ছে?শালুকের ভীষণ কষ্ট হলো এটা ভাবতেই।লজ্জা

শরমের মাথা খেয়ে,সকল ম্যানার ভুলে গিয়ে শালুক পা টিপে টিপে ছাদের দিকে গেলো।ছাদের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখলো দুজনেই দোলনায় বসে দোল খাচ্ছে,দুজনের হাতে দুটো সিগারেট জ্বলজ্বল করছে আবছা অন্ধকারে।

চমকে উঠলো শালুক!

এই ফার্দিকা মেয়েটা ধুমপান করে?এ ও সম্ভব! আদনান ভাই এরকম একটা মেয়েকে বউ করতে চাচ্ছে?আদনান ভাইয়ের রুচি এতোটা খারাপ?

শালুক আর দাঁড়াতে পারলো না ছাদে।নিচে নেমে এসে নিজের রুমে বসে ভাবতে লাগলো। শালুকের ছোট্ট জীবনে শালুক এতোটা অবাক আর হয় নি। ছেলেরা ধুমপান করে এই ব্যাপারটাই শালুকের যেখানে মেনে নিতে আপত্তি সেখানে ফার্দিকার ধুমপান করাটা শালুকের কাছে রীতিমতো অষ্টম আশ্চর্য!

ঘুমানোর সময় একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেলো। শালুক এসেছিলো বড় চাচীর কাছে চুল বাঁধতে,এসে দেখে চাচী আদনান ভাইয়ের রুমে।ফার্দিকা আদনান ভাইয়ের রুমে গিয়ে শুয়ে পড়লো। আদনানের মা

আদিবা বেগম বোনঝিকে ফিসফিস করে বললেন,"এটা বাংলাদেশ আশা,এখানকার কালচার অন্যরকম। সবাই কি মনে করবে তোরা এখনই একসাথে এক বিছানায় থাকলে?তুই আয়,তোর জন্য আমি অন্য একটা রুম গুছিয়ে রেখেছি সকালেই।"আশা হতভম্ব হয়ে বললো, "এটা কেমন কথা আন্টি,আমি আর আদনান কেউই অবুঝ নয়। আমেরিকাতেও আমরা প্রায় সময় এক বেডে থাকতাম।তখন তো কোনো প্রবলেম হতো না। এখানে কিসের প্রবলেম আন্টি?"

আদনান মায়ের সামনে লজ্জা পেলো কিছুটা, তারপর আশাকে নানা ভুজুংভাজুং বুঝিয়ে বললো, "প্লিজ আশা,ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড বেইব।"আশা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, "ওকে ফাইন।তবে আমি একা ঘুমাতে পারবো না। আমি শালুকের সাথে ঘুমাবো।"

আদনান চমকে উঠলো শুনে।শালুক,নয়না কেউই নিরাপদ নয়।আদনান ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে বললো, "শালুকের ঘুমের ঘোরে হাটাচলা করার অভ্যাস আছে,ওর পাশে কেউ ঘুমালে তার গলা টিপে ধরে ঘুমের ঘোরে,লাথি মেরে ফেলে দেয় বিছানা থেকে।

বেইব,আমি তোমার কোনো ক্ষতি হোক তা চাই না। তুমি বেটার শাপলার সাথে ঘুমাও।”অনিচ্ছা সত্ত্বেও আশা বের হয়ে গেলো আদনানের রুম থেকে। আড়ালে দাঁড়িয়ে শালুক এসব শুনে রেগে গেলো।

দাঁতে দাঁত চেপে কিড়মিড়িয়ে বললো, “আদনাইন্নার বাচ্চা, আমার নামে এসব মিথ্যা কথা বললি তুই?মনে রাখিস,এসব কিছু একদিন আমি বাস্তবায়ন করবো তোর আর তোর ফার্দিকার উপরে। যদি না করি তবে আমি ফেলটু শালুক না।এই দুইতলার ফ্লোরের উপর দাঁড়িয়ে শপথ নিলাম।কসম এই দুইতলার, যদি না করি তবে এই দুইতলা ভূমিকম্পে ভেঙে যাবে।”শালুক আজকে নিজের রুমেই ঘুমাবে,শাপলার সাথে ঘুমাতে গেলে তার চুল কেটে ফেলার খবরটা জানাজানি হয়ে যেতে এক মুহুর্ত ও সময় লাগবে না। সবচেয়ে বড় কথা শালুককে নিয়ে একটা ছোট খাটো দরবার বসবে।বাড়িতে মেয়েদের মধ্যে শুধুমাত্র শালুকের চুলই ঘন,লম্বা,সিল্কি।অন্যদের চুল কোঁকড়ানো অথবা ছোট অথবা পাতলা।এজন্য শালুকের চুলে শালুক নিজেই হাত দিতে পারে না। শালুকের মনে হয় চুলগুলো শুধু তার মাথায়

রয়েছে,এমনিতে এই চুলের মালিক এই বাড়ির সবাই।বড় চাচী,মেজো চাচী সপ্তাহে দুই তিন দিন ধরে চুলে বিভিন্ন হেয়ার প্যাক লাগিয়ে দেয় শালুককে।

নিজের রুমের দরজা লাগাতেই শাপলা এসে দরজায় দুমদাম ধাক্কাতে লাগলো।

শালুক সবেমাত্র মাথা থেকে ওড়না সরিয়েছে,দরজায় দুপদাপ শুনে আবারও ওড়না ভালো করে মাথায় পেঁচিয়ে শালুক উঠে গিয়ে দরজা খুললো।ফ্যাকাসে মুখে শাপলা দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। শালুক জিজ্ঞেস করার আগে শাপলাই বললো,"আদুর বিদেশিনী আমার রুমে এসে হাজির,আমার সাথে ঘুমাবে না-কি!আমার কেমন জানি লাগতেছে শালুক। তুই ও আয় আমার রুমে। এমনিতেই তো তুই একা ঘুমাতে পারিস না আজ কি মনে করে নিজের রুমে এলি।"

শালুক একটু ভাব নিয়ে বললো,"আমি কি আজীবন ছোট-ই থাকবো না-কি? একা ঘুমানোর অভ্যাস করছি।আর তোর রুমে তিনজন মিলে গাদাগাদি করে ঘুমাতে পারবো না আপা।ফার্দিকারে দেখলে কখন কি করে ফেলি আমার মাথার ঠিক নেই।আমি কসম

করেছি এটা নিয়ে। ”শাপলা চোখ গোল করে জিজ্ঞেস করলো, “কিসের কসম?”

শালুক মাথা নেড়ে বলে, “এই দুই তলার কসম,একদিন চরম প্রতিশোধ নিবো।ওই আদনান তার ফার্দিকাকে কি বলেছে জানিস,আমার না-কি ঘুমের ঘোরে হাটার অভ্যাস,মানুষের গলা টিপে ধরার অভ্যাস,তাই আমার সাথে যাতে না ঘুমায়।তখনই আমি কসম করেছি,যদি না করি তবে এই দুইতলা ভূমিকম্পে ভেঙে খানখান হয়ে যাবে আদনাইন্না আর ওর পিরিতির ফার্দিকাকে নিয়ে।”শাপলা বোনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, “তুই থাকবি কোথায় তখন?”

শালুক ফিক করে হেসে বললো, “আমাকে এতো বোকা ভেবেছিস আপা?আমি কি সেটা না ভেবেই কসম করেছি না-কি? আমি ছাদে আমার চিলেকোঠার ঘরে থাকবো।ভেঙ্গে গেলে দুইতলা যাবে,ওটা তো ভাঙ্গবে না।ওটার কসম তো করি নি।”

শাপলা হতাশ হয়ে বললো, “তুই যদি জানতি শালুক তুই কি পরিমাণ বোকা,তবে এই কসম করতি না।”

শালুক রেগে গিয়ে বললো, “যা ভাগ এখান থেকে। আসছে আমার বুদ্ধিজীবি। ”শাপলা হতাশ হয়ে চলে গেলো নিজের রুমের দিকে।

দরজা বন্ধ করে শালুক বিছানায় পিঠ লাগাতেই রাজ্যের ক্লান্তি এসে ভর করলো শালুককে।নিজেকে কেমন নিস্তেজ,নিষ্প্রাণ লাগছে শালুকের কাছে।একটা মানুষের প্রতারণায় শালুক এভাবে গুড়িয়ে যাবে কখনো কি ভেবেছে সে?অসাড় হয়ে যাওয়া দেহটা যখন ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করছে সেই মুহূর্তে শালুকের মাথায় আসলো সে আসলেই বোকা।

তা না হলে সে কিভাবে বড় চাচীর কাছে গিয়েছিলো তখন চুল বাঁধার জন্য?কেউ যাতে ওর চুল কেটে ফেলার ব্যাপারটা ধরতে না পারে তার জন্য ঘোমটা দিয়ে রাখছে সকাল থেকে। একা ঘুমাতে ভয় পাওয়ার পরেও নিজের রুমে একা ঘুমাতে এসেছে। অথচ সে কি-না এক মুহূর্তে ভুলে গেছে মাথার চুলের কথা।

নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করলো শালুক,”কবে তোর মাথায় বুদ্ধি হবে শালুক?”জবাব এলো না।

ঘুমাতে গিয়ে শালুকের হঠাৎ করেই মনে হলো জানালার ওপাশে কে যেনো দাঁড়িয়ে আছে। আড়চোখে শালুক সেদিকে তাকাতেই যেনো কিছু একটা সরে গেলো। ভয়ে আতঙ্কে জমে গেলো শালুক।

একা ঘুমাতে গেলেই শালুকের এরকম হয়।সবসময় মনে হয় কেউ একজন আছে, তাকে আড়াল থেকে দেখছে।

হঠাৎ করেই শালুক যেনো নিশ্বাস ফেলার শব্দ ফেলো বিছানার নিচে থেকে।পায়ের কাছ থেকে কাঁথা টেনে নিয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো শালুক।মনে মনে একদমে আয়াতুল কুরসি পড়ে যাচ্ছে।

ঝুম বৃষ্টি নিয়ে সকাল শুরু হলো। জানালার গ্লাসে বৃষ্টির ঝাপটা এসে বারবার আঘাত হানছে।শালুক চোখ খুলে তাকিয়ে দেখে চারদিক কেমন অন্ধকার হয়ে আছে।হতভম্ব হয়ে গেলো শালুক!

এক ঘুমে সে এক রাত এক দিন কাটিয়ে ফেলেছে! এমন ঘুম ঘুমিয়েছে যে সন্ধ্যা নেমে গেছে অথচ শালুক টের পায় নি।

অবাক হলো শালুক আবার কিছুটা। কেউ তাকে ডাকলো না কেনো?বিশেষ করে ধ্রুব ভাই বাড়িতে আসার সাথে সাথেই তো মা গলাটাকে একটা ছোটখাটো হ্যান্ডমাইকের রূপ দিয়ে সবার কান ফাটিয়ে ডাকাডাকি শুরু করে। যেনো ধ্রুব কোনো দেশের প্রাইম মিনিস্টার, তাকে দেখতে যেতেই হবে সবার।আজ এরকম করলো না কেনো তবে মা? নাকি তাও শালুকের কানে যায় নি!

ব্রাশ করে ফ্রেশ হয়ে শালুক পা টিপে টিপে বের হলো রুম থেকে।

তারপর শাপলার রুমে গিয়ে বললো, "আপা, আমাকে কেউ ডাকে নি কেনো?সন্ধ্যা হয়ে গেছে অথচ কেউ একবার ডাকলো না।আমি যদি মরে যেতাম তবে কেউ জানতি ও না তোরা।"শাপলা বিরক্ত হয়ে বললো, "কানের কাছ থেকে যা তো শালুক,গাধার মতো কথা বলছিস।এমনিতেই রাতভর ওই আশার আর আদনান ভাইয়ের কাহিনি শুনতে শুনতে কান ব্যথা হয়ে গেছে,ঘুমাতে পারি নি সারারাত ধরে। এখন ঘুমাতে দে।

কষ্ট করে একবার গিয়ে দেখ ধ্রুব ভাই আসার কতোদূর!

স্টেশনে কে গেছে তাকে আনতে? ”শালুক চমকালো। ধ্রুব ভাই এখনো আসে নি?তারমানে এখনো সন্ধ্যা হয় নি।আর সে কি-না ভয় পেয়েছে এই ভেবে যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আনন্দিত হয়ে শালুক নিচে নেমে এলো।

হাসনা রান্না ঘরে, সবার জন্য নাশতা বানানো হচ্ছে। বড় চাচী আর মেজো চাচী রুটি বানাচ্ছেন।ফুফু রুটি সেঁকছে।শালুকের মা চুলায় আলু,গাজর,পেঁপে দিয়ে ভাজি করছে।

মতির মা মাছ কুটছেন।শালুক নাক সিঁটকালো। এইসব হাবিজাবি ভাজাভুজি খেতে শালুকের একেবারে বিরক্ত লাগে।

মেজো চাচা চোরের মতো মুখ করে বসে আছে সোফায়।শালুকের ভীষণ মায়া হলো চাচার জন্য।এই লোকটা কতো বছর ধরে ছেলের মুখে বাবা ডাক শোনে না।বাবা ছেলে মুখোমুখি হন না।একসাথে বসে খান না।

শালুককে দেখে সেলিম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন,"স্কুলে যাবি কখন?"শালুক আকাশ থেকে পড়েছে যেনো স্কুলের কথা শুনে। বিস্মিত হয়ে বললো,"এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে তুমি আমাকে স্কুলে যেতে বলো চাচা?সামান্য লেখাপড়ার জন্য তো আর আমি আমার জীবন রিস্কে ফেলতে পারি না, তাই না? বেঁচে থাকার অধিকার আমার ও আছে।"আদনান চায়ের কাপ নিয়ে আসতে আসতে বললো,"সেই সাথে পরীক্ষায় গোল্লা মারার অধিকার ও শালুকের আছে।"
শালুকের ভীষণ বিরক্তি লাগলো। মনে মনে বললো, "ফার্দিকার সামনে স্মার্ট হতে চাচ্ছো সে আমি ভালো করেই বুঝি।একদিন সবকিছুর শোধ নিবো।শুধু তোমার প্রতি একটা ভালোবাসা ভালোবাসা ব্যাপার আছে বলে চুপ করে থাকি।"
বাহিরে রিকশার টুংটাং শব্দ হতেই সেলিম সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন।তারপর ব্যস্ত হয়ে উপরে চলে গেলেন।হাসনা বেগম চিৎকার করে বলতে লাগলেন,"আমার ধ্রুব বাবা আসছে রে,তোরা সব কোথায় গেলি।"পাতলা একটা সাদা টি-শার্ট পরনে,ব্ল্যাক ট্রাউজার পরে ধ্রুব তখন আধ ভেজা হয়ে

হাসনা বেগমের শাড়ির আঁচলে চুল মুছছে।সবাইকে সালাম দিয়ে এগিয়ে গেলো আদনানের দিকে।তারপর দুই ভাই কোলাকুলি করলো।

আদনান আশার দিকে তাকিয়ে বললো, "তোর হবু ভাবী,আশা।আর আশা,এই তোমার বড় দেবর ধ্রুব।"

আশা বিড়বিড় করে বললো, "হ্যান্ডসাম! "শাপলা ততক্ষণে সেজেগুজে হাজির হয়ে গেলো নিচে।ধ্রুবর পাশে দাঁড়িয়ে বললো, "কেমন আছো ধ্রুব ভাই?"

ধ্রুব মুচকি হেসে বললো, "ভালো আছি,তোরা সব কেমন আছিস?"

শাপলা গাল ফুলিয়ে বললো, "এতোদিনে মনে পড়লো? "

কিছু না বলে ধ্রুব হাসলো।শালুক ঘোমটা টেনে দিয়ে বসে রইলো শক্ত হয়ে। ধ্রুব কাঁধ থেকে ব্যাগ খুলে শালুকের দিকে ছুড়ে দিয়ে বললো, "ভাব বেড়ে গেছে না-কি তোর?সবাই আমার সাথে কথা বলছে আর তুই ভাব নিয়ে বসে আছিস এখানে?আমার ব্যাগটা রুমে নিয়ে রেখে আয়।ব্যাগের সব কাপড় চোপড় সুন্দর করে গুছিয়ে রাখবি আমার আলমারিতে। ভাঁজ যেনো না ভাঙে শালুক,আই রিপিট ভাঁজ যেনো না

ভাঙে। তাহলে তোকে দিয়েই আয়রন করাবো মনে রাখিস।"শাপলা বললো,"আমাকে দাও,আমি রেখে আসি।"

চোখ লাল করে ধ্রুব তাকালো শাপলার দিকে।তারপর বললো,"তোকে আমি বলেছি?"

শাপলা নিভে গেলো ধ্রুবর চোখ রাঙ্গানো দেখে।

ধ্রুবর রুমে গিয়ে সব কাপড় বের করে শালুক সব দলা মোচড়া করলো প্রথমে।সবগুলোর ভাঁজ নষ্ট হবার পর এলোমেলো করে সবকিছু আলমারিতে গাদাগাদি করে রাখলো।ব্যাগের উপরের চেইন খুলতেই শালুক অবাক হলো। ভেতরে একটা শপিং ব্যাগে প্লাস্টিকের ফুলের বিভিন্ন রঙের কয়েকটা গাজরা,নানান ডিজাইনের হেয়ার ব্যান্ড।একটা চিরকুটে লিখা,"কেশবতীর জন্য।"

শালুক মুখ বাঁকিয়ে বললো, "তলে তলে টেম্পো চলে,আমরা বললেই হরতাল!"নিচে আসতেই দেখে সবাই খেতে বসেছে। মেজো চাচা নেই শুধু।শালুক আসতেই ধ্রুব বললো,"তোর চাচাকে বল খেয়ে যেতে,আমি পরে ছোট চাচীর সাথে খাবো।উনি আর

ওনার স্ত্রী যেনো খেয়ে আমার সামনে থেকে বিদায় হয়।”

শালুকের বড় চাচা আজাদ সাহেব বললেন,”ধ্রুব বাবা,এখনো এসব ধরে বসে থেকে কি লাভ?শুধুশুধু বাবা ছেলের মধ্যে... ”আজাদ সাহেব কথা শেষ করতে পারলেন না।ধ্রুব কঠোর স্বরে বললো, “এই ব্যাপারে আমি কারো থেকে কোনো সুপারিশ শুনতে চাই না।”

আজাদ সাহেব থেমে গেলেন।শালুকের বাবা ফয়েজ আহমেদ একটা নিশ্বাস ফেলে খাওয়ায় মনোযোগ দিলেন।

ধ্রুব গিয়ে দাদার রুমে বসে রইলো। নাশতা শেষ করে ধ্রুবর দাদা রশিদ সাহেব নাতির পাশে এসে বসলেন।তারপর নরম স্বরে বললেন, “আমাকে মাফ করে দিস দাদাভাই। আমার জন্যই তোর শৈশব,কৈশোর সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। আমার জন্যই তুই বাবা মা হারা হলি।”ধ্রুব হেসে বললো, “তোমার কোনো দোষ নেই দাদা।এসব ভেবে তুমি আপসেট হইও না।”

দাদার রুম থেকে বের হয়ে ধ্রুব ছাদের দিকে গেলো।ছাদের নিজের রুমে ঢুকে বেশ বড়সড় একটা ধাক্কা খেলো ধ্রুব।দেয়ালে দীপালি নামক মহিলার একটা ছবি ঝুলছে।মুহূর্তেই ধ্রুব ক্রোধান্বিত হয়ে গেলো। ছবিটি নামিয়ে সোজা নিচতলায় গেলো। সবাই তখনো ডাইনিং টেবিলে বসে খাচ্ছে। আচমকা ধ্রুব ছবিটি আছড়ে ফেললো ফ্লোরে।মুহূর্তের মধ্যে শত খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেলো ফ্রেমের সব কাঁচ।কয়েকটা কাঁচ কুড়িয়ে নিয়ে ধ্রুব আবারও ভাঙ্গলো। ফলস্বরূপ নিজের দুই হাত কেটে গেলো কিছুটা।

চিৎকার করে ধ্রুব বললো, "এই কাজ কে করেছে? আমার অপছন্দ জেনেও কে এই কাজ আবারও করেছে ছোট চাচী?

এই ছবি আমার ঘরে কেনো লাগানো হলো?"হাসনা নিজেও জানে না কে লাগিয়েছে।কিন্তু ধ্রুবকে এভাবে রাগতে দেখে বললেন,"বাবা মাথা গরম করিস না। আমি লাগিয়েছি বাবা।আমার ভুল হয়েছে। আর হবে না এরকম।"

ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে ধ্রুব বললো, "শুধু তুমি বলে আজ আমি থেমে গেলাম। এই কাজ আর

করো না চাচী।নয়তো ধ্রুবকে চিরতরে হারিয়ে ফেলবে।এখন তো তুমি আছো বলে তোমার টানে ফিরে আসি,এরপর আমাকে আর খুঁজে পাবে না।”তারপর হনহনিয়ে দোতলায় নিজের রুমে চলে গেলো ধ্রুব।

রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে ফরিদা থরথর করে কাঁপছে। হাসনা তার দিকে তাকাতেই ফরিদা বললো, “আমার ভুল হয়ে গেছে আপা।ধ্রুবর বাবা মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে এই ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে। বউ হয়ে আমি কিভাবে সহ্য করি বলেন যে আমার স্বামী তার প্রথম স্ত্রীর ছবি এভাবে লুকিয়ে দেখে?তাই ছবিটি আমি ধ্রুবর ছাদের ঘরে লাগিয়ে রেখেছি।ভেবেছি মায়ের ছবি দেখলে ধ্রুবর রাগ একটু হলেও কমবে।এখন দেখছি আমি ভুল ছিলাম।”হাসনা কঠোর স্বরে বললো, “এরকম কাজ আর কখনো করতে যেও না আপা। আমাকে জিজ্ঞেস না করে আর কখনো এসব কাজ করবে না।”

শালুকের ভীষণ মায়া হলো ধ্রুব ভাইয়ের জন্য।একটা মানুষ মনের ভেতর কতো যন্ত্রণা লুকিয়ে রাখে তা আমরা বাহিরে থেকে কি একটুও বুঝতে পারি?মা

নেই,বাবা থেকেও নেই,একা জীবন যে কাটায় তার কষ্টের গভীরতা কে মাপতে পারে?

হাসনা শালুককে ডেকে বললো, “ধ্রুবর ঘরে ওর নাশতা নিয়ে দিয়ে আয় শালুক।”

নাশতার ট্রে হাতে নিতেই শালুকের রাগ হলো। সে খেয়েছে হাবিজাবি ভাজাভুজি দিয়ে অথচ ধ্রুব ভাইয়ের জন্য ঘন করে বানানো দুধ চা,পরোটা, কসা মাংস,ডিম ভাজা।শালুক মায়ের দিকে একবার তাকিয়ে মনে মনে বললো, “এই যে আমার মা হয়ে আমার সাথে খাবার নিয়ে এই বাটপারি করলো মা,আমার কি কষ্ট কম হচ্ছে?সবাই ধ্রুব ভাইয়ের ব্যথা অনুভব করে,শালুকের ব্যথা কেউ বুঝে না।”

অভিশাপ দিলাম ধ্রুব ভাইকে,এই খাবার খাওয়ার পর তার পেট খারাপ করুক।যাতে বাথরুমেই তার থাকার ব্যবস্থা হয়।স্যালাইন ছাড়া আর কিছুই যাতে খেতে না পারে। ”ধ্রুব পকেট থেকে একটা মাউথ অর্গান নিয়ে বাজাতে বসলো। নীল রঙের এই মাউথ অর্গান ছিলো ধ্রুবর বাবা-মা থেকে পাওয়া শেষ উপহার। যখনই ধ্রুবর কষ্ট হয় ভীষণ, ধ্রুব এই

মাউথ অর্গান বাজায়।মা'ই তো তাকে শিখিয়েছিলো মাউথ অর্গান বাজাতে।

মায়ের কথা ভাবতেই ধ্রুবর কেমন বুক চিনচিন করে ব্যথা হয়।মা'য়ের চেহারা ও সে প্রায় ভুলতে বসেছে। আজকে দেখে আবারও মনে পড়লো। আচ্ছা, একটা জীবন তপস্যা করলেও কি ধ্রুব আর বাবা-মা কে এক বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারবে?শালুক রুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলো ভেতর থেকে একটা খুব সুন্দর সুর ভেসে আসছে। শালুকের বুঝতে দেরি হলো না এটা কিসের সুর,আর কেনো বাজছে।এই বাসার সবাই জানে ধ্রুবর যখন অতিরিক্ত মন খারাপ হয় তখন সে মাউথ অর্গান বাজায়।সেই সময় কেউ-ই তাকে ডিস্টার্ব করে না।

মনে মনে এতোক্ষণ ধ্রুবকে যেসব অভিশাপ দিয়েছে তা ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহকে বললো,"আল্লাহ,ধ্রুব ভাইয়ের যাতে কিছু না হয়।ওনার পেট খারাপ যাতে না করে কিছুতেই।এমনিতেই তার মন খারাপ।"

দরজায় নক হতেই ধ্রুব উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলো। শালুক নাশতার ট্রে বিছানার উপর রেখে বললো, "আপনার নাশতা। "ধ্রুব এক ঝলক তাকিয়ে

বললো, “হাত কেটে গেছে,খাইয়ে দিতে পারলে খাইয়ে দে।নয়তো ট্রে নিয়ে বিদায় হ সামনে থেকে। ”

শালুক কিছুক্ষণ ভাবলো কি করবে,তারপর উঠে চলে গেলো। ধ্রুব হাতের দিকে তাকালো। রক্ত হাতেই শুকিয়ে গেছে। ধ্রুব মুচকি হেসে বিড়বিড় করে বললো, “এই হৃদয়ে যে রক্তক্ষরণ হচ্ছে তার তুলনায় এই রক্ত কিছুই না।হৃদয়ের রক্তক্ষরণ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারলে এই সামান্য হাতের কাটাকে কেনো ভয় পাচ্ছি?”

হাসনা বেগম রুমে আসতে আসতে বললেন,”হাত না-কি কে/টে ফেলেছিস ধ্রুব?

শালুক গিয়ে না বললে তো জানতামই না।কি কান্ড বল তো দেখি?”ধ্রুব হাসলো। এই একটা মানুষ শুধু তাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসেছে ছোট বেলা থেকে। সবার থেকে ধ্রুব অবহেলা পেয়েছে, এই মানুষটার থেকে পেয়েছে অকৃত্রিম ভালোবাসা।

হাসনা পরোটা ছিড়ে নিয়ে মাংস দিয়ে ধ্রুবর মুখে পুরে দিয়ে বললেন,”ধ্রুব,এভাবে আর কতোদিন বাবা?বাড়ির ছেলে বাড়িতে ফিরে আয় না।কি যে

হলো তোর হুট করে। খোকাও আমেরিকা চলে গেলো, তুই ও তার এক সপ্তাহ পর চলে গেলি। বাড়িটা কেমন খাঁখাঁ করে বাবা।জহির ও আসে চট্টগ্রাম থেকে। তোর ফুফু ছেলের জন্য কি যে হাপিত্যেশ করে মরে,অথচ ছেলেটা আসতেই চায় না। আমরা কি ওর পর কেউ?এই বাড়িতে কি ওর মায়ের ভাগ নেই?তবে কেনো ছেলেটা এতো লজ্জা পায় বল তো?"ধ্রুব খেতে খেতে বললো, "আমি গতরাতে কল দিয়েছিলাম,আমাকে তো বললো আজকে বিকেলের ট্রেনে ভাইয়া ও আসবে।তবে কাউকে বলতে নিষেধ করেছে।মনে হয় ফুফুকে সারপ্রাইজ দিবে চাচী।তুমি কিছু বলো না কাউকে।"

হাসনা উৎফুল্ল হলেন শুনে।দুচোখ আনন্দে চকচক করে উঠলো। ধ্রুবকে সবটা খাইয়ে বের হয়ে গেলেন হাসনা।

শালুকের বড় চাচী আদিবা পাকা কলা,ডিম,এলোভেরা জেল মিশিয়ে কি একটা হেয়ার প্যাক বানিয়ে শালুককে ডাকছে।শালুক একটা হিজাব নিয়ে হিজাব পিন দিয়ে ভালো করে হিজাব বেঁধে নিচে নামলো।

আদিবা চেয়ারে বসলেন,সামনে একটা মোড়া রাখা। শালুকের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো,এক দৌড়ে নিজের রুমে যেতে নিতেই ধ্রুবর সাথে ধাক্কা লাগলো।বিরক্ত হয়ে ধ্রুব বললো, "ষাঁড়ের মতো ছুটছিস কেনো?"

নিচ থেকে আদিবা বেগমের ডাক শোনা গেলো আবারও।

ধ্রুব জিজ্ঞেস করলো, "বড় চাচী ডাকছে যে কানে যায় না?ওদিকে না গিয়ে রুমের দিকে যাচ্ছিস কেনো?"

শালুক চুপ করে রইলো।কোনোমতে এখন ঝগড়া করা যাবে না।ধ্রুব যদি কোনো মতে জানতে পারে শালুকের চুল নেই তবে আজ শালুকের কপালে শনি আছে।মনে মনে দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলো। আল্লাহকে বললো, "ইউনুস নবীকে তুমি মাছের পেট থেকে উদ্ধার করেছো আল্লাহ,আমাকে ও আজকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করো।"

শালুককে চুপ থাকতে দেখে ধ্রুবর সন্দেহ হলো। শালুক তো মৌনব্রত করার মেয়ে নয়।তবে সে চুপ করে আছে কেনো।শালুকের হাত ধরে টেনে ধ্রুব

নিচের তলার দিকে নামাতে লাগলো। শালুক গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলো।

আদিবা বেগম শালুকের হিজাব খুলতে যেতেই আরেকটা যুদ্ধ বাঁধলো।শালুক কিছুতেই তার হিজাব খুলতে দিবে না।আদিবা বেগম মেয়ের সাথে না পেরে ধ্রুবর দিকে তাকালেন।ধ্রুব এগিয়ে এসে শালুকের দুই হাত চেপে ধরে বললো, "আপনি ওর হিজাব খোলেন চাচী।"হিজাব সরাতেই আদিবা বেগম চিৎকার করে উঠলেন।ধ্রুব কিছু বুঝতে পারলো না। শালুকের পিছনে গিয়ে ওর চুল দেখে ধ্রুব নিজেও চিৎকার করে উঠলো।

মুহুর্তেই সারা বাড়ি জেনে গেলো শালুকের কোমর সমান চুল শালুক কেটে ফেলেছে।

মাথা নিচু করে শালুক দাঁড়িয়ে আছে। একটা মানুষের চুল নিয়ে সারা বাড়ির সবার এতো মাথা ব্যথা হবে কেনো শালুক এই হিসেব কিছুতেই মিলাতে পারছে না।মুহুর্তেই নিচতলার চেহারা বদলে গেলো যেনো দরবার বসেছে,দাদা দাদী থেকে শুরু করে নয়না আপার পিচ্চি মেয়ে নিধি পর্যন্ত সেই বিচারসভায় হাজির হলো।

সবার এক প্রশ্ন,কেনো শালুক চুল কে/টে ফেলেছে?
শালুক ভেবে পেলো না কি জবাব দিবে!সে কি বলবে আদনান ভাই ফার্দিকাকে বিয়ে করবে,এই দুঃখে,কষ্টে সে চুল কে/টে ফেলেছে?এই কথা শালুক জীবনে ও বলতে পারবে না।
ধ্রুব অস্থির হয়ে পায়চারি করছে।রাগে তার মাথা ফেটে যাচ্ছে।সে কি-না এই বেকুব, গাধা মেয়েটার জন্য হেয়ার ব্যান্ড, গাজরা নিয়ে এসেছিলো!আর এদিকে সে টাক্কু হয়ে বসে আছে?
শালুকের মনে হলো, প্রতিবার পরীক্ষায় ফেইল করার পরেও এরকম দক্ষযজ্ঞ বাঁধে নি এবার এরা সামান্য চুল নিয়ে যা করছে।মিনমিন করে শালুক বললো,"লম্বা চুলে গরম বেশি লাগে,তাই আমি কে/টে ফেলেছি।"
আদিবা বেগম হুঙ্কার দিয়ে বললেন,"গরম লাগে,তোর একার গরম লাগে এই দুনিয়ায়?আর কারো গরম নেই?তোর এতো গরম লাগলে আমাকে বলতি।আমি তোর চাচাকে বলে তোর ঘরে এসি লাগিয়ে দিতাম। তুই কোন সাহসে চুলে হাত লাগালি?"শালুকের মেজো চাচী দূরে দাঁড়িয়ে প্যাচপ্যাচ করে কাঁদতে

কাঁদতে বললেন,"কতো যত্ন করে তোর চুল এতো বড় করছি আমরা।রাত জেগে ইউটিউবে গতকাল রাতেও একটা হেয়ার স্টাইল শিখেছি। অথচ তুই কি-না সব আশায় পানি ঢেলে দিলি?"

আদনান হাসতে হাসতে বললো, "লজ্জায় কে/টে ফেলেছে মা,গিয়ে দেখো কোনো পরীক্ষায় ও আন্ডা পেয়েছে। তাই এই কাজ করেছে।"

ধ্রুব রেগে গেলো আদনানের এই কথা শুনে। হাত মুষ্টি করে নিজেকে সামলালো।

আশা বললো, "শর্ট হেয়ারেও শালুককে কিউট লাগছে আন্টি।ওর জন্য শর্ট হেয়ারই বেস্ট। "আদনানের বোন আফিফা ধমকে উঠলো আশাকে।চোখ রাঙিয়ে বললো, "তুমি চুপ করো আশা,তুমি এসব বুঝবে না। আমাদের শালুকের চুল আমাদের পরিবারের সবার কাছে একটা ভালোবাসা। তুমি ওসব বুঝবে না।"

হাজার জিজ্ঞাসাবাদের পরেও শালুকের মুখ থেকে কেউ কথা বের করতে পারলো না যখন তখন শালুকের দাদা ধ্রুবকে বললেন,"তোর উপর দায়িত্ব রইলো এই রহস্য উদঘাটনের।"আদনান হেসেই যাচ্ছে বারবার শালুকের চুলের এই অবস্থা দেখে।

শালুককে এই মুহূর্তে ভীষণ রোগা লাগছে।প্রেমে ছ্যাঁকা খেয়ে শালুক যেই কষ্ট পেয়েছে এখন বুঝতে পারছে তার চাইতে হাজার গুণ বেশি কষ্ট তার জন্য অপেক্ষা করছে।

কিছুক্ষণ ভেবে শালুক সিদ্ধান্ত নিলো ধ্রুব ভাইকে সে সত্যি কথা বলে দিবে।তা না হলে ধ্রুব যে সহজে শালুককে নিস্তার দেবে না তা শালুকের চাইতে ভালো আর কে জানে?সন্ধ্যা হতেই শালুক আজ বই নিয়ে বসে গেলো। আজ পড়া নিয়ে কোনো অবহেলা চলবে না।কেননা আজকে শালুকের সামান্য একটু দোষ পেলেই সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়বে শালুকের উপর।

এক মগ ধূমায়িত কফি নিয়ে ধ্রুব এলো শালুকের রুমে।শালুককে পড়তে দেখে ধ্রুব মনে মনে হাসলো। বিছানার উপর দুই পা ভাঁজ করে বসে বললো, “নে এবার ঝেড়ে কাঁশ তো শালুক।কোনো হাংকিপাংকি আমার সাথে করবি না। ”শালুক মাথা নিচু করে বললো, ” আমি সরি ধ্রুব ভাই। আমার আসলে মাথার ঠিক ছিলো না। প্রচন্ড রাগে আমি এরকম করে ফেলেছি হুট করে। ”

ধ্রুব ভ্রু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, “রাগের কারন কি?”

শালুকের দুই চোখ জলে টইটম্বুর হয়ে গেলো মুহূর্তেই।একটু হাওয়া দিলেই কচু পাতার জলের মতো টুপ করে পড়ে যাবে।

যন্ত্রণারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো আরো একবার। নেই,নেই,আদনান ভাই আর শালুকের নেই।চিৎকার করে শালুকের এই কথা বলতে ইচ্ছে করলো।তবুও আস্তে করে বললো, “আদনান ভাই আমাকে এভাবে ঠকালো কেনো? আমি কি দোষ করেছি?উনি তো আমাকে ভালোবাসতেন তবে কেনো এখন রূপ পাল্টালেন বলেন?

আমি তো এক বুক আশা নিয়ে আদনান ভাইয়ের দেশে ফেরার অপেক্ষায় ছিলাম।অথচ উনি ফিরে এলেন সাথে হবু বউ নিয়ে। আমার তখন মাথা ঠিক ছিলো না আর।নিজেকে মনে হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায়। কাউকে কিছু বলতে পারি নি আমি।তাই রাগের মাথায় এরকম করে ফেলেছি। ”ধ্রুব যেনো হতভম্ব হয়ে গেলো শালুকের এসব কথা শুনে।মাথার ভেতর আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে

তার রাগ।নিজেকে সংযত করে অবাক দৃষ্টিতে শালুকের দিকে তাকিয়ে বললো, “আদনান ভাই তোকে কখনো ভালোবাসি বলেছে শালুক?”

শালুক চমকে গেলো এই প্রশ্ন শুনে। আদনান ভাই তো তাকে কখনো এরকম কিছু বলে নি।

মাথা নেড়ে বললো, “না,বলে নি।”ধ্রুব জিজ্ঞেস করলো, “তোকে কখনো বলেছেন উনি যে তোকে ছাড়া বাঁচবে না,তোকে না পেলে মরে যাবে।সিনেমায় দেখিস না নায়কেরা যেরকম বলে নায়িকাদের? ”

শালুক কিছুক্ষণ ভাবলো। আদনান ভাই তাকে বউ বলে ডাকতো ঠিকই তবে এরকম কথা তো কখনো বলেন নি।

আবারও মাথা নেড়ে শালুক বললো, “না বলেন নি কখনো। ”ধ্রুব যেনো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। তারপর বললো, “তাহলে তুই কোন দিক থেকে ভেবে নিলি উনি তোকে ভালোবাসেন?”

শালুক উত্তর দিতে পারলো না সহসা।কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, “তাহলে কেনো উনি আমাকে বউ বলতেন?কেনো বলতেন তার ভবিষ্যৎ বাচ্চার আম্মু।দেশে আসার আগেও তো যখন আমার সাথে

কথা হয়েছিলো,আমাকে বলেছিলেন যে আমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। এসব কি পজিটিভ সাইন নয়?ভালো যদি না বাসেন তবে কেনো এসব বলতেন?”

ধ্রুব নিশ্বাস ফেলে বললো,”,আদনান ভাই এরকমই। ছোট বেলা থেকেই উনি তোকে এভাবে বলতেন। তোর বয়স কম,আবেগ বেশি। তুই টিন-এজ মেয়ে,এটা ওনার মাথায় রাখা উচিত ছিলো। হয়তো উনি কিছুটা মজা নিতে চেয়েছেন তোর সাথে। কিছু মানুষ থাকে যারা মেয়েদের সাথে এসব মজা নিয়ে আনন্দ পায়।ব্যাপারটা যেভাবেই হোক উনি তোর সাথে এভাবে কথা বলায় তুই ব্যাপারটা অনেক দূর পর্যন্ত ভেবে ফেলেছিস।এখানে আসলে দোষ তোর নয় শালুক।তোর এজটাই এরকম।কেউ একটু ইমোশনাল কথা বললে এই বয়সী মেয়েরা তখন নানারকম স্বপ্ন দেখতে থাকে।এজন্য বিপরীত মানুষটার উচিত এই ব্যাপারে সতর্ক হওয়া।তার একটু ভুলে এরকম অনেক মেয়ে অনেক বড় ভুল করে ফেলে।তুই আসলে যেটাকে ভালোবাসা ভেবে কষ্ট পাচ্ছিস সেটা কোনো ভালোবাসা নয়।এটাও

একটা আবেগ তোর।তোর ব্যাপারটা আসলে হচ্ছে তোর অবচেতন মন আদনান ভাইকে পছন্দ করে, সেই ভালো লাগাকে তুই ভালোবাসা ভেবে বসে আছিস।

প্রিয় নায়কের প্রেমের কথা,বিয়ের কথা শুনলে মানুষ যেমন কিছু সময়ের জন্য কষ্ট পায়,তুই ও তাই পাচ্ছিস শুধু।আদনান ভাই তোর শুধুমাত্র পছন্দের একজন মানুষ এর বেশি কিছু না।

আদনান ভাইকে যদি তুই সত্যি ভালোবাসতি তবে তার সামনে এভাবে ঠিক থাকতে পারতি না। হার্দিকাকে দেখেও এভাবে চুপ থাকতে পারতি না। ভালোবাসা হলে প্রিয় মানুষের পাশে অন্য কাউকে সহ্য করা যায় না শালুক।এই যে আজ দুদিন হয়ে গেলো, তুই কি একবারও আদনান ভাইকে দেখে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতে পেরেছিস,তুই তাকে ভীষণ ভালোবাসিস?

পারিস নি তো।আমি তোকে বকবো না আজ।কাউকে কিছু বলবো না। আজ তোকে পড়তে হবে না।তুই নিজেই ঠান্ডা মাথায় বসে ভেবে দেখ,এটা তোর সত্যিকার ভালোবাসা না-কি একতরফা ভালো লাগা।

আর সারপ্রাইজের কথা বলছিস,এই যে আমাদের জন্য ভাবী নিয়ে এসেছে এটাই তো সারপ্রাইজ!”

ধ্রুব উঠে চলে গেলো শালুকের রুম থেকে। তারপর থেকে শালুক ভাবতে লাগলো।ভেবে দেখলো আসলেই তো ধ্রুব ভাই ঠিক বলেছে।সে তো এভাবে ভেবে দেখে নি।নিজের ভাবনা ভাবতে গিয়ে শালুকের মোটা মাথায় অন্য একটা ভাবনা এলো।

ধ্রুব ভাই এসব ব্যাপারে এতো কিছু কিভাবে জানলো?

ধ্রুবর রুমে গিয়ে শালুক জিজ্ঞেস করলো, “তুমি এতো কথা কিভাবে জানো ধ্রুব ভাই? তুমি ও কি কাউকে ভালোবাসো না-কি? ”ধ্রুব চোখ লাল বড় করে তাকাতেই শালুক ভেংচি দিয়ে বললো, “আমি কিন্তু সব জানি,দেখেছি ও।কোন কেশবতীর জন্য যে গিফট এনেছো সব আমি দেখেছি। ”

ধ্রুব হেসে উঠে বললো, “ঠিকই জানিস।আমার ও একটা কেশবতী আছে।যাকে আমি ভীষণ রকম ভালোবাসি। এবার ভাগ এখান থেকে। ”ধ্রুব ক্লান্ত,অবসন্ন দেহটাকে টেনে নিয়ে গেলো ছাদের ঘরে। যেই শঙ্কা ছিলো তার মনে, সেটাই সত্যি হলো।

ড্রয়ার থেকে একটা এলবাম বের করলো ধ্রুব।
এই এলবামে শুধু শালুকের ছবি,ছোট থেকে বড় পর্যন্ত। খুব যত্ন করে ধ্রুব সব জমিয়ে রেখেছে। মাঝেমাঝে ধ্রুব নিজেই অবাক হয় শালুকের প্রতি তার এই বাড়াবাড়ি রকমের ভালোবাসা দেখে।
ধ্রুব নিজেকে সামলে রাখতে জানে,সেই সাথে সামলে রাখতে জানে নিজের মনের সব অনুভূতিকে।
চেয়ারে বসে শালুকের ছবি দেখতে দেখতে ধ্রুবর চোখ গেলো দেয়ালের দিকে। মার্কার পেন দিয়ে লিখা, "আমি ধ্রুব,সবকিছুতে সিরিয়াস থাকি।সিরিয়াস থাকতে থাকতে আমার টয়লেট ও সিরিয়াস হয়ে গেছে। এজন্য আমার সহজে টয়লেট পায় না।"ধ্রুব প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলো এই লিখা পড়ে, পরমুহূর্তে ফিক করে হেসে ফেললো।
বিড়বিড় করে বললো, "আমার বোকা ফুলটা জানে না তার এসব চালাকি সব আমার নখদর্পনে। "
শালুকের ছবির দিকে তাকিয়ে ধ্রুব বললো,"প্রিয় বোকা ফুল,তোমার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সব কিছু আমার ভীষণ চেনা,তেমনই ভীষণ চেনা তোমাকে।বাম হাতে এলোমেলো অক্ষরে এসব

লিখলে কি আমি বুঝবো না বলো?তোমাকে এতো বেশি অনুভব করি যে মাঝেমাঝে আমি নিজের অস্তিত্ব ভুলে যাই।বোকা ফুল,তুমি নিজেও তোমার নিজেকে এতো বেশি চেনো না যতোটা আমি তোমাকে চিনি।”শালুকের এই লেখা দেখে ধ্রুবর মন হঠাৎ করেই ভালো হয়ে গেলো। ছাদের ঘর থেকে বের হয়ে শালুকের রাজ্যের সামনে একমুহূর্ত দাঁড়ালো। শালুক লিখাটা একবার হাত দিয়ে ছুয়ে গুনগুন করে গাইতে লাগলো, “দূর হতে আমি তারে সাঁধিবো,গোপনে বিরহডোরে বাঁধিব।”নিচ তলায় এসে ধ্রুব তার ভোল পালটে ফেললো, হাসিখুশি মুখটি আবার গম্ভীর হয়ে গেলো।

ধ্রুবর বাবা সেলিম সাহেব টিভিতে তখন নিউজ দেখছেন।ধ্রুব গিয়ে রিমোটটা নিয়ে চ্যানেল পালটে দিলো,স্পোর্টস চ্যানেলে দিয়ে খেলা দেখতে শুরু করলো।সেলিম সাহেব কিছুক্ষণ ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন নির্নিমেষ। কতো বছর হলো ধ্রুব তাকে বাবা বলে ডাকে না?

১০ বছর হয়ে গেছে। সেলিম সাহেব চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন আশেপাশে কেউ নেই।সবার

সামনে তিনি ধ্রুবকে ডাকতেও লজ্জা পান।ছেলে যে জবাব দিবে না তা তিনি জানেন,তবুও তিনি ডাকেন সবার আড়ালে।ছেলে তার ডাকে সাড়া দেয় না,সবার আড়ালে ডাকলে রক্ষা একটাই তিনি কারো সামনে বিব্রত হন না।

সাহস করে তাই ডাকলেন,"ধ্রুব...ধ্রুব...."ধ্রুব গান গাইতে লাগলো, "সময় গেলে সাধন হবে না...."

দুই লাইন গেয়ে ধ্রুব হেডফোন কানে দিয়ে গান শুনতে লাগলো।

সেলিম সাহেব মুগ্ধ হয়ে ছেলের গান শুনলেন। দীপালির মতো গানের গলা পেয়েছে ছেলে,দীপালি ও তো এরকম গান গাইতো।বলতে লজ্জা নেই,দীপালির গান শুনেই তো তিনি দীপালির প্রেমে পড়েছেন।

আজ দীপালি তার কাছে শুধুই অতীত । সে স্বপ্ন হয়ে এসে দুঃস্বপ্ন হয়ে তার জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে।

কি এমন ক্ষতি হতো এই দুঃস্বপ্নটা যদি তার জীবনে আজীবন থেকে যেতো।তবুও তো তিনি ভালোবাসার মানুষকে নিয়ে বাঁচতেন।

সেলিম সাহেব উঠে যেতেই ধ্রুব কান থেকে হেডফোন খুলে ফেললো। বুক ছিড়ে যেই দীর্ঘশ্বাস

বের হয়ে আসতে চাইলো,তাকে ধ্রুব বাহিরে আসতে দিলো না।সযত্নে আবারও বুকের ভেতর মাটিচাপা দিয়ে দিলো।

দোতলায় দাঁড়িয়ে শালুক দেখলো ধ্রুবর বেদনার্ত চেহারা। এক মুহূর্তের জন্য শালুকের মনে হলো, তার চাইতে বেশি কষ্ট নিয়ে কি ধ্রুব ভাই বেঁচে নেই,তবে সে কেনো এরকম কষ্ট পাচ্ছে!শালুক ভাবছে,তার যদি ম্যাজিক জানা থাকতো তবে ধ্রুব ভাইয়ের মনের সব কষ্ট ম্যাজিক করে দূর করে দিতো।ধ্রুব ভাইকে ছোট বেলার মতো প্রাণবন্ত করে দিতো।গোমড়া মুখখানা ঝামা পাথর দিয়ে ঘষে হাসিমুখ করে দিতো।

আফসোস, তার কোনো ম্যাজিক জানা নেই।শালুক শাপলার রুমের দিকে গেলো। শাপলা চুল বাঁধছে বসে বসে।দুই ঠোঁট থেকে হাসি ফুরাচ্ছে না তার। শালুক বোনকে এতো খুশি দেখে বললো, “কি রে আপা,এতো খুশি যে তুই?”

শাপলা কপট রাগ দেখিয়ে বললো, “এমনিতেই ভালো লাগছে খুব।”

শালুক ফিসফিস করে বললো, “আপা একটা সিক্রেট বলি তোকে?তোর মন আরো ভালো হয়ে যাবে।”

শাপলা মুখ বাঁকিয়ে বললো, "কোনো ইন্টারেস্ট নেই শোনার।"শালুক মুখ কালো করে বললো, "প্লিজ আপা শোন না,না বলতে পারলে আমার ভীষণ কষ্ট হবে।এই দেখ আমার পেট এখনই কেমন গুড়গুড় করছে।পেট ফেটে মরে যাব আমি নয়তো। মরে গেলে তোর বরের কি হবে বল?তোর বর অকালে শালিকা হারাবে।এই শোকে সে পাগল ও হয়ে যেতে পারে।তারপর ধর,তোর বাচ্চারা।ওরা খালামনির আদর পাবে না,ভাবতে পারিস কেমন মর্মান্তিক ঘটনা হবে এটা।খালা,খালা মানে বুঝিস তুই আপা?মায়ের বোন খালা,মায়ের চাইতে ভালা।আমি ওদের সেই খালা।আমি বেঁচে না থাকলে ওরা বিরাট বড় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। প্রতি ঈদে ওরা যেই সালামি পাবে,সেই সালামি তো ওরা খালাকে ভাগ দিতে পারবে না।ওদের চিপস,চকোলেট, জুস এসবে কেউ ভাগ বসাবে না।এই কষ্ট তোর বাচ্চারা ছোট থেকেই বুকে চাপা দিয়ে রাখবে। অবুঝ শিশুর বুকে কি যন্ত্রণার পাহাড়, কেউ বুঝে না সেটা!আহারে,আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নাদুস-নুদুস দুটো রসগোল্লা টাইপের বাচ্চা অসহায় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে

বলছে," না খালামনি,না।তুমি যেভাবেই হোক বেঁচে থাক।দরকার হলে আমাদের আম্মুর চুল টেনে ধরে জোর করে হলেও তোমার মনের কথা বলো।তবুও আমরা তোমাকে হারাতে পারবো না।আমাদের সব টাকা পয়সা জমা রাখার জন্য হলেও তোমাকে ভীষণ দরকার আমাদের। একা একা তো আমরা চিপস জুস খেতে পারবো না তোমাকে ছাড়া। আপা এই দেখ,আমার দুই চোখ ভিজে গেছে তোর মাসুম বাচ্চাদের আর্তনাদ শুনে।আর তুই পাষাণ মা হয়ে ও বাচ্চাদের মনের কথা বুঝলি না!"

শাপলা বিস্ফোরিত নয়নে বোনের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, "তুই আমার বাচ্চাকাচ্চা পর্যন্ত চলে গেলি?বল,তোর অকাল মৃত্যু নিয়ে যখন আমার বাচ্চাদের ও এতো কষ্ট, ওদের মা হিসেবে আমি না হয় কথাটা শুনে তোর মনটা হালকা করি।"শালুক হেসে দিয়ে বললো, "তোকে এমন একটা নিউজ দিবো,শুধু তুই না যদি আমাদের বাসার নয়না আপার পুঁচকি মেয়েও শুনে যে এখনো কথা বলতে পারে না, সেও হতবাক হয়ে কথা বলে ফেলতে পারে।এরকম একটা কান্ড ঘটে গেছে।

”শাপলা বিরক্ত হয়ে বললো, “তো গিয়ে নিধিকে বল না।বেচারা এক সুযোগে কথা বলা শিখে যাবে।”
শালুক ঠোঁট উলটে বললো, “আমি চাইলেই নিধিকে বলতে পারতাম,কিন্তু ভেবে দেখলাম ও এতো তাড়াতাড়ি কথা বলা শুরু করলে তো আবার সমস্যা। অকালপক্ক হয়ে যাবে। তাছাড়া প্রকৃতির নিয়ম এই শালুক লঙ্ঘন করে না।রুলস ইজ রুলস,সবার জন্য নিয়ম সমান।এই ভেবেই ওকে বলি নি।”শাপলা বিরক্ত হয়ে বললো, “বইন,তুই যা বলার ৩০ সেকেন্ডে বল,বলে বিদায় হ আমার রুম থেকে।”
শালুক হতাশ হয়ে বললো, “প্যাঁচামুখোটা একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছে। ”
শাপলার বুজের ভেতর ধ্বক করে কেঁপে উঠলো। উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে এলো যেনো।জড়ানো স্বরে শালুককে জিজ্ঞেস করলো, “কার প্রেমে পড়েছে ধ্রুব ভাই?”শালুক ভ্রু নাচিয়ে বললো,”৩০ সেকেন্ড শেষ। আর কিছু বলবো না। ”
শাপলা মিনতির স্বরে বললো, “বোন না,প্লিজ বল না। এখন তুই না বললে আমি মরে যাবো উত্তেজনায়।

প্লিজ।আমি মরে গেলে আমার বাচ্চারা মা-হারা হবে,তুই কি তা হতে দিতি পারবি?”

শালুক হেসে বললো, “অবশ্যই পারবো।তুই মরে যা,ওদের জন্য এই শালুক একলাই ১০০।ওরা তখন আমার কাছে থাকবে।তোকে ওদের এমনিতে ও খুব একটা পছন্দ না। মা হিসেবে তুই এমনিতেও খুব একটা সুবিধার না।”

শাপলা ব্যাগ থেকে ১০০ টাকার একটা নোট শালুকের হাতের মুঠোয় ধরিয়ে দিয়ে বললো, “বল না লক্ষ্মী বোন আমার,আমার কুঁচুপুঁচু,টুনুমুনু তুই।”শালুক হেসে ফেললো শাপলার কথার ধরন দেখে।তারপর বললো, “আর ৫০ টাকা দে আপা।”

শাপলা অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আর ২০ টাকা দিয়ে বললো, “আর ৫০ টাকা আছে আমার কাছে।এরপর আমি একেবারে দেউলিয়া হয়ে যাবো।”

শালুক বললো, “আচ্ছা থাক তাহলে। ধ্রুব ভাইয়ের ব্যাগে আমি দেখেছি একটা শপিং ব্যাগে কতোগুলো হেয়ার ব্যান্ড, অনেক সুন্দর জানিস আপা।তারপর চুলের গাজরা।আবার লিখা ছিলো আমার কেশবতীর জন্য।আমি একটু আগে ধ্রুব ভাইকে জিজ্ঞেস

করতেই উনি হেসে বললো, উনি একজনকে ভীষণ ভালোবাসেন,সেই তার কেশবতী।”

শাপলার আনন্দিত চেহারায় রাজ্যের বিষাদ নেমে এলো। শালুককে সেসব বুঝতে না দিয়ে বললো, “আচ্ছা যা এখান থেকে এবার।”শালুক উঠতে যেতেই মতির মা এসে ব্যস্ত হয়ে বললো, “ও আল্লাহ,আপনেরা এইখানে বইসা রইছেন।নিচে তো জহির ভাইজান আইসা হাজির।বড় আম্মায় সবাইরে ডাকে।”

শাপলা, শালুক দুই বোনেই নিচতলার দিকে গেলো।

আশা তার সাদা টি-শার্টটা পরে নিচে নামতেই দেখলো সবাই মিটিমিটি হাসছে তাকে নিয়ে।নয়না তার মেয়েকে কবিতা আবৃতি করে শোনাচ্ছে,“হার্দিকা, ফার্দিকা,দেখলে মনে হয় চামচিকা।

আশা,পাশা কাকের বাসা,মাথায় তার আবর্জনায় ঠাঁসা।

”

আশা চমকে উঠলো এসব শুনে।আদনান এগিয়ে গিয়ে টি-শার্ট এর পিছনে এসব লিখা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলো।

তারস্বরে চেঁচিয়ে বললো, “রাবিশ,এসব কে লিখেছে আশার টিশার্টে? ”কেউ কোনো জবাব দিলো না। ধ্রুব আপেলে কামড় দিতে দিতে এগিয়ে এসে আশার টিশার্টের কবিতাটা পড়লো। তার ভীষণ হাসি পেলো, হাসি সামলে রেখে গম্ভীরমুখে বললো,”ছাদের রুমের দেয়ালেও কে কি সব হাবিজাবি লিখে রেখেছে ভাইয়া।দুই জনের লিখাই তো সেইম মনে হচ্ছে। সবার হাতের লিখা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। কালপ্রিট এখানেই আছে।”

শালুকের ভীষণ হাসি পেলো এই কথা শুনে। মনে মনে বললো, “এই শালুককে ধরা এতো সহজ না। শালুকের মাথায় বুদ্ধি কিলবিল করে বুঝলি।আমার বাম হাতের ছড়িয়ে ছিটিয়ে লিখা চেনার সাধ্য তোর মতো প্যাঁচামুখোর নেই।”বাবা এবং সৎ মায়ের সাথে কথা না বললেও ভাই বোনদের সাথে ধ্রুবর ভীষণ ভালো বন্ডিং। ছোট ভাই দিব্যকে বললো, “ছুটে গিয়ে কাগজ কলম নিয়ে আয়।”

ভাইয়ের আদেশ শুনে দিব্য ছুটে গেলো। তারপর কাগজ কলম এনে একে একে সবার লিখা পরীক্ষা

করা হলো।ধ্রুব গম্ভীরমুখে বললো, “না,কারো লিখার সাথেই ম্যাচ করছে না।”
আদনান চিন্তিত হয়ে বললো,”আফিফার কাছে যে বাচ্চারা পড়তে আসে ওদের মধ্যে কেউ হতে পারে।
”

ধ্রুব মাথা নেড়ে বললো, “হতে পারে। ”শালুক মনে মনে বললো, “বড় গাধা আর ছোট গাধা,দুই গাধা আজীবন তপস্যা করলেও শালুকের মতো ট্যালেন্ট হতে পারবি না।শালুককে ধরা তোদের কাজ নয়।”
ধ্রুব শালুকের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললো, “মনের বাগানে ফোটা একটা বোকা ফুল,হাসলে তাকে ভীষণ মিষ্টি লাগে।”আজাদ সাহেব বাসায় এলেন রাত ১১ টার দিকে।বাজারে তাদের তিন ভাইয়ের ১২ টা দোকান আছে,একজনের ৪ টা করে। এগুলো নিজেদের বাবার থেকে পাওয়া।তবে এরমধ্যে শালুকের বাবা ব্যবসায়ে লাভবান হয়ে আরো তিনখানা দোকান কিনেছেন।শালুকের ফুফু লিলির নামে ও আছে ৩ টি দোকান। শালুকের দাদা নুরুল ইসলাম যেমন বুদ্ধিমান তেমনি দূরদর্শী মানুষ হওয়ায় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রচুর পরিমাণ জায়গাজমি

কিনে রেখেছেন। বাজারের দোকান ছাড়া ও তার নিজের নামে এখনো দুইখানা ইটের ভাটা,
স'মিল,জেলা শহরে চারটি গুদামঘর,তিনটি চালের আড়ত আছে।চরে নিজের প্রচুর জমি আছে যা বর্গা দেওয়া আছে।বছরে বছরে প্রচুর টাকা আসে সেখান থেকে। সব টাকা তিনি ব্যাংকে রেখেছেন। এসব টাকা কখনো সংসারে খরচ করেন না।ছেলেরা সবাই বিয়ে করার পর থেকেই ছেলেদের নামে বাজারের দোকান লিখে দিয়েছেন। ছেলেরা যাতে সংসারী হতে পারে,বাবার উপর নির্ভরশীল না হয়।আজাদ সাহেব বাসায় এসে জহিরকে দেখে খুশি হলেন। অনেক দিন পর ভাগ্নেকে দেখেছেন।লাজুক,মুখচোরা এই ছেলেটা সবসময় আড়ালে থাকে।
৩ ভাই,৩ জা,১ ননদ,শ্বশুর শাশুড়ীকে নিয়ে একটা মিটিং বসলো। মিটিং এর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আফিফার বিয়ের কথাবার্তা। চেয়ারম্যান সাহেবের ভাইয়ের ছেলে সজীব,জেলা সদরে তার নিজের দোকান আছে দুটো। একটা কাপড়ের দোকান অন্যটা কনফেকশনারি।ছেলের বায়োডাটা বের করে আজাদ

সাহেব দেখালেন।ছেলে একটু খাটো শুধু।আফিফার উচ্চতা ৫.৫” সেখানে ছেলের উচ্চতা ৫.৪”

এছাড়া ছেলের আর কোনো দিক দিয়ে কমতি নেই।

লিলি বেগম বললেন, “ছেলের লেখাপড়া আছে তো ভাইজান?ছেলের টাকাপয়সা যাই থাক,লেখাপড়া হচ্ছে গিয়া সবচেয়ে বড় সম্পদ মানুষের। ”

আজাদ সাহেব বললেন,”ছেলে বিএ পাস করছে লিলি।সবকিছু খবর নিছি আমি এক সপ্তাহ ধইরা।মা নাই সংসারে।বোন দুইটা বিয়ে দিয়ে দিছে।ছেলে ভাই একটাই।নির্ভেজাল সংসার। এখন কি করমু,ওদেরকে আসতে কমু?ওরা তো চিনাজোঁকের মতো লাইগা রইছে।ওদের কোনো দাবিদাওয়া নাই।ওরা শুধু মেয়েটারে চায়।”সেলিম সাহেব বললেন,”চেয়ারম্যান সাহেবরে তো চিনেন ভাইজান।যেই লোভী উনি তা এলাকার সবাই জানে।”

আদিবা বেগম বললেন, “আহা মেজোমিয়া,এই দুনিয়ায় সব মানুষই চায় একটু বড় হইতে।সেইটারে লোভ বলা ঠিক না।”

নুরুল ইসলাম সাহেব বুঝলেন তার ছেলে এবং ছেলের বউ মোটামুটি রাজি,সবার সাথে আলোচনা না করলে খারাপ দেখা যাবে বিধায় সবাইকে জানাচ্ছেন। গলা খাঁকারি দিয়ে তিনি বললেন,"সবার আগে আমার নাতনিরে ডাকো,ওর কোনো পছন্দ আছে কি-না জানন দরকার আগে।"আদিবা বেগম ধমকের সুরে বললেন,"কি বলেন আব্বা আপনি এসব।আফিফার আবার কিসের পছন্দ। আমরা যাই কমু তাই হইবো। এরকম মেয়ে আমি জন্ম দিই নাই যে অন্য ছেলের সাথে প্রেম ভালোবাসা করবে।আমার মেয়েরে আমি ভালো করেই চিনি।"

লিলি বেগম মাথা নিচু করে ফেললেন।তিনি জানেন এই কথাটা নয়নাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। নয়না যে আদনানের জন্য বিয়ের আগে ভীষণ পাগলামি করেছে তার জন্য বড় ভাবী এই কথাটা বলেছে।

আজাদ সাহেব বললেন, "আমি তাইলে ওদেরকে বলি আগামীকাল দুপুরে আসার জন্য? "নুরুল ইসলাম সাহেব কিছুক্ষণ ভেবে বললেন,"আরো একবার ভেবে দেখে সিদ্ধান্ত নাও।আরেকটু খোঁজ নাও।এখনকার

যুগ এটা আর কিছু বলমু না।এরপরে ও যদি তোমরা মনে করো তোমাগো কোনো সমস্যা নাই তাইলে আল্লাহর উপর ভরসা করে ওদের আসতে বলো।”

আদিবা বেগমের মুখ হাসি-হাসি হয়ে গেলো। এই প্রস্তাবটা তার ভীষণ মনে ধরেছে।সেই শুরু থেকেই তিনি চেয়েছেন এখানে মেয়ের বিয়ে দিতে।চেয়ারম্যান সাহেবের আত্মীয় হবে এটা কি চাট্টিখানি কথা!

সবাই ঘুমাতে চলে গেলো।বিছানায় শুয়ে লিলি বেগম মেয়ের হাত ধরে বললেন, “এরকম কাজ করলি রে মা,এখনো খোঁটা শুনতে হয়।”

নয়না জেগেই ছিলো, মেয়েকে খাওয়াচ্ছে।মায়ের কথা শুনে মুখটা মলিন হয়ে গেলো তার।বাহিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, নয়নার মনে হলো তার চোখের জল বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে বাহিরে।

নিজের চোখ মুছে নয়না বললো, “দোষ কি আমার একার ছিলো মা?”লিলি জবাব দিলেন না।নাতনির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন,”পুরুষ মানুষের দোষ কেউ-ই দেখে না মা।এই সমাজ এরকমই। পুরুষের বেলায় যেটা পাগলের মতো ভালোবাসা নারী করলে সেটা হয়ে যায় অসভ্যতা। ”

নয়না মেয়েকে বুকে জড়িয়ে বললো,"আমি ওসব ভুলে গেছি মা।নিধির বাবা ভীষণ ভালো মানুষ। আমার সব অনুভূতিকে সে সম্মান দেয়।আমার সব পাগলামি জেনেও সে আজ পর্যন্ত কখনো একটা প্রশ্ন ও করে নি। আমি খুব ভালো আছি মা।পুরনো ঘা তো,শুকাতে একটু সময় লাগছে আমার। বিশ্বাস করো মা,আদনান ভাইয়ের জন্য আমার মনে ভালোবাসার এক ফোঁটা অনুভূতি ও নেই।যা আছে তা শুধু ঘৃণা।"লিলি বেগমের মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

সকালে ঘুম থেকে উঠতেই শালুক দেখে বাড়িতে কেমন সাজ সাজ রব।শালুকের মন আনন্দে নেচে উঠলো। মন বলছে আজকে বাড়িতে একটা কিছু হতে চলেছে।তাহলে আজকে আর স্কুলে যেতে হবে না।

স্কুলে না যাওয়ার আনন্দে শালুক কিছুক্ষণ দোতলার এ মাথা থেকে ও মাথা ছুটে বেড়ালো।স্কুল মিস গেলেই শালুকের ইচ্ছে হয় পাখির মতো উড়তে। বারান্দায় দৌড়াতে অসুবিধা হচ্ছে দেখে শালুক ছুটে গেলো নিচের বাগানে।

লাফাতে লাফাতে খেয়ালই করলো না ছাদের উপর থেকে এক জোড়া চোখ তাকে পর্যবেক্ষণ করছে।

নাশতার টেবিলে বসে সবাই জানতে পারলো আজকে আফিফাকে পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে।আফিফার মুখ শুকিয়ে গেলো এই কথা শুনে।মতির মা এক স্তুপ রুটি রাখতে রাখতে বললো, "আইজকে আমি বড় ভাইয়ের আনা নয়া শাড়িটা পিন্দুম।এরকম একটা খুশির খবর অনেক দিন পাই নাই।"

আফিফা খাবার রেখে উঠে চলে গেলো নিজের রুমে। শালুক লাফিয়ে উঠলো শুনে।আপার বিয়ে হবে মানে বাড়িতে একটা উৎসব হবে।তারমানে অনেক দিন স্কুল মিস দেওয়া যাবে।সামনে যে প্রিটেস্ট এক্সাম আপাতত তাহলে সেসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে।এমনিতে ও এসব নিয়ে শালুক তেমন চিন্তা করে না।জীবনে বহুত পরীক্ষা আসবে যাবে, ফেইল হবে তাতে কি হয়েছে। সে যে পরীক্ষায় এটেন্ড করছে এটাই তো সবচেয়ে বড় কথা।শালুকের এই উড়ুউড়ু ভাব দেখে ধ্রুব গম্ভীরমুখে বললো, "ছোট চাচা,শাপলা,শালুকের তো সামনে প্রিটেস্ট মনে হয়। ওদের লেখাপড়ার কি অবস্থা? স্কুল কলেজে তো যায় বলে মনে হয় না একজন ও।"

ফয়েজ আহমেদ চিন্তিত হয়ে বললেন,"আর বলিস না বাবা।শাপলার তো লেখাপড়া ভালোই চলে,এসএসসি তে ও তো ভালো করেছে,এবার ইন্টারেও ভালো করবে আশা করি। বিপাকে আছি আমার শালুককে নিয়ে। কোনোমতেই ওরে লেখাপড়ায় মনোযোগী করা যায় না।নিজে পড়ে না,কারো কাছে ও পড়ে না। টিউটর ও রাখতে পারি না।১ সপ্তাহ টিকে ওর সব টিচার।তারপর নিজ দায়িত্বে বিদায় নেয় ওনারা। আমার পরিবারের সবাই এতো ট্যালেন্ট অথচ এই মেয়েটা যে কেনো এমন হলো।আচ্ছা তুই তো অনেক দিন বাড়িতে আছিস,তুই একটু দেখ না ওর পড়াটা।"বাবার কথা শেষ হতেই শালুক যেনো ভিরমি খেলো।

শাপলা বললো, "বাবা,আমার ও তো টিচার দরকার। ধ্রুব ভাই তাহলে আমাদের দুজনকে পড়াক।"

ধ্রুব গম্ভীর হয়ে বললো, "আমার পক্ষে সম্ভব হবে না চাচা।তবে আপনি বললে আমি ওদের জন্য ভালো একজন টিচার ঠিক করে দিতে পারি। আমার এক ফ্রেন্ড আছে,আমরা ইন্টার পর্যন্ত একইসাথে পড়েছি। পলক ওর নাম।আপনি চিনবেন হয়তো, চেয়ারম্যান

চাচার ছেলে ও।যদিও কাউকে পড়ায় না তবে আমি রিকুয়েস্ট করলে পড়াবে হয়তো। ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে এখন,এলাকাতেই থাকে।"শালুকের মুখ বেদনায় নীল হয়ে গেলো। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো এই পৃথিবীতে সবচেয়ে অসহায় সে বুঝি।

আদনান হাসতে হাসতে বললো, "এই গোবরের বস্তাকে পড়াবে পলক?পাগল হয়ে যাবে ও একে পড়াতে গেলে।চেয়ারম্যান চাচা নির্ঘাত মামলা করবে আমাদের সবার নামে তখন।"

একটা হাসির রোল পড়ে গেলো আদনানের কথায়। লজ্জায়,অপমানে শালুকের চোখে পানি চলে এলো। কোনো কথা না বলে শালুক টেবিল থেকে উঠে চলে গেলো।ধ্রুব মাথানিচু করে খাচ্ছিলো, শালুককে উঠে যেতে দেখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো শালুককে যতোক্ষণ পর্যন্ত দেখা গেলো।তারপর আদনান কে উদ্দেশ্য করে বললো, "শালুককে নিয়ে এই ধরনের কথা সবসময় বলবে না ভাইয়া।ও ছোট মানুষ, একটু বেশি চঞ্চল হয়তো। সবাই তো একরকম হয় না। যখন তখন ওকে এসব বললে ওর মন আরো খারাপ

হয়ে যাবে।আমাদের উচিত ওকে উৎসাহ দেওয়া। এভাবে লজ্জা দেওয়া না।"আশা কফিতে চুমুক দিয়ে বললো, "ধ্রুব সঠিক কথা বলেছে।এভাবে ওকে নিয়ে মজা করা ঠিক না।"

আদনানের কিছুটা গায়ে লাগলো আশা ধ্রুবকে সমর্থন করায়।কিছুটা অপমানিত ও বোধ করলো আদনান। ধ্রুবকে উদ্দেশ্য করে আদনান বললো,"ভূতের মুখে রাম নাম।তুই নিজেই বুঝি সাধুপুরুষ? তুই নিজেই তো শালুককে এসব বলতি আগে।এখন এতো ন্যাকামি করছিস যে হঠাৎ? "ধ্রুব আগের মতো গম্ভীর গলায় বললো, "শালুক তখন ছোট ছিলো ভাইয়া,এখন ও ছোট নেই।আশা করছি তোমাকে আমার এক্সপ্লেইন করে বলতে হবে না টিনএজ ছেলেমেয়েদের সাথে আমাদের কিরকম বিহেভিয়ার করা উচিৎ। এই বয়সে যেটা শাসন দিয়ে হয় না সেটা ভালোবাসা দিয়ে করাতে হয়।"

বাবা চাচা উঠে যেতেই আদনান কটাক্ষ করে বললো, "তো না করছে কে তোকে ধ্রুব,যা না।তুই গিয়ে শালুককে ভালোবাসা দিয়ে পড়ানো শুরু কর।দেখ গোবরে পদ্মফুল ফোটাতে পারিস কি-না! "ধ্রুবর

ভীষণ রাগ হলো আদনানের এরকম বেয়াদবের মতো কথা শুনে।সরাসরি আদনানের দিকে তাকিয়ে ধ্রুব বললো, “মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ ভাইয়া।স্থান, কাল,পাত্র বুঝে কথা বলার ম্যানার যদি ভুলে গিয়ে থাকো,তবে আমার কাছে এসো।আমি শিখিয়ে দিবো। মুখ থেকে যখন যা বের হয় তা বলেই নিজেকে খুব স্মার্ট ভেবো না।মনে রেখো,যেটাকে তুমি তোমার নিজের চোখে স্মার্টনেস হিসেবে দেখছো সেটাতে হয়তো সবার কাছে তোমাকে অভারস্মার্ট লাগতে পারে। নিজেকে এতোটাও হাসির পাত্র করো না।”রাগে আদনান কথাই বলতে পারলো না যেনো। ধ্রুব কি ঠান্ডা মাথায় তাকে অপমান করেছে?
সবার দিকে তাকিয়ে দেখলো সবাই মিটিমিটি হাসছে। ধ্রুব উঠে যেতেই আশা আদনানের দিকে তাকিয়ে বললো, “ধ্রুব ভুল কিছু বলে নি আদনান। মাঝেমাঝে তুমি ভীষণ অভারস্মার্ট হয়ে যাও,আমার নিজের কাছেই তা হাস্যকর লাগে তখন।ধ্রুব ভীষণ ম্যাচিউর পার্সন,ওর থেকে অনেক কিছু শেখার আছে তোমার। ”

আদনানের চোয়াল শক্ত হয়ে গেলো এসব কথা শুনে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে বললো, “আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না আশা।”কিছুক্ষণ পর সবাই ডাইনিং থেকে উঠে গেলে আফিফা দাদীর ঘরে যায়।সিতারা বেগম পান খাচ্ছেন জর্দা দিয়ে। জর্দার মাতাল করা ঘ্রাণে রুম ভরে গেছে।এই শোভা জর্দা সিতারা বেগমের প্রিয় জর্দা।সবাই ভুলে গেলেও ধ্রুব দাদীর এই প্রিয় বস্তুর কথা ভুলে না।যদিও তিন বেলা রুটিন করে জর্দা খাবার অপকারিতা ব্যাখ্যা করে দাদীকে। সিতারা বেগম অতি আগ্রহ নিয়ে নাতির সব কথা শুনে।যেখানে হ্যাঁ বলা দরকার সেখানে হ্যাঁ বলে, যেখানে না বলা দরকার সেখানে না বলে। নাতির সব কথায় সায় দিয়ে শেষে হেসে বলে, “দে ভাই আইজকা একটু খাই,বাঁচমু আর কতো দিন। মনের খায়েশ না মিটাইয়া মরতে চাই না।”আফিফাকে দেখে সিতারা বেগম হেসে বললেন,”বিয়ার কইন্যা আমার ঘরে যে হঠাৎ? কিলো বোইন,কি খবর? ডর লাগতাছে বুঝি?ডরের কিছু নাই বোইন।”

আফিফা চেয়ারে বসে দাদীর দিকে তাকিয়ে বললো, “এই বিয়ে আমি করতে চাই না দাদী।আমি অন্য

একজন কে পছন্দ করি।”সিতারা বেগম আঁতকে উঠলেন নাতনির কথা শুনে। ভয়ার্ত সুরে বললেন, “কারে?”

আফিফা মাথানিচু করে বললো, “জহির ভাইকে। যদিও উনি জানেন না সেটা আমি কখনো ওনাকে বলতে পারি নি।তবে আমি ওনাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে চাই না দাদী।”

সিতারা বেগমের মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো। নয়নার বিয়ের সময় এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে,চোখের সামনে সেসব ভেসে উঠলো। আদনানের জন্য নয়না ব্যাকুল হয়ে কাঁদছিলো,সেই সময় আদনানের মা লিলিকে চূড়ান্ত অপমান করলো। অথচ দোষ শুধু নয়নার ছিলো না সেটা সবাই জানতো।

আজ আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে!কি করবেন সিতারা বেগম?

মতির মা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সবটা শুনলো। তারপর মুহুর্তের মধ্যে বাড়ির সবাই জেনে গেলো আফিফা জহিরকে পছন্দ করে।

সবার হাসিখুশি মুখটি কালো হয়ে গেলো। তলে তলে এই মেয়ে এসব ভেবে রেখেছে জানতে পেরে আদিবা বেগমের প্রেশার হাই হয়ে গেলো। তিনি কিনা রাতেই এই মেয়েকে নিয়ে আরো বড় বড় কথা বলেছেন!

আদনান তেড়ে গেলো আফিফার দিকে।ধ্রুব তাকে থামাতেই আদনানের রাগ আরো বেড়ে গেলো। ধ্রুবর কলার চেপে ধরে বললো, "আফিফা আমার বোন,তুই মধ্যখানে বাঁধা দেয়ার কে ধ্রুব?"আদনানের হাত থেকে নিজের শার্টের কলার সরিয়ে ধ্রুব বললো, "আফিফা তোমার যেমন বোন,তেমন আমার ও।ওর ভালো মন্দ তোমাকে যেমন স্পর্শ করে, তেমনি আমাদের ও করে। এভাবে রেগে গেলে সব সমাধান হবে না।সবকিছুতে রাগ হয়ে গেলে এক সময় দেখবে তোমার পাশে আর কেউ-ই নেই।"আজাদ সাহেব জহিরকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেই জহির মাথা নিচু করে বললো, "আফিফার সাথে আমার এরকম কোনো সম্পর্ক নেই মামা।আমি এসব নিয়ে কখনো কিছু ভাবি নি।ও যদি এসব ভেবে থাকে তবে সেটা ওর একপাক্ষিক ব্যাপার। তবে আমি এরকম কোনো ব্যাপার ঘটুক তা চাই না।দরকার হলে আমি

আজকের ট্রেনেই চলে যাবো।আপনারা আফিফাকে বুঝানোর চেষ্টা করেন।”সব শুনে নয়নার বেশ ভালো লাগলো। বড় মামীর পাশে বসে নয়না ফিসফিস করে বললো, “মামী,এবার বুঝেছ তো কেমন লাগে?মেয়ের কষ্ট একদিকে দেখবে আর জ্বলবে।আমার মায়ের কষ্ট এবার বুঝবে।আমাকে নিয়ে সবসময় খোঁচা দিয়ে কথা বলো যে আমার মা’কে, এবার নিশ্চয় টের পাচ্ছো মায়েদের কেমন লাগে?”(বি দ্র:গল্পের প্লটটা আমি কাজিনদের নিয়েই সাজিয়েছি। তাই সবার অনুভূতি কাজিনকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। আমি জানি এই ব্যাপারটা নিয়েও অনেকে সমালোচনা করবেন।তাদের অগ্রীম সাধুবাদ জানাই।

তবে এটাও বলবো, বাস্তব জীবনে ও অনেক ফ্যামিলিতে এরকম হয়ে থাকে।এটা যে আমি সম্পূর্ণ অবাস্তব কিছু লিখছি তা কিন্তু না।তবুও যাদের এই ব্যাপারটা ভালো লাগে না তারা গল্পটা স্কিপ করে যেতে পারেন।

ধন্যবাদ সবাইকে।)আফিফা বসে আছে আজাদ সাহেবের সামনে। আজাদ সাহেবের চেহারা রক্তিম

হয়ে আছে।যেকোনো সময় মেয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন এরকম একটা ভাব তার মধ্যে স্পষ্ট।

ধ্রুব বড় চাচার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। একটু দূরেই আদনান বসে রাগে ফুঁসছে।

আফিফা বারবার চোখ মুছছে।আজাদ সাহেব ধমকে বললেন,"তুই এখন কি চাস আমাকে সেটা বল?আমি তোকে দরকার হলে টুকরো টুকরো করে কে/টে নদীতে ভাসিয়ে দিবো মনে রাখিস,তবুও তোর বিয়ে হবে আমার পছন্দের ছেলের সাথে। "

আফিফা কোনো কথা বলতে পারলো না। শালুক দূরে দাঁড়িয়ে কাঁপছে ভয়ে।সবার থমথমে মুখ দেখে শালুকের আরো ভয় করছে।আফিফা জবাব দিলো না।

আদনান চিৎকার করে বললো, "ধরে কষে একটা থাপ্পড় দেন আব্বা।দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। বেয়াদব হইছে।"

আফিফা চট করে জবাব দিলো, "তোমার মতো বেয়াদব তো হই নি।বড়লোক মেয়ে বিয়ে করার জন্য তুমি যেভাবে নিজের ভালোবাসার মানুষকে অস্বীকার করেছো তেমন তো করি নি।"

আদনান চমকে উঠে আশার দিকে তাকালো। ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে বসে আশা মিটিমিটি হাসছে। আশা কি কিছু বুঝতে পেরেছে?আদনান সতর্ক হলো। আফিফাকে বিগড়ানো যাবে না।সব ফাঁস করে দিলে সোনার হরিণ হাতছাড়া হয়ে যাবে তার।

আজাদ সাহেব আফিফার মুখ উপরের দিকে তুলে ধরে নরম স্বরে বললেন, "দেখ মা,যদি এমন হতো যে জহির ও তোকে পছন্দ করে তাহলে না হয় একটা ব্যাপার ছিলো আমরা ভাবতাম বিষয়টি নিয়ে। জহির আমাকে বলে দিয়েছে ইতোমধ্যে সে প্রয়োজন হলে বাড়ি থেকে চলে যাবে।তাহলে তুই বল,এই মুহূর্তে আর তোর কি করার আছে? "আফিফা জবাব দিলো না। সে নিজেও জানে তার কিছু করার নেই। তবুও একটা চান্স পেতে চেয়েছে। জহির ভাইকে জানাতে চেয়েছে নিজের মনের কথা। জহির ভাই রাজি থাকলে এক হিসেব আর না থাকলে অন্য হিসেব।

অশ্রু টলটলে চোখে ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে আফিফা বললো, "আমার আর কিছু বলার নেই ধ্রুব।আমি তবুও এখন নিজেকে বুঝাতে পারবো এই বলে যে

আমি তো আমার মনের কথা জানিয়েছি জহির ভাইকে।সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।
আজ যদি এই কথাটা না বলতাম সারাজীবন আমার আফসোস থেকে যেতো এই ভেবে যে কেনো একবার সাহস করে সবাইকে জানালাম না।”ধ্রুব কি করবে বুঝতে পারলো না। নয়নার ভীষণ খারাপ লাগলো আফিফার জন্য।মায়ের রুমে গিয়ে দেখে জহির বসে বসে নখ কাটছে।নয়নাকে দেখে হেসে বললো, “নিধি কেমন কামড় দেওয়া শিখেছে দেখেছিস তুই?দেখ না আমার নাকের কি অবস্থা করেছে পাজিটা”
নয়না ভাইয়ের সামনে বসে বললো, “আফিফা ভীষণ কাঁদছে। ”
জহির হেসে বললো, “সে তো আমি নিজেও দেখেছি আমার বোনকে কাঁদতে। তাতে কি?আমার বোনের কান্না দেখে কি ওদের মন গলেছে?আদনান যে এরকম একটা বিট্রে করলো, কেউ কি একবার একটা কথা বলেছে ওরা?
তাহলে আফিফা কাঁদলে আমার কি?এমন তো না যে আমি ওকে মাঝপথে ছেড়ে দিচ্ছি বা ওকে ঠকাচ্ছি।

আমি এসবে জড়িত ছিলামই না কখনো। তাহলে আমার মাথাব্যথা কিসের?”

নয়না ভাইয়ের হাত চেপে ধরে বললো, “তুই এতো কঠোর কেনো ভাই?”

জহির হেসে ফেললো বোনের কথা শুনে। তারপর বললো, “আমার মনে যে কি পরিমাণ মায়া তুই ভাবতে ও পারবি না। একদিন বুঝবি সেটা। ”মেহমান এলো দুপুরের দিকে।দুই সিএনজি করে মোট ১০ জন,বাইকে করে এসেছে ৪ জন।

শালুক একেবারে জবরদস্ত একটা সাজ দিয়েছে। যেনো আজকে বিয়ে হচ্ছে কারো।ধ্রুব একটা সাদা শার্ট আর লুঙ্গি পরেই নিচের দিকে যেতে নিতেই শালুকের সাথে দেখা হয়ে গেলো তার।

মুহুর্তেই মেজাজ বিগড়ে গেলো তার।যেনো শালুক নয় একটা ক্লাউন দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। তবুও রক্ষা মাথায় হিজাব থাকায় একটু ভদ্র লাগছে তাকে। কোনো কথা না বলে ধ্রুব চলে গেলো। পলক ও এসেছে সবার সাথে, ধ্রুব গিয়ে বন্ধুর সাথে হ্যান্ডশেক করলো।

সবাইকে সোফায় বসতে বলে নিজে গিয়ে ট্রে তে করে সবার জন্য শরবত নিয়ে এলো।

আদনান আশার হাত ধরে নেমে এলো নিচে।শালুকের ভীষণ রাগ হলো এতো আদিখ্যেতা দেখে।মেহমানদের সাথে শাপলার বয়সী দুটো মেয়ে এসেছে। ওরা পুরো বাড়ি ঘুরে দেখছে।মধ্যবয়সী তিনজন মহিলা উঠে গিয়ে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখলো,তারপর ফিসফিস করে কানাকানি করে নিজেদের মতো উপরের দিকে গেলো।শালুকের কেমন যেনো লজ্জা-লজ্জা লাগছে হঠাৎ করে। মহিলা ৩ জনকে উপরের দিকে আসতে দেখে শালুক সরে গেলো। তারপর বের হলো মেয়ে দুটো কে দেখে ওদের সাথে ভাব করতে।

শালুকের এরকম সাজ দেখে মেয়ে দুটো হেসে ফেললো। একজন অন্যজনকে ফিসফিস করে কিছু বললো।

শুনতে না পেলেও শালুক বুঝতে পারলো ওকে নিয়েই কিছু বলছে ওরা।হঠাৎ করেই শালুকের মন খারাপ হয়ে গেলো। ওরা কি শালুকের সাজ নিয়ে কথা বলছে?রুমে ঢুকে শালুক দরজা বন্ধ করে

দিলো। তারপর আয়নার সামনে গিয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে দেখলো।

কিছু বুঝতে না পেরে সব মেকাপ তুলে ফেললো রাগ করে। তারপর গায়ের টকটকে লাল জামাটা চেঞ্জ করে একটা হলুদ রঙের সুতি থ্রিপিস পরে নিয়ে,সাদা হিজাব পরে নিলো।

আফিফাকে সাথে নিয়ে আফিফার দাদী মেহমানদের সামনে গেলো।শাপলা, শালুক, ধ্রুবর বোন দিবা আসতে নিতেই ধ্রুব ধমক দিয়ে তিনজনকে উপরে পাঠিয়ে দিলো। সব নাশতা টেবিলে এনে ধ্রুব উপরে গেলো। তারপর তিনজনকে ধমক দিয়ে বললো, “বিয়ে হবে আফিফার,তোদের লজ্জা করে না ধেইধেই করে যে সেজেগুজে ওদিকে যাচ্ছিস?

দেখে মনে হয় যেনো তোদের দেখতে আসছে পাত্রপক্ষ। ”শালুক মুখ বাঁকিয়ে বললো, “আমি কি সেজেছি না-কি! ”

ধ্রুব ভালো করে তাকিয়ে বললো, “একবার তো একেবারে জংলীদের মতো সেজেছিস।হঠাৎ করে সুবুদ্ধি হয়েছে দেখে না হয় সব তুলে ফেলেছিস।এটা কি হিজাব পরেছিস তুই?হিজাবে এতো দাগ কেনো

কলমের?এই তোর কি খাতা নেই,হিজাবে এতো আঁকিবুঁকি করে রেখেছিস কেনো?”শালুক মাথা নিচু করে বললো, “আমি তো হিজাব পরি না,অন্য হিজাব বেশি নেই।এটা আমার স্কুল ড্রেসের সাথের হিজাব।” ধ্রুব বিড়বিড় করে বললো, “খবরদার,পায়ের গোড়ালির নিচ দিয়ে ভেঙে দিবো যদি তিনজন কে দেখি ওখানে এতো মানুষের সামনে গিয়ে ঢং করতে।”

ধ্রুব চলে যেতেই শাপলার কলিজা মোচড় দিয়ে উঠলো। আহা,এতো যত্ন করা মানুষটা কি না তার হবে না!সে না-কি অন্য কাউকে ভালোবাসে!শাপলা বিছানার উপর ধপ করে বসে পড়লো। তার কিছুই ভালো লাগছে না এখন।আফিফা আপার এসব দেখার পর শাপলা তওবা করেছে একশো বার।জীবনেও কাউকে বলবে না সে যে ধ্রুব ভাইকে পছন্দ করে।

কিছুক্ষণ পর মেহমানরা খাবার খেলো।আদনান আশা ও বসলো তাদের সাথে খেতে।আজাদ সাহেব দুই ভাইকে নিয়ে, বাবাকে নিয়ে বসেছে,খেতে খেতে বিভিন্ন কথা বলছে সবাই।ধ্রুব রান্নাঘর আর ডাইনিং টেবিলে দৌড়াদৌড়ি করছে খাবারের প্লেট বাটি হাতে

নিয়ে। সবাইকে খাবার বেড়ে দিচ্ছে,এটা ওটা এগিয়ে দিচ্ছে।আদিবা বেগম নিজের ছেলের উপর ভীষণ রাগ হলেন।

খাবার পর পাত্রপক্ষ জানালো তাদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে,মেয়েপক্ষ গিয়ে তাদের বাড়িঘর দেখে আসুক আগামীকাল।মেয়েপক্ষের যদি সব পছন্দ হয় তারপর তারা এসে বিয়ের কথা পাকা করে যাবে।

আদিবা বেগম স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।মেহমান যেতেই আদিবা বেগম আদনানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন যেনো। ছেলেকে ধমকে বললেন,"বে-আক্কেলের মতো যে খেতে বসে গেলি তুই,একবার এটা মাথায় ছিলো না মেহমানদের খাবার এগিয়ে যুগিয়ে দিতে হবে?ধ্রুব ছেলেটা একা একা সব করলো আর তুই নাচতে নাচতে খেতে বসে গেলি!

আক্কেল কি তোর হবে না কোনোদিন? "

আদনান লজ্জা পেলো কিছুটা। কিন্তু কিছু বললো না। কিছু বললে মা এখন অনেক কথা শুনিয়ে দিবে। আশার সামনে প্রেস্টিজ রক্ষা করা এখন দরকার। আশা বললো,"তোমাদের এই ব্যাপারটা খুব সুন্দর। আমি খুব এনজয় করেছি।আদনান,আমাদের বিয়ের

সময় ও কি এরকম দেখাদেখি হবে?আমাকে ও কি আফিফার মতো করে সেজে আসতে হবে?”

ধ্রুব হেসে বললো, “না আশা,তোমার এসব লাগবে না।তোমার আর ভাইয়ার বিয়ের কথা তো সবাই জানেই।শুধু একটা ডেইট ফিক্সড করা হবে,তারপর কবুল বলে তুমি চলে আসবে আমাদের বাড়িতে।”

আশা ধ্রুবর দিকে তাকালো। শ্যামলা বর্ণের,লম্বা গড়নের,এক মাথা ঝাঁকড়া চুলের এই ছেলেটাকে ভীষণ সুন্দর লাগছে লুঙ্গিতে।আদনানকে আশা লুঙ্গি পরতে দেখে নি কখনো। আদনান মনে প্রাণে পশ্চিমা সংস্কৃতি ধারণ করে পশ্চিমাদের মতো হতে চায়।ওর মধ্যে কোনো স্বকীয়তা নেই।

আশা আদনানকে বললো, “তুমি একবার লুঙ্গি পরিও তো,কেমন লাগে তোমাকে দেখবো।”

আদনান হেসে বললো, “পাগল হয়েছ তুমি আশা? আমি আর লুঙ্গি! ইম্পসিবল!

কিছুদিন পর আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করে আমেরিকান হয়ে যাবো। আমি না-কি এখন লুঙ্গি পরবো?”

আশা কিছুক্ষণ ধ্রুবর দিকে থাকলো।ধ্রুব নিজের মতো করে কথা বলছে দাদা দাদীর সাথে। তারপর বের হয়ে বাজারের দিকে গেলো।

শালুক সন্ধ্যা বেলায় বই নিয়ে বসলো। ইংরেজি একটা প্যারাগ্রাফ মুখস্থ করতে গিয়ে আধাঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে গেলো। আধাঘণ্টার চেষ্টার মধ্যে শালুক দুই পেইজ ভর্তি করে ফেললো হাবিজাবি আঁকিবুঁকি করে। তারপর শালুক অনুধাবন করতে পারলো, সে যে আসলে এক লাইন ও মুখস্থ করতে পারে নি।বিরক্ত হয়ে শালুক উঠে গেলো বই রেখে।আধা ঘন্টা পড়ে ও যদি এক লাইন মুখস্থ করা না যায় তবে সেই দায়ভার কি শালুকের?কিছুতেই না।বরং যারা এই প্যারাগ্রাফ লিখেছে তাদের। তারা স্টুডেন্টদের উপযোগী করে লিখতে আরে নি বলে নিজেকে বুঝ দিয়ে শালুক আনন্দ চিত্তে শাপলার রুমে গেলো।

শাপলার রুমে গিয়ে দেখলো আফিফা,শাপলা,আশা,দিবা বসে আছে। আশাকে দেখে শালুক কিছুটা বিরক্ত হলো। কিন্তু তা প্রকাশ করলো না। আফিফার কান্না দেখে শালুকের মন খারাপ হয়ে গেলো।

সবাই মিলে আফিফাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।ধ্রুব এলো আটটার দিকে। ততক্ষণে আফিফার কান্না থেমেছে। হাতে করে নিয়ে এলো চারটি শপিং ব্যাগ।

শালুকের রুমে গিয়ে দেখে রুম খালি।তারপর শাপলার রুমে উঁকি দিলো। শাপলা,শালুক,আফিফা,দিবা,আশা সবাই বসে আছে গোল হয়ে। গলা খাঁকারি দিয়ে ধ্রুব ভেতরে এলো। তারপর ব্যাগগুলো সবার মাঝখানে রেখে আবার চলে গেলো।

দিবা হুমড়ি খেয়ে পড়লো ব্যাগের উপর।

ভেতরে দুটো করে শপিং ব্যাগ।ব্যাগের উপর সবার নাম লিখা আছে। শাপলা খুলে দেখলো ৬ টা হিজাব। শালুক বিরক্ত হলো আশার জন্য ও হিজাব এনেছে দেখে।শাপলা,শালুক,আশা,আফিফা,দিবা,নয়না সবার জন্য হিজাব এনেছে ধ্রুব।শালুক নিজের হিজাব রুমে রাখতে এসে টেবিলের উপর একটা নীল কাগজ দেখতে পেলো। উৎসাহী হয়ে সেটা খুলতেই দেখলো ভেতরে লিখা,"ধ্রুবর ঘরের দেয়ালে,আশার টিশার্টে কে এসব লিখেছে তা আর কেউ না জানলেও আমি কিন্তু জানি।ধরা পড়ে গেলে শালুক।"

শালুকের বুক কেঁপে উঠলো এটা পড়ে।কে লিখাছে এটা?

না,এই হাতের লিখা তো তার অচেনা।বোকা শালুক বুঝলো না তার মতো অন্য কেউ বাম হাতে লিখতে পারে।

তড়িঘড়ি করে কাগজটা ছিঁড়ে ফেললো।

ধ্রুব শালুকের রুমে এসে বললো, "তোর টিচার ঠিক করে এসেছি। আগামীকাল বিকেল থেকে তোকে পড়াতে আসবে।"

শালুক মুষ্টি বদ্ধ করে হাত পিছনে নিয়ে বললো, "ঠিক আছে।"ধ্রুব চেয়ার টেনে বসে বললো, "জানিস আজকে কি হয়েছে,আমার কেশবতীর কথা বলেছি না তোকে,ওর জন্য হিজাব কিনতে গিয়েছি মূলত। তারপর মনে হলো বাসায় ওরা আছে তাই সবার জন্য কিনলাম।"

শালুক মাথা নেড়ে বললো বুঝেছি।

ধ্রুব কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, "কি হয়েছে তোর?এরকম স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেনো?হাতে কি পিছনে? "

শালুক চমকে উঠে সব জানালা দিয়ে ফেলে দিলো। টেবিলের উপর ছোট একটা কাগজের টুকরো পড়ে গেলো তড়িঘড়িতে।

ধ্রুব খুলে দেখলো লিখা আছে "গেলে শালুক।"শালুকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কি এটা?লাভ লেটার?"

শালুক ঘামতে লাগলো। কি জবাব দিবে শালুক?ধ্রুব ভাই যদি জানতে পারে তবে কি শালুককে আস্ত রাখবে?

মনে মনে ইয়া নাফসি জপতে লাগলো শালুক।

ধ্রুব মনে মনে বললো, "একটা বোকা ফুলের জন্য কখনো উতলা হবো,তা কে ভেবেছে কবে?"নিস্তব্ধ রাত,আফিফা ফুপিয়ে কেঁদে চলেছে। আকাশে মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে একটু পর পর।আফিফার কলিজা ছিড়ে যাবার মতো ব্যথা হচ্ছে। একে-তো সে জহিরকে ভীষণ ভালোবাসে,তার উপর আজকে দেখতে আসা পাত্রকে আফিফার একটুও পছন্দ হয় নি। কেমন কেমন যেনো লেগেছে লোকটাকে। শেয়ালের মতো ধূর্ত যেনো।

এতো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে কি একটা নতুন জীবন শুরু করা যায়?আফিফা তো এরকম চায় নি।জহির ভাইয়ের মতো শান্তশিষ্ট, নরম মনের একজন মানুষকে চেয়েছে সে।যেই জহির ভাই ছোট বেলায় খেলার সময় মারামারি হলে চুপচাপ এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকতো। সবাই যখন খেলতো জহির ভাই তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতো এক কোণে।ধ্রুব ভাই সবসময় তাকে টেনে খেলতে নিয়ে যেতো। সেই মুহুর্তে জহির ভাই লাজুক ভঙ্গিতে হাসতো।খাবার টেবিলে সবার হাজার আবদারের ভীড়ে জহির ভাই থাকতো নিরব।যাই দেওয়া হতো বিনা বাক্যব্যয়ে খেয়ে উঠে যেতো। আফিফার মনে পড়ে আজ অবদি কোনোদিন জহির ভাই মুখ ফুটে কিছু খেতে চায় নি। হয়তো লজ্জা পেতো ভীষণ, মামাদের বাসায় থাকছে এই চক্ষুলজ্জায় জহির ভাই কখনো কারো দিকে তাকিয়ে কথা বলে নি।আদনান ভাই সবসময় ধ্রুব ভাই, জহির ভাইয়ের সাথে লেগে যেতো ঝগড়া।

সবসময় আফিফা দেখেছে ধ্রুব ভাইকে ঢাল হয়ে দাঁড়াতে জহির ভাইয়ের পাশে।মুখচোরা জহির ভাই কেমন বিনীত ভঙ্গিতে চুপ হয়ে থাকতো।আফিফার

কিশোরী মন তো জহির ভাইয়ের এই লাজুকলতা, নিরবতা,মুচকি হাসি এসব দেখেই দ্রবীভূত হয়ে গেছে সেই কবে!ভালোবাসা কি অতো হিসেবনিকেশ করে হয় না-কি?

আফিফার রুমের দরজায় টোকা পড়লো। চোখ মুছে দরজা খুলতেই দেখে তার মা আদিবা বেগম দাঁড়িয়ে আছে। আফিফা জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি বললেন,"আজকে তোর সাথে ঘুমাবো।বিয়ে হয়ে গেলে তো মা মেয়ে আর একসাথে শুয়ে গল্প করার সুযোগ পাবো না।তাই চলে এলাম তোর রুমে।"আফিফা হেসে উঠলো। আফফা জানে মায়ের ভয় আফিফা ভুলভাল কোনো কান্ড করে বসে কি-না তা নিয়ে।এজন্য পাহারা দিতে এসেছেন তিনি আফিফাকে।

আদিবা বেগম মেয়ের হাত ধরতেই আফিফা কেঁদে উঠলো। মেয়ের এই বুক ভাঙ্গা কান্না দেখে আদিবা বেগমের ও বুক কেঁপে উঠলো। ভুল করছেন না তো তিনি!

মেয়েকে একটা সুখী জীবন দিতেই তো এই সম্বন্ধে রাজি হয়েছেন।ছেলের অনেক টাকা পয়সা আছে।

সব তো ঠিক আছে। তবে মেয়ের এই কান্না কিসের? কি করবেন কিছু বুঝতে পারছেন না।একবার কি জহির কে বলে দেখবেন?

জহির ছেলেটা তো খারাপ নয়।সবদিক দিয়েই ভালো। নিজেদের হাতের উপর বড় হওয়া ছেলে।

পরমুহূর্তে মনে পড়লো নিজের কৃতকর্মের কথা।

লিলি কি আফিফাকে ছেলের বউ করতে রাজি হবে? তিনি তো রাজি হন নি।আদনান বিদেশ যেতেই তিনি ও তো মত বদলে ফেলেছেন।আদিবা বেগমের মাথা কাজ করছে না।মেয়েকে নিয়ে শুয়ে পড়লেন।ঘুমাতে ঘুমাতে টের পেলেন মেয়ে অন্যদিকে ফিরে কান্না করছে।বোবা কান্নার ফলে কেঁপে উঠছে সারা শরীর তার।

জহির বসে আছে তার রুমের বারান্দায়। নিচতলায় মায়ের রুমের পরের রুমটাই জহিরের।বাহিরে শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠেছে। রুপোলী আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। জহিরের ভীষণ মন খারাপ লাগছে। এরকম চাঁদনি রাত হলেই জহিরের মন খারাপ হয়ে থাকে।জহিরের বাবা নাজিমুদ্দিন এরকম এক চাঁদনি রাতেই ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন

পরকালে।স্পষ্ট মনে আছে সব জহিরের।জহিরের তখন ১২ বছর বয়স,নয়নার ১০ আর জাবির ৭ বছরের।

জহির সেদিন ও জানালার পাশে বসে পড়ছিলো। বিজ্ঞান বই নিয়ে পড়তে বসেছে জহির।সেই সময় শুনতে পেলো বাবা নয়নাকে ব্যাকুল হয়ে ডাকছে। জহির ও ছুটে গেলো। তিনদিন ধরেই তার জ্বর ছিলো।নয়নার দুই হাত বুকে চেপে ধরে রেখেছিলেন বাবা।জহির আর জাবির যেতেই জহিরকে বললেন,"ভাই বোইনেরে দেইখা রাইখো বাবা।আমার যদি কিছু হইয়া যায় মনে রাইখো তুমি সবার মাথায় ছাতা হইয়া থাকন লাগবো।তুমি রোইদে পুড়বা,বৃষ্টিতে ভিজবা।তবে মা আর ভাই বোইনেরে যেনো রোইদ বৃষ্টি ছুঁইতে না পারে।তাগো যেনো কষ্ট না হয়। আমার নয়না মা'র মাথার উপরে তোমার বটগাছের লাহান থাকন লাগবো বাবা।মরনের সময় পর্যন্ত মনে রাইখো আমার জীবনের সবচেয়ে আপন,আমার আদরের দুলালি,আমার কলিজার টুকরা তোমার বোইন আছিলো,তারে খুশি রাখতে পারলে মরনের পরেও আমার কোনো কষ্ট থাকবো না।"নিজের

অজান্তেই জহিরের দুই চোখ ভিজে গেলো। কই,সে তো পারলো না বাবার কথা রাখতে।নিজের বোনের আহাজারি জহির নিজ কানে শুনেছে,পাগলের মতো হয়ে যেতে দেখেছে বোনকে।তবুও বড় মামীর মনের পাথর গলে নি।

অথচ সবাই জানতো আদনান আর নয়নার ভালোবাসার কথা। এবং ওদের বিয়ে হবে এটা ও বড়রা সবাই ভেবে রেখেছিলো। আদিবা বেগম নিজেও তো এসব নিয়ে কতো হাসি-তামাশা করতেন নয়নার সাথে।সব ভুলে গেলেন তিনি আদনান বিদেশের মাটিতে পা দেওয়ার সাথে সাথে।আজও জহিরের ভীষণ ব্যর্থ মনে হয় নিজেকে এই কথা মনে পড়লেই।

রুমের খোলা দরজা দিয়ে কারো প্রবেশ হয়েছে টের পেতেই জহির বারান্দা থেকে রুমে এলো।

আফিফা দাড়িয়ে আছে রুমের মাঝখানে। আফিফাকে দেখে জহির কিছুটা অবাক হলো। সেসব বুঝতে না দিয়ে হেসে বললো, “কিরে,এতো রাতে তুই?কিছু লাগবে?কোনো সমস্যা হয়েছে কারো?”আফিফা ছুটে

এসে জহিরকে জড়িয়ে ধরলো। জহিরের বুকে মাথা গুঁজে কেঁদে উঠলো।

এক ঝটকায় জহির নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আফিফার থেকে দূরে সরে দাড়ালো। তারপর বললো, "মাঝরাতে আমার রুমে এসে এসব কি করছিস তুই?পাগল হয়েছিস?বের হ আমার রুম থেকে।"

আফিফা ফ্লোরে বসে পড়ে বললো, "কেনো জহির ভাই,কেনো তাড়িয়ে দিচ্ছো আমাকে?আমার কি দোষ বলো?একবার আমাকে ভালোবাসলে কি ক্ষতি হয় তোমার? আমি ভিখারির মতো তোমার কাছে একটু ভালোবাসা ভিক্ষা চাই জহির ভাই। "জহির কঠোর স্বরে বললো, "দেখ আফিফা,আমার এই ব্যাপারে কখনো কোনো আগ্রহ ছিলো না।তোকে আমি কখনো সেভাবে দেখি নি।তাছাড়া আমার ও তো মন আছে। আমার মন ও তো তোকে চাইতে হবে।আমার মন এরকম কিছু চায় না।তুই আমার মামাতো বোন আছিস,সেটাই থাক।আমার ব্যাপারটা একবার বুঝতে চেষ্টা কর,আমার মনের বিরুদ্ধে তো আমি তোকে ভালোবাসতে পারি না।"আফিফা এগিয়ে যেতে নিলো জহিরের দিকে।জহির আরো দুই পা পিছিয়ে গিয়ে

বললো, “খবরদার আফিফা,কাছে আসবি না।এসব নিয়ে যদি এতো বাড়াবাড়ি করিস তোরা,তবে ভালো হবে না।তোর প্রতি আমার এক ফোঁটা ইন্টারেস্ট ও নেই।আমি আমার এক ফ্রেন্ডকে ভালোবাসি। আশা করি, এর পর তোর আর বলার কিছু থাকবে না।যা আমার রুম থেকে।কেউ দেখলে ব্যাপারটা খারাপ দেখাবে।”আফিফা কেঁদে বললো, “যাবো না।আমি এখানেই থাকবো।এই ফ্লোরে মাথা ঠুকে মরে যাবো। ”

রুমের বাহিরে দাঁড়িয়ে আদিবা বেগম সব শুনলেন। মেয়েকে বিছানা ছাড়তে দেখে তিনি পিছু নিয়েছেন। মেয়েকে বাঁধা দেন নি তিনি।

রুমে এসে আফিফার হাত ধরে ফ্লোর থেকে তুললেন।বিনাবাক্য ব্যয়ে আফিফা মায়ের সাথে চলে গেলো।

ব্যাগ গুছিয়ে নিলো জহির সেই মুহুর্তেই।বাড়িতে থাকলে আফিফা কখন কোন পাগলামি করে বসে কে জানে!

এরচেয়ে ভালো চলে যাবে হোস্টেলে।ফজরের নামাজের পরেই জহির মায়ের থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

যাবার আগে নয়না একবার বললো, "একবার ভেবে দেখ আফিফাকে নিয়ে ভাই।"জহির হেসে বললো, "মনের থেকে তো একটা ফিলিংস থাকতে হবে নয়না।সেটা আমার নেই আফিফার জন্য।বড় মামীর উপর রাগ হচ্ছে পরের ব্যাপার। জোর করে কি কিছু হয়।"

সকাল বেলা শালুক মুখ অন্ধকার করে ব্যাগ গুছিয়ে নিলো স্কুলে যাওয়ার জন্য। কিছুক্ষণ মা বাবার সাথে ঘ্যানঘ্যান করেছে আফিফার শ্বশুর বাড়ি দেখতে যাবার জন্য সবার সাথে। বাবা যেই একটু নরম হলো,সম্মতি দিতে যাবেন সেই মুহূর্তে যমের মতো হাজির হলো ধ্রুব ভাই।কড়া গলায় শালুককে জিজ্ঞেস করলো, "লাস্ট কবে স্কুলে গিয়েছিস?"

শালুক জবাব দিতে পারলো না। স্কুলে টানা কয়েকদিন ধরে যাওয়া হয় না।

ফয়েজ আহমেদ সেই কথা শুনতেই বললেন,"না না,তোর এক্সাম সামনে। এখন স্কুলে যেতে হবে।

তোর ওখানে যাওয়া চলবে না।বিয়ে হলে যাওয়ার অনেক সুযোগ হবে।এখন তুই স্কুলে যা।”

সেই থেকে শালুকের মন খারাপ। শালুক স্কুলে যাবার সময় দেখলো আশা একটা হিজাব পরে নিচে এসেছে। ধবধবে ফর্সা আশার গায়ের রঙ।বাবা আমেরিকান হওয়ায় আশা বাবার গায়ের রঙ পেয়েছে। তেমনই লাল চুল।দেখলেই বুঝা যায় তাকে খাঁটি বিদেশিনী।আশাকে দেখে মুখ বাঁকিয়ে শালুক চলে গেলো।

একটা জাম কালার হিজাবে আশাকে ভীষণ সুন্দর লাগছে।আদনান আশাকে দেখে অবাক হলো। আশার এই লুকটা আদনানের অজানা।

আশা হাসতে হাসতে বললো, “জানো,ধ্রুব কাল রাতে আমাদের সবার জন্য গিফট এনেছে। আমার তো খুবই ভালো লেগেছে। ফার্স্ট টাইম আমি এই হিজাব ট্রাই করেছি।শাপলা আমাকে পরিয়ে দিয়েছে।সুন্দর লাগছে না?”

আদনান মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, “তোমাকে অনেক বেশি সুন্দর লাগছে আশা।”আশা মুচকি হেসে বললো, “তুমি তো কখনো আমাকে

কিছুই গিফট দাও না।আমেরিকা থাকতে ও দাও নি কখনো, দেশেও দাও নি অথচ ধ্রুব কি সুন্দর সবার সাথে আমার জন্য ও মনে করে গিফট এনেছে। থ্যাংক ইউ ধ্রুব।"

ধ্রুব বসে বসে পাউরুটিতে জেলী মাখিয়ে খাচ্ছিলো। আশার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ওয়েলকাম বলে আবার ও খাবারে মনোযোগ দিলো।আদনানের মুড অফ হয়ে গেলো হঠাৎ করেই।

আশা কি ধ্রুবর প্রতি ইমপ্রেস হচ্ছে?

ধ্রুব কি আশাকে ইমপ্রেস করার একটা সুক্ষ্ম চাল চালছে না-কি!

সোনার হরিন হাতছাড়া হয়ে যাবে না তো ধ্রুবর জন্য?তিক্ততায় ভরে গেলো আদনানের মন।আশার সামনে বারবার নিজের ইমেজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিছু একটা করতেই হবে আদনানকে। ভেবে নিয়ে আদনান ঠিক করলো,আশাকে একা পেতে হবে, একা টাইম স্পেন্ড করে আশার মন অন্যদিকে ডাইভার্ট করতে হবে।

একটা কাপে চা ঢালতে ঢালতে আদনান বললো,"দারুণ একটা মুভি দেখবো আশা।তাড়াতাড়ি

খেয়ে নাও।দুজন মিলে পুরো মুভিটা এনজয় করবো।”

আশা বললো, “না চলো ঘুরে আসি বাহিরে থেকে।”আদনান বিরক্ত হলো। বাহিরে গেলে কি আশাকে একান্তভাবে পাওয়া যাবে?গাধী মেয়ে ওর প্ল্যান বানচাল করতে চাচ্ছে!

আদনান মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো,”আজকে না আশা,আমার হাঁটুতে একটু ব্যথা করছে। হাঁটতে পারবো না আমি।”

ধ্রুব বের হতে যেতেই আশা জিজ্ঞেস করলো, “কোথায় যাচ্ছো ধ্রুব?”

ধ্রুব জবাব দিলো, “বাহিরে যাচ্ছি, একটু ঘুরে আসি।”

আশা চা শেষ না করে দাঁড়িয়ে আদনানকে বললো, “তুমি তাহলে রেস্ট নাও,মুভি এনজয় করো।তুমি তো হাঁটতে পারবে না।আমি ধ্রুবর সাথে ঘুরে আসি।”ধ্রুব বের হয়েছে শালুকের স্কুলে যাবার উদ্দেশ্যে, স্কুলের টিচারদের সাথে দেখা করবে আর সেই সাথে শালুককে একটু কড়াকড়ি দেওয়ার জন্য ও বলে আসবে।

আশাকে ধ্রুব বললো, “আমার তো একটু কাজ আছে আশা।আমাদের স্কুলে যেতে হবে,অনেকদিন হলো স্যারেদের সাথে দেখা করি না।”আশা আগ্রহী হয়ে বললো, “আমার কোনো সমস্যা নেই।আমি ইন্টারেস্টেড তোমাদের স্কুলটা দেখতে।আদনানের কাছে তোমাদের স্কুলের অনেক গল্প শুনেছি। তোমরা সবাই না-কি অনেক ব্রিলিয়ান্ট ছিলে।”

আদনান কিছু বলার আগেই আশা বের হয়ে গেলো ধ্রুবর সাথে।চাইলেও আদনান যেতে পারলো না। গেলে তার মিথ্যে ধরা পড়ে যাবে যে!

একটা খয়েরী রঙের টি-শার্ট আর ট্রাউজার পরে ধ্রুব হাঁটতে লাগলো। আশা কিছুটা পিছন থেকে ধ্রুব কে লক্ষ্য করছে।ধ্রুবর চলাফেরা,কথাবার্তা সবকিছুতে কেমন একটা পুরুষালী ভাব আছে।

সেই তুলনায় আদনানকে আশার ন্যাকা মনে হয়। পুরুষ মানুষ হবে সিংহের ন্যায়,সারাক্ষণ কেনো সে বিড়ালের মতো চলবে!আদনানকে ব্যাপারটা বলে ও আশা বুঝাতে পারে নি।

আশা থমকে দাঁড়ালো হঠাৎ করে। সে কি ধ্রুবর উপর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে?

এরকম তো কতো ছেলেকেই আশা দেখেছে।আশার তো এরকম কতোগুলো বয়ফ্রেন্ড আছে আমেরিকায়। কই তাদের কারো প্রতি তো আশা এভাবে ইমপ্রেস হয় নি।তবে ধ্রুবকে নিয়ে আশা ভাবছে কেনো?ধ্রুবর সবকিছু আশার এতো ভালো লাগছে কেনো?

শেষ ক্লাসের স্যার এসে শালুককে বললো, "ধ্রুব এসেছে আজ স্কুলে।ছেলেটা ভীষণ ট্যালেন্ট। তোমার ফ্যামিলির সবাই তো আমাদের হাতেই মানুষ, সবাই তো মেধাবী শালুক,তুমি এমন কেনো পড়ালেখায়? ধ্রুব হেডস্যারসহ আমরা যতোজন তোমার ক্লাস নেই সবাইকে বিশেষ ভাবে বলে গেছে তোমাকে যাতে একটু কড়াকড়ি দেওয়া হয় পড়াশোনার জন্য। "

শালুক দাঁত কিড়মিড়িয়ে মনে মনে বললো, "তোর মাথায় ১০০ টা কাক হা/গু মুতু করুক তারছিঁড়া ধ্রুব।আজকে যদি তোকে একটা কঠিন শাস্তি না দিছি তবে দেখিস।"বিকেলে শালুকের টিচার এলো শালুককে পড়াতে।শালুকের মনে হলো কেউ যেনো ওর কলিজাটা কে/টে ফালাফালা করে দিচ্ছে। শালুকের রুমে গিয়ে ধ্রুব পলক কে বসতে বললো।

তারপর শালুক ভোঁতা মুখ করে নিজের চেয়ার টেনে পড়তে বসলো।

পলক কুশলাদি জিজ্ঞেস করে বললো, "তোমার সিলেবাস দাও আমাকে।সিলেবাসের কতোটুকু শেষ করেছো তুমি আগে সেটা দেখাও।"

শালুক সিলেবাস বের করে দিলো। ঝকঝকে তকতকে সিলেবাস দেখে পলক শালুকের দিকে তাকালো। তারপর বললো, "সিলেবাস তো একেবারে নতুন দেখছি,মনে হচ্ছে আজকেই ছাপা হয়েছে। তুমি কি এর আগে কখনো সিলেবাস ছুঁয়ে ও দেখো নি?"শালুক বিরক্ত হয়ে বললো, "এসব ছোঁয়াছুঁয়ির মধ্যে শালুক নেই বুঝলেন স্যার।সিলেবাস ধরে কি করবো আমি?

আমি আজীবন এদিকে সেদিক তাকিয়ে এক্সাম দিয়ে পাশ করে এসেছি। এসব মেহেনত করা আমার পক্ষে সম্ভব না।"

পলক হতভম্ব হলো শালুকের এরকম জবাব শুনে। শালুক ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে বললো, "আপনার সাথে একটা ডিল করি স্যার।যেই এক ঘন্টা আপনি আমাকে পড়ানোর কথা,সেই এক ঘন্টা

আপনি এসে আপনার মতো সময় কাটাবেন।ফোন টিপেন,চ্যাটিং করেন,কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনেন।কোনো সমস্যা নেই।আমি ও আমার মতো বসে খাতায় আঁকিবুঁকি করি।আপনার ও শান্তি আমার ও শান্তি।কেউ জানবে না কিছু।আমি এমনিতেও পরীক্ষায় খারাপ করবো এটা আমাদের বাসার সবাই জানে।আমাদের ছোট্ট যে নিধি আছে সেও জানে এটা।মতির মা আছে না,সেও আমাকে নিয়ে ভবিষ্যৎ বানী করে রেখেছে।তাই আপনার বদনাম হবার কোনো চান্স নাই।মাস শেষে আপনি বেতন পেয়ে যাবেন।এরকম সুযোগ কি আর আসবে স্যার?
এরকম অপরচুনিটি আপনাকে আর কেউ দিবে না। বলেন রাজি কি-না? ”
পলক ঘামতে শুরু করলো শালুকের কথা শুনে। এরকম স্টুডেন্ট কেউ কখনো পেয়েছে কি-না পলকের জানা নেই।অলস বিকেলটা কেমন খাপছাড়া লাগছে আজকে।রোদ পড়ে গেছে,সন্ধ্যা নেমে আসবে ধরনীর বুকে।পলক চলে গেছে বিশ মিনিট আগে। আস্তে আস্তে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে।

শালুক বসে আছে নিজের রুমে। কিছু ভালো লাগছে না তার।লেখাপড়া ব্যাপারটা এতো জটিল কেনো শালুক ভেবে পায় না।

কি হতো লেখাপড়া মুক্ত পৃথিবী হলে?শালুক তখন মুক্ত পাখির মতো উড়ে বেড়াতে পারতো।ধ্রুব এসে বিছানায় পা তুলে বসলো। তারপর শালুককে জিজ্ঞেস করলো, “কি সমস্যা তোর?বিজনেসম্যান হয়ে গেছিস?ডিল করা শিখেছিস?সাহস কতো তোর টিচারের সাথে ডিল করিস না পড়ার ব্যাপারে! ”

শালুক বিরসবদনে ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে বললো, “তোমার মনে রাখা উচিৎ পৃথিবীতে সবাই সব কিছুর জন্য আসে নি।আমি এসেছি অন্য কাজে। খাবো,ঘুরবো,উড়বো,বিয়ে করবো,সংসার করবো,বাচ্চা সামলাবো।এসব পড়ালেখায় সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয়!”

ধ্রুব কটমট করে তাকালো শালুকের দিকে।শালুকের ভীষণ ভয় লাগলো তবুও চেহারায় ডোন্ট কেয়ার ভাব ফুটিয়ে বসে রইলো।ধ্রুব একটু ভেবে মুচকি হেসে বললো, “ঠিক বলেছিস,তোর পড়ালেখার পিছনে অযথা এতো টাকা নষ্ট করার মানে হয় না।শোন,আমি

চাচাকে বলে দিচ্ছি আফিফার বিয়ের পরেই তোর বিয়ের ব্যবস্থা করতে। আমার জানাশোনা ভালো পাত্র আছে।আমার এক বন্ধুর বড় ভাইয়ের শুটকির ব্যবসায় আছে।বেশ অবস্থাপন্ন লোক ওরা।”

শালুক নাক কুঁচকে বললো, “কি বললে তুমি? শুটকি? ওয়াক!”ধ্রুব সরল মুখ করে বললো, “ওয়াক করছিস তুই?তুই জানিস কক্সবাজারে ওনার দুটো শুটকির আড়ৎ আছে।কতো টাকাপয়সাওয়ালা মানুষ ভেবেছিস?ধর,কক্সবাজারে থাকতে পারবি তুই,সেই সুবাদে আমরা ও যখন তখন ঘুরতে যেতে পারবো। হোটেল ভাড়া লাগবে না আমাদের। আচ্ছা এক কাজ করি,আমি চাচা চাচীর সাথে কথা বলি এই ব্যাপারে। ওদের ও তেমন কোনো ডিমান্ড নেই,শুধু একটা হাবাগোবা, বলদ টাইপের মেয়ে চাই।এক্ষেত্রে তোর চাইতে পারফেক্ট আর কাউকে পাবে বলে মনে হয় না। ”শালুকের বুক ফেটে কান্না এলো।শুটকি শালুকের দুই চোখের বিষ।বাসায় শুটকি রান্না হলে শালুক সেদিন নিচতলায় খেতেও যায় না গন্ধের ভয়ে।অথচ সেখানে কি-না তার বিয়ের কথা বলছে এরকম একটা শুটকির ব্যবসায়ীর সাথে!

এই লোকের শরীর থেকে সবসময় শুটকির দুর্গন্ধ বের হবে,পারফিউমের বদলে এই লোক শুটকি গায়ে ঘষবে,ভবিষ্যতে শালুকের বাচ্চারা হবে শুটকি প্রেমী!
কল্পনায় এটুকু দেখেই শালুকের জ্ঞান হারাবার জোগাড়।শালুকের কাঁদো কাঁদো চেহারার দিকে তাকিয়ে ধ্রুবর ভীষণ মায়া হলো।ইচ্ছে হলো চিবুকে হাত রেখে একবার বলে, “আমি আছি তো বোকা ফুল,তোকে অন্য কোথাও যেতে দিবো না।আমার মনের ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখবো। ”
ইচ্ছে হলেই সব কিছু করা যায় না।ধ্রুব ও করতে পারলো না। বরং হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে চাচীকে ডাকতে লাগলো। শালুক তড়িঘড়ি করে লাফিয়ে উঠে ধ্রুবর মুখ চেপে ধরলো। বিনীত ভঙ্গিতে বললো,”না ধ্রুব ভাই এই কাজ করো না।আমি ঠিকঠাক পড়বো। কিসের বিয়ে, কিসের সংসার!অনলি লেখাপড়া করবে শালুক।শালুকের জন্ম হয়েছে পড়ালেখা করার জন্য। পড়তে পড়তে শহীদ হয়ে গিয়ে গিনেস বুকে নাম লেখানোর জন্য শালুকের জন্ম।

ধ্রুবর ভীষণ হাসি পেলো শালুকের কথা শুনে। এই যে শালুক তার মুখে হাত চেপে ধরে আছে,ধ্রুবর ভীষণ ভালো লাগছে।

বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকা চাতক যেমন আনন্দিত হয় বৃষ্টির জল দেখে,ধ্রুবর ও তেমন আনন্দ হচ্ছে। তবুও ধ্রুব শালুকের হাত সরিয়ে দিলো। তারপর বললো, "আর কোনো দিন যেনো এসব কথা না শুনি আমি পলকের থেকে।"

ধ্রুব চলে যেতেই শালুক মাথার হিজাব খুলে ফেললো। উপরের পাটির দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কিছুক্ষণ ভেবে একটা বুদ্ধি বের করলো। ধ্রুবকে টাইট দেয়ার একটা দুষ্ট বুদ্ধি।

সন্ধ্যা বেলায় চা খাবার সময় শালুক কিচেন থেকে এক পিরিচে করে চিনি নিয়ে এলো কিছুটা। তারপর ধ্রুবর বেডরুমে গিয়ে বিছানার চাদরের চারদিকে ছিটিয়ে দিলো।

৩য় বিশ্বযুদ্ধে জয় লাভ করার মতো আনন্দ নিয়ে শালুক নিজের ঘরে গিয়ে ফিন্যান্স বই নিয়ে বসলো।

কিছুক্ষণ অর্থের সময় মূল্যের অংক করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই মাথায় এতো সূত্র ঢুকলো

না।একবার ভাবলো ধ্রুবকে ডাকবে।পরক্ষণেই সেই চিন্তা বাতিল করে দিলো।যেই মানুষ তার জন্য শুটকি ব্যবসায়ী পাত্র পছন্দ করতে পারে সে আর যাই হোক,শালুকের শুভাকাঙ্ক্ষী কিছুতেই না।তার সাথে কিসের লেনাদেনা!

সবাই মিলে নিচতলায় গোল হয়ে বসেছে আফিফার বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য। আফিফার রুমে শাপলা, শালুক,আশা তিনজনই বসে আছে।গতরাতের ঘটনার পর থেকে আদিবা বেগম আফিফাকে একা রাখতে ভীষণ ভয় পাচ্ছেন।পাছে মেয়ে যদি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় অথবা উল্টাপাল্টা কিছু করে বসে এই ভয়ে!ছেলের বাড়িঘর সবার পছন্দ হয়েছে। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলো ছেলেপক্ষকে জানাবে তাদের পছন্দের কথা।

সবার অনুরোধে শালুকের দাদা নিজে কল দিলেন চেয়ারম্যানকে।সব কথার শেষে সিদ্ধান্ত হলো, আগামী শুক্রবার অর্থাৎ আর ২ দিন পরে পাত্রপক্ষ আসবে এনগেজমেন্ট করতে।আর সেদিনই তারা বিয়ের তারিখ ফাইনাল করে যাবে।

আদনান কিছুটা স্বস্তি পেলো।আফিফাকে বিয়ে না দিয়ে নিজের বিয়ের কথা তুলতে পারছে না সে। এবার নিশ্চিন্ত হতে পারবে আফিফার বিয়ের পর। খালা খালুর সাথে কথা বলে ৩-৪ মাসের মধ্যে বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেলতে হবে।

আশা কে নিয়ে আদনানের ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে। আশাকে ভরসা করতে পারছে না আদনান।রাতে সবাই যখন খেতে বসলো তখনই বাসার সদর দরজা নক করতে লাগলো কেউ একজন।মতির মা দরজা খুলে দিতেই দেখে ধুতি পাঞ্জাবী পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে বাহিরে।

বিনীত ভঙ্গিতে বলছে,"ধ্রুব বাবু কি বাড়িতে আছেন? একবার ডেকে দিবেন?"

মতির মা মুখ বাঁকিয়ে এসে বললো, "ধ্রুব ভাইজানের কাছে এক লোক আসছে।দেখা করতে চায় ভাইজানের লগে।"

খাওয়া রেখে ধ্রুব উঠে গেলো, ধ্রুবর পিছন পিছন গেলো হাসনা বেগম।হিন্দু লোকটাকে দেখেই ধ্রুব চমকে উঠলো যেমন, তেমন চমকালো হাসনা।এতো বছর পর কেনো এসেছে!

ধ্রুব কিছু বলার আগেই লোকটা বললো, “দীপালি মা বড়ই অসুস্থ বাবু,বারবার আপনার নাম নিচ্ছেন। আপনাকে একটু দেখতে চাচ্ছেন।”

ধ্রুব শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলো, “দিপালী কে?আমি এই নামে কাউকে চিনি না।”হাসনা পেছন থেকে ধ্রুবকে ধরে বললেন, “এভাবে বলতে নেই ধ্রুব।যাই হোক,জন্মদাত্রী মা তোর।”

ধ্রুবর রাগ হলো ভীষণ। চিৎকার করে বললো, “নেই,নেই।কেউ নেই আমার।আমার মা ও নেই,বাবা ও নেই।এতো বছর ধরে আমাকে যার প্রয়োজন হয় নি আজকেও আমাকে তার লাগবে না।আমি এমন কোনো রোগের ঔষধ না যে আমাকে দেখলে অসুস্থ রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে।”

ধ্রুবর চিৎকার শুনে ডাইনিং টেবিলে বসা সবাই চমকে উঠলো। এতো রেগেছে কেনো ধ্রুব?

সবচেয়ে বেশি ভয় পেলো শালুক।এরকম চিৎকার করে কেউ কথা বললে শালুকের ভীষণ কান্না পায়,ভয়ে হাত পা কাঁপতে থাকে।একে একে সবাই দরজার দিকে এগিয়ে এলো। সবাইকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ধ্রুব চলে গেলো নিজের রুমে।

ধ্রুবর বাবা সেলিম সাহেব এতোক্ষণ তার বাবার রুমে বসে ছিলেন।যেহেতু ধ্রুব তার মুখোমুখি হওয়া পছন্দ করে না তাই তিনিও ছেলের সামনে পড়তে চান না। ছেলে বাড়িতে যেই ক'টা দিন আছে যাতে নিজের মতো করে থাকতে পারে এজন্য নিজেই সরে সরে থাকেন।

ধ্রুবর চিৎকার শুনে তিনিও বের হয়ে এলেন।ধ্রুবকে উপরের দিকে যেতে দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে?ধ্রুব এরকম চিৎকার করলো কেনো?"হাসনা বেগম সবটা বলতেই সেলিম সাহেবের মুখ শুকিয়ে গেলো। অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা ফরিদার দিকে তাকালো। ফরিদার চোখ দুটো কি ছলছল করছে অশ্রুতে?

কে জানে,দূর থেকে তিনি বুঝতে পারলেন না তা।

হাসনা বেগম গিয়ে ধ্রুবকে ডাকলেন।ধ্রুব দরজা খুললো কিছুটা সময় নিয়ে। মোটা পিলারের আড়াল থেকে শালুক তাকিয়ে রইলো ধ্রুবর দিকে।ধ্রুব হাসনা বেগমের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর হুট করেই চাচীকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো ছোট বাচ্চাদের মতো করে। সেদিনই শালুক প্রথম জানতে

পারলো, “ধ্রুব নামক লৌহপদার্থের একটা মানুষের মতো মন আছে।”

ধ্রুব খুব দ্রুত নিজেকে সামলে নিলো। ভেজা স্বরটাকে লুকাতে পারলো না আর।অন্যদিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, “কিছু বলবে চাচী?আর যাই বলো,আমাকে এক অনুরোধ করো না ওনাকে দেখতে যাই যেনো। এই দুনিয়ায় বাবা মা থাকার পরেও তো অনেকে অনাথ হয়,আমি ও তাদের দলের একজন। আমার কোনো পিছুটান নেই চাচী।”হাসনা বেগম কোমল গলায় বললো,” সে যে জন্ম দিয়েছে বাবা। পৃথিবীর মুখ দেখিয়েছে। ”

ধ্রুব রাগ হলো ভীষণ। চিৎকার করে বললো, “কেনো জন্ম দিলো চাচী?আমি কি নিজে থেকে এই দুনিয়ায় আসতে চেয়েছি?আমাকে কেনো তারা এই দুনিয়ার আলো দেখালো?আর তারপর দুজনের যখন দুজনের প্রতি আগ্রহ ফুরিয়ে গেলো তখন দুজনেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। কেউ ভাবলো না আমার কথা! ”

হাসনা বেগম কি জবাব দিবেন এই প্রশ্নের!দীপালি এই বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে ধ্রুব যখন ক্লাস ফাইভে পড়ে তখন।ধ্রুব এখন অনার্স ফাইনাল ইয়ারে

পড়ছে।কিছুদিন পর অনার্স কমপ্লিট হবে তার।এতো বছর পর আজকে দীপালির মনে হলো ছেলের কথা!

ধ্রুব নিজেকে সামলে নিতে বেশি একটা সময় নিলো না।মুচকি হেসে চাচীকে বললো, "আমি শুয়ে পড়ি চাচী।যাও তুমি। আমাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আমি খুব ভালো আছি চাচী। যাও তো এখন।"হাসনা বেগম যন্ত্রের মতো নিচে নেমে এলো। নিচতলায় সবাই বসে আছে হাসনা বেগমের অপেক্ষায়। হাসনা বেগমকে বিমর্ষ হয়ে আসতে দেখে সবাই বুঝলো ধ্রুবকে মানাতে পারে নি হাসনা বেগম।

সেলিম সাহেব চোরের মতো মুখ করে বসে রইলেন। সমস্ত ব্যাপারে তিনি নিজেকে সবচেয়ে বড় অপরাধী ভাবেন।

আদিবা বেগম আপনমনে বলতে লাগলেন,"কেনো সেই সময় আবেগে পড়ে এরকম কাজ করলে মেজো ভাই?আমরা সবাই কতো নিষেধ করলাম।হিন্দু মুসলমানে বিয়ে না করতে সবাই কতো নিষেধ করলো।তবুও করলে।

তারপর আর তাকে ধরে রাখতে পারলে না কেনো? সে তো বহতা নদীর জলস্রোত ছিলো, তোমার তো

তার সাথে মেলামেশা করার সময় বুঝা উচিত ছিলো সে কেমন মানুষ।

তার পক্ষে কি হাতেপায়ে শিকল পরে সংসারী হওয়া সাজে না-কি!দেবীর মতো রূপ নিয়ে জন্ম নেওয়া মেয়ে তো আমাদের মতো হেঁশেল ঠেলতে আসে নি।"সেলিম সাহেব ভীষণ রেগে গেলেন। আজ আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না।চিৎকার করে বললেন,"দোষ কি আমার ছিলো ভাবী?তোমার সম্মানিত শ্বশুর কি কান্ড করেছে?তার মুখে না-কি চুনকালি পড়ে গেছে আমি হিন্দু মেয়ে বিয়ে করায়। দীপালি কি তোমাদের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে নি ভাবী?

এতো বড় ঘরের মেয়ে হয়েও তো সে নিজেকে সবার মতো সাধারণ ভেবেছে।বাবা তার হাতের পানি খাবেন না,খাবার খাবেন না,তার ছায়া দেখলেও সরে যাবেন। সে যতো বাবা বাবা বলে আপন হতে চাইতো,বাবা ততোই তাকে ঘৃণা করতো।

এই পৃথিবীতে কি আর কেউ এরকম বিয়ে করে নি?"নুরুল ইসলাম সাহেব জবাব দিতে গিয়েও দিলেন না।ছেলে এখন উত্তেজিত হয়ে আছে।এখন

তিনি যৌক্তিক কথা বললেও সে বুঝবে না।এসব নিয়ে তিনি ভাবছেন ও না।তিনি শুধু ভাবছেন নিজের নাতির কথা।

ছেলেটা এক বুক কষ্ট নিয়ে বেঁচে আছে।

দোতলার টানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে শালুক নিচের দিকে তাকিয়ে রইলো। ধ্রুবর যত অপরাধ, অন্যায় সব শালুক এক নিমিষেই ভুলে যায় ধ্রুবর মন খারাপ দেখলে।শালুকের ইচ্ছে করছে যেকোনো মূল্যে ধ্রুবর মন ভালো করে দিতে।

হঠাৎ করেই শালুকের মনে হলো ধ্রুবর বিছানায় ও চিনি ছিটিয়ে এসেছে রাগ করে যাতে ওকে পিপড়া কামড়ায়।এখন যদি সত্যি পিপড়া কামড়ায় ধ্রুবকে! শালুকের কান্না পেলো ভীষণ। কেনো তখন এই কাজ করেছে?এখন কি করবে?

ধ্রুব কি দরজা খুলবে?

শালুক ধ্রুবর রুমের দরজা নক করলো।ধ্রুব ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করলো,"কি চাই?"

শালুক ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বললো, "মা পাঠিয়েছে আপনার বিছানা ঝেড়ে দিতে।"ধ্রুব দরজা না খুলেই

বললো, “লাগবে না ভাগ এখান থেকে আমি এলোমেলো বিছানায় ঘুমাতে পছন্দ করি।”

শালুকের কান্না এসে গেলো। চোখের জল মুছে শালুক আবারও ডাকলো।ধ্রুব আর জবাব দিলো না। ভেতরে ধ্রুব ভেঙ্গেচুরে চুরমার হয়ে যেতে লাগলো যন্ত্রণায়। এমন অদ্ভুত ভাগ্য কেনো তার!

কে দিবে এই জবাব?সারারাত ধরে শালুক ছটফট করে কাটিয়েছে।কি হচ্ছে ধ্রুবর রুমে,কে জানে!ধ্রুবর কি ভীষণ কষ্ট হচ্ছে?

আজ আর শালুককে সকাল বেলায় ডেকে হয়রান হতে হয় নি কারো।

শালুক নিজেই উঠে গেছে সাত সকালে।

ধ্রুব বের হলো একটা হলুদ টি-শার্ট পরে।শালুকের সাথে ধ্রুবর দেখা হলো সকালে নাশতার টেবিলে। বিপরীত চেয়ারে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলো ধ্রুবকে।হাসনা বেগম চা দিতে দিতে ধ্রুবকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, “এ কি অবস্থা তোর ধ্রুব?এসব কি?”

ধ্রুব ঘাড় চুলকে জবাব দিলো, “কি জানি চাচী,বুঝতেছি না।সারারাত এতো পিপড়া কামড়েছে কেনো জানি।”

শালুক দেখলো ধ্রুবর সারা শরীর লাল হয়ে গেছে পিপড়ার কামড়ে।দুচোখ দিয়ে আপনাতেই জল চলে এলো।

আদনান আর আশা ও এসে যোগ দিয়েছে নাশতার টেবিলে।শালুকের চোখে পানি দেখে আদনান বললো, “কি রে,ফেলটুস।কাঁদছিস কেনো?”

শালুক দ্রুত চোখ মুছে নিলো।ধ্রুব এক নজর সেদিকে তাকিয়ে আবারও খেতে লাগলো।

আশা হেসে বললো, “শালুক,তোমাকে কেমন মনমরা লাগছে আজকে।”শালুক জবাব দিলো না। তার আগেই আদনান হাসতে হাসতে বললো, “গিয়ে দেখো,কোনো পরীক্ষায় ফেইল করে বসে আছে। ওর পিছনে অযথা টাকা পয়সা ওয়েস্ট করা হচ্ছে। গাধা দিয়ে তো আর হালচাষ হয় না।ওরে দিয়েও আর পড়ালেখা হবে না।তুমি আমাদের আকিফকে আসার পর থেকে দেখেছো শালুকের মতো করতে?দুজনেই সেইম ক্লাসে পড়ে। আকিফকে তো পড়ার টেবিল

থেকে নড়ানোই যায় না।আর শালুককে দেখো,যেখানে যাবে সেখানেই দেখবে শালুক হাজির নিজের এই বোঁচা নাক নিয়ে। ”শালুক শক্ত হয়ে বসে রইলো। ধ্রুব বিরক্ত হয়ে আদনানের দিকে তাকালো। আদনান ধ্রুবর সেই দৃষ্টিকে পাত্তা দিলো না। বরং আশার সামনে কিছু বলতে পেরে খুশি হলো।

শালুকের এসব কিছুই কানে গেলো না।সে ভাবছে ধ্রুবর কথা।ধ্রুবর তো গতকাল এমনিতে মন খারাপ ছিলো। মনের কষ্টে হয়তো শরীরের এই কষ্টকে সে পাত্তা দেয় নি।

কেনো এমন একটা কাজ করলো শালুক!এতো বোকা কেনো সে?

ভেবে পেলো না শালুক।

হাসনা এসে জিজ্ঞেস করলো, “বসে আছিস যে,স্কুলে যেতে হবে না?”

শালুক জবাব দেয়ার আগে আবারও আদনান বললো, “ওর আর স্কুলে গিয়ে কি লাভ চাচী!এরকম নিরেট গাধা কি আর এই দেশে আছে?

ওর মাথা সিটিস্ক্যান করে দেখা দরকার এই মাথায় আসলে কি আছে?

ও পড়ে কি হবে আর?পড়ালেখা বন্ধ করে মতির মায়ের সাথে কাজে লাগিয়ে দাও।”ধ্রুবর প্রচন্ড রাগ হলো এসব শুনে।তবে শালুকের সামনে কিছু বললো না।শালুক এবার ভীষণ কষ্ট পেলো।এই লোকটা যখন তখন শালুককে ক্রিটিসাইজ করে কথা বলে। সব সময় সব দুষ্টুমি, মশকরা মানুষের হজম হয় না।যখন মন বিক্ষিপ্ত থাকে তখন এসব কথা গায়ে ভীষণ লাগে।শালুকের ও লাগলো ভীষণ।আদনানের জন্য যেই অনুভূতি আগে হতো তার ছিটেফোঁটাও এখন আর মনে নেই।বরং আদনানকে শালুকের ভীষণ স্বার্থপর মনে হয়। সেদিন আফিফাকে কিভাবে ধমকেছে শালুক তা দেখেছে।

লেখাপড়ার জন্য ধ্রুব ও তো তাকে বকাঝকা করে, তা তো কখনো এমন হয় না যে শালুকের মনে আঘাত লাগে।

উঠে দাঁড়িয়ে শালুক আদনানকে বললো, “আমার মাথায় কি আছে সেটা নিয়ে না ভেবে নিজের কুৎসিত মনটাকে আগে পরিষ্কার করো।”ধ্রুবর ভীষণ ভালো লাগলো শালুকের এই প্রতিবাদ। মাথা নিচু করে ধ্রুব মুচকি হাসতে লাগলো।

বাহিরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টি হবে যেকোনো মুহুর্তে।শালুক উপরে চলে গেলো।

আশা হেসে বললো, “ছোটদের সাথে আন্তরিক ব্যবহার করতে হয় আদনান। তোমার মধ্যে আমি সেই আন্তরিকতা দেখি নি কখনো। ওদের কে ভালোবেসে বুঝিয়ে কথা বলতে হয়।তুমি সবসময় শালুককে হার্ট করে কথা বলো। ধ্রুব ও কিন্তু শালুকের ব্যাপারে কনসার্নড।ইভেন সেদিন স্কুলে গিয়ে টিচারদের ও রিকুয়েস্ট করে এসেছে শালুককে যেনো একটু স্পেশাল কেয়ার নেওয়া হয়।তুমি কেনো এমন বিহেভ করো আদনান? ”

আদনান জবাব দিতে পারলো না। কিছুটা রুষ্ট হলো আশার কথায়। সারাক্ষণ আশা ধ্রুবর প্রশংসা করে আদনানের তা সহ্য হলো না।

শালুক ঝড়ের বেগে উপরে গিয়ে স্কুল ড্রেস পরে ব্যাগ নিয়ে নেমে এলো। কোনোদিকে না তাকিয়ে হনহন করে বের হয়ে গেলো। টিফিনের টাকাও আজকে নিলো না শালুক।

ধ্রুব চেয়ার থেকে উঠে শালুককে ডাকলো কিন্তু শালুক দাঁড়ালো না।আদনানের দিকে তাকিয়ে ধ্রুব

বললো, “কথা বলার সময় ভেবে বলিও।শালুককে নিয়ে এরকম ফাজলামি যখন তখন করো না।সুন্দর করে কথা বলতে না পারলে তোমার কথা বলার দরকার নেই শালুকের সাথে।”

ধ্রুব দ্রুত উপরে গেলো।নিজের রুমে গিয়ে ছাতা নিয়ে বের হয়ে আসতেই আশা পথ আটকালো ধ্রুবর।জিজ্ঞেস করলো, “কোথায় যাবে?আমি ও যাবো চলো।”

ধ্রুব উদ্বিগ্ন স্বরে বললো, “শালুককে ছাতা দিয়ে আসতে হবে।বৃষ্টির পানিতে শালুকের এলার্জি আছে। যেকোনো সময় বৃষ্টি নামবে।”ধ্রুব না দাঁড়িয়ে বের হয়ে গেলো, ধ্রুবর পিছু পিছু আশাও বের হয়ে গেলো। আদনান বসে বসে আশার ছুটে যাওয়া দেখলো।

আকাশ আরো অন্ধকার হয়ে আসছে।কেমন গুড়গুড় শব্দ হচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘনঘন। আশাকে ফেলে ধ্রুব ছুটে গেলো। শালুককে থামাতে হবে যেকোনো মূল্যে।

মেঘের ডাককে শালুক প্রচন্ড ভয় পায়। সেই ছোট বেলা থেকেই।একা থাকলে শালুক মারাত্মক ভয়

পেতে পারে ভেবে ধ্রুব দৌড়াতে লাগলো। রাগের মাথায় হয়তো শালুক বৃষ্টিতে ভিজবে।শালুক রেগে গিয়ে দ্রুত হাটছে,ধ্রুব দৌড়ে এসে শালুকের মাথায় ছাতা ধরতেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলো।

আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জানালো ধ্রুব বৃষ্টি এই মুহুর্তে দেয়ায়।আর এক মুহুর্ত আগে হলেও শালুক ভিজে যেতো।

বৃষ্টি বেশ জোরেশোরে হচ্ছে দেখে ধ্রুব শালুকের হাত ধরে একটা বন্ধ দোকানের সামনে নিয়ে দাঁড়ালো। অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য ছাতা খুলে শালুকের সামনে দিয়ে রাখলো যাতে সামনের দিক থেকে বৃষ্টির ছিঁটেফোঁটা না আসে শালুকের গায়ে।

ভিজতে ভিজতে আশা এগিয়ে এলো। আশার ভীষণ ভালো লাগছে ভিজতে।ধ্রুবকে ডেকে আশা বললো, "ভিজবে ধ্রুব?আসো।"ধ্রুব হেসে বললো, "এখন না আশা।শালুক ভয় পেতে পারে। "

হঠাৎ করেই বিকট শব্দে মেঘ ডাকলো,শালুক ভয়ে কুঁকড়ে গেলো। ধ্রুব শালুকের হাত শক্ত করে চেপে ধরে বললো, " শালুক শোন কি হয়েছে একবার। আমাদের ভার্সিটির একটা গল্প বলি তোকে।"

শালুকের হঠাৎ করেই হাসি পেলো। মাথামোটা শালুক কিছু না বুঝলেও এটুকু বুঝে গেলো ধ্রুব ভাই আসলে গল্পটা বলতে চাইছে শালুক যেনো মেঘের গর্জনের ব্যাপারটা ভুলে যায়।

যার সাথে কথা বলতে গেলেও বিরক্ত হয়ে যায় সে কি-না এখন নিজ থেকেই শালুকের সাথে কথা বলছে অনবরত, শালুক ভয় পাচ্ছে দেখে দুই হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে।একটা মানুষ তার ব্যাপারে এতো কিছু ভাবে অথচ সে কি-না তাকে এভাবে কষ্ট দিলো?

কিভাবে পারলো শালুক এরকম করতে?

ধ্রুব বললো, "আচ্ছা তোকে একটা কৌতুক বলি শোন।রেলওয়েতে ইন্টারভিউ হচ্ছে। একটি চটপটে ছেলেকে সবাই একটু বাজিয়ে নিতে চাইলেন।: ধরো, একটা দ্রুতগামী ট্রেন আসছে। হঠাৎ দেখলে লাইন ভাঙা। কী করবে তুমি?

– ট্রেন থামাতে লাল নিশান ওড়াব।

: যদি রাত হয়?

– লাল আলো দেখাব।

: লাল আলো যদি না থাকে?

– তা হলে আমার বোনকে ডাকব।

: বোনকে! কেন?

– ওর অনেক দিনের শখ একটা ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট দেখবে!”

আশা হেসে উঠলো শব্দ করে, শালুক মুচকি হাসলো। ধ্রুব কিছুক্ষণ পর শালুককে বললো, “শালুক,লেখাপড়া ব্যাপারটা এমন কঠিন কিছু না। মানুষ চাইলেও পারে কিন্তু।মানুষের চেষ্টার কাছে অসাধ্য কিছু নেই।মানুষকে এজন্যই তো আশরাফুল মাখলুকাত বলা হয় শালুক।সৃষ্টির সেরা জীব।তবে তুই কেনো এতো অবহেলা করছিস বল?লেখাপড়া শুধু নিজের জন্য হয়।সব কিছু সবাইকে দেওয়া যায়,মানুষ ছিনিয়ে নিতে পারে। পারে না শুধু কারো জ্ঞানকে ছিনিয়ে নিতে। তুই তো এমন ছিলি না শালুক।ছোট বেলায় আমার হাত ধরেই তোর পড়ালেখায় হাতেখড়ি হয়েছিল। তবে কেনো দিনেদিনে লেখাপড়ার ব্যাপারে এতো উদাসীন হয়ে যাচ্ছিস তুই?

তোর না স্বপ্ন ছিলো শালুক টিচার হবি।সেই স্বপ্ন নিয়ে একবার ভেবে দেখ।নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস

কর কেনো এমন করছিস।এখনো সময় আছে শালুক।বাকী জীবন পড়ে আছে সামনে। ”শালুক কিছু বললো না। আসলে ও শালুক জানে না ঠিক কিভাবে কিভাবে সে লেখাপড়ায় এতো পিছিয়ে পড়েছে। কেনো এতো অবহেলা পড়ালেখার ব্যাপারে তার!

হুট করেই শালুক সিদ্ধান্ত নিলো তাকে পড়তে হবে। বেশ ভালো করে পড়তে হবে।যাতে কেউ তাকে লজ্জা দিয়ে কথা বলতে না পারে।

মুহুর্তেই শালুকের মন ভালো হয়ে গেলো। সব কিছু ভালো লাগতে শুরু করলো। এই যে একটু দূরে আশা দাঁড়িয়ে আছে, আশাকে ও এখন শালুকের ভীষণ ভালো লাগছে।

ধ্রুব ভাইকে ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছে।এই যে এখন ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে তাও ভালো লাগছে শালুকের।

বৃষ্টি একটু কমতেই শালুক ছাতা নিয়ে স্কুলের দিকে গেলো। ধ্রুব আর আশা বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

কিছু দূর যাওয়ার পর আশা বললো, “ধ্রুব,শালুককে ভীষণ ভালোবাসো তুমি, না?”

ধ্রুব চমকালো ভীষণ। শালুক তার মনের মনিকোঠায় লুকিয়ে রাখা ভালোবাসার একমাত্র বোকা ফুলের নাম।যার কথা আজ পর্যন্ত কেউ জানে না,কেউ বুঝে নি।যাকে সন্তর্পণে ধ্রুব লুকিয়ে রেখেছে নিজের মনে। আশার প্রশ্নের জবাবে হেসে ফেললো ধ্রুব।তারপর বললো, "না তো,তেমন কোনো ব্যাপার না।"আশা হাসলো।তারপর বললো, "আমি সাইকোলজি নিয়ে পড়ছি ধ্রুব।মানুষের মন খুব ভালো করে না পড়তে পারলে ও তোমার মনটা কিছুটা পড়তে পেরেছি। আমার মনে হচ্ছে আমি ভুল না।তুমি অস্বীকার করতে চাইলে করতে পারো।তবে আমি ৯৯.৯% শিওর। তোমার মনে শালুকের জন্য একটা সফট কর্ণার আছে।

তুমি শালুককে প্রচন্ডরকম ভালোবাসো যেমন, তেমন নিজের ভালোবাসাকে ভীষণ সতর্কতার সাথে চেপে রেখেছ নিজের মধ্যে। তোমাকে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে ধ্রুব।

তুমি আমার ফ্রেন্ড হবে?"ধ্রুব হাসলো।হঠাৎ করে ভীষণ গম্ভীর স্বভাবের ধ্রুবর মনে হলো, কারো সাথে নিজের মনের কথাটা শেয়ার করে হালকা হওয়া

দরকার। আশা অবশ্যই ভীষণ ভালো মেয়ে।তার সাথে শেয়ার করাই যায়,বিশেষ করে আশা যখন বুঝে গেছে ব্যাপারটা।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টির জল হাতের মুঠোয় নিয়ে ধ্রুব বললো, "শালুককে আমি ভীষণ ভালোবাসি।ভীষণ মানে ভীষণ রকম। ঠিক যেমন করে ঝিনুক ভালোবেসে নিজের বুকের মধ্যে মুক্তোকে লুকিয়ে রাখে।তেমনই আমি ও মনের গোপনে শালুককে লুকিয়ে রেখেছি ভালোবেসে।"আশা মুচকি হেসে বললো, "শালুক ভীষণ লাকি গার্ল।তাকে এরকম করে কেউ ভালোবাসে অথচ সে বুঝতেও পারছে না সেটা। "

ধ্রুব বললো, "তুমি ও তো কম লাকি নও আশা। আদনান ভাইয়ের মতো একজন মানুষ পেয়েছ,আদনান ভাই ও তো তোমাকে অনেক ভালোবাসে।"

শুনে আশা হাসলো ভীষণ। তারপর বললো, "তোমার চোখে শালুকের জন্য যেমন ভালোবাসা প্রকাশ পায়,আদনানের চোখে আমি এখনো সেটা দেখি নি। যেদিন দেখবো সেদিন আমি নিজেই বলবো আমি ও

লাকি।”আদনান অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছে আশা আর ধ্রুব ফিরে আসার। দুজন ভিজে বাড়ি ফিরলো অনেকক্ষণ পরে।আদনান দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলো দুজন হেসে হেসে কথা বলছে।বৃষ্টিতে ভেজার কারণে আশার গায়ের সাথে ওর ফতুয়া লেপ্টে আছে। আশাকে ভীষণ কামনীয় লাগছে।

আদনানের ভীষণ রাগ লাগলো। ধ্রুব কি আশার প্রেমে পড়ে গেছে? আশা যে ধ্রুবর প্রেমে পড়েছে তা আদনান বুঝে গেছে।

যে করেই হোক ধ্রুবকে পথ থেকে সরাতে হবে।

আশা এসে আদনানকে হালকা একটা হাগ দিয়ে বললো, “দারুণ মজা লেগেছে আজকে জানো।এরকম বৃষ্টি তো আগে দেখি নি। ভীষণ এনজয় করেছি।”আদনানের ইচ্ছে করলো একবার বলতে,”পুরুষ মানুষের সাথে রংঢং করেছিস বৃষ্টির মধ্যে, এনজয় তো করবি।”

কিন্তু বললো না। আশাকে এসব কিছু বলে হাতছাড়া করতে চায় না আদনান।আদনানের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। আদনান নিজেও বুঝতে পারছে না সে

এতো অস্থির হয়ে আছে কেনো।কেনো এমন কু ডাক ডাকছে তার মন।

না পারছে আশাকে কিছু বলতে আর না পারছে ধ্রুবকে কিছু বলতে।

ধ্রুবকে আদনান চেনে,ধ্রুব এরকম ছেলে না।কিন্তু আশা!

আশার কাছে তো এসব ছেলেখেলা।আদনান জানে আশার কাছে রিলেশনশিপটা ভীষণ ইজি।তবুও আদনান মিষ্টি কথা দিয়ে আশাকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে এতো দিন।আজ এই ছেলের সাথে কাল ওই ছেলের সাথে ডেটে যাওয়া সব হাসিমুখে সহ্য করেছে।শুধু একবার বিয়েটা হোক,সব হাতে আসুক। তারপর দুই লাথি মেরে সে এই মেয়েকে বিদায় করবে।এরকম ক্যারেক্টারলেস মেয়েকে বউ হিসেবে মানায় না।অপশন হাতে রেখেই আদনান প্ল্যান করেছে।শালুক হচ্ছে তার সেকেন্ড অপশন। এজন্যই তো আমেরিকায় থাকাকালীন শালুকের সাথে মিষ্টি কথা বলে ওকে পটিয়ে রাখার টেকনিক এপ্লাই করে রেখেছে।

গোসল করে এসে আশা ধ্রুবর খোঁজে নিচতলায় স্টাডি রুমে গেলো। ধ্রুব মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটা বই পড়ছে।

আশা ধ্রুবর সামনের চেয়ারে বসে বললো, "এটা কিসের বই ধ্রুব?"

ধ্রুব বইয়ের দিকে তাকিয়ে বললো, "মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখা।"আশা আগ্রহী হয়ে বললো, "আমাকে গল্প বলো ধ্রুব,তোমাদের ফ্রিডম ফাইটারদের স্টোরি শুনতে চাই আমি। "

ধ্রুব বললো, "ভাইয়ার কাছে যাও,ভাইয়া বলবে। সকাল থেকে আমার সাথে কথা বলছো ভাইয়ার মন খারাপ হবে।"

আশা হেসে বললো, "ধ্রুব,আদনান স্টোরি বলতে পারে না। ওর সব স্টোরি এক পর্যায়ে সেক্সুয়াল স্টোরিতে কনভার্ট হয়ে যায়। সবসময় তো আর এসব শুনতে ভালো লাগে না। "

ধ্রুবর কান লাল হয়ে গেলো আশার কথা শুনে। এই বিষয়ে আর কথা বাড়ালো না ধ্রুব।কথা বলতে গেলে আশা হয়তো ফ্রি মাইন্ডে আরো অনেক কিছু শেয়ার করে ফেলবে।

আশার দোষ দেয় না ধ্রুব,তার ন্যাশনালিটি,তার দেশের কালচার যেমন সে তেমনই হবে।তবে অবাক লাগে তার আদনানের ব্যবহার।আদনান কেমন যেনো রূপ বদলে ফেলার চেষ্টা করছে বলে ধ্রুবর মনে হয়। বাড়ির পিছনের পুকুরে আগে সবাই মিলে লাফঝাঁপ দিয়ে গোসল করতো। বিশাল পুকুরের এ মাথা থেকে ও মাথা সাঁতরে যাওয়ার প্রতিযোগিতা করতো।

সকালে ভিজে বাড়িতে আসার পর ধ্রুব আদনানকে বলেছিলো পুকুরে গোসল করতে যাবার কথা।

শুনে আদনান হেসে বললো, "পাগল না-কি তুই? পুকুরের পানিতে যেই পরিমাণ জার্মস আছে,মাই গড!"ধ্রুব মুচকি হেসে চলে গেলো গোসল করতে পুকুরে।কাক ময়ুরের পুচ্ছ লাগালে কি ময়ুর হতে পারে!

ধ্রুব নিচের দিকে তাকিয়ে গল্প বলতে লাগলো। আশাকে খুঁজতে খুঁজতে আদনান ও ধ্রুবর স্টাডি রুমে এসে হাজির হলো। আশার দিকে তাকিয়ে আদনান অবাক হলো। চিকন ফিতার একটা টপস আর স্কার্ট পরে আশা বসে আছে ধ্রুবর সামনে। দেহের অবয়ব স্পষ্ট হয়ে আছে ওর।আদনান

হাসিমুখে এসে আশার পাশে বসলো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গল্প শুনে তারপর বললো, “দূর,এসব কি বলছিস?এসব কি এখন বলার সময় না-কি? শোন,আমি গল্প বলি।আমেরিকায় যাওয়ার পরের গল্প শোন।”

ধ্রুব হেসে বললো, “গল্প শোনার আগ্রহ নেই ভাই আমার।তুমি বরং তোমার প্রাণপাখিটাকে নিয়ে গিয়ে গল্প করো আমি একটু পড়ি।”আদনান খুশি হলো ভীষণ। আশার হাত ধরে বললো, “চলো আশা। তোমার সাথে আজ সারাদিনে গল্প করা হয় নি।”

আশা বিরক্ত হয়ে বললো, “তোমার আর গল্প! তোমার গল্প শুরু হবে রুমের দরজা বন্ধ করে। রোমান্সে চলে যাবে,ঝাঁপিয়ে পড়বে তুমি আমার উপর। ”

ধ্রুব কানে হাত দিয়ে বইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। আদনান ভীষণ বিব্রত হলো।এই মেয়ের মুখে কোনো লাগাম নেই।

আশাকে রুমে এনে আদনান বললো, “পাগল হয়েছ তুমি আশা?কি বলছো এসব ধ্রুবর সামনে? আমার মান সম্মান আর রাখলে না।”আশা বিরক্ত হয়ে

বললো, “তুমি যা করো আমি তাই বলেছি আদনান। বাড়তি কিছু বলি নি।”
আদনান দাঁত কিড়মিড়িয়ে বললো,”এমন ভাব করছো যেনো শুধু আমারই এসবে ইন্টারেস্ট, তোমার নেই?”
আশা হাসলো। তারপর বললো, “এটা ঠিক আমার ও এই ব্যাপারে আগ্রহ,তবে কি জানো আদনান, বাংলাদেশে আসার পর তোমাদের কালচার সম্পর্কে একটু আধটু জানার পর আমি নিজেকে সামলে নিয়েছি। এটা তো তোমার দেশ,তোমার দেশের কালচার তুমি ভালো জানো আমার চাইতে।তোমার উচিত ছিলো আমাকে বুঝানোর। তুমি তা কি করেছো?
সুযোগ পেলেই তুমি আমাকে বদ্ধ ঘরে নিয়ে আসতে চাইছো,আমি ও তাই তোমার থেকে দূরে সরে থাকতে চাইছি।
তুমি মানুষটা কেমন যেনো আদনান। তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে অনেক ডিফরেন্স।”আদনানের মাথায় যেনো আগুন জ্বলে উঠলো। আশার হাত চেপে ধরে বললো, “কি ডিফরেন্স?”

আশা নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, “আজ যখন আমি বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম, ধ্রুব একবারের জন্যও আমার দিকে তাকায় নি।ওর সাথে হেটে এসেছি বাড়ি পর্যন্ত, ধ্রুবকে একবার ও দেখি নি আমার বডির দিকে তাকাতে।অথচ বাড়ি আসতেই তোমার নজর গিয়েছিল আমার বডিতে।

এই যে একটু আগে,আমি ধ্রুবর স্টাডি রুমে গিয়েছি। এটাও একটা এক্সপেরিমেন্ট ছিলো আমার। আমি এই টপস পরে যাওয়ায় ধ্রুব বইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলো পুরোটা সময়। আমি ওকে বলেছিলাম আমাকে স্টোরি বলতে, ও তখনও তাকায় নি আমার দিকে।তুমি কিন্তু ওর স্টাডি রুমে ঢুকেই আমার সারা শরীর স্ক্যান করে ফেলেছ।এজন্যই ধ্রুবকে আমার ভীষণ ভালো লাগছে। ও একজন পারফেক্ট মানুষ। তোমার মতো করে কাউকে ইমপ্রেস করার মিথ্যা চেষ্টা ধ্রুব করে না।বরং ওর এই শুদ্ধতায় মানুষকে ওর প্রতি ইমপ্রেস করে। ”

আদনান কি বলবে ভেবে পেলো না। আশার কাছ থেকে আদনান এসব এক্সপেক্ট করে নি।আশা কি তবে ধ্রুবতে একেবারে মজে গেছে!আদনানকে

হতভম্ব অবস্থায় রেখে আশা বের হয়ে গেলো আফিফার রুমের দিকে।

দুপুরে খাবার টেবিলে ধ্রুব বসার পর ধ্রুবর বাবা সেলিম সাহেব এসে বসেছেন ধ্রুবর মুখোমুখি চেয়ারে।

ধ্রুব সবেমাত্র মুখে ভাতের লোকমা তুলেছে সেই সময় সেলিম সাহেব বললেন, “ধ্রুব,খাবার পর তুমি গিয়ে তোমার মা’কে দেখে আসবে।”ধ্রুব ভাতের লোকমা রেখে দিয়ে বললো, “আমি কারো হুকুম মেনে চলার মানুষ নই।”

সেলিম সাহেবের ভীষণ রাগ উঠে আছে গতরাত থেকে দীপালির অসুস্থতার খবর জানার পর থেকে। ধ্রুবর এই বাঁকা কথা তার সহ্য হলো না। চিৎকার করে বললেন,”অবশ্যই মেনে চলবে তুমি আমার হুকুম।আমার ছেলে তুমি,আমার বাড়িতে থাকতে হলে,আমার বাড়িতে খেতে হলে তোমাকে আমার কথা মানতেই হবে। ”ধ্রুব হেসে ফেললো শব্দ করে। তারপর বললো, “কি বললেন যেনো আপনি? আমি কে?আপনার ছেলে?

মিথ্যা কথা এটা।আমি কারো ছেলে নই।সেদিন মনে ছিলো না আমি আপনার ছেলে যেদিন আমি আপনার পা জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম বাবা আমি আপনাকে ছাড়া থাকতে পারবো না।মা ও চলে গেছে আপনি ও চলে যাবেন আমাকে রেখে?

কই,সেদিন তো আপনার মনে পড়ে নি আমার কথা। আপনার নতুন বউ যেদিন ধাক্কা দিয়ে আমাকে ফ্লোরে ফেলে দিয়ে আমার কপাল ফাটিয়ে দিলো,সেদিন ও তো আপনার মনে ছিলো না আমি আপনার ছেলে। ভীষণ জ্বরে কাঁদতে কাঁদতে যেদিন আপনাকে পাশে পেতে চেয়েছি সেদিন তো আপনি আসেন নি আমার কাছে। মতির মা'কে পাঠালেন আমার কাছে থাকতে। ছোট ছিলাম কিন্তু অবুঝ ছিলাম না আমি।সব মনে আছে আমার। আরো শুনতে চান কিছু?

আর কি বললেন আপনি? আপনার বাড়িতে থাকতে হলে,খেতে হলে আপনার কথা শুনতে হবে?তবে বেশ,আমি আপনার বাড়ি ছেড়েই চলে যাচ্ছি। থাকবো না আপনার বাড়িতে।"

মুহুর্তেই যেনো একটা ভূমিকম্পের মতো সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেলো। ধ্রুব দোতলায় গিয়ে একটা

ব্যাগে নিজের শার্ট-প্যান্ট কিছু নিয়ে বের হয়ে এলো। হাসনা বেগম গিয়ে পথ আটকে দাঁড়ালেন।তিনি কিছু বলার আগেই ধ্রুব বললো, "তোমার পায়ে পরি চাচী,আমাকে তুমি থাকতে অনুরোধ করো না।তোমার অনুরোধ আমি ফেলতে পারবো না চাচী।তবে নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে থাকতে হবে আমাকে। আমার নিজের কাছে নিজেকে তুমি ছোট করো না।"
এই কথার পর হাসনা বেগমের আর কিছু বলার থাকে না।ধ্রুব হনহনিয়ে চলে গেলো।হাসনা বেগম সেলিম সাহেবের সামনে গিয়ে বললো, "খুশি হয়েছেন তো মেজো ভাইজান?আপদ বিদায় হয়েছে এবার শান্তি হলো তো আপনার? কিভাবে পারলেন ছেলেকে খোঁটা দিতে?ক্লাস এইটে উঠার পর থেকে ধ্রুব নিজে টিউশনি করে নিজের পড়ার খরচ নিজে চালায়। অনার্সে উঠে তো ঢাকা শহরেই চলে গেলো। আপনার একটা কানাকড়ি ও তার পিছনে খরচ করতে হয় নি। তবুও কিভাবে পারলেন ছেলেকে খোঁটা দিতে?
কার জন্য খোঁটা দিলেন?যে নিজের স্বামী সন্তান রেখে চলে গেলো এই বাড়ি থেকে,তার জন্য?

কিসের দায় ধ্রুবর তাকে দেখতে যাবার?ধ্রুব যেদিন মা মা করে পুরো বাগানে গড়াগড়ি খেয়ে কেঁদেছে সেদিন কি সে এসেছিলো ধ্রুবকে দেখতে?স্কুল থেকে চুরি করে ধ্রুব দীপালির বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হলো,কই তখনও তো সে এলো না একবার ছেলেকে দেখতে।দীপালির পিসেমশায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে আমার ধ্রুবকে বের করে দিলো।

বাড়িতে জানার পর আপনি ধ্রুবকে বাগানের আমগাছের সাথে বেঁধে মেরেছেন কেনো গেলো সেই বাড়িতে তার জন্য।

তখন তো কেউ এই ছেলেটার কথা ভাবেন নি।আজ কেনো তার উপর অধিকার দেখাতে আসছেন?”পাথরের মূর্তির মতো সবাই থম মেরে বসে রইলো। সেলিম সাহেব জবাব দিলেন না।কি জবাব দিবেন তিনি?

রাগের মাথায় ছেলেকে এই কথা বলেছেন,মন থেকে তো বলেন নি।কাকে বুঝাবেন এখন এই কথা তিনি!

কারোর আর খাওয়া হলো না আদনান ছাড়া। আদনান মনে মনে ভীষণ খুশি হলো ধ্রুবর চলে যাওয়ায়।

শালুক স্কুল থেকে ফিরে দেখে পুরো বাড়ি কেমন থম মেরে আছে।কি হয়েছে কিছুই বুঝতে পারলো না। শাপলা ও কলেজে গেছে।কাকে জিজ্ঞেস করবে শালুক?

মায়ের কাছে গেলো একবার,গিয়ে দেখে মায়ের মুখ ভার।এটা হচ্ছে সতর্কতা সংকেত।মায়ের মুখ ভার দেখলে কেউ মা'কে ঘাটায় না।দাদীর ঘরে গিয়ে শালুক জিজ্ঞেস করলো দাদীকে সবাই এমন চুপ হয়ে আছে কেনো।

সিতারা বেগম কেঁদে উঠলেন।কেঁদে বললেন,"আমার ভাইয়ের যে পোড়া কপাল রে বইন,আমার ভাই রাগ কইরা কই যেনো গেছে গা।"

শালুকের বুক কেঁপে উঠলো। ধ্রুব ভাই নেই?রাগ করে চলে গেছে ধ্রুব ভাই?কিন্তু কোথায় গেছে?

শহরে তো যাবে না শালুক শিওর। হল বন্ধ গিয়ে থাকবে কোথায়?

তবে কোথায় গেলো?চিন্তায়,উৎকণ্ঠায় শালুক ও খেলো না। বাকিটা সময় শালুক অপেক্ষা করে রইলো ধ্রুব ভাই বাড়িতে আসার।দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো,বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। কিন্তু ধ্রুব এলো না।

ঝাঁক বেঁধে পাখিরা নীড়ে ফিরতে লাগলো,চারদিকে কোলাহল থেমে যেতে লাগলো। বাগানে বসে একটা হুতুমপেঁচা ডাকতে লাগলো বড় করুণ সুরে।শালুকের বুক কাঁপতে লাগলো।

ধ্রুব কোথায়?ভালো আছে তো?এতো কষ্ট কেনো তাকে দিলো সৃষ্টিকর্তা? কি হতো যদি আরেকটু কম কষ্ট দিতো!

রাত বাড়তে লাগলো, সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগলো শালুকের বুকের চিনচিনে ব্যথা,উৎকণ্ঠা।

তবুও ধ্রুব ফিরে এলো না।আদনানের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। আদনান নিজেও বুঝতে পারছে না সে এতো অস্থির হয়ে আছে কেনো।কেনো এমন কু ডাক ডাকছে তার মন।

না পারছে আশাকে কিছু বলতে আর না পারছে ধ্রুবকে কিছু বলতে।

ধ্রুবকে আদনান চেনে,ধ্রুব এরকম ছেলে না।কিন্তু আশা!

আশার কাছে তো এসব ছেলেখেলা।আদনান জানে আশার কাছে রিলেশনশিপটা ভীষণ ইজি।তবুও আদনান মিষ্টি কথা দিয়ে আশাকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা

করেছে এতো দিন।আজ এই ছেলের সাথে কাল ওই ছেলের সাথে ডেটে যাওয়া সব হাসিমুখে সহ্য করেছে।শুধু একবার বিয়েটা হোক,সব হাতে আসুক। তারপর দুই লাথি মেরে সে এই মেয়েকে বিদায় করবে।এরকম ক্যারেক্টারলেস মেয়েকে বউ হিসেবে মানায় না।অপশন হাতে রেখেই আদনান প্ল্যান করেছে।শালুক হচ্ছে তার সেকেন্ড অপশন। এজন্যই তো আমেরিকায় থাকাকালীন শালুকের সাথে মিষ্টি কথা বলে ওকে পটিয়ে রাখার টেকনিক এপ্লাই করে রেখেছে।

গোসল করে এসে আশা ধ্রুবর খোঁজে নিচতলায় স্টাডি রুমে গেলো। ধ্রুব মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটা বই পড়ছে।

আশা ধ্রুবর সামনের চেয়ারে বসে বললো, “এটা কিসের বই ধ্রুব?”

ধ্রুব বইয়ের দিকে তাকিয়ে বললো, “মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখা।”আশা আগ্রহী হয়ে বললো, “আমাকে গল্প বলো ধ্রুব,তোমাদের ফ্রিডম ফাইটারদের স্টোরি শুনতে চাই আমি। ”

ধ্রুব বললো, “ভাইয়ার কাছে যাও,ভাইয়া বলবে। সকাল থেকে আমার সাথে কথা বলছো ভাইয়ার মন খারাপ হবে।”

আশা হেসে বললো, “ধ্রুব,আদনান স্টোরি বলতে পারে না। ওর সব স্টোরি এক পর্যায়ে সেক্সুয়াল স্টোরিতে কনভার্ট হয়ে যায়। সবসময় তো আর এসব শুনতে ভালো লাগে না। ”

ধ্রুবর কান লাল হয়ে গেলো আশার কথা শুনে। এই বিষয়ে আর কথা বাড়ালো না ধ্রুব।কথা বলতে গেলে আশা হয়তো ফ্রি মাইন্ডে আরো অনেক কিছু শেয়ার করে ফেলবে।

আশার দোষ দেয় না ধ্রুব,তার ন্যাশনালিটি,তার দেশের কালচার যেমন সে তেমনই হবে।তবে অবাক লাগে তার আদনানের ব্যবহার।আদনান কেমন যেনো রূপ বদলে ফেলার চেষ্টা করছে বলে ধ্রুবর মনে হয়। বাড়ির পিছনের পুকুরে আগে সবাই মিলে লাফঝাঁপ দিয়ে গোসল করতো। বিশাল পুকুরের এ মাথা থেকে ও মাথা সাঁতরে যাওয়ার প্রতিযোগিতা করতো।

সকালে ভিজে বাড়িতে আসার পর ধ্রুব আদনানকে বলেছিলো পুকুরে গোসল করতে যাবার কথা।

শুনে আদনান হেসে বললো, “পাগল না-কি তুই? পুকুরের পানিতে যেই পরিমাণ জার্মস আছে,মাই গড!”ধ্রুব মুচকি হেসে চলে গেলো গোসল করতে পুকুরে।কাক ময়ুরের পুচ্ছ লাগালে কি ময়ুর হতে পারে!

ধ্রুব নিচের দিকে তাকিয়ে গল্প বলতে লাগলো। আশাকে খুঁজতে খুঁজতে আদনান ও ধ্রুবর স্টাডি রুমে এসে হাজির হলো। আশার দিকে তাকিয়ে আদনান অবাক হলো। চিকন ফিতার একটা টপস আর স্কার্ট পরে আশা বসে আছে ধ্রুবর সামনে। দেহের অবয়ব স্পষ্ট হয়ে আছে ওর।আদনান হাসিমুখে এসে আশার পাশে বসলো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গল্প শুনে তারপর বললো, “দূর,এসব কি বলছিস?এসব কি এখন বলার সময় না-কি? শোন,আমি গল্প বলি।আমেরিকায় যাওয়ার পরের গল্প শোন।”

ধ্রুব হেসে বললো, “গল্প শোনার আগ্রহ নেই ভাই আমার।তুমি বরং তোমার প্রাণপাখিটাকে নিয়ে গিয়ে গল্প করো আমি একটু পড়ি।”আদনান খুশি হলো

ভীষণ। আশার হাত ধরে বললো, “চলো আশা। তোমার সাথে আজ সারাদিনে গল্প করা হয় নি।”
আশা বিরক্ত হয়ে বললো, “তোমার আর গল্প! তোমার গল্প শুরু হবে রুমের দরজা বন্ধ করে। রোমান্সে চলে যাবে,ঝাঁপিয়ে পড়বে তুমি আমার উপর। ”
ধ্রুব কানে হাত দিয়ে বইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। আদনান ভীষণ বিব্রত হলো।এই মেয়ের মুখে কোনো লাগাম নেই।
আশাকে রুমে এনে আদনান বললো, “পাগল হয়েছ তুমি আশা?কি বলছো এসব ধ্রুবর সামনে? আমার মান সম্মান আর রাখলে না।”আশা বিরক্ত হয়ে বললো, “তুমি যা করো আমি তাই বলেছি আদনান। বাড়তি কিছু বলি নি।”
আদনান দাঁত কিড়মিড়িয়ে বললো,”এমন ভাব করছো যেনো শুধু আমারই এসবে ইন্টারেস্ট, তোমার নেই?”
আশা হাসলো। তারপর বললো, “এটা ঠিক আমার ও এই ব্যাপারে আগ্রহ,তবে কি জানো আদনান, বাংলাদেশে আসার পর তোমাদের কালচার সম্পর্কে একটু আধটু জানার পর আমি নিজেকে সামলে নিয়েছি। এটা তো তোমার দেশ,তোমার দেশের

কালচার তুমি ভালো জানো আমার চাইতে।তোমার উচিত ছিলো আমাকে বুঝানোর। তুমি তা কি করেছো?

সুযোগ পেলেই তুমি আমাকে বদ্ধ ঘরে নিয়ে আসতে চাইছো,আমি ও তাই তোমার থেকে দূরে সরে থাকতে চাইছি।

তুমি মানুষটা কেমন যেনো আদনান। তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে অনেক ডিফরেন্স।"আদনানের মাথায় যেনো আগুন জ্বলে উঠলো। আশার হাত চেপে ধরে বললো, "কি ডিফরেন্স?"

আশা নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, "আজ যখন আমি বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম, ধ্রুব একবারের জন্যও আমার দিকে তাকায় নি।ওর সাথে হেটে এসেছি বাড়ি পর্যন্ত, ধ্রুবকে একবার ও দেখি নি আমার বডির দিকে তাকাতে।অথচ বাড়ি আসতেই তোমার নজর গিয়েছিল আমার বডিতে।

এই যে একটু আগে,আমি ধ্রুবর স্টাডি রুমে গিয়েছি। এটাও একটা এক্সপেরিমেন্ট ছিলো আমার। আমি এই টপস পরে যাওয়ায় ধ্রুব বইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলো পুরোটা সময়। আমি ওকে বলেছিলাম আমাকে স্টোরি

বলতে, ও তখনও তাকায় নি আমার দিকে।তুমি কিন্তু ওর স্টাডি রুমে ঢুকেই আমার সারা শরীর স্ক্যান করে ফেলেছ।এজন্যই ধ্রুবকে আমার ভীষণ ভালো লাগছে। ও একজন পারফেক্ট মানুষ। তোমার মতো করে কাউকে ইমপ্রেস করার মিথ্যা চেষ্টা ধ্রুব করে না।বরং ওর এই শুদ্ধতায় মানুষকে ওর প্রতি ইমপ্রেস করে। ”

আদনান কি বলবে ভেবে পেলো না। আশার কাছ থেকে আদনান এসব এক্সপেক্ট করে নি।আশা কি তবে ধ্রুবতে একেবারে মজে গেছে!আদনানকে হতভম্ব অবস্থায় রেখে আশা বের হয়ে গেলো আফিফার রুমের দিকে।

দুপুরে খাবার টেবিলে ধ্রুব বসার পর ধ্রুবর বাবা সেলিম সাহেব এসে বসেছেন ধ্রুবর মুখোমুখি চেয়ারে।

ধ্রুব সবেমাত্র মুখে ভাতের লোকমা তুলেছে সেই সময় সেলিম সাহেব বললেন, “ধ্রুব,খাবার পর তুমি গিয়ে তোমার মা’কে দেখে আসবে।”ধ্রুব ভাতের লোকমা রেখে দিয়ে বললো, “আমি কারো হুকুম মেনে চলার মানুষ নই।”

সেলিম সাহেবের ভীষণ রাগ উঠে আছে গতরাত থেকে দীপালির অসুস্থতার খবর জানার পর থেকে। ধ্রুবর এই বাঁকা কথা তার সহ্য হলো না। চিৎকার করে বললেন,"অবশ্যই মেনে চলবে তুমি আমার হুকুম।আমার ছেলে তুমি,আমার বাড়িতে থাকতে হলে,আমার বাড়িতে খেতে হলে তোমাকে আমার কথা মানতেই হবে। "ধ্রুব হেসে ফেললো শব্দ করে। তারপর বললো, "কি বললেন যেনো আপনি? আমি কে?আপনার ছেলে?

মিথ্যা কথা এটা।আমি কারো ছেলে নই।সেদিন মনে ছিলো না আমি আপনার ছেলে যেদিন আমি আপনার পা জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম বাবা আমি আপনাকে ছাড়া থাকতে পারবো না।মা ও চলে গেছে আপনি ও চলে যাবেন আমাকে রেখে?

কই,সেদিন তো আপনার মনে পড়ে নি আমার কথা। আপনার নতুন বউ যেদিন ধাক্কা দিয়ে আমাকে ফ্লোরে ফেলে দিয়ে আমার কপাল ফাটিয়ে দিলো,সেদিন ও তো আপনার মনে ছিলো না আমি আপনার ছেলে। ভীষণ জ্বরে কাঁদতে কাঁদতে যেদিন আপনাকে পাশে

পেতে চেয়েছি সেদিন তো আপনি আসেন নি আমার কাছে। মতির মা'কে পাঠালেন আমার কাছে থাকতে। ছোট ছিলাম কিন্তু অবুঝ ছিলাম না আমি।সব মনে আছে আমার। আরো শুনতে চান কিছু?

আর কি বললেন আপনি? আপনার বাড়িতে থাকতে হলে,খেতে হলে আপনার কথা শুনতে হবে?তবে বেশ,আমি আপনার বাড়ি ছেড়েই চলে যাচ্ছি। থাকবো না আপনার বাড়িতে।"

মুহুর্তেই যেনো একটা ভূমিকম্পের মতো সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেলো। ধ্রুব দোতলায় গিয়ে একটা ব্যাগে নিজের শার্ট-প্যান্ট কিছু নিয়ে বের হয়ে এলো। হাসনা বেগম গিয়ে পথ আটকে দাঁড়ালেন।তিনি কিছু বলার আগেই ধ্রুব বললো, "তোমার পায়ে পরি চাচী,আমাকে তুমি থাকতে অনুরোধ করো না।তোমার অনুরোধ আমি ফেলতে পারবো না চাচী।তবে নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে থাকতে হবে আমাকে। আমার নিজের কাছে নিজেকে তুমি ছোট করো না।"

এই কথার পর হাসনা বেগমের আর কিছু বলার থাকে না।ধ্রুব হনহনিয়ে চলে গেলো।হাসনা বেগম সেলিম সাহেবের সামনে গিয়ে বললো, "খুশি হয়েছেন

তো মেজো ভাইজান?আপদ বিদায় হয়েছে এবার শান্তি হলো তো আপনার? কিভাবে পারলেন ছেলেকে খোঁটা দিতে?ক্লাস এইটে উঠার পর থেকে ধ্রুব নিজে টিউশনি করে নিজের পড়ার খরচ নিজে চালায়। অনার্সে উঠে তো ঢাকা শহরেই চলে গেলো। আপনার একটা কানাকড়ি ও তার পিছনে খরচ করতে হয় নি। তবুও কিভাবে পারলেন ছেলেকে খোঁটা দিতে?

কার জন্য খোঁটা দিলেন?যে নিজের স্বামী সন্তান রেখে চলে গেলো এই বাড়ি থেকে,তার জন্য?

কিসের দায় ধ্রুবর তাকে দেখতে যাবার?ধ্রুব যেদিন মা মা করে পুরো বাগানে গড়াগড়ি খেয়ে কেঁদেছে সেদিন কি সে এসেছিলো ধ্রুবকে দেখতে?স্কুল থেকে চুরি করে ধ্রুব দীপালির বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হলো,কই তখনও তো সে এলো না একবার ছেলেকে দেখতে।দীপালির পিসেমশায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে আমার ধ্রুবকে বের করে দিলো।

বাড়িতে জানার পর আপনি ধ্রুবকে বাগানের আমগাছের সাথে বেঁধে মেরেছেন কেনো গেলো সেই বাড়িতে তার জন্য।

তখন তো কেউ এই ছেলেটার কথা ভাবেন নি।আজ কেনো তার উপর অধিকার দেখাতে আসছেন?”পাথরের মূর্তির মতো সবাই থম মেরে বসে রইলো। সেলিম সাহেব জবাব দিলেন না।কি জবাব দিবেন তিনি?

রাগের মাথায় ছেলেকে এই কথা বলেছেন,মন থেকে তো বলেন নি।কাকে বুঝাবেন এখন এই কথা তিনি!

কারোর আর খাওয়া হলো না আদনান ছাড়া। আদনান মনে মনে ভীষণ খুশি হলো ধ্রুবর চলে যাওয়ায়।

শালুক স্কুল থেকে ফিরে দেখে পুরো বাড়ি কেমন থম মেরে আছে।কি হয়েছে কিছুই বুঝতে পারলো না। শাপলা ও কলেজে গেছে।কাকে জিজ্ঞেস করবে শালুক?

মায়ের কাছে গেলো একবার,গিয়ে দেখে মায়ের মুখ ভার।এটা হচ্ছে সতর্কতা সংকেত।মায়ের মুখ ভার দেখলে কেউ মা’কে ঘাটায় না।দাদীর ঘরে গিয়ে শালুক জিজ্ঞেস করলো দাদীকে সবাই এমন চুপ হয়ে আছে কেনো।

সিতারা বেগম কেঁদে উঠলেন।কেঁদে বললেন,"আমার ভাইয়ের যে পোড়া কপাল রে বইন,আমার ভাই রাগ কইরা কই যেনো গেছে গা।"

শালুকের বুক কেঁপে উঠলো। ধ্রুব ভাই নেই?রাগ করে চলে গেছে ধ্রুব ভাই?কিন্তু কোথায় গেছে?

শহরে তো যাবে না শালুক শিওর। হল বন্ধ গিয়ে থাকবে কোথায়?

তবে কোথায় গেলো?চিন্তায়,উৎকণ্ঠায় শালুক ও খেলো না। বাকিটা সময় শালুক অপেক্ষা করে রইলো ধ্রুব ভাই বাড়িতে আসার।দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো,বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। কিন্তু ধ্রুব এলো না।

ঝাঁক বেঁধে পাখিরা নীড়ে ফিরতে লাগলো,চারদিকে কোলাহল থেমে যেতে লাগলো। বাগানে বসে একটা হুতুমপেঁচা ডাকতে লাগলো বড় করুণ সুরে।শালুকের বুক কাঁপতে লাগলো।

ধ্রুব কোথায়?ভালো আছে তো?এতো কষ্ট কেনো তাকে দিলো সৃষ্টিকর্তা? কি হতো যদি আরেকটু কম কষ্ট দিতো!

রাত বাড়তে লাগলো, সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগলো শালুকের বুকের চিনচিনে ব্যথা,উৎকণ্ঠা।

তবুও ধ্রুব ফিরে এলো না।নুরুল ইসলাম সাহেব হজ্জ করে ফিরেছেন সবেমাত্র এক সপ্তাহ হলো।এখনো গ্রামের মানুষজন তার সাথে দেখা করতে আসেন। তিনি সবার সাথে গল্প করেন।

নবীর দেশ,আরব দেশ ঘুরে এসেছেন। আল্লাহর ঘর কাবা শরিফ থেকে এসেছেন, রাসুল (স.) এর রওজামুবারক জিয়ারত করে এসেছেন।

সবাই আগ্রহ নিয়ে শুনে সেই স্বপ্নের দেশের কথা। শুনতে শুনতে কেউ চোখের পানি ফেলে।নুরুল ইসলাম সাহেব চোখ বন্ধ করে সেসব স্মৃতি রোমন্থন করেন।

দরাজ গলায় সবার কাছে সেসব বলেন।

এমনি এক বিকেল বেলায় সেলিম বাড়িতে এলো।

সেলিমকে উপেক্ষা করে সবার নজর গিয়ে পড়লো একটা লাল বেনারশী শাড়ি পরনের মেয়ের উপর। সবাই ভয়াবহভাবে চমকে উঠলো মেয়ের সিঁথিতে সিঁদুর দেখে।সেলিম বাড়ির ভেতরে ঢুকে মাকে সালাম করলো, দীপালি প্রণাম করলো।সিতারা বেগম কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না।

সেলিম যখন বললো, “ও দীপালি,আমার স্ত্রী। আজ আমরা বিয়ে করেছি।” সেই মুহূর্তে সিতারা বেগম অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

এলাকার লোকজন সবাই হাসাহাসি করতে লাগলো বাবা হজ্জ করে এসেছে অথচ ছেলে এদিকে হিন্দু মেয়ে বিয়ে করে এনেছে।তেমনি ঝড় উঠলো দীপালির বাড়িতে। দীপালির বিয়ের পাকা কথা চলছে, সেই মুহূর্তে দীপালি একটা মুসলমান ছেলের হাত ধরে ঘর ছেড়েছে।লজ্জায়,অপমানে মাথা কাটা গেলো দীপালির পরিবারের।

একই গ্রামে দুই বাড়ি হওয়ায় লোকজন তামাশা করার ভালো খোরাক পেয়ে গেলো।

নুরুল ইসলাম সিদ্ধান্ত নিলেন ছেলেকে তিনি ত্যাজ্য পুত্র করবেন। কিন্তু পারলেন না নিজের স্ত্রীর জন্য। সিতারা বেগম সেই সময় অসুস্থ হয়ে শয্যা নিলেন। ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করার কথা শুনে তার অসুস্থতা আরো বেড়ে গেলো।

দীপালির বাবা ও ভেঙে পড়লেন।বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে হওয়ায় বাবার নয়নের মণি ছিলো দীপালি। দুই ভাইয়ের একমাত্র আদরের বোন।

রূপে,গুণে অতুলনীয়। দীপালির বাবা গর্ব করে বলতেন এ আমার মা দুর্গা।

বাস্তবিকই দীপালিকে দেখতে ছিলো দেবীর মতো। প্রতিদিন গ্রামের বউ ঝিয়েরা আসতো দীপালিকে দেখতে।মোমের পুতুলের মতো দেখতে দীপালি,হাটু পর্যন্ত লম্বা তার ঘন কালো চুল।নিন্দে করার সাথে লোকে স্বীকার করতো, বউ পেয়েছে বটে সেলিম।বড় রূপবতী বউ পেয়েছে।এমন রূপবতী এই তল্লাটে দ্বিতীয় কেউ নেই।এরকম আগুন সুন্দরী হলে সন্নাসীর ও ধ্যান ভেঙে যাবে সেলিম সেখানে কি এমন!

নুরুল ইসলাম সাহেব ছেলের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন।দীপালি আগ বাড়িয়ে শ্বশুরের সাথে কথা বলতে চাইতো,নুরুল ইসলাম সাহেব তার ছায়া ও মাড়াতো না।

বিয়ের দুই মাসের মাথায় দীপালি গর্ভবতী হলো। সবাই আস্তে আস্তে দীপালিকে মেনে নিতে চেষ্টা করলো শুধুমাত্র নুরুল ইসলাম সাহেব ছাড়া।সারাক্ষণ আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলে বলতেন কেনো আল্লাহ তাকে এই দুনিয়া থেকে নিয়ে যাচ্ছে না।এই

অনাচার দেখার জন্য কেনো বাঁচিয়ে রেখেছে। এর চাইতে মরন ও ভালো ছিলো।

তেমনি দীপালির বাবা মা ও ঠাকুরের কাছে দিনরাত প্রার্থনা করতেন।

গর্ভবতী হবার পর থেকে দীপালি বাবা মা'কে ভীষণ ভাবে মনে করতে শুরু করে। একটা বার বাবা মা'কে দেখার জন্য প্রাণ আনচান করে । মা হওয়া যে কি কষ্টের তা টের পেলো দীপালি আর সেই সাথে বুঝতে পারলো কি ভুল সে করে ফেলেছে।

মাঝেমাঝে বাড়ির টেলিফোনে কল দিতো,গম্ভীর সুরে বাবা হ্যালো বলতেই দীপালি রিসিভার নামিয়ে ফেলতো।

এক সময় ধ্রুব হলো, দীপালির মনের অপরাধবোধ আরো বেড়ে গেলো।

বাবা মায়ের আদর ও পাচ্ছে না,শ্বশুর শাশুড়ী ও তাকে মেনে নিচ্ছে না।দুই টানাপোড়েনে স্বামীর সাথে ও সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না।সারাক্ষণ শ্বশুরের আহাজারি শুনতে শুনতে দীপালির আর কিছুই ভালো লাগলো না।

মুক্তি পেতে চাইলো সব বন্ধন থেকে। এক দিন বাড়িতে কল দিতেই দীপালির মা কল রিসিভ করলো।

ভয়ে ভয়ে দীপালি একবার মা বলে ডাকলো।

তারপরও শুনতে পেলো মায়ের গঞ্জনা, অভিশাপ। এরপর থেকে দীপালি রোজ দুপুরে মা'কে কল দিতো।মা ও বুঝি দীপালির কলের অপেক্ষায় থাকতো। একবার রিং হতেই রিসিভ করতেন। মেয়ের সাথে স্বাভাবিক কোনো কথা বলতেন না শাপশাপান্ত ছাড়া।ধ্রুব আস্তে আস্তে বড় হলো, দীপালির বাবার ভীষণ অসুখ হলো। মেয়েকে দেখার জন্য যেনো প্রাণপাখি দেহের খাঁচা ছেড়ে যেতে পারছে না এমন অবস্থার কথা সেদিন দীপালির মা নিজে কল দিয়ে জানালো দীপালিকে।মেয়ের মন মানলো না আর।স্বামী,সন্তান,সংসার সবকিছুর কথা ভুলে গিয়ে ছুটে গেলো।যাবার আগে ছেলেকে বুকের মধ্যে অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে রাখলো। মায়ের মন হয়তো বুঝে গেছে একবার বাবার বাড়ি গেলে আর ফিরে আসবে না হয়তো।

ধ্রুবর বাবার জন্য একটা চিঠি লিখে গেলো। সেই যে দীপালি গেলো আর ফিরে এলো না।রাতে বাড়ি এসে চিঠি পড়লো ধ্রুবর বাবা।বেশি কিছু লিখে নি দীপালি, শুধু এ টুকু লিখেছে,"চলে যাচ্ছি, এই যাওয়া হয়তো শেষ যাওয়া।ভালো হলো তোমার সামনে থেকে যে যেতে হয় নি।আমার নাড়িছেঁড়া ধন রেখে গেলাম তোমার কাছে। আমাকে ঘৃণা করবে জানি,তবে ওকে অবহেলা করো না।এই কয়েক বছরে এটুকু বুঝতে পেরেছি, জীবনে শুধু ভালোবাসা থাকলেই হয় না। বাবা মায়ের ভালোবাসা, তাদের ও পাশে পাওয়া লাগে।দুই ধর্মের মানুষ হয়ে ভালোবাসা যায় হয়তো কিন্তু সংসার করা যায় না।"প্রথম কয়েকদিন ধ্রুব মায়ের জন্য ভীষণ কাঁদতো।ধ্রুবর সাথে পাল্লা দিয়ে কাঁদতো পিচ্চি শালুক।শালুক তখন ভীষণ ছোট, কারো কান্না দেখলেই সে কাঁদে।

শুরু হলো সেলিমের স্বভাব বদলে যাওয়া।ধ্রুব তখন তার চক্ষুশূল হয়ে গেলো। ধ্রুবর দিকে তাকালেই দীপালিকে দেখতে পেতো। তখনই তার মাথা গরম হয়ে যেতো।

কোনো কারণ ছাড়াই নিজের রাগ উঠলেই ধ্রুবকে ইচ্ছেমতো মারতেন।মার খেতে খেতে ধ্রুবর সারা শরীর কালসিটে পড়ে গেলো।কেউ তাকে থামাতে পারতো না তখন,রুমের দরজা বন্ধ করে ছেলেকে ভীষণ মারতেন।উন্মাদ হয়ে যেতেন।

ছোট্ট ধ্রুব কি বুঝতে পারতো বাবার মনের কষ্ট?

কে জানে!

হয়তো বুঝতে পারতো, এজন্যই কাঁদতো না।মার খেয়ে ধ্রুব কিছুতেই কাঁদতো না।সে জানতো তার কান্না শুনলে দাদা দাদী বাবাকে গালাগালি করবে,বড় চাচা রাগারাগি করবে,শালুক কাঁদবে।ছোট শালুক ঠোঁট বাঁকিয়ে কাঁদলে ধ্রুবর ভীষণ খারাপ লাগে। ছিঁচকাদুনে মেয়ে সারাদিন শুধু কাঁদে,খাবার খেতে গেলে কাঁদে,গোসল করাতে গেলে কাঁদে,কেউ কোলে না নিলে কাঁদে,কারো কান্না শুনলে দ্বিগুণ শব্দে কাঁদে। পুতুলের মতো দেখতে ছোট মেয়েটার কান্নায় ছোট চাচী বিরক্ত হন ভীষণ। দুই বছরের বড় ছোট শাপলা শালুককে নিয়ে চাচীর তখন দিশেহারা অবস্থা এরমধ্যে শালুকের সারাক্ষণ কান্না চাচীকে আরো বিরক্ত করে। ধ্রুব বড় মানুষদের মতো সব বুঝতে

পারলো।বাবার যে মনে ভীষণ কষ্ট, সেই কষ্টে না হয় তাকে খানিকটা মারে।অসুবিধা কিসের তাতে!

সবার সমস্যার সমাধান ধ্রুবর কান্না না করলেই হলো। এরপর ধ্রুব আর কিছুতেই কাঁদে না।

সেলিম সাহেবের মাথায় রক্ত উঠে যেতো আরো বেশি যখন দেখতো ধ্রুব কাঁদছে না।

কেনো কাঁদবে না ধ্রুব!তাকে কাঁদতে হবে,আঘাতের পরিমাণ বেড়ে যেতো হাজার গুণ।

কিন্তু ছেলের গলা দিয়ে শব্দ বের হতো না । রাগের মাথায় ধ্রুবর গলা টিপে ধরতেন,টপাটপ করে চোখ দিয়ে অশ্রুপাত হতো কিন্তু ধ্রুব কাঁদতো না।রাত হলেই আদুরে বিড়ালের মতো বাবার গা ঘেঁষে ধ্রুব শুয়ে পড়তো। মাঝরাতে সেলিম সাহেব ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতেন।কিন্তু রাগের সময় সব ভুলে যেতেন আবার।তার উপর গ্রামের মানুষের হাসাহাসি তাকে নিয়ে, সবকিছুর ঝাল মিটাতেন বদ্ধ ঘরে ছেলেকে মেরে।

বাবার দেওয়া সব আঘাত ধ্রুব ভুলে যেতো বাবার গা ঘেঁষে ঘুমালেই।বাবার শরীর থেকে কেমন মায়ের ঘ্রাণ পেতো ধ্রুব।মায়ের জন্য ধ্রুবর ভীষণ মন কেমন করে

সারাক্ষণ। তবে ধ্রুব বুঝে গেছে এই কথা কাউকে বলা যাবে না,কেউ জানতে পারলে হয়তো ঝামেলা হবে।স্কুলের একটা ছেলে ধ্রুবকে বললো, ধ্রুবর মা কোথায় থাকে সে জানে সেটা। সেদিন ধ্রুব আকাশের চাঁদ হাতে পেলো যেনো। স্কুল ছুটির পর ছেলেটার সাথে ছুটে গেলো মা'কে দেখতে। ভাবলো মা'কে বাড়ি ফিরিয়ে আনলেই বাবা আবার ঠিক হয়ে যাবে।

বাড়ির সামনের গেইট খোলা ছিলো, ধ্রুব ভেতরে ঢুকেই মা মা করে ডাকতে শুরু করলো।

দোতলার ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দীপালি ছেলেকে দেখে সব কিছু ভুলে গেলো। ছুটে আসতে চাইলো ছেলের কাছে কিন্তু পারলো না।তার আগেই নিজের দুই দাদা দীপালিকে ঘরে আটকে রাখলো।

দীপালির পিসেমশাই ধ্রুবর ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ির বাহিরে নিয়ে ফেলে দিয়ে বললো, "এই বাড়ির আশেপাশে আর যদি দেখেছি তবে খুন করে নদীতে ফেলে দিবো।"এসব শুনে সেলিম বাড়ির বাহিরে আম গাছের সাথে বেঁধে ধ্রুবকে বেধড়ক মারধর করলো। ধ্রুবর কানে শুধু ভেসে এসেছে সেদিন শালুকের কান্না।

যেই শালুক ধ্রুবর ব্যথায় ব্যথিত হয়েছে, তাকে কি ভালো না বেসে পারতো ধ্রুব?

নিজের সাথে নিজে আর যুদ্ধ করে পারলেন না সেলিম সাহেব। প্রতিদিন ছেলেকে এভাবে মেরে ও তার রাগ কমলো না।দীপালিকে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দিলেন।খবর পেলো দীপালির বিয়ে হয়েছে। এরপর সিদ্ধান্ত নিলেন নিজেও বিয়ে করবেন।

ধ্রুব কতোবার বাবার পায়ে পড়েছে,যাতে বাবা নতুন মা না আনেন।কেননা স্কুলে আসা যাওয়া করতে করতে লোকে ধ্রুবকে বলতো তোর বাপে বিয়ে করলে তো তোরে আর দেখতে পারবে না।তোকে ও বের করে দিবে বাড়ি থেকে।

ধ্রুবর ভয় হলো,রাতে যদি বাবার সাথে ঘুমাতে না পারে সেই ভয় ধ্রুব বাবার কাছে কতো অনুনয় করলো।

নুরুল ইসলাম সাহেব ততদিনে নাতির জন্য পাগল হয়ে গেছেন।সবাই ভাবলো আবার বিয়ে করলে ধ্রুবর উপর অত্যাচার কমে যাবে,ঘরে বউ এলে আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।নাতির এই কষ্ট দেখে

নিজে অনুশোচনা করেন নুরুল ইসলাম সাহেব।কিন্তু তার কি করার ছিলো?

দোষ তো করেছে ছেলে।কেনো এরকম একটা কান্ড ঘটালো সে?

কিভাবে পারলো অন্য ধর্মের একটা মেয়েকে বিয়ে করতে।দুই ধর্মের অপমান করলো তারা।ধর্ম তো ছেলেখেলা করার মতো ব্যাপার নয়।

ফরিদাকে বিয়ে করে আনলেন সেলিম। অল্পবয়সী ফরিদা সতীনের ছেলেকে দুই চোখে দেখতে পারতেন না।বকাবকি, রাগারাগি, যখন তখন মার দেওয়া সবই করতেন শুধু ভালোবাসতেন না।

সেই সময় হাসনা এগিয়ে গেলেন,ফরিদার হাত থেক ধ্রুবকে তিনি বাঁচালেন।সেলিম সাহেব কারো সামনে ফরিদাকে কিছু না বললে ও রাতে বকাঝকা, মারধর করতেন ধ্রুবর সাথে এরকম ব্যবহার করার জন্য।

আবার রাতে গঞ্জনা শুনে ফরিদা দিনে ধ্রুবকে মারতেন।

এক বছরের মধ্যে ধ্রুব বুঝে গিয়েছিল এই পৃথিবীতে তার কেউ নেই।বাবা ও নেই, মা ও নেই।

বাবার কাছে ঘুমানোর জন্য কতো আবদার করতো কিন্তু বাবা তার দিকে তাকাতো ও না।কথা বলা তো দূর।

ধ্রুবর কি ভীষণ কষ্ট হতো তখন। একা বিছানায় ঘুমাতো ধ্রুব এরপর থেকে। আস্তে আস্তে বাবার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিলো।ধ্রুবর একাকী জীবন শুরু হলো তারপর থেকে। দশটা বছর কেটে গেলো ছেলে বাবাকে ডাকে না।

একটা সময় পর অল্পবয়সী ফরিদা বুঝতে পারলো ধ্রুবর সাথে সে অন্যায় করছে।ধ্রুবর কি দোষ!

কিন্তু ততদিনে দেরি হয়ে গেছে। ধ্রুব আর তার দিকে ফিরে ও তাকায় না।

নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা হয় সেলিম সাহেবের, কিন্তু কি করার আছে!

এতো ভালোবাসলো যাকে,বাবা মায়ের মান সম্মানের কথা না ভেবে যাকে বউ করে আনলো সে কি-না তাকে ছেড়ে চলে গেলো!তার কষ্ট কি কম হতো!

সেলিম সাহেব জানতে পারলেন না,হয়তো কখনো আর জানবেন ও না যে সেদিনের পর দীপালিকে

গৃহবন্দী করে ফেলা হয়।বাবার মিথ্যে অসুখের কথা বলে দীপালিকে বাড়িতে নেওয়া হয়।

না দীপালির আর বিয়ে হয় নি।তবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে কিছুদিন না যেতেই।তারপর থেকে দীপালির জীবন চার দেয়ালে বন্দী কাটছে।

এখন অবশ্য বন্দী করে রাখা লাগে না। বিছানার সাথে লেগে গেছে দেবীর মতো সেই মেয়ে।

কে বলবে এই সেই দীপালি!সকাল বেলা শালুক যখন রুম থেকে বের হলো তখন তার চোখমুখ অন্যরকম হয়ে গেছে।দুই চোখ ফোলাফোলা।গাল লাল হয়ে আছে।

আশা শালুককে দেখে অবাক হলো। এক রাতের মধ্যেই একটা মেয়ের চেহারা এমন হলো কিভাবে!

হাসনা বেগম শালুককে ডেকে বললেন, "নাশতা করবি না?"শালুক জবাব দিলো না। তার কিছুই ভালো লাগছে না।স্কুলের দিকে চলে গেলো। দুপুরে টিফিন পিরিয়ডে শালুককে চমকে দিয়ে ধ্রুব শালুকের ক্লাসে এলো। শালুকের ইচ্ছে করলো এক ছুটে গিয়ে ধ্রুব ভাইকে জড়িয়ে ধরে।

মনে হচ্ছে যেনো কতো লক্ষ,কোটি বছর পর ধ্রুব ভাইকে দেখেছে।চির দুঃখী এই ছেলেটার জন্য শালুকের মনে যে কি পরিমাণ মায়া জমে আছে তা শালুক টের পায় ধ্রুবর যখন মন খারাপ থাকে তখন। ধ্রুবর উপর হওয়া রাগ,অভিমান,জেদ সব শালুক ভুলে যায় তখন।ধ্রুব এসে বললো, "আয় আমার সাথে।একটা ফুসকার দোকান হয়েছে জানিস,ভীষণ ভালো ফুসকা বানায় ওরা।ভাবলাম তোর তো জিহ্বায় জল চলে আসে ফুসকার কথা শুনলে তাই তোকে খাওয়াই।"

শালুকের কান্না এলো হঠাৎ করে। ধ্রুব শালুকের কান্না দেখে বললো, "তোর ছিঁচকাদুনি স্বভাব বাদ দিবি তুই?ঢং করছিস তুই?"শালুকের একটু ও কষ্ট হলো না এই কথা শুনে। উৎসাহী হয়ে গেলো ধ্রুবর সাথে।রিকশায় করে একটা রেস্টুরেন্টে গেলো। ফুসকার বদলে ধ্রুব ফ্রাইড রাইসের অর্ডার দিলো ধ্রুব।

তারপর শালুকের দিকে তাকিয়ে বললো, "তোর চোখমুখের এই অবস্থা কেনো?বিয়ে হবে আফিফার,ও কাঁদবে।তোকে দেখে মনে হচ্ছে তোর বিয়ে আফিফার

বদলে।তাই কেঁদেকেটে নাক মুখ চোখ সব ফুলিয়ে ফেলেছিস।কাঁদিস না, তোকে দূরে বিয়ে দিবো না যা। কাছাকাছি দিবো যাতে সবাইকে দেখিস।ওই শুঁটকির বেপারি ক্যানসেল।”

শালুক খিলখিল করে হাসলো।ধ্রুবর মনে হলো সে যেনো ঝর্ণার কুলকুল শব্দে বয়ে চলে শুনছে।কি মধুর সেই হাসির সুর!

শালুক জিজ্ঞেস করতে চাইলো একবার রাতে কোথায় ছিলো ধ্রুব কিন্তু ভয়ে জিজ্ঞেস করলো না। ধ্রুব যদি রেগে যায়।ধ্রুবকে রাগাতে চায় না শালুক।খেতে খেতে ধ্রুব বললো, “ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করবি। আমি কিন্তু সব খবর পাই তোর।পড়ালেখা যদি একটু অবহেলা হয় তো দেখবি খুব খারাপ হবে।”

শালুককে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এলো আবার ধ্রুব। আগেই স্যারের থেকে টিফিন পিরিয়ডের পর এক ঘন্টা ছুটি নিয়ে রেখেছিলো ধ্রুব।স্কুল থেকে বের হয়ে আশাকে একটা টেক্সট দিয়ে বললো, “তোমার কাছে কৃতজ্ঞ আমি,তুমি না বললে জানতাম না আমার বোকা ফুলটা কাল থেকে না খেয়ে আছে।”

আশা রিপ্লে দিলো, “তুমি আমাকে ফ্রেন্ড বানিয়েছ,আমি ফ্রেন্ডের কর্তব্য পালন করেছি ধ্রুব।”সকাল থেকেই ঝলমলে রোদ।গাছের পাতায় সূর্যের আলো পড়তেই কেমন চকচক করছে সোনার মতো। শালুকদের বাড়িতে আজ রান্নার আয়োজন হচ্ছে বাবুর্চি দিয়ে।

আজকে আফিফার এনগেজমেন্ট।

দুই দিনেই আফিফার চেহারা অন্যরকম হয়ে গেছে। কেমন মলিন হাসছে আফিফা।শালুকের ভীষণ কষ্ট হলো আফিফার জন্য।এতো ভালোবাসলো কেনো আফিফা জহির ভাইকে!পরক্ষণেই শালুকের মনে হলো সে কি আদনান কে ভালোবাসে নি?তাহলে তার কেনো এমন হয় নি অবস্থা?

সে কেনো পারে নি আফিফা আপার মতো আদনান ভাইয়ের মুখোমুখি হতে?বরং ধ্রুব ভাই বুঝিয়ে বলার পর থেকে শালুকের মাথা থেকেই বের হয়ে গেছে আদনানের ব্যাপারটা।

তবে শালুকের কি এটা ভালোবাসা ছিলো না?মাথার মধ্যে শালুকের এই প্রশ্নটা ঘুরপাক খেতে লাগলো। কাকে জিজ্ঞেস করবে এই প্রশ্নের জবাব সে?

নিকটাত্মীয় কয়েকজনকে দাওয়াত করা হলো এনগেজমেন্টে।দুপুরের দিকে পাত্রপক্ষ এলো। আফিফাকে সাজাতে বসলো শাপলা শালুক আশা দিবা নয়না মিলে।আফিফার বিবর্ণমুখ কিছুতেই উজ্জ্বল হলো না এতো সাজের পরেও।

শালুকের বুক কাঁপতে থাকে। আফিফা আপা সুখী হবে তো!শালুক সাজতে বসে থেমে গেলো। কেনো জানি সাজতে ইচ্ছে করছে না।সেদিন ধ্রুব ভাই বলেছিলো সাজলে ওকে নাকি জংলীদের মতো লাগে। তাকে যে সজারুর মতো লাগে তা তো শালুক বলে নি।

নিজেই হেসে ফেললো শালুক নিজের মিথ্যে কথায়। ধ্রুব ভাইকে কখনোই সজারুর মতো লাগে না। শ্যাম বর্ণের মায়াবী চেহারার মানুষটাকে দেখলেই অন্যদের থেকে আলাদা মনে হয়।পাঞ্জাবী পরে,টুপি মাথায় দিয়ে যখন মসজিদ থেকে আসে,ধ্রব ভাইকে মনে হয় পৃথিবীর শুদ্ধতম পুরুষ।

শত্রুর ও সাধ্য নেই ধ্রুব ভাইকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করার।মাঝেমাঝে শালুকের ভীষণ গর্ব হয় যখন ক্লাসে স্যারেরা ধ্রুবকে উদাহরণ হিসেবে দেখায়।শালুকের

ইচ্ছে করে চিৎকার করে সবাইকে বলতে, “সে আমার ধ্রুব ভাই, আমার দেখা সেরা পুরুষ, শুদ্ধতম পুরুষ সে।”

যদিও কখনো ধ্রুবর সামনে এসব স্বীকার করে না কিন্তু ধ্রুবর মন খারাপ হলেই শালুকের এসব মনে পড়তে থাকে।

সাজলো না শালুক।সুতি একটা জামা গায়ে দিয়ে একটা কালো রঙের হিজাব পরে নিলো। বাগানে স্টেজ করা হয়েছে,বসার ব্যবস্থা ও বাগানে করা হয়েছে।সকাল থেকে শালুক আর সেদিকে যায় নি। কিন্তু এখন সবাই মিলে নিচে গিয়ে অবাক হলো।

সবকিছু কেমন যেনো বেখাপ্পা লাগছে।সুন্দর করে সাজানো হয় নি কিছুই।

আফিফাকে নিয়ে আসা হলে আফিফার ও মন খারাপ হয়ে গেলো।

একে তো তার মনে ভীষণ কষ্ট তার উপর এমন মরা মরা সাজ দেখে মন আরো খারাপ হয়ে গেলো। কোনোমতে প্যান্ডেল করে চেয়ার টেবিল বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যেনো।

আশা এই প্রথম বাংলাদেশের বিয়ে দেখছে।সে নিজেও অবাক।এদের এনগেজমেন্টের অনুষ্ঠান এভাবে করা হয়!

কোনো ডেকোরেশন নেই,কেমন কেমন যেনো। আফিফাকে সেই কথা জিজ্ঞেস করতেই আফিফা মন খারাপ করে বললো, "আমার কপাল খারাপ আশা। একে তো বিয়ে হচ্ছে যাকে আমার অপছন্দ তার সাথে।তার উপর ধ্রুব ও নেই।আজ যদি ধ্রুব থাকতো তাহলে দেখতে সব কিছু ম্যাজিক করে চেঞ্জ করে ফেলতো।আমার এমনই পোড়া কপাল যে এরকম সময়ে ধ্রুব ও চলে গেলো। "

সমবয়সী হওয়ায় আফিফা ধ্রুবকে নাম ধরেই বলে।

আশা বুদ্ধি করে সবকিছুর ছবি তুলে ধ্রুবকে পাঠালো।সেই সাথে শালুকের ছবিও।

তারপর আদনানকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "এভাবে এনগেজমেন্ট হচ্ছে কেনো?তুমি বড় ভাই আছো কেনো তাহলে? এসব সাজানোর রেসপনসেবলিটি তোমার না?"আদনান বিরক্ত হলো। কবে আশাকে বিয়ে করতে পারবে তার মাথায় সেই চিন্তা এসব নিয়ে ভাবার সময় কই তার?

তাছাড়া এসব কিছু আদনান বুঝে ও না ভালো। সে এসব কাজকর্মের সময় পিছুটান দেয়।

আশা ধ্রুবকে কল দিয়ে বললো, “ধ্রুব,আফিফার ভীষণ মন খারাপ। ওর বিয়েটা একেবারে যাচ্ছেতাইভাবে হচ্ছে। ”

ধ্রুব জবাব দিলো না। কি বলবে সে?তার নিজের ও কি খারাপ লাগছে না?কিন্তু কি করার আছে তার এখন?

পাত্রপক্ষের কয়েকটি ছেলে আশাকে দেখে কথা বলার জন্য উৎসুক হয়ে গেলো। আশা সবার সাথে হাই হ্যালো করলো। কয়েকজনের সাথে সেলফি তুললো। দূর থেকে এসব দেখে আদনানের মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। বিড়বিড় করে আশাকে ক্যারেক্টারলেস বলে গালি দিয়ে সবার সামনে থেকে টেনে নিয়ে গেলো নিজের রুমে।আশা অবাক হলো আদনানের এই ব্যবহারে। তবুও কিছু বললো না। সে দেখতে চায় আদনান কি করে!পুরোটা সময় আদনান আশাকে নিয়ে রুমের দরজা বন্ধ করে বসে রইলো।

মেহমানদের খাবার সময় আরেক ঝামেলা হলো। পাত্রপক্ষ খাবার আগে কনেপক্ষের দাওয়াত করা

মেহমানেরা খেতে বসে গেলো। এই নিয়ে পাত্রপক্ষ রেগে আগুন হয়ে গেলো। নুরুল ইসলাম সাহেব সবাইকে কোনোমতে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠান্ডা করলেন। এরমধ্যে অনেকে অনেক কথা বলে ফেললো।

আদিবা বেগম বিপদ টের পেয়ে ধ্রুবকে কল দিলেন। এই দুই দিন ধ্রুব যদিও বাড়ির কারো কল রিসিভ করে নি আশা ছাড়া তবে এই মুহূর্তে বড় চাচীর কল রিসিভ না করে পারলো না।আদিবা বেগম ধ্রুব কল রিসিভ করতেই হঠাৎ করেই ইমোশনাল হয়ে গেলেন।না চাইতেই কান্না চলে এলো তার। কান্নাজড়িত স্বরে ধ্রুবকে বললেন,"বাবা তুই কই? এদিকে তো মান সম্মান সব শেষ হয়ে যাচ্ছে আমার। তোর পায়ে পরি বাবা তাড়াতাড়ি বাড়িতে আয়।তোর বোনের বিয়েটা নয়তো ঝামেলাহীনভাবে হবে না। তোর বড় ভাই গাধা কোথায় গিয়ে বসে আছে। এদিকে পাত্রপক্ষ রাগারাগি করছে তাদের আগেই আমাদের দিকের মেহমান খেতে বসে গেছে বলে। "

"আমি আসছি" বলে ধ্রুব দৌড়ে বাসা থেকে বের হলো। ধ্রুব উঠেছে তার এক বন্ধুর বাড়িতে।পরনের কুঁচকানো শার্ট, প্যান্ট পরেই ধ্রুব দৌড়ে এলো।

রাস্তায় এসে একটা রিকশা পেয়ে লাফিয়ে উঠে বললো,"চাচা,তালুকদার বাড়ি চলেন।"

মোটরচালিত রিকশায় বাড়ি আসতে ধ্রুবর ১৫ মিনিট লাগলো।পাত্রপক্ষ খেতে বসলো কিন্তু দেখা গেলো খাবার সার্ভ করার সময় মেয়েপক্ষের কেউ নেই।

বাবুর্চিদের লোকেরা তো আর বেড়ে দিবে না,তাদের কাজ টেবিলে খাবার পৌঁছে দেওয়া খাবার শেষ হয়ে গেলে।তাদের কাজ হচ্ছে ঢিমেতালে।

এদিকে মেয়ের বাবা,চাচা,দাদাকে বসতে হলো ছেলের চাচা,বোনের জামাই,মামা,ফুফাদের সাথে। তারা উঠে কিছু করতেও পারছেন না।ওদিকে আদিব,আকিফ,জাবির,দিব্য ছোট মানুষ। কাকে কোন আইটেম এগিয়ে দিবে তারা কিছু বুঝতে পারছে না। দেখা যায় সবাই মিলে এক টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে অন্য টেবিলগুলোতে কেউ নেই। এই টেবিল থেকে একজন বলছে এখানে মাংস নেই তো ওই টেবিল থেকে বলছে কাচ্চি নেই।কারো টেবিলে বোরহানি নেই।

আদনানও নেই এখানে।সব কেমন বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে। মেয়ে পক্ষের মেহমান যারা ছিলো তারা খেয়ে

দেয়ে ঘরে গিয়ে বসে আরাম করছে।লজ্জায় শালুকের দাদার মাথা নিচু হয়ে গেলো।

শার্টের হাতা ফোল্ড করতে করতে ধ্রুব খাসির মাংসের বাটি নিয়ে এগিয়ে এলো যেই টেবিলে পাত্রপক্ষের মামা চাচা দুলাভাইসহ প্রধান অভিভাবকেরা বসেছে।সবার প্লেটে খাসির মাংস বেড়ে দিলো,ডেকোরেটরের লোকদের ডেকে কড়া গলায় হুকুম দিলো সবাই একটা একটা করে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য।যা শেষ হবে তা যেনো দ্রুত নিয়ে আসে।

পাত্রের দুলাভাইদের প্লেটে ডাবল রোস্ট তুলে দিয়ে হালকা হাসিমশকরা করার সাথে সাথে নিজের ভাই সবাইকে ডেকে বললো সবাই যেনো একটা একটা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে কার প্লেটে কি লাগবে সেসব তুলে দেয়।ঠিকভাবে কাজ করতে পারলে সবাইকে আগামীকাল ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হবে।

পূর্ণ উদ্যমে সবাই কাজে লেগে গেলো এবার।ধ্রুবর কড়া কথায় ডেকোরেটরের লোকেরাও হাত লাগিয়ে কাজ করতে লাগলো।ধ্রুবর দাদার মুখের কালো ছায়া সরে গেলো নিমিষেই। ধ্রুব ভোজবাজির মতো এই

কাউকে রোস্ট তুলে দিচ্ছ এতো কারো জন্য কাচ্চি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
কারো প্লেটে মাংস শেষ তো নিজ হাতে বেড়ে দিচ্ছে।
কারো বাচ্চা কান্না করছে তো আবার তাকে কাঁধে বসিয়ে সবার জন্য বোরহানির জগ নিয়ে ছুটছে।
কাজের মধ্যে সবার সাথে সমানতালে কথা ও বলে যাচ্ছে।
আগামী শুক্রবার বিয়ের তারিখ ধার্য করা হলো ৫ লক্ষ টাকা দেনমোহরে।পাত্রপক্ষ খাবার পর শালুকেরা বাসার সবাই আসলো খেতে।ধ্রুবকে দেখে শালুক চমকে গেলো। ধ্রুব ভাই বাড়িতে এসেছে!
কেমন অবিশ্বাস্য লাগছে শালুকের।আফিফা অনেক আগেই ধ্রুবকে দেখেছে কিন্তু পাত্রের বোনেরা সাথে থাকায় কথা বলতে পারে নি। সবাই ঘরে বিশ্রাম নিতে যাওয়ায় আফিফা দৌড়ে এসে ধ্রুবকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো।
কে জানে কেনো,ধ্রুবর ও চোখ ভিজে উঠলো।
আফিফা কাঁদতে কাঁদতে বললো, “ধ্রুব তুই কথা দে,তুই আমার বিয়ের সবগুলো অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবি।তুই না থাকলে সবকিছু এলোমেলো হয়ে

যাবে।”ধ্রুব হাসলো আফিফার কথায়।তারপর কথা দিলো বিয়ের সব অনুষ্ঠানে ধ্রুব অবশ্যই হাজির থাকবে।

খেতে এসে আদনান শুনলো এই কথা।ধ্রুবকে দেখে আশা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বললো, “আমি ভীষণ অবাক হয়েছি তোমাকে দেখে ধ্রুব।এতোক্ষণ সব অসম্পূর্ণ ছিলো যেনো তুমি না থাকায়।”

ধ্রুব মুচকি হেসে সন্তর্পণে আশাকে সরিয়ে দিলো। আদনানের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো। তারপর হুট করেই মাথায় একটা প্ল্যান চলে এলো আশার কাছ থেকে ধ্রুবকে দূরে সরাবার।নিজের বুদ্ধিতে আদনান নিজেই অবাক হলো এতো দারুণ প্ল্যান কিভাবে এলো তার মাথায়!

খুঁজে পাতিল থেকে মুরগির লেগ পিস এনে ধ্রুব শালুকের পাতে দিয়ে বললো, “মন খারাপ করে রেখেছিস কেনো?তোর লেগ পিস লাগবে আমি তা ভুলি নি।চারটা লেগ পিস রেখেছি তোর জন্য।”

মেহমান বিদায় নেয়ার পর ধ্রুব ও চলে গেলো না খেয়ে।শত বলেও কেউ তাকে খাওয়াতে পারলো না।

রাতে শালুক আফিফাকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, “আপা,কেউ যদি কাউকে ভালোবাসে,তবে কি তার পাশে অন্য কোনো মেয়েকে সহ্য করতে পারে? ”আফিফা হাসলো।বড় করুণ সেই হাসি।তারপর বললো, “না রে শালুক,সেটা ভালোবাসা কিছুতেই নয়।ভালোবাসা হলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার অধিকার আদায় করে নিতো। তাকে না দেখলে বুক চিনচিন করতো।অভিমানে চোখে জল আসতো।ভালোবাসার মানুষের কষ্টে নিজের কলিজা ছিড়ে যাবার মতো ব্যথা হয়।তার মুখে হাসি না থাকলে নিজের দুনিয়া অন্ধকার মনে হয়। নিজের সব আনন্দ হারিয়ে যায়। যেমন আমার হতো জহির ভাইয়ের জন্য।”শালুক ভয়ংকরভাবে চমকালো এসব শুনে। তবে সে কাকে ভালোবেসেছে?

কোনটা ভালোবাসা কোনটা মোহ সে কি বুঝে নি?

না-কি কখনো ভালো বাসে নি!পুরো বাড়ি গিজগিজ করছে মেহমানে।এতো বড় বাড়ি হওয়ার পরেও যেনো জায়গায় কুলুচ্ছে না।আজকে আফিফার গায়ে হলুদ।

শুরুতে কিছুক্ষণ বাকবিতন্ডা হলো হলুদের অনুষ্ঠান কোথায় হবে সেটা নিয়ে।

আদনান চাইছে ছাদে হবে কিন্তু ধ্রুব চাইছে নিচে বাগানে হবে।রাগে আদনানের নাক লাল হয়ে গেছে। ধ্রুব কিছুতেই ছাদে অনুষ্ঠানের জন্য রাজি হচ্ছে না। অথচ আদনান ধ্রুবকে আশার জীবন থেকে সরানোর জন্য যেই প্ল্যান সাজিয়েছে তাতে ছাদে অনুষ্ঠান করা ভীষণ জরুরি।

ধ্রুবর কথা হচ্ছে, বয়স্করা বারবার ছাদে উঠানামা করতে পারবে না।বাচ্চারা ছাদে যাবে,কখন কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায়।তিন তলার ছাদ থেকে নিচে পড়লে আর রক্ষা নেই।তাই আগেই সচেতন হতে হবে।

বিশেষ করে ধ্রুবর দাদী সিতারা বেগম ছাদে উঠতে পারবেন না।ছাদের চাইতে বাগানে জায়গা বেশি তাই বাগানেই হবে অনুষ্ঠান।আদনান ভীষণ রাগ হলো কিছুতেই ধ্রুবর সাথে পারছে না বলে।

একরোখা মানুষের মতো ধ্রুব নিজের সিদ্ধান্তেই অটল।একটু পর দেখা গেলো সবাই ধ্রুবর সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছে।

আদনানের সহ্য হলো না।চিৎকার করে বললো, “আমার বোনের বিয়ে অথচ আমার সিদ্ধান্তের কোনো দাম নেই দেখছি।”
কথাটা বলার সাথে সাথে আদনানের গালে সপাটে চড় পড়লো। ছোট,বড় অনেকের সামনে আদনান চড় খেয়ে লজ্জায় নীল হয়ে গেলো।আদিবা বেগম বললেন, “এখন মনে পড়েছে বোনের বিয়ের কথা,কই যখন বোনের এনগেজমেন্টের অনুষ্ঠান হলো,মেহমানদারি করা নিয়ে সবাই বিপদে পড়ে গেলো।তখন তো তুই পালিয়ে গেছিলি।ধ্রুব এসে সব সামলেছে। এখন আসছে এখানে মাতব্বরি দেখাতে।”
আশা একটা চেয়ারে বসে ফোন টিপতে টিপতে পা নাড়ছে আর খিলখিল করে হাসছে।আশার হাসির শব্দ আদনানের কাছে বিষাক্ত মনে হচ্ছে। এই মেয়েটার জন্যই তো এতো কিছু।
এই মেয়েটা যদি ধ্রুবর দিকে নজর না দিতো তবে কি আদনান এরকম উগ্র হতো!আশা আদনানের চড় খাওয়া দেখে হাসছে শুধু।তারপর ডেকে বললো, “অযথা কেনো ধ্রুবর সাথে লাগতে যাও তুমি আমি

বুঝি না।ধ্রুব ভুল সিদ্ধান্ত নেয় নি এটা তুমি ও জানো।তবে কেনো মানছ না?”

আদনানের ইচ্ছে হলো আশাকে খুব বাজেভাবে কিছু গালি দিতে।

আদনানের কাটা গায়ে নুনের ছিটা দিতেই আশা আবারও বললো,”ধ্রুব দেখে যাও।আমি একটু আগে ফোনে ভিডিও করছিলাম তোমাদের এসব।সেখানে দেখা যাচ্ছে আন্টি কি দারুণভাবে আদনানকে চড় দিয়েছে।আমি এটা ড্যাডকে দেখাবো।ড্যাড ভীষণ হাসবে এটা দেখলে।”সেই মুহুর্তে আদনানের কেমন রাগ হলো তা শুধু আদনান জানে।মনে মনে বললো, “ধ্রুব,ধ্রুব করে মুখের ফেনা তুলছিস।অপেক্ষা করে। আজ রাতেই ধ্রুবর চক্কর থেকে তোকে বের করে আনবো।”

ধ্রুব কিছু বললো না। সবাই মিলে হলুদের স্টেজ সাজালো।প্যান্ডেল সাজালো কাঁচাফুল আর মরিচ বাতি দিয়ে।

আশা অবাক হয়ে দেখছে।আস্তে আস্তে সাদামাটা একটা প্যান্ডেলের রূপ কিভাবে বদলে যাচ্ছে।

আদনান নিজের মামাতো, খালাতো ভাই ৫-৬জনকে ডাকলো।নিজের রুমে নিয়ে বিদেশ থেকে আনা ড্রিংকের বোতল বের করে ওদের সামনে রাখলো। উঠতি বয়সের ছেলে ওরা।দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়লো টেস্ট করার জন্য। আদনান দিলো না।হেসে বললো,"আগে আমি যেভাবে বলেছি সেভাবে কাজ করতে হবে।আমার প্ল্যান সাকসেসফুল হলে এই বোতল সব তোদের জন্য। এগুলো একেবারে অরিজিনাল, আসল টেস্ট পাবি।কতো ঝামেলা করে লুকিয়ে এনেছি দেশে জানিস তোরা।"

সবাই রাজি হলো আদনানের কথায়।গুটি হিসেবে আদনান শাপলাকে টার্গেট করলো।

সন্ধ্যা হতেই সারা বাড়ি ঝিকঝিক করতে লাগলো মরিচ বাতির নানা রঙের আলোতে।

আশার ভীষণ ভালো লাগছে এসব দেখতে।এসব সাধারণ জিনিসের মধ্যেও আশা নতুনত্ব খুঁজে পাচ্ছে। বাড়ির বাহিরে তিনটি গেইট লাগানো হয়েছে। অনেকটা পথ মরিচবাতি দিয়ে সাজানো হয়েছে। বিকেলে বাড়ির সামনের রাস্তার দুই পাশের গাছে চুন

লাগানো হয়েছে। আশার এতো আনন্দ লাগছে এসব দেখে।

নানা রকম ফল কেটে বিভিন্ন ডিজাইন করা হচ্ছে। শালুক বসে বসে এসব কাটছে অন্যদের দেখিয়ে দিচ্ছে।একটা ফলের চেহারা কেমন করে শৈল্পিক রূপ ধারণ করছে তার সবটা ভিডিও করলো আশা।

৭টার দিকে আফিফার শ্বশুর বাড়ি থেকে মেহমান এলো আফিফাকে হলুদ লাগাতে।সবাই মিলে হইচই, নাচ গানে পুরো অনুষ্ঠান মাতিয়ে রেখেছে। আশা নিজেও সবার সাথে তাল মিলিয়ে নেঁচে চলেছে।

শালুক নাচতে পারে না। তার ভীষণ মন খারাপ হলো। নয়না আপা আর শাপলা মিলে কি সুন্দর করে নাচলো। তাদের সাথে ধ্রুব ও যোগ দিচ্ছে একটু পর পর। শালুকের ইচ্ছে করলো নাচতে।কিন্তু লজ্জায় গেলো না।

আদনান এসে শালুকের পাশের চেয়ারে বসে বললো, "কি খবর শালুক রানী?"

চমকে উঠলো শালুক আদনানের কথায়।তারপর বিরক্ত হয়ে গেলো হঠাৎ আদনানকে তার পাশে বসতে দেখে।ভ্রু কুঁচকে বললো, "কি হয়েছে?

”আদনান ফিসফিস করে বললো, “আমাকে এড়িয়ে চলছিস মনে হয় তুই?আমার সাথে তো দেখছি কথাই বলতে চাস না।তার উপর কিছু বললে ছ্যাত করে উঠিস।”

শালুক ঠোঁট বাঁকিয়ে জবাব দিলো , “আপনার সাথে কথা বলতে হবে এরকম কোনো কমিটমেন্ট কখনো ছিলো বলে তো আমি জানি না।”

আদনান বললো,”ভাব দেখাচ্ছিস নাকি?”

শালুক আদনানের দিকে তাকালো তারপর বললো, ” ভাব দেখাতে হলেও একটা কারণ লাগে,আমি আপনাকে ভাব দেখাতে যাবো কেনো অকারণে? আপনি কে? ”আদনান অবাক হলো শালুকের কথায়। শালুক এভাবে কথা বলছে কেনো?

শালুক তো এতো চালাক ছিলো না। আদনান নয়ছয় যা বুঝিয়ে দিতো তাই তো বুঝতো।হঠাৎ করে কি বড় হয়ে গেলো না-কি?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আদনান তাকালো শালুকের দিকে। শালুকের নাকের ডগা তিরতির করে কাঁপছে।হালকা গোলাপি রঙের লিপস্টিক দেওয়া দুই ঠোঁট ভীষণ

কোমল আর মোহনীয় লাগছে।মুখখানায় ফুটে উঠেছে কোমলতা।

একেবারে মাখনের মতো নরম যেনো শালুক।আদনান শালুকের হাতের দিকে তাকালো। হাতে মেহেদি দেওয়া।ফর্সা হাতে মেহেদির খয়েরী রঙ কি সুন্দর লাগছে।এর চাইতে সুন্দর কোনো দৃশ্য আদনান যেনো আগে দেখে নি।আজ নতুন করে শালুককে আবিস্কার করলো আদনান।আর তাতেই অবাক হলো।

হঠাৎ করেই ধ্রুব এসে শালুকের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলো স্টেজে।আনাড়ি শালুক নাচের কোনো মুদ্রা জানে না,হাত পা ছুড়ে চেষ্টা করলো সবার সাথে তাল মিলাতে।

আদনান তাকিয়ে দেখলো সবটা।আজকাল ধ্রুবকে তার ভীষণ হিংসে হয়।সবাই কেনো ধ্রুবর প্রতি ইমপ্রেস হচ্ছে?

এই যে শালুক এতোক্ষণ আদনানের সাথে কথা বলছিলো বিরক্ত হয়ে সেই শালুকের মুখে এখন লজ্জার হাসি।লাজুক ভঙ্গিতে শালুক হাসছে আর ধ্রুবর সাথে তাল মেলাচ্ছে।কেনো?

কি আছে ধ্রুবর মাঝে?যেমন করে পোকারা ছুটে যায় আলোর দিকে,তেমনি মেয়েরা ধ্রুবর দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

অথচ ধ্রুবর চাইতে আদনানের গায়ের রঙ ফর্সা।তবে কেনো মেয়েরা সুন্দরের কদর না বুঝে শ্যামবর্ণ ওই ধ্রুবকে পছন্দ করছে?

হলুদের অনুষ্ঠান শেষ হলো রাত সাড়ে বারোটার দিকে।ধ্রুব চলে যেতে চাইলো কিন্তু পারলো না। আদনান সন্ধ্যা বেলায় আফিফাকে বলে দিলো এক ফাঁকে ধ্রুবকে যাতে যেতে না দেয়।ধ্রুব চলে গেলে বিয়েতে না ও আসতে পারে। একবার রেখে দিতে পারলে ওর রাগ কমে যাবে।

সেই কথা মনে রেখেই আফিফা কেঁদে চলেছে ধ্রুব চলে যাবে শুনে।ধ্রুব দেখলো শালুক ও মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে।ধ্রুব জানে ভয়ে শালুক কিছু বলতে পারছে না।আফিফার এরকম কান্না দেখে যেই মুহূর্তে ধ্রুব বললো, থেকে যাবে শালুকের মুখের অন্ধকার কেটে গেলো।

মেহমানে সবার রুম ভরে গেছে।শাপলা শালুক আশা এক বিছানায় শুয়েছে।ইদানীং আশার সাথে শালুকের

ভালো সম্পর্ক হয়ে গেছে। শালুক জানে আশার এখানে কোনো দোষ নেই।অযথাই মেয়েটাকে অপছন্দ করার কোনো মানে হয় না।

সবাই শুয়ে পড়েছে,বিয়ে বাড়ির কোলাহল থেমে গেছে। নিচে বাবুর্চিরা তাদের কাজ করছে।

রাত দুটোর দিকে শাপলার রুমে এসে আদনান একটা বিরিয়ানির প্লেট শাপলার হাতে দিয়ে বললো, "ধ্রুব আসার পর থেকে কিছু খায় নি শাপলা।ওকে দিয়ে আসতে বলেছে মা।"শাপলা লজ্জা পেলো কিছুটা। এমনি ধ্রুবকে দেখলে তার মধ্যে ভীষণ আনইজি লাগে।ধ্রুবর প্রতি অন্য রকম একটা ফিলিংস এক সময় জন্মেছে বলে শাপলা নিজেই লজ্জা পায়।এজন্য ধ্রুবর সাথে খুব একটা কথা বলে না।

আদনান চলে যেতেই আশা বললো,"শাপলা,আমার চুল তোমার মতো করে বেঁধে দাও না প্লিজ।শালুককে পাঠাও"

শাপলা স্বস্তি পেলো শুনে।তারপর শালুককে পাঠালো ধ্রুবর রুমে।

ধ্রুবর রুমে আদনানের কাজিনরা ঘুমাবে,ধ্রুবকে আদনান ছাদের রুমে ঘুমাতে বললো।

বিরিয়ানির প্লেট নিয়ে শালুক ছাদে চলে গেলো। আদনান অপেক্ষা করছে ধ্রুব আর শাপলাকে জড়িয়ে একটা গুজব ছড়ানোর যাতে করে আশা ধ্রুবকে খারাপ ভাবতে বাধ্য হয়।শালুক দরজায় নক করে ধ্রুবকে ডাকলো।ধ্রুব সবেমাত্র শুয়েছে।তন্দ্রা এসেছে সবে এই সময় শালুকের ডাক শুনে উঠে বসলো। তারপর বিরক্ত হয়ে দরজা খুললো। শালুক ভেতরে আসতেই ধ্রুব দরজা লাগিয়ে দিলো।

শালুক বারবার ধ্রুবকে খেতে বলছে কিন্তু ধ্রুব খাচ্ছে না।বিরক্ত হয়ে শালুককে খাবার নিয়ে যেতে বলছে। এরইমধ্যে কারেন্ট চলে গেলো। বিয়ে উপলক্ষে জেনারেটর আনা হয়েছে তাও চালু করছে না।

শালুকের ভয় করতে লাগলো অন্ধকারে। ছাদে যেনো কেউ ধুপধাপ করে হেটে বেড়াচ্ছে। ভয়ে শালুক ধ্রুবর হাত চেপে ধরলো। ধ্রুব বিরক্ত হয়ে বললো, “হাত ছাড় না,আমি দেখি মোমবাতি আছে কি-না ড্রয়ারে। ”

শালুক হাত ছাড়লো না।বললো, “এক হাত দিয়ে খোঁজো।আমার ভয় করছে।”নিজের ফোনটাও খুঁজে পাচ্ছে না ধ্রুব অন্ধকারে। হাতড়ে হাতড়ে টেবিলের কাছে চলে গেলো কিন্তু ড্রয়ারে মোম নেই।ধ্রুব অবাক হলো। ড্রয়ারে সে মোম রাখে সবসময়। কে নিলো মোমবাতি তাহলে?

হঠাৎ করেই বাহিরে কয়েকটা ছেলের শোরগোল শোনা গেলো। ধ্রুবর রুমের দরজা বাহিরে দিয়ে বন্ধ করে দিলো ওরা।তারপর চেঁচামেচি শুরু করে দিলো। ধ্রুব হাতড়ে ফোন বের করে ফ্ল্যাশলাইট অন করলো। দেখলো ঘেমে গেছে শালুকের সারা শরীর ভয়ে।

দরজা খুলতে চেয়েও ধ্রুব পারলো না।বুঝতে পারলো বাহিরের দিক থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ছিটকিনি তুলে।ধ্রুব বুঝতে পারলো কিছু একটা ঝামেলা হতে চলেছে।বাহিরে কয়েকজন মুরুব্বি ও এসে হৈচৈ শুরু করে দিলো।সবার চিৎকারে ধ্রুবর বাবা,চাচারা সবাই ছাদে এলো আদনানসহ। একটা ছেলে বললো, “আমরা ছাদে এসেছি এমনি হাটতে। এসে শুনি এই রুম থেকে দুজন ছেলেমেয়ের কথা শোনা যাচ্ছে। বাজে শব্দ আসছে।”

আদনান জিজ্ঞেস করলো, “ভেতরে কে আছে?”

ছেলেটা বললো,”জানি না কে আছে।আমরা খারাপ কিছু হচ্ছে বুঝতে পেরে দরজা বন্ধ করে দিয়েছি বাহিরে থেকে।ওরা রুমটা ও অন্ধকার করে রেখেছিলো।”

মুরুব্বি একজন বললো, “নিশ্চয় ভেতরে কেউ আকাম করছে।”

আদনানের এতো আনন্দ হলো। সবার সামনে মহান সাজা ধ্রুবর আজকে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে।কারেন্ট চলে এলো সেই মুহুর্তে।দরজা খুলতেই ভেতর থেকে শালুক আর ধ্রুব বের হয়ে এলো।

আদনান চমকে উঠলো শালুককে দেখে।সে তো শাপলাকে পাঠিয়েছিলো তবে শালুক এলো কিভাবে!

মুহুর্তেই কানাঘুষা শুরু হয়ে গেলো, খবর আগুনের মতো খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো সারা বাড়িতে। কয়েকজন রংচং মাখিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করলো,ধ্রুব আর শালুক দুজন সবাই শুয়ে পড়ার সুযোগে ছাদের ঘরে গিয়ে কি খারাপ কাজ করেছে।

শালুকের ব্যাপারটা বুঝতে কিছুটা সময় লাগলো। তারপর বুঝতে পেরে শালুক হতভম্ব হয়ে গেলো।

কেউ কেউ বললো, “বাপের মতো চরিত্র হইছে,বাপে যেমন হিন্দু মেয়ে বিয়ে করছে ছেলে ও তেমনই চরিত্রহীন হইছে।”

পৃথিবীর সব ভাষা যেনো ধ্রুবর কাছে এসে নির্বাক হয়ে গেলো। এই ঘৃণ্য অপবাদের জবাব ধ্রুব কি দিয়ে দিবে তাই ভেবে পেলো না। ধ্রুবর মাথা কাজ করলো না হঠাৎ করেই। শুধু অপলক তাকিয়ে রইলো শালুকের দিকে।

কিছুক্ষণ পর ধ্রুবর মাথায় বুদ্ধি আসতেই ধ্রুব কিছু বলতে চাইলো।কিন্তু নুরুল ইসলাম সাহেব ধ্রুব কে কথা বলতে নিষেধ করলেন।নাতির হাত চেপে ধরে বললেন, “তুমি হয়তো প্রমাণ করে দিবা সব মিথ্যা কিন্তু তাতে তোমার কোনো বদনাম থাকবে না,কিন্তু ৫ বছর পরেও আমার ছোট বুবুরে বিয়া দিতে গেলেও লোকে কইবো এই মাইয়ার চাচাতো ভাইয়ের লগে খারাপ সম্পর্ক ছিলো। দাগ থেকেই যাইবো আমার শালুক ফুলের গায়ে।”ধ্রুব শালুকের হাত শক্ত করে ধরে বললো, “আমার কাছে প্রমাণ আছে দাদা।”

নুরুল ইসলাম সাহেব বললেন, “সবাই সব দেখবো,বিশ্বাস করবো,তারপর আবার ও আমার

শালুকেরে নিন্দা করবো,ওরে খারাপ বলতে কেউ দুই বার চিন্তা করবো না।”

শালুকের বাবা মা দুজনেই হতভম্ব। সেই সাথে হতভম্ব শাপলা, আশা,নয়না,দিবা।

নুরুল ইসলাম সাহেব বললেন, “শালুকের জন্য তোমার চাইতে ভালো পাত্র অন্য কেউ হবে না।”

হাসনা বেগম উঠে বললেন,”কাজী ডেকে আনো,এখনই ওদের বিয়ে দিবো।”

নিশ্চুপ পাথরের মূর্তির মতো শালুক বসে রইলো নির্বাক হয়ে। সেই রাতেই কাজী এলো, দুজনের বিয়ে হলো।

হতবাক শালুক নিজেও বুঝতে পারলো না তার অপরাধ কি ছিলো!ফজরের আজান হচ্ছে চারদিকে। কেউই ঘুমায় নি সারারাত আর।ধ্রুব ছাদের সেই ছেলেগুলোকে ডেকে আনলো।তারপর সবাইকে ছাদে বসতে বলে শালুকের হাত ধরে ছাদের সেই রুমে গিয়ে নিজের ল্যাপটপ বের করে আনলো।

দাদার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললো, “আমার কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আছে দাদা।তবুও আমি শালুকের বদনাম হবে বলে এভাবে বিয়ে করে নিয়েছি আপনার মুখের

দিকে তাকিয়ে। এবার এই সিসিটিভি ফুটেজ দেখুন। ক্যামেরা লাগিয়েছি সেদিন আমার রুমে আমার অনুমতি ছাড়া দিব্যর আম্মু কারো একটা ছবি লাগিয়েছে বলে।যাতে কেউ আমার রুমে আমার অনুপস্থিতিতে আর এরকম কিছু করতে না পারে যা আমার রাগ হবার কারণ হয়।এবার আপনি দেখুন ক্যামেরায়।

আদনান ভাই আমার রুম থেকে সব মোমবাতি নিয়ে গেছে বিকেলে দেখুন।

এই দেখুন শালুক এসেছিলো আমার জন্য খাবার নিয়ে। তখন কারেন্ট চলে যায়।তাই রুম অন্ধকার হয়ে যায়।আমার রুমে থাকা মোমবাতি ও কেউ সরিয়ে ফেলে।এজন্য রুম অন্ধকার হয়ে যায়।তারপর ও আমি ফোনের ফ্ল্যাশলাইট অন করে রাখি।এবার ওদের জিজ্ঞেস করেন কেনো ওরা এই মিথ্যে বলেছে তা না হলে দাদা আমার চাইতে খারাপ কেউ হবে না।সবকটাকে আমি জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো।"ধ্রুবর তীব্র রাগ দেখে ভয়ে সবাই সত্যি কথা বলে দিলো। আদনানের কথামতো ওরা ছাদের রুমের ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে দিয়েছে। আদনান তাদের

বলেছে এই বাগানে লুকিয়ে থাকতে, তারপর এই রুমের লাইট অফ হয়ে যেতেই যেনো দরজা বন্ধ করে দিয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়।তাহলে বিদেশ থেকে আনা বোতল ওদের দিবে।মেইন কালপ্রিট আদনান জানতে পেরে সবাই হতবাক হয়ে গেলো।

হাসনা বেগম কেঁদে ফেললেন শুনে।তেমনি হতভম্ব হলেন আদিবা বেগম। তার ছেলে এতটা নিচে নেমে গেছে ভাবতেই তার অবাক লাগছে।নিজের আপন চাচাতো ভাই বোনের সম্পর্কে এরকম মিথ্যা অপবাদ দিলো সে!

এভাবে ফেঁসে যাবে আদনান নিজেও ভাবতে পারে নি। বিশেষ করে শাপলার জায়গায় শালুককে দেখে আদনান সবচেয়ে বেশি শক পেয়েছে।ধ্রুব কারো সাথে কোনো কথা বললো না।শালুকের সামনে গিয়ে বললো, "আজ থেকে তুই আমার স্ত্রী শালুক,তোর সব দায়িত্ব আজ থেকে আমার।আমি চাচ্ছি না আর এক মুহুর্ত এখানে থাকতে।তুই কি যাবি আমার সাথে এখান থেকে? এখানে থাকলে তুই ভালো থাকবি না শালুক।"রাগে,অভিমানে,যন্ত্রণায় শালুকের বুক ভারী

হয়ে গেলো। নিচের দিকে তাকিয়ে বললো, “যাবো আমি তোমার সাথে। ”

কেউ আটকাতে পারলো না আর,শালুকের হাত ধরে এক কাপড়ে বের হয়ে গেলো ধ্রুব।

পিছনে রেখে গেলো এক বুক যন্ত্রণা, অভিমান।আজ আফিফার বিয়ে। বিয়ে বাড়ির সকল আনন্দ চাপা পড়ে আছে সবার মন খারাপের আড়ালে।

সবাই কেমন রোবটের ন্যায় চলছে।

হাসি মুখে বেদনার চাপ।বুকে লুকায়িত গোপন ব্যথা।

আকাশে মেঘের আনাগোনা, যেনো আকাশের ও মন খারাপ। আদনান সকাল থেকে নিজের রুমে বসে আছে দরজা আটকে।

কি করেছে সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।সে তো শালুককে হারাতে চায় নি।বরং আজীবনের জন্য শালুককেই চেয়েছে। কিন্তু কি হয়ে গেলো এটা!

শাপলা কাঁদছে ভীষণ। ছোট বোনটাকে এতো তাড়াতাড়ি হারিয়ে ফেলবে সে কখনো ভাবে নি। আশা কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না আদনান কেনো এমন করছে।তার সব কিছু বিরক্ত লাগছে।

আজ যদি শালুকের বদলে শাপলা যেতো ওই ঘরে তাহলে কি হতো?

ধ্রুবর তখন কি করার থাকতো?সে কি শাপলাকে বিয়ে করতো?তাহলে তার ভালোবাসার কি হতো? যাকে ছোটবেলা থেকে ভালোবেসে এসেছে তাকে কিভাবে ভুলে যেতো?উত্তর পায় না আশা।

খুব সাদামাটাভাবে আফিফার বিয়ে হলো। বিয়েতে কোনো সানাই বাজে নি,কেউ কান্না করে নি।আফিফা বিয়েতে একটুও কাঁদে নি।পুরোটা সময় রোবটের মতো ছিলো অনুষ্ঠানে।

আদনান বের হলো আফিফার বিদায়ের সময়। আফিফা সবার থেকে বিদায় নিলো কিন্তু আদনানের সামনে ও গেলো না। ফিরে ও তাকালো না আদনানের দিকে।আফিফা চলে যাবার পর সবাই আদনানকে নিয়ে বসলো। হাসনা বেগম নিরবে কেঁদে চলেছেন।ছেলেটার তো এমনিতেই কপাল পোড়া এখন সেই সাথে জুটেছে নিজের মেয়ের কপাল।

শালুক যে বড় অবুঝ, সে কিভাবে সংসার করবে?

ধ্রুব কোথায় আছে এখন?কয়েকবার কল দিয়েছেন কিন্তু ফোন বন্ধ ছিলো ধ্রুবর।

আদনান উসখুস করছে কেমন। নিজের জালে নিজেই ফেঁসে গেছে। সবার সামনে খারাপ হয়েছে।সবার কাছে খারাপ হলেও আদনানের এতো কষ্ট হতো না যতোটা কষ্ট হচ্ছে শালুককে হারানোর জন্য।বুকের ভেতর কেমন হাহাকার করছে শালুকের জন্য তা কাকে বুঝাবে আদনান?

আদিবা বেগম সবচেয়ে ক্ষিপ্ত হলেন ছেলের উপর। আদনানের শার্টের কলার চেপে ধরে বললেন, "কেনো এমন করলি তুই?

আমার ছোট মেয়েটাকে কেনো এভাবে তাড়ালি তুই? যার চঞ্চলতায়,হাসিতে মুখরিত হতো আমাদের পুরো বাড়ি সেই মেয়েটা আজ কই?আজীবন যেই ছেলেটা কষ্ট পেয়ে এসেছে, সেই ছেলেটা একেবারে আজ বাড়ি ছেড়েছে।কেনো তুই এমন করলি?

আদনান মাথা নিচু করে বসে রইলো। কি জবাব দিবে সে?কিভাবে বলবে কেনো এমন করেছে সে?

নুরুল ইসলাম সাহেব গম্ভীরমুখে বললেন, " তোর সমস্যা কি আদনান ক্লিয়ার করে বল?"

আদনান কিছু বলতে পারলো না। বুকের ভেতর দুরুদুরু করে কাঁপছে তার।জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে তার বুকটা।

আদিবা বেগম স্থির থাকতে পারলেন না।সপাটে দুই থাপ্পড় বসালেন ছেলের গালে।তারপর হিংস্র বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন আদনানের উপর।অপ্রকৃতস্থর মতো চিৎকার করে বলতে লাগলেন,"আজ আমার মেয়ের বিয়েটা তোর কারণে এরকম নিরানন্দভাবে হয়েছে। আমার বাড়ির হাসির উৎস হারিয়ে গেছে। ঘরছাড়া ছেলেটা ঘরে ফিরে এসেছিলো, তোর জন্য একেবারে হারিয়ে গেলো। খু/ন করে ফেলবো তোকে আমি।তোর মতো ছেলের আমার দরকার নেই।

সব শেষ করে দিলি তুই।সব শেষ হয়ে গেলো তোর জন্য। "

ফরিদা টেনে আদিবা বেগমকে সরিয়ে আনলেন আদনানের উপর থেকে।

সবার সব কথা আদনান মাথা নিচু করে শুনে গেলো। তবুও স্বস্তি পেলো আশা সামনে না থাকায়। আশা,শাপলা,দিবা আফিফার সাথে গিয়েছে আফিফার শ্বশুর বাড়িতে।ধ্রুব শালুককে নিয়ে ঢাকায় চলে

গেলো। শালুকের এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না তার বিয়ে হয়েছে ধ্রুব ভাইয়ের সাথে। ধ্রুব ভাইয়ের হাত ধরে সে বাড়ি ছেড়ে এসেছে।

কেনো এরকম হলো তার সাথে? সে তো ধ্রুব ভাইয়ের জন্য খাবার নিয়ে গিয়েছিলো,তবে কেনো ওরা এভাবে খারাপ কথা রটালো?ধ্রুব ভাই কেমন মানুষ তা অন্তত সবাই জানে বাড়ির।তবে কেনো কেউ প্রতিবাদ করলো না?ধ্রুব ভাইয়ের জীবনটা কেনো এভাবে নষ্ট করে দিলো তারা?ধ্রুব ভাইয়ের কেশবতীর কি হবে তাহলে? শালুকের কান্না এলো ভীষণ।

আহারে ধ্রুব ভাই! আজীবন শুধু সব হারিয়ে এলো। এবার শেষ পর্যন্ত বুঝি ধ্রুবর কেশবতীকে ও হারাতে হলো তার জন্য।

ধ্রুব শালুকের হাত শক্ত করে মুঠোয় পুরে বললো, “শালুক!”

শালুক চমকে উঠলো। তারপর জবাব দিলো ধ্রুবর ডাকের।

ধ্রুব জিজ্ঞেস করলো, “ভয় লাগছে তোর?”শালুক কেঁদে উঠলো। তার কেমন বুক ধড়ফড় করছে।ধ্রুব

শালুকের চোখের পানি মুছে দিয়ে বললো, “আমাকে তুই চিনিস না শালুক?মনে কর আমি তোর বন্ধু। আমাকে স্বামী ভেবে ভয় পেতে হবে না।বন্ধুর মতো থাকবি।আজ থেকে তোর সব দায়িত্ব আমার। আমি ছাড়া এই পৃথিবীতে তোর সবাই থাকলেও,তুই ছাড়া আমার আর কেউ নাই শালুক।আমাকে ভয় পেয়ে তুই দূরে চলে যাস না কখনো।আজ থেকে আমার বেঁচে থাকার একমাত্র কারণ তুই শালুক। ”

শালুক কেঁদে উঠে বললো,”তোমার সেই কেশবতীর কি হবে? কেনো আমাকে বিয়ে করলে?কি হতো এমন বিয়ে না করলে?তোমার ভালোবাসা তো অপূর্ণ রয়ে গেলো।”ধ্রুব হাসলো। তারপর বললো, “আমার ভালোবাসা হারায় নি শালুক।আমার ভালোবাসা তো আমার কাছেই আছে।”

শালুক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, “কিভাবে?”

ধ্রুব হাসলো। কিছু বললো না।

ঢাকায় এসে ধ্রুব শালুককে নিয়ে তার একটা ক্লাসমেটকে কল দিলো। ১৫ মিনিট পর একটা মেয়ে এলো শালুকদের কাছে।এসে শালুককে জড়িয়ে ধরে

বললো, “তুমি শালুক না?কতো শুনেছি তোমার গল্প আমি।”

শালুক বুঝতে পারলো না কিছু।ধ্রুব শালুকের হাত ধরে বললো,”শালুক,তুমি রিমার সাথে যাও ওর বাসায়।আমি একটা বাসা ঠিক করেই তোমাকে নিয়ে যাবো।”শালুকের ভীষণ ভয় করলো। এই অচেনা শহরে, অচেনা একটা মেয়ের সাথে থাকার জন্য ধ্রুব শালুককে রেখে যাচ্ছে! এই মেয়ে কে?একে তো শালুক চেনে না।ধ্রুব ভাই যদি আর না আসে?

শালুক ধ্রুবর হাত চেপে ধরে রাখলো। কেঁদে উঠলো শালুক ধ্রুবকে ধরে। তারপর বললো, “আমি কোথাও যাবো না ধ্রুব ভাই। আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না।আমার ভীষণ ভয় করে। ”

শালুকের হাউমাউ করে কান্না দেখে ধ্রুবর ভীষণ মন খারাপ হলো। কি করবে সে এখন?

শালুককে সে কোথায় রাখবে?সে নিজেই তো থাকতো হলে।এখন তো তার নিজের ও থাকার জায়গা নেই। ধ্রুব ভেবেছে রাতটা কোনো মসজিদের সামনে শুয়েই কাটিয়ে দিবে।শালুকের কান্না থামে না দেখে ধ্রুব বুকে চেপে ধরলো। তারপর কোমলস্বরে বললো,

“ভয় পাচ্ছিস?আমি আছি না শালুক?আমি থাকতে আমার বউয়ের কিচ্ছু হবে না।নিশ্চিন্তে থাক তুই।”

রিমা শালুককে নিয়ে গেলো তাদের বাসায়।চার বান্ধবী মিলে একটা ফ্ল্যাটে থাকে তারা। নিপা,সুমি,লিমা,ফ্ল্যাটের সবাই একই ভার্সিটিতে পড়ে। শালুক ভয়ে ভয়ে বসে রইলো এক পাশে বিছানার।

রিমা ডাইনিং রুমে বিছানা করে নিলো নিজের জন্য। নিজের বিছানায় শালুককে ঘুমাতে দিলো নিজের রুমমেট নিপার সাথে।রাত ১২ টা বাজে।ধ্রুব দাঁড়িয়ে আছে রিমাদের ফ্ল্যাটের উল্টোপাশে রাস্তার উপর।

ধ্রুব শালুককে রিমার সাথে পাঠিয়ে ও নিশ্চিন্তে থাকতে পারলো না।মন আনচান করছে তার কেমন শালুকের জন্য।

শালুক নিজেও ঘুমাতে পারছে না।ভয় লাগছে তার কেমন। এখানে কাউকে সে চিনে না সে।কিভাবে থাকবে সে এখানে তাহলে?

ভয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালো সে।এসে দেখে ধ্রুব রাস্তার পাশে আছে।

শালুকের হঠাৎ করেই কান্না পেলো। জীবন কেমন করে বদলে গেলো একটা ঘটনায়।

দায়িত্ব কি একেই বলে!

যেই দায়িত্বের জন্য ধ্রুব এই রাতে এসে এখানে দাঁড়িয়ে আছে।রাতে আশার মা রাদিবা কল দিলো আদনানের মা'কে। তারা আগামী বুধবার দেশে আসছে।আশার বিয়ে দিয়ে দ্রুতই মেয়ে এবং জামাইকে নিয়ে আমেরিকায় চলে যেতে চায় তারা। আশার বাবা মেয়েকে ছাড়া থাকতে পারছে না।

আদিবা বেগম শুনলেন।অন্যসময় হলে যেমন উৎফুল্ল হতেন আজ আর সেটা হলেন না।বুকের ভেতর ভারী হয়ে আছে তার।

ছেলেকে উচ্চশিক্ষিত হয়তো বানাতে পেরেছেন কিন্তু মানুষ বানাতে পারেন নি তিনি।তার ছেলেটা মানুষ হয় নি।আজ এতো দিন পরে তিনি উপলব্ধি করলেন একটা স্বার্থপর, নিচ মনের ছেলের মা তিনি।

কাকে নিয়ে মিথ্যে অহংকার করতেন এতোদিন!

সকালে উঠে নয়নার হাত ধরে বললেন, "আমার আফিফা যখন জহিরকে ভালোবাসে বলে জানালো,ভেতরে ভেতরে চুরমার হয়ে গেলো মেয়েটা সেদিন আমি উপলব্ধি করেছিলাম আমি তোর সাথে অন্যায় করেছি।

আর আজ কি মনে হচ্ছে জানিস,আজ মনে হচ্ছে তোর সবচেয়ে বড় উপকার করেছি আমি।অন্তত এরকম নোংরা মানসিকতার একটা ছেলে তোর জীবন সঙ্গী হয় নি।

নয়না মামীকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো। কেউ বুঝতে পারছে না এখনো কেনো আদনান এরকম করলো। কি লাভ হলো তার এতে করে!একটা হাসিখুশি পরিবারের শান্তি একটা ঘটনার জন্য বিলীন হয়ে গেলো। একটা ছন্নছাড়া ছেলে আবারও সব কিছু হারিয়ে ফেললো। একটা ফুলের মতো মেয়ের জীবনে অনিশ্চয়তা নেমে এলো।

কোথায় আছে তারা,কেমন আছে,কেউ জানে না।

ধ্রুবর রাত কাটলো রাস্তার পাশে বসে বসে। আর শালুকের রাত কাটলো অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ধ্রুবকে পাহারা দিয়ে।

সকাল হতেই ধ্রুব চলে গেলো। প্রথমে একটা ছোট বাসা নিতে হবে আর তারপর একটা ছোট চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে।এতো দিন টিউশনি করে নিজের একার খরচ খুব ভালো করে চলতো,উপরন্তু আরো থাকতো ব্যাংকে।

কিন্তু এখন শালুক আছে।যতোবারই ধ্রুব ভাবে তার বোকা ফুল আজ থেকে তার হয়ে গেছে আজীবনের জন্য,চাইলেই সে ফুলটাকে দেখতে পারবে,আলতো করে ছুঁয়ে দিতে পারবে।

একটা ছোট বাসায় দুজন ছোট একটা সংসার সাজাবে।ঘরের বাহিরে থাকা ছেলেটা কারো টানে সময়মত ঘরে ফিরে যাবে,ভাবলেই ধ্রুবর ভীষণ আনন্দ লাগে।

কখনো কি ভেবেছে এরকম সিনেম্যাটিকভাবে সে তার ভালোবাসার মানুষকে পেয়ে যাবে?

ভাবে নি কখনো। ভেবেছে কতো কাঠখড় পোড়াতে হবে কে জানে।আল্লাহ হয়তো জুটি বেঁধে রেখেছিলো তার ভালোবাসার মানুষের সাথে,তাই এভাবে পেয়ে গেছে।

সারাদিন রোদে ঘুরে ঘুরে ধ্রুব বাসা খুঁজতে লাগলো। আর রিমার বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে শালুকের দুই চোখ খুঁজতে লাগলো ধ্রুবকে।

সবার কথা মনে পড়ছে শালুকের।মা,বাবা,বড় চাচা,বড় চাচী,মেজো চাচী,নিজের ভাই বোন,চাচাতো ভাই বোন সবাইকে মনে পড়ছে।আর বুঝি কোনো

দিন স্কুল যাবার সময় দাদার থেকে টাকা নেওয়া হবে না।

দাদীর পানের বাটি থেকে জর্দা দেওয়া পান খেয়ে অসুস্থ হয়ে যাবে না।

বড় চাচী,মেজো চাচী কেউ চুলে তেল দেওয়ার জন্য সারা বাড়ি পিছু পিছু ছুটবে না।শাপলার ব্যাগ থেকে টাকা চু/রি করা হবে না।শান্তর জন্য স্কুল থেকে ফেরার সময় চকলেট নিয়ে আসা হবে না।

মায়ের হাতের মাইর খেতে হবে না।বাবা,চাচাদের গলা ধরে আদুরে ভঙ্গিতে কোনো আবদার করা হবে না।

বুকের ভেতর কেমন জ্বলেপুড়ে যেতে লাগলো শালুকের।

কিভাবে থাকবে শালুক?কেমন করে বাঁচবে?

ধ্রুবর সাথে তো চলে এসেছে রাগ করে, বাড়িতে থাকলে আদনানকে দেখলে রাগ উঠবে বলে চলে এসেছে। ফেলে এসেছে নিজের সবকিছু, সব আপন মানুষ।এই অচেনা শহরে,অচেনা মানুষের সাথে ভীতু শালুক কিভাবে থাকবে?

ধ্রুব কল দিলো দুপুর দেড়টার দিকে। রিমা এনে ফোন দিয়ে যেতেই ধ্রুব জিজ্ঞেস করলো, "খেতে যাস নি কেনো তুই?এক্ষুনি গিয়ে খেয়ে আয়।ভয় পাচ্ছিস কেনো?তোর মনে আছে,ছোট বেলায় কিছু হলেই তুই আমার কাছে ছুটে আসতি।আজ ও তো আমি আছি তোর পাশে।আমি তোর জীবন সঙ্গী শালুক।আমাকে ভরসা কর।জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আছি তোর সাথে। "দিগন্ত জুড়ে মেঘ জমেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ভীষণ। এই বুঝি বর্ষণ শুরু হবে।

শীতল হাওয়া ছেড়েছে প্রকৃতি।

শালুকের মনটা উদাস হয়ে গেলো। দুপুরে নামমাত্র কিছুটা খেয়েছে সে।আজ তো আফিফার বৌভাত হবে।সবাই নিশ্চয় গিয়েছে। খুব আনন্দ করছে নিশ্চয় সবাই মিলে।নিজের অদৃষ্টকে নিজেই জিজ্ঞেস করলো, "কি দোষ ছিলো আমার? আমার আনন্দময় জীবনে কেনো এভাবে নেমে এলো অন্ধকার? যে জীবন ছিলো বসন্তের উৎসব সেই জীবনে কেনো আজ শীতের রিক্ততা? "

রিমা এনে তার ফোন দিয়ে গেলো শালুককে।শালুক হ্যাঁ বলতেই ধ্রুব বললো, "এদিকে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে

শালুক।ওদিকে ও হয়তো বৃষ্টি নামবে যেকোনো মুহূর্তে। তুই খবরদার বারান্দায় এসে দাঁড়াবি না কিছুতেই।বৃষ্টির পানি যাতে কিছুতেই না লাগে তোর গায়ে।সাবধানে থাকবি শালুক।কোনো চিন্তা করবি না।আমি আছি তো।”

শালুককে উত্তর দিতে না দিয়ে কল কেটে দিলো ধ্রুব। শালুক একটা নিশ্বাস ফেলে বারান্দার দরজা বন্ধ করে দিলো। গুড়িগুড়ি বৃষ্টি নেমেছে।রিমা ফোন নিতে এসে জিজ্ঞেস করলো, “লেবু মাখা খাবে শালুক?”

শালুক মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানালো।রিমা শালুকের হাত ধরে বললো, “কি হয়েছে তোমাদের শালুক?এভাবে ভেঙে পড়েছ কেনো?এতো তাড়াতাড়ি বিয়ে করে নিলে কেনো?ধ্রুব দেখলাম আমাকে টেক্সট দিয়ে বললো শালুককে বিয়ে করে নিয়ে এসেছি, তোর বাসায় এক-দুই রাত থাকবে।এরপর এতো জানতে চাইলাম কিছুই বললো না কি হয়েছে। ”

শালুক একবার ভাবলো বলে দিবে কিভাবে কি হয়েছে। পরমুহূর্তে মত পাল্টালো।যেখানে ধ্রুব কিছু বলে নি সেখানে শালুক বলে দেওয়া ধ্রুবর অপমান।

তাই আস্তে করে জবাব দিলো, “কিভাবে কি হলো আমি নিজেও কিছু বুঝতে পারছি না আপু।আপনি ধ্রুব ভাইয়ের থেকে জেনে নিয়েন।”রিমা হেসে বললো, “এখন তো হাজব্যান্ড হয়ে গেছে শালুক,এখন আর ভাই বলছ কেনো?শুধু ধ্রুব বলো।”

শালুক আঁতকে উঠলো সে ধ্রুব ভাইকে শুধু নাম ধরে বলবে!মরেই যাবে তাহলে। এটাও কি সম্ভব কখনো!

রিমা হেসে ফেললো শালুকের লজ্জা দেখে।তারপর বললো, “আচ্ছা থাক,লজ্জা পেতে হবে না।তোমাদের টোনাটুনির ব্যাপার সেটা। নিজেদের সংসার হলে তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।”

রিমা চলে যেতেই শালুক ভাবতে লাগলো। নিজেদের সংসার! কাকে নিয়ে সংসার করবে শালুক!

সে তো সংসার বলতে জানে মা বাবা ভাই বোন,চাচা,চাচী,দাদা,দাদী,ফুফু সবাই মিলে একসাথে এক বাড়িতে থাকা।

সংসার মানে সকালে সবাই মিলে চায়ের আড্ডা,সন্ধ্যা বেলায় ছোট চাচীর হাতের ঝালমুড়ি, মায়ের হাতের নুডলস, বড় চাচীর হাতের পাকোড়া ভাজা।সংসার

মানে দুপুরে ঝেতে বসলে মুরগির রান না পেলে কেঁদেকেটে সব একাকার করে ফেলা।

বড় চাচার হুমকি-ধমকি শুরু হয়ে যাওয়া। মুরগির রান দুই পিস একসাথে শালুককে দিতে হবে বলে আদেশ জারি করা।

পুকুরে সবাই মিলে দাপাদাপি করে গোসল করা। সংসার মানেই তো যৌথ পরিবারে সবাই মিলে থাকা। দুজন মিলে কি সংসার হয় না-কি?বৃষ্টিতে ভিজে ধ্রুব বাসা খুঁজতে লাগলো। কিছুতেই পছন্দসই বাসা পাচ্ছে না।আবার বাসা পছন্দ হলে সেখানে ভাড়া বেশি। ধ্রুবর ব্যাংকে মোটামুটি ৫০ হাজারের উপরে টাকা আছে।

সকাল থেকে ঘুরতে ঘুরতে ধ্রুব বাসা পেলো আসরের নামাজের পর।

রোডের সাথেই ছোট একটা বাসা,তিনতলা পর্যন্ত। বাড়ির বাহিরের দিকে থেকেই দেখে বুঝা যায় এই বাসার ভেতরটা তেমন সুবিধাজনক নয়।বাহিরের দেয়ালে শ্যাওলা ধরা,বাড়ির নীল রঙ উঠে জায়গায় জায়গায় সাদা সিমেন্ট দেখা যাচ্ছে।বাসার সামনে একটা বাগানবিলাস গাছ আছে সাথে একটা কামিনী

গাছ।অন্যপাশে দুটো নারিকেল গাছ। ধ্রুব আল্লাহ আল্লাহ করে ভেতরে গেলো। বাহির থেকে যেমন দেখাচ্ছে ভেতরটা তেমন নয়।ভেতরে রঙ ঠিক আছে যদিও দেয়াল খুব মসৃণভাবে ঘষে নি রঙ করার সময়। অফ হোয়াইট কালার রঙ দেওয়া দেয়ালে।এক তলায় দুটো করে ফ্ল্যাট। এক ফ্ল্যাটে দুটো বেডরুম, দুটো ওয়াশরুম একটা কমন আর একটা এটাচড মাস্টার বেড রুমের সাথে।

একটা ডাইনিং আর একটা কিচেন। স্বস্তির ব্যাপার হলো দুই রুমেই বারান্দা আছে।

উপরের তলায় ও ভাড়াটিয়া আছে,নিচের তলায় ও আছে,শুধু এই দ্বিতীয় তলায় এই ফ্ল্যাট খালি গত মাসে ভাড়াটিয়া চলে যাওয়ায়।তাছাড়া উপরের তলার ভাড়া ১২ হাজার,দুই তলার ভাড়া হচ্ছে ১৫ হাজার টাকা। এজন্য উপরের তলার ওরা নিচের তলায় আসে নি।ধ্রুবর পছন্দ হলো বাসা।শালুককে কল দিলো আবারও ধ্রুব।শালুক রিসিভ করতেই জিজ্ঞেস করলো, “শোন,একটা বাসা পেয়েছি বুঝলি।একটু ছোট রুম,দুই বেডরুম,একটা ডাইনিং ড্রয়িং, একটা কিচেন,দুইটা ওয়াশরুম,দুইটা বারান্দা। গ্যাস,পানি

বিদ্যুৎ সব আছে।যদিও বিদ্যুৎ বিল আমাদের। ১৫ হাজার টাকা ভাড়া।
এখন তুই কি বলিস,নিবো?
সারাদিন অনেক তো খুঁজলাম।কিন্তু এরকম পেলাম না।বড় বাসা নিতে হলে ভাড়া আরো বেশি, আবারও খুব ছোট দুই রুমের বাসাও নিতে ইচ্ছে করছে না।"শালুক অবাক হলো ধ্রুবর কথা শুনে।তারপর সেই অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলো, "আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেনো তুমি?আমার অনুমতির কি আছে?তোমার যেটা ভালো মনে হয় তাই করো।"
ধ্রুব বিরক্ত হয়ে বললো, "বাসা কি আমার জন্য নিচ্ছি?আমার একার সংসার হবে এখানে?বাসা তো তোর জন্য,দিন শেষে এই সংসার তোর,তুই ঘরের কর্ত্রী হবি।তোকে জিজ্ঞেস করবো না আমি?তোর পছন্দ না হলে আমি আরো হাজারটা খুঁজবো বাসা। ছোট বাসা শুনে রাগ করেছিস না?আমি রিমার মেসেঞ্জারে ছবি পাঠাচ্ছি বাসার তুই দেখ আগে।"
ধ্রুব কল কেটে দিলো। শালুক কিছুই বুঝতে পারলো না মাথামুণ্ডু। এসব ব্যাপারে শালুককে জিজ্ঞেস করার কি আছে তাই ভেবে পাচ্ছে না শালুক।ধ্রুব ছবি

পাঠাতেই শালুক দেখতে লাগলো। কিন্তু তার মাথায় ঢুকলো না এখানে ভালো খারাপের কি আছে?এসব ব্যাপার সে কিভাবে বুঝবে?

ধ্রুব এবার ভিডিও কল দিলো। শালুক ভিডিও কল দেখে কল কেটে দিলো। ভিডিও কলে কথা বলতে লজ্জা লাগবে তার এখন ধ্রুবর সাথে।

ধ্রুব অডিও কল দিলো আবার। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "পছন্দ হয়েছে? "

শালুক বললো, "হ্যাঁ হয়েছে পছন্দ।"ধ্রুব মুচকি হেসে বললো, "মন খারাপ করিস না শালুক।আমি তোকে আরো বড় বাসায় রাখবো ইনশাআল্লাহ। আমাদের এই দুরবস্থা থাকবে না শালুক।সব ঠিক হয়ে যাবে দেখিস।একদিন তোকে আমি একটা ডুপ্লেক্স বাড়ি করে দিবো।আমাদের সংসার জীবনের শুরুটা একটু কষ্টের হবে হয়তো, আমি প্রমিস করছি শালুক তোর সেই কষ্ট আমি আমার ভালোবাসা দিয়ে দূর করে দিবো।"শালুক ভীষণ লজ্জা পেলো এই কথা শুনে। ধ্রুব ভাই এভাবে কথা বলছে কেনো?শালুকের কান লাল হয়ে যাচ্ছে লজ্জায়।কেমন একটা অদ্ভুত শিহরণ

জেগেছে শরীরে। দেহের প্রতিটি লোমকূপ পর্যন্ত শিহরিত হলো।

ধ্রুব জিজ্ঞেস করলো, "আজ রাতটা রিমার সাথে থাক,সকালে বাসায় নিয়ে আসবো তোকে।"

শালুক রাজি হলো না কিছুতেই এখানে থাকতে। ভেজা গলায় বললো, "আমি এখানে থাকবো না ধ্রুব ভাই,আমি এখানে থাকলে তুমি এই বাসার সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে সারারাত মশার কামড় খাবে আর মশা মারবে।আমার তা সহ্য হবে না।ঢাকা শহরের মশারা মনে হয় খাবার পায় না বহু বছর ধরে। কাল সারারাত তোমার দুই হাত থামে নি এক মুহূর্তের জন্য।"

ধ্রুব অবাক হয়ে বললো, "তুই সারারাত জেগে ছিলি কেনো শালুক?আমার তো এসবে অভ্যাস আছে।তোর তো নেই।তুই কেনো জেগে ছিলি!"শালুক উত্তর দিলো,"যেই কারণে আমাকে এখানে রেখে তুমি অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে পারো নি,পাহারা দিতে চলে এসেছ তেমনি আমিও পারি নি তোমাকে রাস্তার পাশে এভাবে বসে থাকতে দিতে একা।তোমাকে পাহারা দিয়েছি আমিও।"

ধ্রুব ইমোশনাল হয়ে গেলো শুনে।তবে অতি দ্রুত নিজেকে সামলে বললো, “আমি আসছি তোকে নিয়ে আসতে।এটাই প্রথম আর এটাই শেষ রাত শালুক। এরপর থেকে আর তোকে একটা রাত ও আমি একা থাকতে দিবো না।”

ধ্রুব এলো মাগরিবের সময়। মিষ্টি নিয়ে এলো রিমাদের জন্য।বাসার নিচে দাঁড়িয়ে থেকে রিমাকে কল দিলো শালুককে নিয়ে নিচে যাওয়ার জন্য।

রিমার হাতে মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে বললো,”আসি রিমা।অনেক উপকার করেছিস।সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো আমি তোর কাছে। ”রিমা হেসে বললো, “তোর বউয়ের জন্য তো কিছুই করতে পারলাম না। ভালো থাকিস দুজনে।”

একটা রিকশা ডেকে শালুককে নিয়ে উঠে গেলো রিকশায়।প্রথমে গেলো শালুকের জন্য জামা কাপড় কিনতে।তিনটি জামা,এক জোড়া জুতা, তেল,সাবান,শ্যাম্পু নিলো।নিজের জন্য দুটো লুঙ্গি আর দুটো টিশার্ট,একটা তোয়ালে একটা গামছা নিলো,এক প্যাকেট কয়েল,দেশলাই,দুটো লাইট নিলো বাসার

জন্য।হোটেল থেকে রাতের খাবার নিয়ে নতুন বাসায় গেলো।

জামাকাপড় দেখে শালুকের মনে হলো আজ সারাদিন সে গোসল করে নি।সারা শরীর ঘামে চটচটে হয়ে আছে।বাথরুমে ঢুকে শালুক গোসল করে এলো। শালুকের পর ধ্রুব গোসল করতে গেলো।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আনমনা শালুক ভাবতে লাগলো জীবন নিয়ে।

এক জীবন এভাবে রঙ বদলাবে তা কি কখনো জানতো শালুক!আদনান বৌভাতে গেলো না। বাসায় রয়ে গেলো। কেউ তাকে যাবার জন্য সাধলো না। একা বাড়িতে আদনান রয়ে গেলো। নিরব নিস্তব্ধ বাড়িটিকে আদনানের কাছে পোড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছে,যেনো এই বাড়ির প্রাণ শালুক ছিলো।

বুকের ভেতর কেমন হাহাকার করতে লাগলো। রাতে আশা কল দিয়ে আদনানকে জানিয়েছে তাদের বিয়ের কথা। আশার কাছে বিয়ের কথা জানার পর থেকে আদনানের বুকের ভেতর অস্থিরতা আরো বেড়ে যাচ্ছে। কি হতো বিয়েটা আরো কিছুদিন আগে হয়ে গেলে।তাহলে তো শালুককে হারাতে হতো না।

বউ নিয়ে সবাই ফিরলো সন্ধ্যা বেলায়। আফিফা আদনানের সামনে দিয়ে চলে গেলো একটা বার আদনানের দিকে ফিরে তাকালো না।আদনানের মনে হচ্ছে নিজেকে জড় পদার্থ একটা। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত আদনানের দিকে কেউ ফিরে ও তাকাচ্ছে না।বিশেষ করে শালুকের মা হাসনা আদনানের ছায়া ও মাড়ায় না।

আদনানের বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো।

দাদীর কাছে গিয়ে আদনান বসলো। সিতারা বেগম নাতির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,"কি কাজ করলি ভাই,সবার মনে কষ্ট দিলি।ধ্রুব তো তোর ভাই,শালুক তোর বোন।ওগো বদনাম কইরা কি সুখ পাইলি তুই?"

আদনান জবাব দিতে পারলো না। দাদীর পা চেপে ধরে বললো, "আমি যা চেয়েছি তা হয় নি দাদী। আমার বুকের ভেতর জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে। কষ্ট আমার ও কম হচ্ছে না দাদী।"

সিতারা বেগম বললেন, "কি চাইছিলি তুই?"আদনান মাথা নিচু করে বললো, "তা বলা যাবে না দাদী।এই

দুনিয়ায় কেউ জানে না তা,আমি নিজেই হেরে গেছি দিনশেষে। ধ্রুব তো জিতে গেছে দাদী,সবাই ওকে ভালোবাসে।পোড়া কপাল তো আমার। ”

সিতারা বেগম আদনানের কথার মানে বুঝতে পারলেন না।রাতে ঘুমাতে গিয়ে শালুক বিপাকে পড়ে গেলো। বালিশ নেই,বিছানা নেই,তোশক নেই।কিভাবে ঘুমাবে এখানে?শালুকের বালিশ তিনটা লাগে।দুটো মাথার নিচে আর একটা কোলবালিশ।ধ্রুব কোমল গলায় বললো, “আজকের রাতটা একটু কষ্ট কর শালুক,আগামীকাল সব পেয়ে যাবি।আগামীকাল গিয়েই খাট,তোশক,বালিশ সব নিয়ে আসবো।”

জামা কাপড়ের ব্যাগে মাথা দিয়ে শালুক শুয়ে পড়লো। ফ্যান না আনায় ভ্যাপসা গরমে শালুকের ঘুম এলো না।গ্রামে নিজেদের বাড়িতে আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে ঘুমানো মেয়েটাকে এভাবে কোনোদিন ফ্লোরে শুয়ে ঘুমাতে হবে তা কি ভেবেছে কেউ কখনো?ধ্রুবর ভীষণ খারাপ লাগলো। আরাম,আয়েসে,বিলাসিতায় যেই মেয়ে থেকেছে তাকে এভাবে রাখতে ধ্রুবর বুকের ভেতর জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে করছে শালুককে নিজের বুকের উপর নিয়ে

শুয়ে থাকতে যাতে শক্ত ফ্লোরে শালুকের কষ্ট না হয়। কিন্তু চাইলেও তা সম্ভব না।শালুক ছটফট করছে গরমে।ধ্রুব উঠে বসলো, তারপর শালুকের জন্য আনা জামার ক্যাটালগের কাগজ তিনটা বের করে শালুককে বাতাস করতে লাগলো।কিছুক্ষণ গড়াগড়ি করার পর শালুক ঘুমিয়ে গেলো। আজকের রাত ও ধ্রুবর কাটলো নির্ঘুমভাবে।

শালুকের মুখের দিকে তাকিয়ে ধ্রুব ভাবতে লাগলো একটা চাকরি জোগাড় করতে হবে,আগামীকাল থেকে চাকরি খুঁজতে হবে।শালুককে বই খাতা সব কিনে দিতে হবে।শালুকের পড়াশোনা করাতে হবে।

মাথায় এতো চাপ থাকার পরেও ধ্রুবর ভালো লাগছে এই ভেবে যে শালুক তার কাছে আছে।আজীবনের জন্য শালুক শুধু তার হয়ে গেছে।শালুককে ভালো রাখার জন্য দরকার হলে কলুর বলদের মতো পরিশ্রম করবে ধ্রুব,তবুও ভালোবাসা ভালো থাকুক।

শেষ রাতের দিকে বৃষ্টি নামলো ঝমঝমিয়ে। শীতল বাতাস বইতে লাগলো। ধ্রুব শালুকের মাথাটা নিজের বুকের উপর টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লো। এক হাতে তবুও শালুককে বাতাস করতে লাগলো।

এভাবেই ঘুমিয়ে গেলো ধ্রুব ফজরের নামাজের কিছুক্ষণ আগে।ভালোবাসার মানুষকে পাশে নিয়ে মানসিক শান্তিতে রাত কাটলো ধ্রুবর।আজান হতেই ধ্রুবর চোখ খুলে গেলো আপনাতেই।ঘন্টাখানেক ঘুমিয়েছে সে।বাহিরে এখনো অন্ধকার।পাখিদের ডাক শোনা যাচ্ছে।শালুক ধ্রুবকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে। ধ্রুবর ডান হাতের উপর মাথা রেখে এক পা ধ্রুবর গায়ের উপর তুলে দিয়ে ঘুমাচ্ছে শালুক।একটা হাত ধ্রুবর গলা পেঁচিয়ে ধরে আছে।
শালুকের হাত নিয়ে হাতের উল্টো পিঠে ধ্রুব আলতো করে একটা চুমু খেলো। তারপর কি মনে করে নিজের ফোনটা নিয়ে একটা ছবি তুললো।ঘুমন্ত শালুকের গালে দুটো ব্রণ লাল হয়ে আছে,কি যে ভীষণ সুন্দর লাগছে এই ব্রণ দুটো ধ্রুবর কাছে!
ভালোবাসা বুঝি এরকমই হয়?ভালোবাসার মানুষের সবকিছুই বুঝি মানুষের ভাল্লাগে!
উত্তর পায় না ধ্রুব।
আলগোছে শালুকের হাত পা সরিয়ে ধ্রুব উঠে গেলো। শালুকের গায়ের ওড়নাটা ঘুমের ঘোরে শালুক সরিয়ে রেখেছে পায়ের পাশে। ওড়না নিয়ে শালুকের

গায়ে জড়িয়ে দিলো ধ্রুব।যাতে ঘুম থেকে উঠে শালুক বিব্রত না হয় গায়ে ওড়না না পেলে।ওজু করে এসে শালুককে ডাকলো।শালুকের ঘুম ভীষণ ভারী ধ্রুব জানে।চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ধ্রুব আস্তে আস্তে ডাকতে লাগলো শালুককে।১৫-২০ মিনিট ধরে তপস্যার পর অবশেষে শালুক চোখ খুলে তাকালো। ধ্রুবকে পাশে দেখে চমকে উঠলো শালুক।ধ্রুব এখানে কেনো?ওর রুমে কিভাবে এলো ধ্রুব?তাড়াতাড়ি নিজের ওড়না ঠিক করতে গিয়ে দেখে ওড়না গায়েই আছে ঠিকঠাক। স্বস্তি পেলো শালুক।তারপর হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি এখানে কেনো?আমার রুমে কিভাবে এলেন?"শুনে ধ্রুব হাসলো।তারপর বললো, "আপনার রাজ্যের এক নিরীহ প্রজা আমি, আপনার ঘুম ভাঙ্গাতে এসেছি মহারানী সুলতানা শালুক।আর হ্যাঁ, আপনি হয়তো ভুলে গেছেন এটা আপনার পিতার প্রাসাদ নয়,এটা শুধু আপনার রাজ্য। এখানে আমি আপনার নিয়োগ দেওয়া এক প্রজা।এই রাজ্যের অধিবাসী শুধু আপনি আর আমি। "

শালুকের কয়েক মুহুর্ত লাগলো ব্যাপারটা বুঝতে। তারপর হঠাৎ করেই মনে হলো তারা এখন ঢাকায় আছে। এটা তাদের নতুন বাসা।

ভাবতেই শালুকের মন খারাপ হয়ে গেলো। বুকের ভেতর কেমন চিনচিনে ব্যথা শুরু হলো। আর বুঝি দেখা হবে না কারো সাথে!শালুককে অজু করে আসতে বললো ধ্রুব।গামছা দিয়ে ফ্লোর মুছে নিয়ে নামাজে দাঁড়ালো শালুককে পাশে নিয়ে।

নামাজ শেষ করে শালুকের ডান হাতটা টেনে নিয়ে বললো,"জীবনের সেরা প্রাপ্তি আমি পেয়ে গেছি শালুক।আল্লাহর কাছে এটুকুই চাইবো আজীবন যেনো দুজন একসাথে থাকতে পারি।"

শালুকের মন খারাপ হলো। ধ্রুব কি তাহলে তার কেশবতীকে ভুলে গেছে শালুককে বিয়ে করে। আহারে! সেই মেয়েটা নিশ্চয় শালুককে অনেক গালাগাল দিচ্ছে যেমন করে শালুক একসময় আশাকে দিয়েছিল।

মনে মনে শালুক বললো, "কেশবতী মেয়ে,তুমি আমাকে মাফ করে দিও।আমি চাইনি এভাবে তোমার ভালোবাসা কেড়ে নিতে।"অন্ধকার কেটে বাহিরে

আলো ফুটতে শুরু করেছে।সেই সাথে বেড়ে গেছে পাখিদের কলকাকলী।বাহিরের কামিনী গাছে অসংখ্য পাখি বসে কিচিরমিচির শব্দ তুলছে।

শালুককে দরজা বন্ধ করতে বলে ধ্রুব বের হলো নাশতা কিনে আনার জন্য। যাবার আগে ভালো করে বলে গেলো, "আমার গলার শব্দ না পাওয়া পর্যন্ত দরজা খুলবি না।এই পীপহোল দিয়ে তাকিয়ে দেখবি আগে কে এসেছে। আমি ছাড়া অন্য কেউ এলে কিছুতেই দরজা খুলবি না। বাহিরের মানুষটা মরে গেলে মরে যাবে তুই খবরদার দরজা খুলবি না কারো জন্য একা বাসায় থাকলে।এটা আমাদের গ্রাম নয় শালুক।এটা ঢাকা শহর। এই শহরের লোকেদের ভালো মানুষি মুখোশের আড়ালে অন্য চেহারা লুকিয়ে থাকে। কার মনে কি আছে তা কেউ জানে না। সাবধানে থাকবি কিন্তু তুই। "শালুক কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ধ্রুবর দিকে। তারপর বললো, "এমনভাবে সব উপদেশ দিয়ে যাচ্ছো যেনো তুমি বিদেশে চলে যাচ্ছো আমাকে বাসায় রেখে।"

ধ্রুব মুচকি হেসে বললো, "আমার জায়গায় তুই থাকলে বুঝতি নিজের প্রাণটা এভাবে কোনো অচেনা

জায়গায় একা রেখে যাওয়া কতোটা যন্ত্রণার।তুই দেখছিস আমি এই বাসায় শালুককে রেখে যাচ্ছি আর আমি দেখছি আমার প্রাণপাখি রেখে যাচ্ছি। ”শালুক নাক ফুলিয়ে বললো, “ছাতার মাথা কি বলছো তুমি এসব?তোমার কথার কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না।”

ধ্রুব হেসে বললো, “না ঢুকলেই ভালো। যা আমি আসছি নাশতা নিয়ে। কিছুক্ষণ পর বের হবো তোকে নিয়ে সব কেনাকাটা করার জন্য।”শালুক দরজা বন্ধ করে দিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। ওপাশের বারান্দায় তাকিয়ে দেখলো একটা লুঙ্গি,একটা সেলোয়ার-কামিজ,বাচ্চাদের জামাকাপড়, কাঁথা দেওয়া। রাতের বৃষ্টিতে সব ভিজে চুইয়ে চুইয়ে পানি পড়ছে।নিশ্চয় ওখানে কোনো বাচ্চার আব্বু আম্মু থাকে।শালুকের নিধির কথা মনে পড়ে গেলো।

ভেজা মাটির ঘ্রাণ আসছে নিচ থেকে। সামনের রাস্তায় লোকজন হাটছে,একটা দুইটা রিকশা আসা যাওয়া করছে।

শালুকের ভীষণ অবাক লাগছে এসব দেখে।এই শহরের জীবন শালুকের কাছে একেবারে অজানা

ছিলো। এর আগে কখনো শালুক শহরে আসে নি। যাই দেখছে নতুন লাগছে তার।

ব্যাগ কাঁধে নিয়ে ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে। শালুক অবাক হলো। এতো সকালে এরা পড়তে যাচ্ছে!

ছ্যাঁ ছ্যাঁ ছ্যাঁ!

শালুকের মন বিষিয়ে গেলো। কি দরকার এতো ভোরে পড়তে যাবার?এই সময় কোথায় বাসায় বসে আরাম করবে তা না এরা পড়তে যাচ্ছে। বাড়িতে থাকলে শালুক এখন চা খেতো। দাদীর রুমে গিয়ে গল্প করতো। শাপলার সাথে মারামারি করতো।ধরে বেঁধে ও কেউ পড়তে বসাতে পারতো না।এখানে শালুক ভীষণ একা।কান্না পাচ্ছে শালুকের খুব।লজ্জায় ধ্রুবর সামনে কান্না করে না বাড়ির কথা মনে করে। কিন্তু প্রতিনিয়ত বুকের ভেতর জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায় শালুকের।

আর বুঝি নয়না আপার মেয়েটা শালুককে তাতুক বলে ডাকবে না।

মতির মা তার আর মতির বাপের বিয়ের সেই পুরনো গল্প বারবার বলে কান ঝালাপালা করে দিবে না।

আফিফা আপার শ্বশুর বাড়িতে বুঝি শালুকের আর যাওয়া হবে না।বিয়েতে আফিফা আপা কেমন করে সেজেছে? জহির ভাইয়ের জন্য কান্না করেছে কি?

কবুল বলতে কতো সময় নিয়েছে?শালুককে যখন কবুল বলতে বলা হলো তখন সে কি করেছে?

তখন শালুকের মনে হয়েছিলো পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী শব্দ এই কবুল শব্দটা।কোনোমতে মুখ থেকে বের হচ্ছিলো না।বুকের ভেতরটা কেমন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছিলো সেই সময়।

তবুও শালুককে কবুল বলতে হয়েছে। দাদা এসে শালুকের হাত ধরে কেঁদে দিয়ে বলেছিলেন,"কবুল বল বোইন আমার।চুপ কইরা থাকিস না বোইন।"শালুক দেখেছে তার বাবা মাথা নিচু করে বসে আছে। চাচারা দুজনের চোখ টলমল করছে।

মা মুখে আঁচল গুঁজে দিয়ে কাঁদছে অন্যদিকে ফিরে।

কি যন্ত্রণা, কি যন্ত্রণা!

শালুক কবুল বলেছে তারপর।

আর ধ্রুব!এক দৃষ্টিতে শালুকের দিকে তাকিয়ে থেকে যন্ত্রের ন্যায় কবুল বলে দিলো।কি অসহ্য লাগছে।

শালুকের এসব মনে পড়লেই।না এসব আর ভাববে না শালুক।এসব ভাবলেই শালুকের ভীষণ যন্ত্রণা হয়। শালুক এসব মন থেকে সরিয়ে কামিনী গাছের ফুলের দিকে নজর দিলো।কি মিষ্টি একটা ঘ্রাণ আসছে এই ফুল থেকে।ছোট ছোট থোকা থোকা সাদা ফুলগুলো। ধ্রুব বাসা থেকে বের হয়ে ফোন বের করলো। আগের টিউশনি ছিলো চারটি, ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে চলে গিয়েছিলো তখন।

কল দিয়ে নিরাশ হলো ধ্রুব।তিনজনই নতুন টিচার রেখেছে।সবাই ধ্রুবকে বললো এই মাসটা অপেক্ষা করতে।তারা নতুন টিচারকে বাদ দিয়ে দিবে মাস শেষ হলে।কিন্তু ধ্রুব তাতে রাজি হলো না। যারা ওদেরকে পড়াচ্ছে তারা নিশ্চয় শখ করে পড়াচ্ছে না,প্রয়োজনের তাগিদেই টিউশনি করছে।ধ্রুব ওদের কাছ থেকে এভাবে টিউশনি ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তার বিবেকে বাঁধছে ব্যাপারটা।শুধু একজন ছাত্রর এখনো টিচার রাখা হয় নি।ধ্রুব এসেছে শুনে স্টুডেন্টের মা ভীষণ খুশি হলো। যদি পারে তবে আজকে থেকেই যেনো ধ্রুব পড়াতে যায় বলে

অনুরোধ করলো।ধ্রুব জানালো আগামীকাল থেকে পড়াতে আসবে।

রাস্তার দুই পাশের দেয়ালে,পিলারে নজর বুলাতে বুলাতে গেলো ধ্রুব।কয়েকটা বিজ্ঞপ্তিতে কল দিলো। কল দিয়ে একটা টিউশনি মোটামুটি ঠিক হয়ে গেলো। বিকেল ৫টায় গিয়ে কথা বলে কনফার্ম হবে বাকিটা। ধ্রুব হিসেব করলো, আগের টিউশনিতে পেতো ৪ হাজার টাকা,নতুন টাতে কতো পাবে?৩-৪ হাজার। এখনো অনেক টাকা লাগবে।মিনিমাম ২০-২৫ হাজার টাকা উপার্জন করতে হবে মাসে।নয়তো শালুককে ভালো রাখা খুব কঠিন হয়ে পড়বে।ধ্রুব আর শালুক একই বাড়িতে জন্ম নিলেও,শালুক বড় হয়েছে সোনার চামচ মুখে নিয়ে। কোনোদিন অভাব দেখে নি শালুক। সেখানে ধ্রুব?বাবার সাথে দূরত্ব হবার পর থেকেই তো নিজের খরচ নিজে চালানো শুরু করেছে। বাবা,চাচা,দাদা শত চেষ্টা করে ও ধ্রুবকে এক টাকা দিতে পারে নি। ধ্রুব কখনো নেয় নি কারো থেকে। ধ্রুবর তো এসব পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেয়ার অভ্যাস আছে।কিন্তু শালুক তো তা পারবে না।হোটেল থেকে মুরগির গিলা-কলিজা ভুনা,মুগ ডাল আর ভাজি,

পরোটা, পানি নিয়ে ধ্রুব বাসায় গেলো।নিচ থেকেই দেখতে পেলো শালুক বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। ধ্রুবর মাথা থেকে সব চিন্তা বের হয়ে গেলো মুহুর্তেই।

এই যে বাসায় ফিরতেই শালুক দরজা খুলে দিবে,এই সুখ কি ধ্রুব লক্ষ কোটি টাকা দিয়ে ও কিনতে পারতো কখনো?

এই মানসিক শান্তির কাছে সব কষ্ট, পেরেশানি তুচ্ছ হয়ে যাবে।দরকার হলে ধ্রুব সারাদিন পরিশ্রম করবে শালুককে ভালো রাখার জন্য। বিনিময়ে বাসায় ফিরলেই শালুকের চাঁদমুখ দেখতে পাবে।এটুকু পাওয়ার জন্য সব করতে পারে ধ্রুব।

শালুক চুপচাপ হোটেলের প্যাকেটে করে খেতে বসলো। ধ্রুব খাচ্ছে আর শালুকের খাওয়া দেখছে। শালুক মাথা নিচু করে খাচ্ছে বসে বসে।খাওয়া শেষ হতেই ধ্রুব জিজ্ঞেস করলো, "মন খারাপ শালুক?"

শালুক জবাব দিতে পারলো না। দুচোখ জুড়ে বর্ষণ শুরু হলো শালুকের।ধ্রুব শালুককে কাছে টেনে নিয়ে একটা হাত ধরলো। তারপর বললো, "কান্না করছিস কেনো?বাড়িতে যাবি?তাহলে বল,আমি তোকে বাড়িতে দিয়ে আসবো।"

শালুক মাথা নাড়িয়ে বললো, “যেই বাড়িতে আমাদের এতো বড় আঘাত দেওয়া হয়েছে সেই বাড়িতে আমি কখনো যাবো না ধ্রুব ভাই। যেই বাড়িতে আদনান আছে সেই বাড়ির আশেপাশে ও আমি যাবো না।
আমার বুকের ভেতর কেমন করছে ধ্রুব ভাই। আমি সামলাতে পারছি না নিজেকে।”ধ্রুব হেসে বললো, “সব ঠিক হয়ে যাবে শালুক।সব ব্যথা ধীরে ধীরে কমে যাবে,ক্ষত শুকিয়ে যাবে।প্রথম প্রথম একটু খারাপ লাগবেই।সব ঠিক হয়ে যাবে আবার। ”
এরপর দুজন বের হলো নিউমার্কেটের উদ্দেশ্যে। গৃহস্থালির যাবতীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য। এতো বড় মার্কেট, এতো লোকজন শালুক এর আগে আর দেখে নি।হতবাক হয়ে শালুক তাকিয়ে দেখতে লাগলো সবকিছু। বাজার বলতে শালুক ভাবতো এলাকায় তাদের বাজার যেমন তেমনই বুঝি সব। এখন দেখছে যে না,তার ভাবনা ভুল।হরেক রকম জিনিসপত্র এখানে।শালুকের মাথা ঘুরতে লাগলো এসব দেখে।মার্কেট ঘুরে ঘুরে কাঠের একটা খাট,চারটি বালিশ, একটা কোলবালিশ, বিছানার চাদর,হাড়ি পাতিল, কড়াই,প্লেট বাটি,গ্লাস জগসহ

নিত্যপ্রয়োজনীয় গৃহস্থালির সব কিছু কিনলো।এক ফাঁকে শালুকের জন্য বই,খাতা,কলম কিনে নিলো ধ্রুব।একটা বাটন ফোন কিনলো,নতুন একটা সিম কার্ড কিনলো।

চাল,ডাল,তেল,মশলা,আলু,পেঁয়াজ,রসুন,মাংস সব কিনে দুজন যখন বাসায় ফিরলো তখন চারটে বেজে গেছে ।

খাট বসিয়ে সেখানে তোশক বিছিয়ে, বিছানার চাদর বিছিয়ে দিলো ধ্রুব।বাহিরে থেকেই দুজন খেয়ে এসেছিলো। ঘড়িতে সাড়ে চারটে বাজতেই ধ্রুব বের হয়ে গেলো নতুন টিউশনিতে।যাবার আগে আবারও শালুককে বলে গেলো কোনোমতেই যেনো বাসার দরজা না খোলে শালুক।শালুক একা বাসায় বসে কি করবে ভেবে পেলো না। তাই কিচেনে গিয়ে হাড়িপাতিল,প্লেটবাটি সব কিচেন কেবিনেটে সাজিয়ে রাখলো।

কার্টুন ছিড়ে নিচে বিছিয়ে সেখানে আলু,পেঁয়াজ,রসুন,আদা এসব রাখলো।

ধ্রুব টিউশনিতে গিয়ে কনফার্ম হয়ে এলো।ক্লাস সেভেনের দুটো ছেলেকে পড়াতে হবে।বেতন আট

হাজার টাকা দিবে।সপ্তাহে চারদিন পড়াবে সন্ধ্যায়। ধ্রুব রাজি হলো। আগেরটা বিকেল সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা। নতুন টিউশনি ছয়টা থেকে সাতটা।

হিসেব করলো ধ্রুব,একাউন্টে ছিলো ৫৬ হাজার টাকা।আজকে খরচ হয়েছে প্রায় ১৬ হাজার টাকা। বাড়ি ভাড়া অগ্রিম দিতে হিয়েছে ১৫ হাজার টাকা। আছে আর ২৫ হাজার টাকা একাউন্টে।

দুইটা টিউশনি মিলিয়ে মোট বারো হাজার টাকা হয়। বাসা ভাড়া যেখানে পনের হাজার টাকা।তবুও নিরাশ হলো না ধ্রুব।আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলো। আল্লাহ নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা করে দিবেন।

বাসায় ফিরে নিজের ফোনটা ধ্রুব শালুককে দিলো। একা বাসায় থাকলে শালুকের মন খারাপ হবে বেশি। ত্নুও ফোনে গান শুনে,নাটক দেখে কিছুটা সময় কাটাতে পারবে।বাটন ফোনে নিজে সিমকার্ড লাগিয়ে নিলো।তারপর গেলো কিচেন রুমে রান্না করার জন্য। চাল,ডাল,আলু,মুরগির মাংস মিক্স করে খিচুড়ি রান্না করে নিলো ধ্রুব।

অবাক হয়ে শালুক জিজ্ঞেস করলো, “তুমি রান্না ও জানো?”ধ্রুব হেসে বললো, “হ্যাঁ,বিয়ের পর বউয়ের কষ্ট কমানোর জন্য শিখে রেখেছিলাম।এখন কাজে লেগে গেলো। না জানলে এখন কেমন বিপদ হতো বল তো!

তুই তো রান্না করতে পারতি না।এজন্য সব কাজ শিখে রাখা উচিত। কোনো কাজ ছোট নয়,তুচ্ছ নয়।”

খিচুড়ি খেতে বসে শালুক টের পেলো ধ্রুব ভীষণ ভালো রান্না করে। কি সুন্দর ঝরঝরা খিচুড়ি। তৃপ্তি নিয়ে শালুক খাবার খেলো।

টোনাটুনির সংসার শুরু হলো এভাবেই।সময় তার নিজের আপন গতিতে কেটে যায়।তেমনি কাটছে ধ্রুব আর শালুকের সময়। শালুক আজ এক সপ্তাহ ধরে বই নিয়ে বসছে। সারাদিন অখন্ড অবসর তার।এই অবসর শালুকের সহ্য হচ্ছে না।

দম বন্ধ লাগছে শালুকের। ধ্রুব সকালে রান্না করে বের হয়ে যায়, রাতে ফিরে।ঘন্টায় ঘন্টায় শালুককে কল দিয়ে কি করছে, কি লাগবে জিজ্ঞেস করে।ধ্রুবর এরকম আন্তরিকতা শালুককে আরো বিব্রত করে।

কেনো জানি শালুকের মনে হয় ধ্রুব হয়তো শালুককে একটু একটু ভালোবাসে।

আবার পরক্ষণেই মনে হয় যে শালুক ভুল ভাবছে। হতেও তো পারে,ধ্রুব এমনিতেই শালুকের কেয়ার করছে।এটা তো ধ্রুবর পুরনো স্বভাব।

এসব হাবিজাবি ভাবতে ভাবতে শালুকের মনে পড়লো শালুক একটা কম্পোজিশন পড়তে বসেছে। পড়া বাদ দিয়ে এসব এলোমেলো ভাবনা ভাবছে।ধ্রুব রাতে ফিরলে নিশ্চিত পড়া ধরবে।

কেনো জানি শালুকের লজ্জা লজ্জা লাগে ধ্রুবকে ঠিকঠাক পড়া দিতে না পারলে।

অথচ আগে এরকম লাগতো না।

একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে মন মানসিকতা ও এভাবে বদলে যাবে তা কি শালুক কখনো ভেবেছে?

ধ্রুব একটা বড় শপে সেলসম্যানের চাকরি নিলো মাসিক ১৪ হাজার টাকা বেতনে।

সকাল ৮ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত। চারটের সময় বের হয়ে টিউশনিতে যায়,সাতটায় টিউশনি শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে ধ্রুবর রাত সাড়ে আটটা বাজে।রাতে এসে রাতের রান্না করে নেয়।

শালুক লজ্জিত হয়ে বসে রইলো বিছানার উপর। মেয়ে হয়েও সে কিছুই করতে পারছে না অথচ ধ্রুব সব কাজ করছে।ব্যাপারটা শালুককে যথেষ্ট লজ্জিত করছে।

অথচ ধ্রুবর দিকে তাকালে মনে হয় তার কোনো ক্লান্তি নেই।কেমন যেনো স্বতঃস্ফূর্ত থাকে ধ্রুব।

আজ রাতে ফেরার সময় শালুকের জন্য ছোট ছোট কতোগুলো হেয়ার ব্যান্ড, ক্লিপ,পাঞ্চক্লিপ,হেয়ার প্যাক,তেল নিয়ে এলো ধ্রুব।শালুক আজকে ধ্রুব বাসায় ফেরার আগেই পেঁয়াজ, মরিচ কেটে রেখেছিলো যাতে ধ্রুবর কাজ কিছুটা সহজ হয়।

ধ্রুব কিচেনে বাটির মধ্যে এসব কেটে রাখা দেখে মুচকি হাসলো। তারপর শালুকের কাছে এসে বললো, “এসব ছোট খাটো কাজ আমি অনায়াসেই করতে পারি শালুক।আর কখনো তুই এসব করতে যাবি না। বিশেষ করে বাসায় যখন আমি থাকবো না সেই মুহুর্তে ভুল করেও তুই দা,বটি,ছু/রি,আগুন এসবের ধারেকাছেও যাবি না।

আমি কোনো রিস্ক নিতে চাই না তোকে নিয়ে।

খবরদার শালুক,আজকে নিষেধ করে দিয়েছি আমি।”শালুকের ভীষণ অভিমান হলো।গাল ফুলিয়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, “আমার খুব খারাপ লাগে,আমি মেয়ে হয়েও কিছুই জানি না রান্নার অথচ তুমি ছেলে হয়ে সব কিছু রান্না করছো।”

ধ্রুব মাছ তেলে ভাজতে দিয়ে চুলার আঁচ কমিয়ে দিয়ে শালুকের পাশে এসে বললো, “সংবিধানে কি লিখা আছে না-কি যে রান্না শুধু মেয়েদের কাজ,এটা শুধু মেয়েরাই করবে?ছেলেদের জন্য কি কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে না-কি? কাজের মধ্যে ছেলেমেয়ে নিয়ে কোনো ভেদাভেদ নেই।আসলে আমাদের সমাজের সিস্টেম হচ্ছে এরকম। যেহেতু আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তাই পুরুষেরা মহিলাদের মাথায় এই ধারণা সেট করে দিয়েছে যে ঘরের কাজ,রান্নাবান্না, বাচ্চা সামলানো এসব কাজ নারীর। পুরুষ টাকা উপার্জন করছে যেহেতু সেহেতু নারীদের থাকতে হবে পুরুষের ইচ্ছেমতো। তারা যেভাবে চালাবে নারী সেভাবেই চলবে।অনেক পুরুষ আছে শালুক,যারা শুধু অফিসটাই করে,তারপর বাসায় এসে হম্বিতম্বি শুরু করে দেয়। এক গ্লাস পানি ঢেলে খাবে

তাও তার সম্মানে বাঁধে।স্ত্রী রান্না করছে হয়তো সেখান থেকে ডেকে নিয়ে এসে বলবে আমাকে এক গ্লাস পানি দাও।

অথচ তার স্ত্রী যে সারাদিন দু দন্ড বিশ্রাম নিতে পারে নি এটা তার মাথায় নেই।

সেই এক পুরনো প্রশ্ন,সে তো সারাদিন বাড়িতেই থাকে,কি কাজ করে?তেমনি এখন নারীরাও আধুনিক হচ্ছে, পুরুষের দাসত্ব তারা মানতে চায় না। কেউ কাউকে স্পেস দিতে চায় না।

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর আর মধুর সম্পর্ক। আমাদের রাসুল মুহাম্মদ (স.) তার স্ত্রীদের সাথে কি সুন্দর ব্যবহার করতেন শালুক,তার সেই আদর্শ যদি আমরা নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে পারতাম তবে দেশে বিবাহবিচ্ছেদ এতো বেড়ে যেতো না।প্রথম কথা হচ্ছে, দুজনকেই দুজনের সমস্যা, অসুবিধা বুঝতে হবে।একে অন্যের প্রতি সদয় হতে হবে।সে আমার স্ত্রী/স্বামী শুধু এটা না ভেবে যেদিন আমরা ভাবতে পারবো সে আমার অর্ধাঙ্গিনী, আমরা দুই দেহ,এক প্রাণ। তার ব্যথা মানে আমার ব্যথা। তার কষ্ট আমার ও কষ্ট সেদিন আর দাম্পত্য জীবনে

অশান্তি আসবে না।তাকে অন্য আলাদা কেউ না ভেবে নিজের দেহের অংশ ভাবতে হবে।

এই যে এখন তুই আমার দেহের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। তোকে একা বাসায় রেখে যাই আমি, মনটা এখানেই পড়ে থাকে।

তুই এখনো অনেক ছোট, সংসার সামলানোর মতো বয়স,জ্ঞান কোনোটাই তোর হয় নি। একা বাসায় কাজ করতে গিয়ে যদি কোনো সমস্যা হয় তবে কে দেখবে তোকে?তোকে এখন এসব কাজ নিয়ে ভাবতে হবে না। একান্তই যদি কাজ করতে ইচ্ছে করে তবে সেটা শুক্রবারে, আমি যখন বাসায় থাকবো। এখন তোর কাজ হচ্ছে পড়াশোনা করা।নয়তো আমি নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে যাবো শালুক তুই যদি ভালো রেজাল্ট করতে না পারিস।নিজেকে ব্যর্থ মনে হবে।”

শালুক চুপ করে রইলো। ধ্রুব দৌড়ে গেলো রান্নাঘরের দিকে মাছ পুড়ে যাবে বলে। ধ্রুব চলে যেতেই শালুক মুচকি হাসলো। বিবাহ নামক বন্ধনটির এতো শক্তি তা শালুক আগে জানতো না।ধ্রুবর মতো মানুষকে ও কেমন আবেগী করে দেয়।যাকে বিয়ের

আগে শালুক লৌহ মানব ভাবতো তার ও একটা কোমল মন আছে।ভাবলেই চমকে উঠে শালুক। সারা শরীর, মন জুড়ে এক ভালো লাগার আবেশ কাজ করে।

শালুক নিজের পড়া শেষ করে রাখলো। ধ্রুব মাছ,ভাত,ডাল রান্না করে সব প্লেটে,বাটিতে করে বেড়ে নিয়ে এলো। দুজন মিলে খাওয়া শেষ করে ধ্রুব শালুকের পড়া ধরলো।শালুকের পড়ায় উন্নতি হচ্ছে বুঝতে পেরে ধ্রুবর ভীষণ ভালো লাগলো।

পড়া শেষ হতেই ধ্রুব তেল নিয়ে শালুকের চুল বেঁধে দিলো,বেনি করে দিলো দুটো।

শালুকের তখন ভীষণ করে বড় চাচী,মেজো চাচীর কথা মনে পড়লো। ঢাকায় আসার পর শালুক একদিন ও চুলে চিরুনি লাগায় নি।আগে থেকেই অভ্যাস না থাকায় চুল বাঁধার ব্যাপার, চুলে তেল দেয়ার ব্যাপার শালুকের বিরক্ত লাগে।

রাতে শুতে গিয়ে ধ্রুবর মনে হলো বাসায় একটা ফ্রিজ লাগবে,শালুকের জন্য একটা পড়ার টেবিল লাগবে,একটা ড্রেসিং টেবিল লাগবে,একটা ওয়ারড্রব লাগবে।২২ হাজার টাকা মাসিক ইনকাম যেখানে

সেখানে নিজেদের সংসার খরচ বাসা ভাড়া মিলিয়ে হয়ে যায় কোনো মতে।

বাকিটা কিভাবে করবে ধ্রুব!

শালুকের নিশ্চয় ভীষণ অসুবিধা হয়।একটা ফ্রিজ হলে গরম লাগলে শালুক ঠান্ডা পানি খেতে পারতো। মাছ,মাংস ফ্রিজে রাখতে পারতো। এখন যা আনা হয় তা রাখার জায়গা নেই,চুলায় জ্বাল করে রাখতে হয়।

শালুকের জামাকাপড় সব শপিং ব্যাগ এ গুছিয়ে রাখে।শালুক কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থেকে ধ্রুবকে বললো, "আপনি দুটো প্যান্ট কিনছেন না কেনো? প্রতিদিন একটা জিন্স প্যান্ট পরেই বাহিরে বের হয়ে যান।"ধ্রুব হাসলো। প্রতিদিন প্যান্ট পরতে গেলে ধ্রুবর নিজের ও মনে হয় আরেকটা প্যান্ট দরকার। কিন্তু তারপর আর কেনা হয়ে উঠে না।নানাদিক ভেবে নিজের জন্য কিছু কিনতে ও খারাপ লাগে।মনে হয় অযথাই টাকা নষ্ট।

শালুক কড়া গলায় বললো, "কাল যদি নতুন প্যান্ট ছাড়া বাসায় ফিরেন তবে মনে রাখবেন আমি আপনার এই প্যান্ট ও কেটে কুচিকুচি করে দিবো। লুঙ্গি পরে বের হবেন আপনি।"

ধ্রুবর ভীষণ ভালো লাগলো তার জন্য শালুকের এই তৎপরতা দেখে।শালুক ঘুমিয়ে পড়লো খুব দ্রুত। শালুক ঘুমালে ধ্রুব শালুকের একটা হাত টেনে নিজের বুকের উপর চেপে ধরে ফিসফিস করে বললো, ” কবে তোকে বলতে পারবো তুই আমার কেশবতী? আমার বোকা ফুল,আমার ভালোবাসা তুই। যাকে সবসময় সবার কাছ থেকে, বিশেষ করে আদনান ভাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছি।

কেউ জানে না,শুধু আমি জানি তোকে কতো যত্নে আদনান ভাইয়ের নাগাল থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি। শুধুমাত্র আদনান ভাইয়ের কুনজর তোর উপর পড়বে বলে হল বন্ধ না হওয়া সত্ত্বেও আমি বাড়িতে ছুটে গেছি আদনান ভাই যেদিন দেশে এসেছে তার পরদিন।আমি তো জানি আদনান ভাইয়ের যে গাছের ও খাবার, তলার ও কুড়াবার স্বভাব। সে তো স্কুল লাইফ থেকেই এরকম ছিলো।তোর মনে আছে শালুক,আমি কিন্তু বাড়ি ছেড়েছি আদনান ভাই বিদেশ যাবার দুদিন পর। তা না হলে আমিও বাড়িতেই থাকতাম,জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা চালিয়ে

যেতাম যাতে করে তোকে চোখে চোখে রাখতে পারি। তুই শুধু আমার শালুক।”

ঘাপটি মেরে ঘুমের ভান করে শুয়ে থেকে শালুক সবটা শুনলো।তারপর শুনতেই শালুকের সারা শরীর যেনো কেঁপে উঠলো কেমন করে। তার মানে, ধ্রুব ভাই তাকে ভালোবাসতো! সেই ছোট বেলা থেকে ধ্রুব ভাই তাকে ভালোবাসে অথচ শালুক বুঝতে ও পারে নি?

আর ধ্রুব ভাই,সে নিজেও খুব সুন্দর করে লুকিয়ে গেছে এই ব্যাপারটা শালুকের থেকে!

শালুকের কেমন উসখুস লাগতে লাগলো। নিজের দুই কানকে অবিশ্বাস হলো কিছু সময়ের জন্য। হয়তো সে ভুল শুনেছে এসব।ধ্রুব টের পেলো শালুক জেগে আছে।এবং সবটা শুনে এখন স্থির থাকতে পারছে না।ধ্রুবর কিছুটা লজ্জা লাগলো। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু সুরে বললো, “শালুক!”

বোকার মতো শালুক ও হ্যাঁ বলে দিলো।তারপর হ্যাঁ বলেই শালুক বুঝতে পারলো সে ভুল করে ফেলেছে। ধ্রুব এখন জেনে গেছে শালুক যে জেগে আছে।ধ্রুব হেসে বললো, “আমি তোকে ভীষণ ভালোবাসি

শালুক।আমার জীবনের প্রথম ও শেষ ভালোবাসা তুই শালুক।কতো কষ্টে নিজের ভালোবাসা, ভালোলাগা, আবেগ সবটা আমি লুকিয়ে রেখেছি তোর কাছ থেকে।আমার ভীষণ কষ্ট হতো লুকিয়ে রাখতে,তবুও উপায় ছিলো না। তুই কোনোভাবে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে দিস যদি এই ভয়ে কখনো তোকে বুঝতে দিই নি।

বুকের ভেতর ভালোবাসার এক ঘূর্ণিঝড় আমি সযত্নে চাপা দিয়ে রেখেছি।"শালুক কথা বলতে পারলো না। সব কেমন অবিশ্বাস্য লাগছে। ধ্রুব ও শালুকের হাত ছাড়লো না। দুজন ঘুমিয়ে গেলো।

সকালে ঘুম থেকে উঠার পর থেকে শালুক লজ্জায় ধ্রুবর দিকে তাকাতে পারছে না।না চাইতেই মাথা নিচু হয়ে যাচ্ছে শালুকের। কেমন যেনো ভয় ও লাগছে।সে তো ধ্রুবর কাছে বলে দিয়েছিলো সে যে আদনানকে ভালোবাসে।

ধ্রুব কি এখন সেটা ধরে রেখেছে মনে? ধ্রুব তাকে বুঝিয়ে বলার পর যে শালুক নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে,এক মুহুর্তের জন্যও তার মনে আদনানের

চিন্তা আসে নি,সব অনুভূতি ফিকে হয়ে গেছে তা তো ধ্রুব জানে না।

ধ্রুবর একটু মন খারাপ হলেই যে শালুক অস্থির হয়ে যেতো তা কি ধ্রুব জানে?সকালে উঠেই ধ্রুব রান্না বসিয়ে দেয়। সকালে আর নাশতা বানানোর সময় হয় না প্রতিদিন। বেশিরভাগ সময় ভাত খেয়ে নেয় দুজনেই।

আজও ধ্রুব চুলায় রান্না বসিয়ে শালুকের পাশে এসে বসলো। তারপর বললো, "আয়,তোর চুলে হেয়ারপ্যাক লাগিয়ে দিই।চুল বড় হতে হবে তোর।"

শালুক মাথানিচু করে বসে রইলো। ধ্রুব আপনাতেই বলতে লাগলো, "শালুক তুই কি জানিস,তুই যে ভীষণ বোকা একটা মেয়ে?কোনটা ভালোবাসা আর কোনটা মোহ তা নিজেই বুঝতে পারিস নি।

তুই হয়তো ভয় পাচ্ছিস আমার কাছে আদনান ভাইয়ের ব্যাপারটা বলে দেয়াতে।আমি বলছি বিশ্বাস কর,আমি তো জানি তুই যে আদনান ভাইয়ের প্রেমে পড়িস নি আসলে।তোর মনে আদনান ভাইয়ের জন্য কোনো ভালোবাসা জন্ম নেয় নি। নিজের মনকে তুই পড়তে পারিস নি।

আচ্ছা, বল তো।আমরা যখন ক্রিকেট খেলতাম তখন তুই কার দল সাপোর্ট করতি?”

শালুক চুপ করে রইলো। সে তো ধ্রুবদের দলকে সাপোর্ট করতো।ধ্রুব যখন আউট হয়ে যেতো শালুকের মন খারাপ হয়ে যেতো। ইচ্ছে করতো ধ্রুবকে যে আউট করেছে তার মাথা ফা/টিয়ে দিতে।

ধ্রুব একটু সময় চুপ থেকে বললো, “বাড়িতে ফিরতে দেরি হলে কার জন্য তোর চিন্তা হতো? ”শালুক চুপ করে রইলো। সে ছোট ছিলো তখন।ভালোবাসা বুঝতো না সেভাবে হয়তো কিন্তু তবুও তার মন কেমন আনচান করতো ধ্রুবর জন্য। ধ্রুবর কিছু হলেই শালুকের মনে হতো ধ্রুব না জানি কতো কষ্ট পাচ্ছে।

সেদিন ও তো ধ্রুব রাগ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর শালুকের মনে হয়েছে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে ধ্রুবকে না দেখলে।ধ্রুব রাবার দিয়ে চুল বেঁধে দিয়ে বললো, “ভালোবাসা আর ভালো লাগা ব্যাপারটা তুই বুঝে উঠতে পারিস নি বলেই তো বুঝতে পারিস নি কাকে ভালোবাসিস।তবে তুই না বুঝলেও আমি ঠিকই বুঝেছি আমাকে তুই ভীষণ

ভালোবাসিস।চুলে শ্যাম্পু করে নিস একটু পরে গোসল করে।আমি খাবার নিয়ে আসছি।”

ধ্রুব চলে গেলো রান্নাঘরে। লজ্জায় পাকা টমেটোর মতো লাল হয়ে গেলো শালুকের সমস্ত মুখমন্ডল।

ধ্রুবর সব কথাই ঠিক।শালুক বোকা বলেই নিজের ভালোবাসা কার জন্য তা বুঝতে পারে নি।খাওয়ার পর ধ্রুব তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে বের হয়ে গেলো। বারান্দায় দাঁড়িয়ে শালুক দেখতে লাগলো হন্তদন্ত হয়ে ধ্রুব বের হয়ে যাচ্ছে বাসা থেকে। নিচে গিয়ে ধ্রুব উপরের দিকে তাকালো। শালুক লজ্জা পেয়ে গেলো আজ।প্রতিদিনই তো এভাবে শালুক দাঁড়ায়,ধ্রুব ও তাকায়।তবে আজ কেনো এমন লাগছে?

ধ্রুব মুচকি হেসে চলে গেলো। শালুকের সারা শরীর যেনো অবশ হয়ে গেলো ধ্রুবর এই তাকানোতে,এই মুচকি হাসিতে।

শালুক বুঝতে পারছে না আজ কেনো তার এরকম লাগছে।

ভালোবাসা কি তবে এরকমই হয়!আকাশ আজ অত্যধিক নীল লাগছে।বর্ষাকালের আকাশ হয় মেঘে ঢাকা, মুখ গোমড়া করে থাকে। কিন্তু আজকের

আকাশ ভীষণ সুন্দর। মন ভালো করে দেওয়ার মতো সুন্দর লাগছে। ঠান্ডা হাওয়া বইছে।

আশা ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছে।আজকে আশার বাবা মা আসবে বিয়ের কথা পাকা করতে।

আশার মন আজকে ভীষণ ভালো। ফুরফুরে মেজাজে হাটছে ছাদে।হাটতে হাটতে একবার শালুকের রাজ্যের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।কিছুটা মন খারাপ হলো আশার।

ধ্রুব আর শালুক বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে আজ ১৮ দিন হলো।

এরমধ্যে একবার ও আশা ধ্রুবর সাথে কন্টাক্ট করতে পারে নি। বার বার ধ্রুবর ফোন বন্ধ পেয়েছে।

ধ্রুব ও কোনো রকম যোগাযোগ করে নি।অবশ্য ভালো করেছে যোগাযোগ না করে। সে তো আর এই বাড়িতে ফিরে আসবে না। এই বাড়ির মানুষদের যতো দ্রুত ভুলে যাওয়া সম্ভব ভুলে যাক ওরা।তাহলে নিজেরা ভালো থাকবে।

আদনান রেলিং এ পা ঝুলিয়ে বসে সিগারেট টানছে। উদাসীন দেখাচ্ছে তাকে খুব।তবে মনের মধ্যে একটা সুক্ষ্ম আনন্দের অনুভূতি সে টের পাচ্ছে। তাদের

বিয়েটা হয়ে গেলে খুব দ্রুত আদনান ওখানকার সিটিজেনশিপ পেয়ে যাবে।একটা বিন্দাস লাইফ আদনানের জন্য অপেক্ষা করে আছে।আশা এগিয়ে গিয়ে আদনানের আধখাওয়া সিগারেট নিলো।তারপর নির্দ্বিধায় খেতে লাগলো।

তার মন একটু বেশি খুশি। কি কারণে এতো বেশি খুশি আশা এখনো ব্যাপারটা ধরতে পারছে না। আদনানের সাথে বিয়ে ফাইনাল কথা হবে এটা একটা কারণ হতে পারে।

আশা পনিটেইল করে বাঁধা চুলগুলো খুলে দিলো। বাতাসে চুলগুলো আশার মুখমণ্ডল ঢেকে দিচ্ছে। চুল সরানোর চেষ্টা করছে না আশা।আদনান মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো আশার দিকে। তার মনে হলো ওখানে যেনো শালুক দাঁড়িয়ে আছে। ওই যে শালুকের ঘাড় সমান ছোট করে কেটে ফেলা চুল।

আদনান নেমে এলো রেলিং থেকে। আশার মুখের চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে গুঁজে দিলো কানের পেছনে। একটা ফুল গুঁজে দিলো কানের পেছনে। আশা পা সামান্য উঁচু করে আদনানকে একটা চুমু খেলো।

সেই মুহুর্তেই হঠাৎ করেই আবার মনে পড়ে গেলো এই আশা।শালুক নয়।শালুক নেই।হারিয়ে গেছে তার শালুক। কোথায় গেছে তা আদনান জানে না।সবচেয়ে কষ্টকর বিষয় হচ্ছে বাকিটা জীবন শালুক হয়তো আদনানের সাথে কথা বলবে না যদি কখনো দেখা হয়ে যায়।

আদনানের বুকের ভেতর ভারী হয়ে গেলো। নিজের জীবনটা গুছিয়ে নেয়ার জন্য যেমন আশাকে দরকার ছিলো অপশন হিসেবে তেমনই আজীবন সংসার করতে শালুককে দরকার ছিলো।

শালুককে আর কোথায় পাবে আদনান!সে তো কোহিনুর হিরার চাইতে ও দামী কিছু।কে জানে ধ্রুব তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। ধ্রুবকে আদনান চেনে ভালো করে। আত্মসম্মানী ধ্রুব কিছুতেই এই বাড়ি ফিরে আসবে না যেখানে তাকে আর শালুককে অপমান করা হয়েছে। ছোট বেলা থেকেই ও তো ওর প্রবল আত্মসম্মানবোধ।আদনান ঠিক করলো, আশাকে ছেড়ে দেওয়ার পর বিয়ে করবে শালুক নামের কাউকে।যেই আশার জন্য এতো কান্ড ঘটে গেলো তাকে আদনান নিজের স্বার্থ সিদ্ধির পর কিছুতেই

জীবনে রাখবে না।আশার পশ্চাতে দুই লা/থি মেরে আদনান তাকে বের করে দিবে জীবন থেকে। লা/থি দেয়ার স্টাইল ও আদনান ভেবে রেখেছে।

তারপর খুঁজে বের করবে শালুক নামের একটা মেয়েকে।দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর চেষ্টা করবে আদনান।

এসব ভাবতেই আদনানের মন ভালো হয়ে গেলো। আশা ঝুঁকে নিচের দিকে তাকিয়ে বললো, "আফিফারা চলে এসেছে, চলো আমরা নিচে যাই।"

আদনান দ্বিধান্বিত হলো। বিয়ের পর থেকে আফিফা তাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে যাচ্ছে। সে যে আফিফার আপন বড় ভাই তা যেনো আফিফা ভুলেই গেছে।মানুষ শত্রুর সাথে ও দেখা হলে মুচকি হাসে। আফিফা তাও করছে না।কেমন চোখ মুখ শক্ত করে রাখে আদনান আশেপাশে গেলেই।আফিফার স্বামীর সাথে হ্যান্ডশেক করলো আদনান। লোকটা আফিফার চাইতে একটু খাটো। মাথায় চুল ও কম।অথচ আফিফা সুন্দরী। দুজনকে যেনো মানাচ্ছে না।আশা কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো আফিফার

স্বামীর দিকে।আশাকে এভাবে তাকাতে দেখে লোকটা আশার দিকে তাকিয়ে রইলো নির্নিমেষে।

আশার হঠাৎ করেই মনে হলো এই লোকটা আফিফাকে ভীষণ ভালো রাখবে।এদের বাহ্যিক দিক থেকে অমিল মনে হলেও মনের দিক থেকে যথেষ্ট মিল হবে।আফিফা বিয়ের পর এই তৃতীয় বারের মতো বাবার বাড়ি এসেছে। অথচ তার মনে হচ্ছে যেনো যুগ যুগ ধরে বাবার বাড়ি আসে না সে।বুকের ভেতর কাঁপছে আফিফার।জহির ভাই নিশ্চয় আর বাড়িতে আসে নি।পুরো বাড়ি কেমন খাঁখাঁ করছে।

মা চাচীকে ধরে আফিফা কান্নায় ভেঙে পড়লো। কেমন দমবন্ধ করা অনুভূতি হচ্ছে আফিফার।এখনো তার বিশ্বাস হচ্ছে না তার বিয়ে হয়ে গেছে অন্য কারো সাথে। এই অনুভূতি এতো বিশ্রী কেনো আফিফা জানে না।

গভীর রাতে যখন স্বামী স্ত্রী একান্তে সময় কাটাতে যায় সেই মুহুর্তে আফিফার মনে হয় একটা বিষাক্ত তীর তার হৃৎপিণ্ড এফোড় ওফোড় করে দিচ্ছে।খুব যত্নে নিজের অনুভূতি লুকিয়ে রাখে আফিফা।এই

দমবন্ধ করা কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে কবে?এই যন্ত্রণা ফিঁকে হবে কবে?

যদি পারতো তবে মন থেকে জহির ভাইয়ের নামটাই মুছে দিতো সে।

সবার সাথে কথা শেষ করে আফিফা চুপিচুপি জহিরের রুমে গেলো। একটা খাট,একটা টেবিল আর একটা আলমারি ছাড়া এই ঘরে আসবাবপত্র বলতে আর কিছুই নেই।দেয়ালে জহির,আদনান আর ধ্রুবর একটা ছবি আছে শুধু।

আফিফা ছবিটির দিকে অশ্রুসজল নয়নে তাকালো। লাজুক চোখে তাকিয়ে আছে জহির ভাই তার দিকে। ফিসফিস করে আফিফা বললো, "কেনো আমার হলে না তুমি? আমার আজীবনের আক্ষেপ রয়ে যাবে তোমাকে না পাওয়া। একটা জীবন শেষ হয়ে যাবে এই তুমি নামক যন্ত্রণা নিয়ে।জীবনের শেষ দিনে দাঁড়িয়ে ও আমার তোমার কাছে প্রশ্ন থাকবে কি এমন ক্ষতি হতো আমাকে আপন করে নিলে।তুমি আমার জীবনের এমন এক অপূর্ণতা যেই অপূর্ণতা পৃথিবীর সব কিছু দিয়ে ও পূর্ণ হবে না।আমি তোমায় সত্যি ভালোবেসেছি।"আফিফা আসার খবর পেয়ে

শাপলা ছুটে এলো। খুঁজতে খুঁজতে জহিরের রুমে পেয়ে গেলো আফিফাকে।এসেই আফিফার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো শাপলা।বহু বছর পর যেনো দুই বোনের দেখা হয়েছে। কান্নার জন্য কেউ কারো সাথে কথা বলতে পারছে না।কথা বলছে তাদের দুজনের চোখের নোনাজল।

শাপলা কাঁদতে কাঁদতে বললো, "শাড়িতে তোকে খুব সুন্দর লাগছে আপা।একেবারে বউ বউ লাগছে।"

আফিফা নিজের চোখ মুছে বললো, "কেমন আছিস তুই শাপলা?এতো শুকিয়ে গেছিস কেনো?"শাপলা মুখ কালো করে বললো, "আমার কিছু ভালো লাগে না আপা।এই বাড়িতে থাকতে আমার মোটেও ইচ্ছে করে না।তুই নেই,শালুক নেই,ধ্রুব ভাই নেই,নয়না আপা নেই,জহির ভাই নেই।মনে হয় যেনো কোনো পোড়াবাড়িতে বাস করছি।এখন আর নাশতার টেবিলে গল্পের আসর জমে না আপা।সন্ধ্যায় চা,ঝালমুড়ির টেবিলটা কেমন নিষ্প্রাণ হয়ে থাকে। কেউ হাতাহাতি করে না মুড়ির বড় ডিশ নিয়ে।

শেষের কয়েক মুঠো মুড়ি খাবার জন্য মুখ ফুলিয়ে,ঠোঁট বাঁকিয়ে কান্না করা সেই শালুক এখন

আর নেই।জানিস আপা,এই কয়েকদিনে আমাদের বাড়িতে যতোবার মুরগি রান্না হয়েছে, লেগপিসগুলো অবহেলায় বাটিতে পড়ে রয়েছে। কেউ সাহস করে প্লেটে তুলে নেয় নি।কে খাবে বল?কারো কি সাধ্য ছিলো না-কি এগুলোর দিকে চোখ তুলে তাকাবার? অথচ এখন পড়ে থাকে তাও কেউ খেতে পারে না।

পরশু শুঁটকি রান্না করতে গিয়ে মেজো চাচী কান্না করে দিয়েছে। বল তো, কি এক অবস্থা!

এই শুঁটকি রান্না নিয়ে সে কি ঝগড়া করতো শালুক। খাবার খেতোই না নিচে এসে সেদিন।মেজো চাচী কাঁদতে কাঁদতে আবার শুঁটকি তুলে রেখেছে। বড় চাচী বলে দিয়েছে এই বাড়িতে শুঁটকি রান্না একেবারে নিষিদ্ধ।

একটা মানুষ চলে গেলো, অথচ তার স্মৃতি এমনভাবে রেখে গেলো যে কেউ-ই ভুলতে পারছে না।

আমার ব্যাগে প্রায় ৫০০ টাকা জমেছে আপা।আমি প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চেক করে দেখি কতো টাকা আছে।যখন দেখি সব টাকা ঠিকঠাক আছে আমার বুক ভেঙে যায় যন্ত্রণায়। কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে যায় কান্নায়।

কেনো ব্যাগে টাকা থাকে আপা বল তো!শালুক কেনো আমার ব্যাগ থেকে টাকা নেয় না?আমি প্রতি রাতে ঘুমাতে গেলে বলি তুই সব টাকা নিয়ে নে শালুক,আমি টুঁ শব্দ ও করবো না।তবুও শালুক আসে না আপা।কতোদিন শালুক আমার সাথে ঘুমায় না। আমার ভীষণ একা লাগে,রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠি,মনে হয় শালুক যেনো ডেকে বলছে আপা উঠ না,টয়লেটে যেতে ভয় করছে।খাটের নিচে মনে হয় কেউ আছে।

আমি তাকিয়ে দেখি আমার বিছানা ফাঁকা।আমার ছোট বোনটা আমার পাশে নেই আপা।কোথায় গেলে শালুককে পাবো আপা?

কেনো এতো অন্তর পুড়ে যায় শালুকের জন্য?”আফিফা কি জবাব দিবে জানে না।তার নিজেরই বুক কাঁপছে শালুকের জন্য।

শালুক একটা টুনটুনি পাখির মতো ছিলো। যে সারাদিন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়াতো। সবচেয়ে চঞ্চল আর দুষ্ট ছিলো।

কোথায় আছে সেই শালুক এখন?এখনো কি আগের মতো উড়া উড়ি করছে শালুক?

ধ্রুব কি শালুককে সামলাতে পারছে?

শালুককে ভালোবাসে না এরকম কেউ নেই এই বাড়িতে।শাপলা একটু থেমে বললো, "জানিস আপা,কাল ভিক্ষা চাইবার জন্য এক মহিলা এলো। আমি গিয়ে চাল দিয়ে আসতেই জিজ্ঞেস করলো শালুক মা নাই বাড়িতে।আমি তো অবাক হয়ে গেলাম ওনার মুখে শালুকের নাম শুনে। উনি হেসে বললেন,শালুক না-কি সবার আড়ালে ওনাকে বড় মগে করে এক মগ মগ চাল দিতো।ওনার একটা ছোট নাতি আছে।নাতিকে রেখে ওনার মেয়ে মারা গেছে। সেই নাতির জন্য না-কি শালুক খেলনা কিনে দিতো।বাড়ি থেকে ফলমূল যা পেতো সব লুকিয়ে দিয়ে দিতো ওনাকে।শুনে আমার এতো কান্না এলো। আমার বোনটা এতো ভালো ছিলো কেনো আপা?

এতোই যখন ভালো ছিলো ওর সাথে এরকম বাজে কাজ কেনো হলো আপা?আমি জীবনে ও আদনান ভাইকে ক্ষমা করবো না আমার ছোট্ট পরীর মতো বোনটির জীবন নষ্ট করার জন্য।"

আফিফা বললো, "করিস না ক্ষমা।আল্লাহর কাছে হাত তুলে নাম ধরে বদদোয়া দিবি ওকে।যেমন আমি দিই

প্রতি ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। ও আমার ভাই না।ও একটা জানোয়ার। বনের পশু ও ওর চাইতে ভালো আছে।”

আশার মা,বাবা,মামা,খালারা এলো দুপুরের সময়। খাওয়ার পর সবাই মিলে বসলো বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে। আদনানের উপর রাগ থাকলেও আদনানের দুই চাচা চাচী ও উপস্থিত থাকলো এই আলোচনায়। বাড়ির সবাই উপস্থিত থাকলো।আশার বাবা ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বললেন,”খুব তাড়াতাড়ি বিয়ের কাজ সেরে ফেলতে চান তিনি।”

তাকে থামিয়ে দিয়ে আশার মা কথা বলতে লাগলো। আশা তখন সিতারা বেগমের রুমে গিয়ে একটা পান বানিয়ে নিয়ে এলো।সেই পান মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে বসার ঘরের দিকে আসতেই শুনলো বিয়ের কথা হচ্ছে। আদনান একটা লাল পাঞ্জাবি পরে বরের মতো লাজুক ভঙ্গিতে বসে আছে। আশার ভীষণ হাসি পেলো।

আগেও কয়েকবার সিতারা বেগমের থেকে পান নিয়ে খেয়েছে আশা,কিন্তু এটার টেস্ট আসলে কেমন তা বুঝতে পারছে না। তাই আজ আবারও খাচ্ছে।পানের

রস পড়ে আশার হলুদ টি-শার্ট লাল হয়ে গেলো। আশা এগিয়ে এসে তার বাবার পাশে বসলো। তারপর বাবাকে ফিসফিস করে কিছু বললো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "সরি আন্টি।আমি আদনানকে বিয়ে করতে পারবো না। "

আদনানের মাথায় যেনো আকাশ ভেঙে পড়লো মুহুর্তেই।আশা কি বলছে এসব!

আশা আগের মতো স্বাভাবিক। আদনানের কাছে গিয়ে বললো, "আমাকে আরেকটু পান দিতে পারবে? আজকে দাদীর কৌটো থেকে চুন খেয়েছি পানের সাথে এখন মুখের ভেতর কোথাও লেগে গেছে মনে হচ্ছে। "

আদনান কথা বলার শক্তি ও পাচ্ছে না। এই মেয়ে তাকে বিয়ের জন্য রিজেক্ট করে দিয়ে কি অবলীলায় কথা বলে যাচ্ছে তার সাথে!আদনানের বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "সমস্যা কোথায় আশা মা?"

আশা একটু ভেবে বললো, "আমি আদনান কে আমেরিকা থেকে অবজার্ভ করছি আংকেল। ওর চোখে আমি কখনো আমার জন্য ভালোবাসা বা সম্মান দেখি নি।দেখেছি লোভ।নিজের ভাইয়ের সাথে ও

নিজে কি বাজে একটা কাজ করেছে।ও ভীষণ সেলফিশ মানুষ। নিজের চাওয়া পূরণ হলে আমাকে ছেড়ে দিতে ও এক মুহূর্ত ও দেরি করবে না।আমি জানি আমাদের কালচারে এসব ছাড়াছাড়ি কোনো ব্যাপার না।কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে আমি জানি এই মানুষটা একটা সময় আমাকে ছেড়ে যাবে।সে যা করছে সব অভিনয়। আগে থেকেই যখন এটা বুঝতে পেরে যায় কেউ যে তার বিপরীতে থাকা মানুষটি তার সাথে অভিনয় করে যাচ্ছে, তখন তার পক্ষে আসলেও সম্ভব হয় না সেই মানুষের সাথে থাকা। তার আন্তরিকতা ও তখন মেকি মনে হয়। আমাদের কালচার আর যেমন হোক,ভান করতে জানে না। কারো ভান মেনে নিতেও পারি না আমরা জেনেশুনে। আর এখানে আমি জানি যখন ওর পুরোটা ভান তখন লাইফ পার্টনার করা অসম্ভব। ”কেউ কিছু বলতে পারলো না আশার কথার জবাবে। কি বলবে?

আশা তো মিথ্যা কিছু বলে নি।

হঠাৎ করেই আশা ধরতে পারলো তার মন সকাল থেকে এতো ভালো কেনো।এই যে আদনানকে এভাবে রিজেক্ট করে দিবে তা তার অবচেতন মন

আগেই জানতো।তাই তো এতো আনন্দিত লাগছিলো আশার।আশা বসে আছে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে। আদনানের পেটের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়ে গিয়েছে।পেটে মোচড় দিয়ে উঠলো আশার কথা শুনে। আদনান কল্পনাও করে নি তীরে এসে আশা এভাবে তরী ডুবিয়ে দিবে। সকালে আশাকে যেভাবে পশ্চাৎদেশে লাথি দিবে ভেবেছিলো এখন দেখতে পাচ্ছে সেই লাথি যেনো তার নিজের পশ্চাৎদেশে দিয়েছে আশা।দাবার চক এভাবে বদলে যাবে আদনানের ভাবনাতেও আসে নি। এখনো আদনানের অবিশ্বাস্য লাগছে। একটু আগেই তো আশা ছাদে আদনানের গালে চুমু খেলো। তখন ও তো মনে হয় নি আশা এরকম কিছু করবে!

তবে হঠাৎ করে এরকম করলো কেনো?

আদনান উঠে গিয়ে আশার হাত চেপে ধরে বললো, "এভাবে আমার লাইফ নিয়ে তুমি খেলা করতে পারো না আশা।এই মুহূর্তে এসে তুমি কিছুতেই এরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারো না।"আশা মুচকি হেসে আদনানের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, "লিসেন আদনান,আমাদের মধ্যে এরকম কোনো কমিটেমেন্ট ছিলো না যে আমরা বিয়ে

করবোই।আমি তুমি দুজনেই এডাল্ট,দুজনের সম্মতিতে আমরা ঘনিষ্ঠ সময় কাটিয়েছি।তার মানে এই নয় যে আমার তোমাকে বিয়ে করতেই হবে।আর যদি এরকম হয় যে বিয়ে করবো বলেছি বলে বিয়ে করাই লাগবে,তাহলে তো তোমার উচিত ছিলো তোমার কাজিন সিস্টার নয়না কে বিয়ে করা।আমি যতোদূর বুঝেছি তোমাদের মধ্যে লাভ রিলেশন ছিলো। আংকেল,আন্টির মৌন সম্মতি ও ছিলো তবে শেষ পর্যন্ত তুমি তাকে বিয়ে করো নি।সেখানে আমি কেনো তোমাকে বিয়ে করবো?

তুমি বয়ফ্রেন্ড হিসেবেই তো পারফেক্ট না।হাজব্যান্ড হলে তো অনেক রেসপনসেবলিটি,সেখানে তুমি জিরো আউট অব টেইন।"আজাদ সাহেব উঠে আশার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন,"এই সময়ে তুমি এরকম সিদ্ধান্ত নিলে আমাদের মান সম্মান আর থাকবে না মা।"

আশা ভ্রুকুটি করে নিজের বাবার দিকে তাকালো। আশার বাবা ভাঙা ভাঙা বাংলা,ইংরেজি মিলিয়ে যা বললেন তার মানে হলো, "আমার মেয়ের যেহেতু এই বিয়েতে মত নেই,সেখানে তাকে জোর দেয়ার কোনো মানে হয় না। এই বিয়ে হবে না।"

বিদায় নেয়ার সময় আশা সবার থেকে বিদায় নিলো। আদনানের কাছ থেকে ও হেসে বিদায় নিয়ে চলে গেলো বাবা মায়ের সাথে।হতভম্ব হয়ে আদনান দাঁড়িয়ে আশার গমনপথ এর দিকে তাকিয়ে রইলো। যেমন করে সেদিন তাকিয়ে দেখেছে শালুকের চলে যাওয়া।

আদিবা বেগম ছেলের সামনে গিয়ে বললেন,"পাপ কখনো বাপকেও ছাড়ে না।আজ আমার অন্তরের জ্বালা কিছুটা হলেও জুড়িয়েছে।এবার বুঝতে পেরেছিস তো লজ্জা জিনিসটা কি?

অবশ্য তুই বুঝবি না।তোকে আমি মানুষ বানাতে পারি নি।লজ্জা আমার হওয়া উচিত তোর মতো ছেলের মা হয়েছি বলে। "

আদনান ধীর পায়ে নিজের রুমে চলে গেলো। একূল ওকূল দুই কূল হারিয়ে আদনানের নিজেকে রিক্ত শূন্য মনে হচ্ছে।

আশা যদি বিয়ে করবে না বলেই ভেবে রেখেছিলো কেনো আগে জানালো না তাকে?তাহলে তো আদনান শালুককে হাতছাড়া করতো না কিছুতেই।নিজেকে

কেমন পাগল পাগল লাগছে আদনানের।বিচিত্র এই জীবনের কতোটুকুই বা মানুষ জানে!

বুকের ভেতর একটা হাহাকার আজ আদনানকে ব্যথিত করছে।

শালুকের স্কুলে প্রিটেস্ট এক্সাম শুরু হবে আগামীকাল থেকে। ধ্রুবর নতুন চাকরি,নতুন টিউশনি। এই মুহূর্তে শালুককে নিয়ে ধ্রুব কিছুতেই গ্রামে যেতে পারছে না।রাতে বাসায় ফিরে ধ্রুব স্কুলে কল দিলো। নিজেদের সব সমস্যার কথা স্কুলে খুলে বললো। তারপর জানালো শালুকের পক্ষে পরীক্ষায় হাজির হওয়া এই মুহুর্তে অসম্ভব।

স্যারকে অনেক রিকুয়েস্ট করে ধ্রুব শালুকের এক্সাম দেওয়া বাদ দেওয়ালো।তবে স্যারকে অনুরোধ করলো যাতে করে প্রতিদিনের এক্সামের প্রশ্নটা ধ্রুবকে মেসেঞ্জারে পাঠিয়ে দেয়।

ভয়ে আধমরা হয়ে রইলো শালুক বাসায় ধ্রুবর সামনে বসে পরীক্ষা দিতে হবে শুনে।পিঠ বেয়ে ভয়ের একটা শীতল স্রোত বয়ে গেলো তার।পরের কয়েকদিন গেলো শালুকের অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে।

প্রতিদিন রাতে ধ্রুব বাসায় এসে শালুকের এক্সাম নেয়।এই প্রথম শালুক অনুভব করলো আশেপাশে সাহায্য করার মতো যখন কেউ না থাকে তখন নিজের চরকায় নিজের তেল দেওয়া লাগে।

এই যেমন এখন,শালুকের কোনো উপায় নেই কারো থেকে হেল্প নেওয়ার।

মূর্তিমান বিপদের ন্যায় ধ্রুব শালুকের সামনে বসে রইলো,উপরন্তু পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত সময়ের চাইতে ২০ মিনিট সময় শালুককে কম দিলো।শালুক প্রশ্ন করায় ধ্রুব জবাব দিলো, মনে কর এটা তোর ফাইনাল এক্সাম।তখন খাতায় মার্জিন দিতে,রোল নাম্বার, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এসব পূরণ করতে,সিগনেচার শিটে নিজের সিগনেচার দিতে,স্যারেরা খাতায় সিগনেচার দিতে,এক্সট্রা পেইজ আনতে আসা যাওয়া করতে,খাতায় পিন মারতে,প্রশ্ন ভালো করে পড়তে।এসব কাজে তোর মিনিমাম ২০ মিনিট নষ্ট হবে।

তাই তোকে মূল সময়ের চাইতে ২০ মিনিট সময় কম ধরেই পরীক্ষার জন্য মাইন্ড সেটআপ করতে হবে। এই সময়ের মধ্যেই ফুল মার্কস উত্তর দিতে হবে।

শালুকের বুক ফেটে কান্না এলো। কেনো এরকম শত্রুতা করছে ধ্রুব তার সাথে!

এই বুঝি তার ভালোবাসা শালুকের প্রতি?ভালোবাসা হলে তো আরো ২০ মিনিট বেশি সময় দিতো সে শালুককে।

বুক ভরা ব্যথা নিয়ে শালুক এক্সাম দিলো।পুরোটা সময় ধ্রুব শালুকের সামনে বসে রইলো।যেদিন যেই সবজেক্ট এক্সাম সেদিন এক্সামের সময় সব বই খাতা রান্নাঘরে রেখে আসতো ধ্রুব।

এরকম অথৈ জলে শালুক আগে কখনো পড়ে নি। প্রথম দিন পরীক্ষা দিয়েই শালুক বুঝতে পারলো শিক্ষক হিসেবে ধ্রুব ভীষণ কড়া।এরপর থেকে নিজ দায়িত্বে সারাদিন ধরে মনোযোগ দিয়ে পড়েছে শালুক।

সেই সাথে ধ্রুবকে সমানে বকাবকি করে গেলো এক্সাম দিতে বসে।

এক্সাম শেষ হলে ধ্রুব শালুকের খাতা দেখলো।শালুক নিজ প্রচেষ্টায় পরীক্ষায় ৪.১৪ পেলো।

ধ্রুব যখন শালুককে তার রেজাল্টের কথা জানালো শালুকের মনে হলো পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের কথা

শুনছে সে।৪.১৪ তার পয়েন্ট!এ তো অসম্ভব ব্যাপার। তাও সে একা এক্সাম দিয়ে এই পয়েন্ট পেয়েছে!
যেকজানে সে দেখাদেখি করে এক্সাম দিয়ে ও ৩.৫০ এর উপর উঠতে পারে না।
শালুকের বিশ্বাস হলো না। ধ্রুবর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "সত্যি বলছেন আপনি? আমি সত্যি এতো ভালো রেজাল্ট করেছি?"ধ্রুব হাসলো। তারপর হঠাৎ করেই শালুককে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, "আমার বোকা ফুল না তুই,আমি তোকে নিজ হাতে গড়ে নিবো শালুক।কেউ যেনো তোকে কখনো কথা শুনানোর সাহস না পায়।তুই আরো ভালো রেজাল্ট করবি শালুক।তুই শুধু একটু চেষ্টা করে যা। আমি তো আছি তোর পাশে।"তারপর লজ্জা পেয়ে শালুককে ছেড়ে দিয়ে বিড়বিড় করে বললো, রান্না বসাতে হবে আমি রান্নাঘরে যাই।
শালুকের কি যে ভালো লাগলো হঠাৎ করেই। এই যে হুট করে ধ্রুব তাকে জড়িয়ে ধরলো তাতেই শালুকের হৃদয় শান্ত হয়ে গেলো। আবার অপ্রস্তুত হয়ে যে ধ্রুব পালিয়ে গেলো শালুকের সামনে থেকে তাও শালুকের ভীষণ ভালো লাগলো।

এতো ভালো লাগছে কেনো শালুকের! ভেবে পেলো না শালুক।

রাতে খেতে বসে ধ্রুব শালুককে বললো, "আগামীকাল থেকে আমার আসতে আরেকটু দেরি হবে শালুক।নতুন আরেকটা টিউশনি পেয়েছি।"শালুকের মন খারাপ হয়ে গেলো শুনে। সারাদিন সে চাতক পাখির মতো ধ্রুবর জন্য অপেক্ষা করে থাকে।এখন কি-না আরো দেরি করে আসবে ধ্রুব!

আস্তে করে শালুক বললো, "আমার জন্য আপনার অনেক কষ্ট করতে হয় তাই না ধ্রুব ভাই?আমি না থাকলে তো এতো ঝামেলা হতো না আপনার। একা থাকতেন।হলে থাকতেন,এতো চাপ থাকতো না আর।"

ধ্রুব হেসে বললো, "দুদিন আগে আর পরে,তোকে যখন ভালোবেসেছি, বিয়ে তো তোকেই করতাম।তোর দায়িত্ব তো আমি নিজেই নিতাম শালুক।হয়তো দু'দিন পরে নিতাম।এখন আগে নিচ্ছি,তাতে অসুবিধা কি? এই যে তুই আমার সাথে আছিস,আমার পাশে থাকিস,বাসায় ফিরলে তোর উদ্বিগ্ন মুখ দেখি এই

পাওয়া কি কম পাওয়া তুই বল?এর চাইতে বেশি সুখ আমি কোথায় পেতাম?আমার সারাদিনের সব খাটুনি ভুলে যাই যখন বাসায় ফিরলে দেখি তুই আমার অপেক্ষায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছিস।”শালুক কিছু বলতে পারলো না। তার কেমন অবিশ্বাস্য লাগছে। তাকেও কেউ এরকম পাগলের মতো ভালোবাসতে পারে তা কি কখনো শালুক ভেবেছিলো!

নিজের সৌভাগ্য দেখে শালুক নিজেই অবাক হয়।(বি দ্র: অনেকেই বলবেন যে প্রিটেস্ট এক্সাম না দিলে হয় না বা দিতেই হয়। আমি জানি না এটা আসলে না দিলে সমস্যা আছে কি-না। আমি ছোট বেলা থেকেই সবসময় একটু বেশি অসুস্থ থাকতাম।ইন্টারে থাকাকালীন আমার অসুস্থতা বেড়ে যায়। আমি প্রাইভেট কলেজে পড়েছি,ইন্টার এ এক্সামের সময় আমি প্রিটেস্ট, টেস্ট কোনো এক্সামই দিই নি।

আমার স্যারেরা জানতো আমি তখন ঢাকায় হাসপাতালে ছিলাম।আমি এই এক্সামগুলো ছাড়াই ফাইনাল এক্সাম দিয়েছে। সেটা থেকেই আমি গল্পে এভাবে লিখেছি। এডিট করে না বলে দিলে আবার

কেউ এটা নিয়ে ও সমালোচনা করবেন জানি।তাই বলতে এলাম আবারও।

শরীর খারাপ ভীষণ।লিখতে বসেছি একটু আগে। এজন্য খুব ছোট হয়েছে। জানি সবাই বলবেন এতো অসুস্থতা কিসের।তা যদি আপনাদের বলতে পারতাম তবে এতো প্রেশার নেওয়া লাগতো না প্রতিদিন গল্প দেওয়া নিয়ে।

একদিন সুস্থ হয়ে সব জানাবো।ততদিন একটু কষ্ট করে ছোট পর্ব দিলেও রাগ করবেন না প্লিজ।)ধ্রুবর ভীষণ ব্যস্ত সময় যাচ্ছে। এতো ব্যস্ততার মধ্যে ও শরতকালের স্নিগ্ধতার মতো মন মেজাজ সবসময় তার ফুরফুরে থাকে। দিনের শুরু হয় প্রিয় মানুষের মুখ দেখে আবার দিনের শেষ ও হয় প্রিয় মানুষের মুখ দেখে। ভোর রাতে উঠে আবার নিজের পড়াশোনা করে কিছুক্ষণ। প্রচুর ধকল যায় ধ্রুবর উপর দিয়ে। শালুকের সাথে তার সম্পর্ক এখন অনেকটা প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্কের মতো। শালুক আজকাল ধ্রুবকে ভীষণ মিস করে। প্রতিদিন ধ্রুব বের হওয়ার সময় হাজার বার বলে যেতে হয় যে খুব শীঘ্রই সে ফিরে আসবে।

সারাক্ষণ একে অন্যকে টেক্সট করে। শালুক নিজেকে দেখে নিজে অবাক হয় ধ্রুব তার সাথে এরকম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাবে,সে ধ্রুবর জন্য এতো বেশি উতলা হবে তা কি কখনো শালুকের ভাবনাতে ছিলো!

অথচ আজকাল এই মানুষটা বাসায় ফিরতে একদন্ড দেরি হলে শালুকের কেমন হাঁসফাঁস লাগে।মনে হয় অক্সিজেনের যেনো ভীষণ অভাব।সকালে বের হবার সময় ধ্রুব প্রতিদিন টুপ করে একটা আলতো করে চুমু খেয়ে যায় শালুককে।তারপর আর পিছনে না তাকিয়ে হনহন করে বের হয়ে যায় সিঁড়ি দিয়ে।

নিচে গিয়ে একবার তাকিয়ে হাত নাড়িয়ে বিদায় দেয়।

সারাদিন শালুকের কেমন উৎকণ্ঠা নিয়ে কাটে। মাঝেমাঝে ভীষণ মন খারাপ হয় শালুকের। বাড়ির জন্য কান্না পায়,সবার কথা ভীষণ মনে পড়ে।আজকে শুক্রবার। আগামীকাল থেকে শালুকের স্কুলে টেস্ট এক্সাম শুরু হবে।

ধ্রুব আজকে বাসায় আছে।সকালে দুজন মিলে নাশতা বানিয়ে নিলো।ধ্রুবর থেকে শালুক টুকটাক

কাজ করা শিখেছে।শালুকের ভীষণ খারাপ লাগে সব কাজ ধ্রুব একা করে বলে।তাই শালুকের জোরাজুরিতে ধ্রুব টুকটাক হেল্প নেয় শালুকের।

ধ্রুব রুটি বানিয়ে দিলো,শালুক তাওয়ায় করে রুটি সেঁকে নিলো।এরপর শালুক পেঁয়াজ মরিচ কেটে দিলো ধ্রুব ডিম ভেজে নিলো।চা ধ্রুব নিজে বানায়। শালুক একদিন চা বানাতে গিয়ে প্রায় এক কাপের মতো চা পাতা ব্যবহার করেছে।

সবসময় যেখানে রান্নাঘরের চৌহদ্দির মধ্যে যায় নি একটা মেয়ে,তার জন্য রান্নাবান্নার কাজ ভীষণ কঠিন। এরপর ধ্রুব দেখিয়ে দিয়েছে শালুককে।কিন্তু লজ্জায় শালুক আর চেষ্টা করে নি।নাশতা করতে গিয়ে শালুকের আজ আবারও বাড়ির কথা মনে পড়ে গেলো। কতোদিন হয়ে গেছে মা বাবাকে দেখে না।

শালুকের নিরব কান্না ধ্রুব খেয়াল করলো। কিন্তু কিছু বললো না।

খাওয়ার পর ধ্রুব বের হলো কিছু কেনাকাটা করার জন্য। নামাজ পড়ে বাহিরে থেকে খাবার নিয়ে ফিরবে বাসায় দুপুরে।শালুককে পড়তে বলে গেলো। আজকে বিকেলের ট্রেনে দুজন গ্রামে যাবে।

শালুক বই নিয়ে বসলো। মোটামুটি প্রস্তুতি ভালো শালুকের এবার।কারো হেল্প না পেলেও অন্তত ৩.৫০ এর উপরে পাবে এবার এসএসসিতে শালুক সেই ভরসা আছে নিজের উপর।

শালুক বাংলা নৈর্ব্যক্তিক পড়ছে।শালুকের ভীষণ ইচ্ছে করছে আগামীকাল গ্রামে গেলে বাড়িতে যেতে।কিন্তু ধ্রুবকে বলতে পারছে না।শালুক জানে ধ্রুব কিছুতেই বাড়িতে যাবে না,শালুককেও বাড়িতে যেতে দিবে না। এতো কাছাকাছি গিয়েও আপন কাউকে দেখবে না মনে পড়লেই শালুকের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে যেনো।

পাশের ফ্ল্যাটে খুব চিৎকার, চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। শালুক খেয়াল করেছে প্রায় দিনেই ওই ফ্ল্যাটে ভীষণ ঝগড়া হয়।এরপর মারের শব্দ শোনা যায়,শোনা যায় নারী কণ্ঠের চিৎকার, বাচ্চার কান্না,পুরুষের রাগী কণ্ঠস্বর।

শুধু শুক্রবার হতো না এরকম।কিন্তু আজকে তাও হচ্ছে। বাচ্চার কান্না আজকে খুব জোরে শোনা যাচ্ছে। শালুকের কেমন জানি কষ্ট হতে থাকলো। নিধির কথা মনে পড়ে গেলো। এই বাচ্চাটা হয়তো

নিধির বয়সী।আহারে,নিধি থাকে সবার কোলে কোলে,চোখের তারায়।আর এই বাচ্চাটাকে আদর করার জন্য মনে হয় কেউ-ই নেই।

হঠাৎ করেই কাঁচের কোনো কিছু পড়ে ভেঙ্গে যাবার শব্দ হলো। তার একমুহূর্ত পর বাচ্চাটার কান্না আরো জোরে শোনা গেলো। শালুক আর বসে থাকতে পারলো না। ঠিক করলো আজকে ধ্রুব আসলে বলবে ব্যাপারটা তাকে।ধ্রুবকে এখনো জানায় নি শালুক প্রতিবেশী ফ্ল্যাটে কি হয় এসব।ছোট বাচ্চাটার কান্না কেউ থামাচ্ছে না।শালুক আর না পেরে বের হলো ফ্ল্যাট থেকে। কিছুটা ভয় ভয় লাগছে শালুকের।

এই প্রথম শালুক একা বাসা থেকে বের হয়েছে। যার সাথে কখনো কথা হয় নি তার কাছে যাচ্ছে।

দরজায় নক হতে ভেতরে মারার শব্দ,নারী কণ্ঠের গোঙানির শব্দ থেমে গেলো। বাচ্চার কান্না থামলো না।ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে একজন বছর ৩৪-৩৫ এর লোক এসে দরজা খুলে দিলো। শালুককে দেখে কিছুটা চমকালো লোকটা।

তারপর বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞেস করলো, “কি চাই? কে আপনি? ”

শালুক ঢোক গিলে বললো, “আমি আপনাদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকি।”লোকটা আবারও জিজ্ঞেস করলো , “এখানে কি তাহলে? যান আপনার বাসায়।”

শালুক এবার অবাক হলো। লোকটা এভাবে কথা বলছে কেনো তার সাথে?

কাঁপা কাঁপা গলায় শালুক বললো, “একটা বাচ্চার কান্না শুনলাম,এখনো তো কাঁদছে বাচ্চাটা।তাই এসেছি। ”

লোকটা ভীষণ রুক্ষভাবে বললো, “দূর বেডি,যান এখান থেকে।আমার মাইয়া কানতাছে আমি বুঝমু। আপনার এতো সমস্যা ক্যান?বেশি পন্ডিতি দেখাইতে আসবেন না বলে দিলাম।মায়ের চাইতে মাসির দরদ বেশি যেনো।”

শালুকের ভীষণ রাগ হলো। এতোক্ষণে হওয়া ভয়টা কেটে গেলো।শালুক শুনতে পেলো ভেতরে মহিলাটা মেয়েকে মানানোর চেষ্টা করছে।ধমকে উঠে শালুক বললো, “ভদ্রভাবে কথা বলুন,নিজের আচরণ সংযত রাখুন।আপনি প্রতিদিনই বাসায় মারধোর করেন সবটাই শুনতে পাই আমি।বাসায় একটা ছোট বাচ্চা রেখে আপনার লজ্জা লাগে না এরকম করতে?”

তেড়ে এসে লোকটা বললো, “তোর বাপের কি তাতে?আমার বাসায় আমি যা খুশি তা করমু।”
শালুক হেসে বললো,”আপনার যেমন যা খুশি তা করার অধিকার আছে,আমার ও পুলিশে কমপ্লেইন করার অধিকার আছে। আবারও যদি এরকম শুনি আমি সোজা পুলিশে খবর দিবো।১৪ শিকের ভাত খাবেন যখন বুঝবেন যে নারী নির্যাতনের আসল মজা।”লোকটা হা করে রইলো শালুকের কথা শুনে। শালুক আর দাঁড়ালো না। নিজেদের বাসায় চলে গেলো। বাসায় যাওয়ার পর শালুক টের পেলো তার সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে। জীবনে এই প্রথম সে এরকম করে কারো সাথে বলেছে।
গোসল করে নামাজ পড়ে নিলো শালুক। ধ্রুব এলো কিছুক্ষণ পর। খাবার নিয়ে এলো ধ্রুব।শালুকের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, “কি হয়েছে তোর? ”
শালুক চুপ করে রইলো। শালুকের বিমর্ষ চেহারা ধ্রুবকে ভীষণ পীড়া দিতে লাগলো। চিবুক তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলো, “আমাকে বলবি না,কি হয়েছে বল?”শালুক মাথা নিচু করে বললো, “পাশের ফ্ল্যাটে

যারা থাকে,ওই লোকটা তার স্ত্রীকে ভীষণ মারধোর করে। ওদের বাসায় ছোট একটা বাচ্চা ও আছে মনে হয় জানেন।আজকে বাচ্চাটার ভীষণ কান্নার শব্দ পেয়ে আমি গিয়েছিলাম আপনার কথা অমান্য করে। লোকটা ভীষণ চামারের মতো ব্যবহার করেছিলো আমার সাথে। আমি ও তাকে পুলিশে দেয়ার ভয় দেখিয়ে এসেছি, বলেছি আবারও এরকম মারধোরের শব্দ পেলে পুলিশে কল দিবো।"ধ্রুব বিস্ফোরিত নয়নে তাকিয়ে রইলো শালুকের দিকে।তারপর বললো, "আমার বোকাফুল তো অনেক বড় হয়ে গেছে দেখছি।তবে তোর একা ওখানে যাওয়া উচিত হয় নি শালুক।উচিত ছিলো বাড়িওয়ালা কে ডেকে নিয়ে যাওয়া।লোকটা যদি তোকে একা পেয়ে আরো খারাপ ব্যবহার করতো?"

শালুক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, "কোনো একদিন যদি আপনি ও ওই লোকের মতো ব্যবহার করেন আমার সাথে?আমি তাহলে মরেই যাবো হয়তো। চেনা মানুষের অচেনা রুপ বড়ই কষ্ট দেয়।"ধ্রুব শালুককে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে শালুকের মাথা নিজের বুকের উপর এনে রাখলো।

তারপর বললো, “গাছের বুকে ফুল যেমন নিরাপদে থাকে শালুক,আমার বুকে তুই ও তেমনি নিরাপদে থাকবি শালুক।তোকে বউ করেছি নিজের রাজ্যের রানী করে রাখার জন্য। তোকে যদি কষ্ট দিই তবে সেটা হবে আমার নিজেকে কষ্ট দেওয়া,নিজের সত্ত্বাকে কষ্ট দেওয়া। নিজেকে নিজে কষ্ট দিয়ে আমি কিভাবে বাঁচবো বল?”শালুক জবাব দিতে পারলো না। খাবার পর ধ্রুব শালুকের ব্যাগ গুছিয়ে নিলো। তারপর বাসার সব ময়লা বাহিরে ঝুড়িতে রেখে চুলা,লাইট,ফ্যান,টয়লেটের ট্যাপ সবকিছু ভালো করে দেখে দুজন বের হলো।

ট্রেনের টিকিট কাটা আছে ধ্রুবর। শালুককে নিয়ে বের হলো কমলাপুর রেলস্টেশনের উদ্দেশ্যে।

দুই ঘন্টা পর জ্যাম পেরিয়ে দুজনে কমলাপুর পৌঁছায়। ট্রেন এলো বিকেল ৫.৩০ এ।শালুক বসলো জানালার পাশে। বুক কেমন ভারী হয়ে আছে শালুকের।ধ্রুব বলেছে শালুককে দিয়ে এসে সে চলে আসবে।ধ্রুবর একটা মেয়ে ফ্রেন্ডের বাসায় থেকে শালুক পরীক্ষা দিবে।একে তো বাবা মা’কে দেখবে না,তার উপর ধ্রুব ও চলে আসবে।উপায় নেই ধ্রুবর

ও।নিজের চাকরি,তিনটি টিউশনি এতো দিন মিস দিতে পারবে না সে।সব মিলিয়ে শালুকের খুব খারাপ লাগছে।

বাতাসে শালুকের চুল উড়ে আসছে ধ্রুবর মুখে। ব্যাগ থেকে একটা পাঞ্চক্লিপ বের করে ধ্রুব শালুকের চুলে লাগিয়ে দিলো। শালুকের কাঁধ সমান চুল এখন ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা হয়েছে।

শালুক ধ্রুবর হাত ধরে বসে আছে।

একটা স্টেশনে ট্রেন থামতেই বাদাম নিয়ে এলো এক লোক।ধ্রুব বাদাম কিনে নিলো।তারপর বাদাম ভেঙে নিজে ও খেতে লাগলো, শালুককে ও খাওয়ালো। ঝিকঝিক শব্দে ট্রেন চলছে।শালুক একটা চাদর জড়িয়ে নিয়েছে গায়ে ধ্রুবর গায়ে একটা হুডি।

শীত পড়তে শুরু করেছে।সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে শালুক যেতে লাগলো।

আকাশের বুকে কেমন করে সূর্য হারিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। শালুক আচমকা ধ্রুবকে বললো, “এই সূর্যের মতো করে যদি আমি পারতাম আপনার বুকের ভেতর হারিয়ে যেতে।”ধ্রুবর ভীষণ অবাক লাগলো শালুকের কথা শুনে। শালুকের মাথা টেনে নিয়ে

নিজের কাঁধের উপর রাখলো।তারপর বললো, "আমি প্রমিস করেছি না শালুক।আল্লাহ যতোদিন বাঁচিয়ে রাখে দুজনে এক সাথে থাকবো।"

আরেক স্টেশনে নেমে ধ্রুব রাতের খাবার জন্য বিরিয়ানি নিয়ে এলো।দুজনে খেয়ে শালুক ধ্রুবর কাঁধের উপর মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়লো।

রাত সাড়ে এগারোটায় ধ্রুবরা ট্রেন থেকে নামলো। তারপর রিকশায় উঠে বসলো। শালুকের দুই চোখে রাজ্যের ঘুম নেমেছে। রিকশা কোথায় যাচ্ছে শালুকের হুঁশ নেই।তার মাথায় ঘুরছে ধ্রুব তাকে দিয়ে এসেই আবারও বাস ধরে চলে যাবে।যেটুকু সময় ধ্রুব আছে তার বুক দখল করে রাখবে শালুক।ঘুম থেকে জেগে শালুক চমকালো তখন যখন দেখলো সে দাঁড়িয়ে আছে নিজেদের বাড়ির সামনে।

হতভম্ব হয়ে শালুক চিৎকার করে উঠলো। ততক্ষণে বাড়ির সদর দরজা খুলে দিয়েছে মতির মা।তারপর ভুত দেখার মতো চমকে সে ও চিৎকার করে উঠলো।

কান্নাকাটির রোল পড়ে গেলো হঠাৎ করেই। নিচে চেঁচামেচি শুনে আদনান এসে রুমের বাহিরে

দাঁড়ালো।বুকের ভেতর আবারও অনুভূতির এক ঝড় উঠলো। শালুকের পাশে ধ্রুব দাঁড়িয়ে আছে। দুজনকে কেমন সুন্দর লাগছে দেখতে।

ওই ধ্রুবর জায়গায় তো তার দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিলো।ধ্রুব দাদার সামনে গিয়ে বললো, "দাদা,শালুকের টেস্ট পরীক্ষা আগামীকাল থেকে। আমি চাইলেই পারতাম শালুকের অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু তাতে শালুকের ভীষণ কষ্ট হতো। এত কাছাকাছি থেকেও পরিবারের কাউকে সে দেখবে না এই অভিমান,এই যন্ত্রণা আমার ছোট্ট শালুক সহ্য করতে পারতো না। আমি চাই নি শালুক কষ্ট পাক।আমাকে না বললেও আমি বুঝতে পারি তার বুকের ভেতর কেমন ছটফট করে বাড়িতে আসার জন্য।যে ক'টা দিন ওর পরীক্ষা ও বাড়িতেই থাকবে।আমি আপনার উপর ভরসা করে শালুককে রেখে যাচ্ছি। সেদিন আপনার কথা আমি রেখেছি আজ আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন আশা করছি। আমার শালুকের যেনো কোনো ক্ষতি না হয়।আমি যেভাবে তাকে রেখে যাচ্ছি আপনি সেভাবে আমার আমানত আবারও আমার হাতে তুলে দিবেন।

শালুকের যদি বিন্দু পরিমাণ কোনো সমস্যা হয় তবে মনে রাখবেন দাদা এই ধ্রুবর চাইতে নিষ্ঠুর এই পৃথিবীতে আর কেউ হবে না।আজ শালুক এই বাড়ির মেয়ে না।এই বাড়ির মেয়েকে আমি রেখে যাচ্ছি না। আজ আমি রেখে যাচ্ছি আমার স্ত্রীকে, আমার অর্ধাঙ্গিনীকে।"কারো সাথে কোনো কথা না বলে শালুকের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, "আমি যাচ্ছি, যখনই কোনো সমস্যা হবে,মন খারাপ হবে,কোনো কিছু প্রয়োজন হবে আমাকে বলবে।আমি যেখানেই থাকি না কেনো তোমার সব সমস্যার সমাধান করে দিবো।মনে রেখ শালুক,এই পৃথিবীতে তোমার অনেক আপনজন থাকতে পারে কিন্তু আমার আর কেউ নেই তুমি ছাড়া। তুমি ছাড়া আমার জীবন একেবারে শূন্য। আমার জন্য হলেও সাবধানে থেকো,নিজের খেয়াল রেখো।

ঠিকমতো খাবার খেও,আসি আমি। "

কেউ কোনো অনুরোধ করতে পারলো না ধ্রুবকে।ধ্রুব চলে গেলো।রাজিয়া রহমান

সারাদিন ধরে অল্প অল্প করে লিখে এটুকু পোস্ট দিয়েছি। হয়তো অনেকে রাগ করেছেন দুদিন গল্প না দেয়ায়।

সবার রেসপন্স আশা করছি।ধ্রুব চলে যাওয়ার পর শালুক টলমল পায়ে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। হাসনা বেগমের শীর্ণকায় দেহের দিকে তাকিয়ে শালুক বুঝতে পারলো তার মা ভালো নেই।ঝাঁপিয়ে পড়লো মায়ের বুকে শালুক। তারপর হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো।

মা মেয়ের কান্নার শব্দে কেঁপে উঠলো পুরো বাড়ি। সবাই কাঁদছে।

কতোদিন পর মেয়ে বাবার বাড়ি এসেছে। আনন্দ, বেদনায় কাঁদছে প্রতিটি মানুষ।দুতলায় দাঁড়িয়ে আদনান ও কাঁদছে আজ।তবে সে শালুক এতো দিন পরে বাড়িতে আসায় কাঁদছে না,সে কাঁদছে শালুকের বিয়ে ধ্রুবর সাথে হয়ে যাওয়ায়,শালুককে নিজের করতে না পারায়।ব্যর্থতা তাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে,"দেখ,তুই পারিস নি শালুককে জয় করতে। বাজি জিতে গেছে ধ্রুব।সব কিছুতে তুই ব্যর্থ আদনান। "

আদনান রুমে গিয়ে নিজের চুল নিজে টেনে ধরলো। অসহ্য লাগছে তার সবকিছু। এতো দিন শালুক ছিলো না নিজেকে সে সামলে রাখতে পেরেছে। কিন্তু এখন শালুক তার সামনে থাকবে,সেই শালুক যার উপর এখন আর আদনানের কোনো অধিকার নেই।যার দিকে তাকিয়ে আদনান কথা বলতে ও পারবে না কেননা সে এখন বড় ভাসুর হয়ে গেছে শালুকের।

কেনো এরকম হয়ে গেলো?আদনান কিভাবে সহ্য করবে এবার?

শালুকের দাদা বললেন,"শালুক অনেকটা পথ জার্নি করে এসেছে, ওকে ঘুমাতে যেতে দাও।সকালে পরীক্ষা দিতে হবে ওর।পরীক্ষা দিয়ে আসলে তারপর সবাই মন ভরে কথা বলিও।"

আদিবা বেগম বললেন, "খেয়ে নে শালুক,আয়।"

শালুক আস্তে করে বললো, "ট্রেনে খেয়েছি চাচী।এখন আর খাবো না।"বিছানায় পিঠ লাগাতে লাগাতে ১ টা বেজে গেছে। শালুক আজ শাপলার সাথে শুয়েছে। বিছানায় শুয়ে এক বোন অন্য বোনের গলা জড়িয়ে ধরে আছে কম্বল মুড়ি দিয়ে।

দুজনে নিঃশব্দে কাঁদছে শুয়ে শুয়ে।

শালুকের ফোন বেজে উঠলো সেই সময়।
শালুক ফোন হাতে নিয়ে দেখে ধ্রুবর কল এসেছে। শোয়া থেকে উঠে বসে গলা খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিলো শালুক।
তারপর কল রিসিভ করে হ্যালো বললো।ওপাশ থেকে ধ্রুব বললো, "কান্নাকাটির দরকার নেই শালুক।সবাইকে তো পাচ্ছো দেখতে। এতো কাঁদতে হবে না এবার।
তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো।সবার সাথে দিনভরে কথা বলিও।এখন ঘুমিয়ে যাও।সকালে পরীক্ষা দিতে যাবার আগে একবার বইতে চোখ বুলিয়ে নিবে।সকালে আর নতুন করে কিছু পড়তে হবে না।জাস্ট চোখ বুলিয়ে যাবে একবার।অতিরিক্ত চাপ নিতে হবে না।পরীক্ষা মানে নিজেকে যাচাই করা।অন্যের থেকে দেখে লিখলে সেখানে নিজেকে তুমি যাচাই করবে কিভাবে? কারো থেকে দেখার দরকার নেই শালুক।নিজে যা পারবে তাই দিবে।তাতে করে তোমার কোন কোন টপিকে সমস্যা আছে আমার তা খুঁজে পেতে সুবিধা হবে।ফাইনালের জন্য আমরা সেই দুর্বল টপিকে আরো ভালো করে প্রস্তুতি নিতে পারবো। "

শালুক জিজ্ঞেস করলো, “আপনি এখন কোথায়?চলে যাচ্ছেন সত্যি?”ধ্রুব হেসে বললো, “আমার তো বাবার বাড়ি নেই শালুক। আমার এই পৃথিবীতে শালুক ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ঠিকানা নেই।শালুকের সংসার পাহারা দিতে যাচ্ছি আমি।আমার জন্য চিন্তা করো না।বাড়িতে গেছো সবার সাথে হাসিখুশি থাকো,এনজয় করো।তোমার যে ভীষণ মন খারাপ হয়ে থাকে বাড়িতে যাবার জন্য তা তুমি না বললেও আমি বুঝি শালুক।এখন খুশি তো?”

শালুক আস্তে করে বললো, “আপনি থাকলে আমার খুশির ষোলকলা পূর্ণ হতো। আপনাকে ছাড়া খালি খালি লাগছে সব।”

ধ্রুব হেসে বললো, “ঘুমাও শালুক।রাখছি।”শাপলা শুয়ে শুয়ে দুজনের কথা শুনতে লাগলো। শালুক শুতেই শাপলা জিজ্ঞেস করলো, “ধ্রুব ভাই কেমন রে শালুক?খুব রাগী না?তোকে কি খুব বকাঝকা করে?
”

শুনে শালুকের ভীষণ হাসি পেলো। তারপর বললো, “ধ্রুব ভাই ভীষণ কোমল মনের আপা।কিভাবে করলে আমি ভালো থাকবো, খুশি থাকবো এই চিন্তা ছাড়া

তার মাথায় দ্বিতীয় কোনো চিন্তা নেই।আমাকে ভীষণ ভালোবাসেন উনি।”

শাপলা জিজ্ঞেস করলো, “তুই বাসিস না?”লজ্জা পেয়ে শালুক মাথা নামিয়ে নিলো।তারপর বললো, “বাসি আপা,আমি ও ধ্রুব ভাইকে ভীষণ রকম ভালোবেসে ফেলেছি।ওনার মধ্যে হয়তো এক ধরনের ক্ষমতা আছে আপা।ওনার সাথে কেউ মিশলে সে তাকে ভালো না বেসে থাকতে পারবে না।উনি নিজ গুণে আমার মন জয় করে নিয়েছেন। ”

শাপলার ভীষণ ভালো লাগলো শুনে।খুশি ও হলো কিন্তু তবুও বুকের ভেতর একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলো শাপলা। সে ও তো ধ্রুব ভাইকে ভালোবাসতো।পরমুহূর্তে শাপলার ভীষণ লজ্জা লাগলো এই কথা মনে হতেই।ধ্রুব ভাই এখন তার ছোট বোনের স্বামী। তাকে নিয়ে এসব ভাবা ও পাপ। তাছাড়া তার ভালোবাসা শুধু সে নিজে জানতো।আর কেউ না।ভাগ্যিস কখনো ধ্রুব ভাইকে বা শালুকের কাছে সে বলে নি। যদি বলতো তবে আজ বোনের সামনে দাঁড়াতে পারতো না।

তার ছোট বোনটা ভালো আছে এটাই তো অনেক। বেহায়া মন কেনো অন্য কিছু চিন্তা করছে।

হঠাৎ করে মনে হতেই শাপলা বললো, "তুই না বললি ধ্রুব ভাই কোন মেয়েকে ভালোবাসে?"

শালুক হেসে ফেললো এবার শব্দ করেই।তারপর বললো, "হ্যাঁ আপা।ধ্রুব ভাই এক কেশবতীকে ভালোবাসতো।তবে মজার ব্যাপার কি জানিস?সেই কেশবতী অন্য কেউ না,আমি ছিলাম।অথচ আমি এতোটাই গাধা যে বুঝতেই পারি নি।"

শালুক খিলখিল করে হাসতে লাগলো। শাপলা মুগ্ধ হয়ে শালুকের হাসি দেখতে লাগলো। কতোদিন পর বোনকে এভাবে হাসতে দেখছে শাপলা!বোনের মুখের এই হাসিটার জন্য এরকম হাজার ও এক তরফা ভালোবাসা শাপলা ভুলে যেতে পারে।

ভীষণ ভালো লাগলো শাপলার।

দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে আদনান ও শুনতে পেলো শালুকের সেই প্রাণচঞ্চল হাসি।যেই হাসিতে আফিম মেশানো থাকে,যেই হাসি আদনানকে মাতাল করে তোলে।

এভাবেই তো হাসতো শালুক আগে।যখন আদনান আমেরিকায় ছিলো।

এই হাসি শুনেই তো আদনান কুপোকাত হয়ে যেতো। আজ কতোদিন পর আবারও শালুকের সেই হাসি শুনছে।অথচ আজ শালুক অন্য কারো জন্য হাসছে।পারছে না আদনান সহ্য করতে। দ্রুত পায়ে নিজের রুমে চলে গেলো আদনান। এখানে দাঁড়িয়ে শালুকের হাসি শুনলে তার পুরোপুরি নেশা লেগে যাবে।পাগল হয়ে যাবে সে।

শাপলা বললো, "মজার কথা তো তোকে বলা হলো না শালুক।আশা তো চলে গেছে আদনান ভাইকে ছেড়ে। বলে দিয়েছে বিয়ে করবে না আদনান ভাইকে।"

আদনানের নাম শুনতেই শালুকের হাসি থেমে গেলো। মুঝ থমথমে হয়ে গেলো। কঠোর স্বরে বললো, "বেশ করেছে আশা।দুই থাপ্পড় দিয়ে যায় নি যে এটাই তো বেশি। "শাপলা হেসে বললো, "তুই তো ছিলি না।কি একটা অবস্থা। সবাই মিলে ওদের বিয়ের তারিখ ফাইনাল করছে সেই মুহুর্তে আশা এসে বললো সে কিছুতেই আদনান ভাইকে বিয়ে করবে না।আদনান

ভাই একটা স্বার্থপর মানুষ। নিজের কাজিনের সাথে সে এরকম ব্যবহার করেছে।সব মিলিয়ে আদনান ভাইয়ের মুখে চুনকালি মেখে আশা চলে গেছে। ”

শালুকের ভীষণ আনন্দ হলো এসব শুনে।বললো, “উচিত শিক্ষা হয়েছে আপা।আমি খুব খুশি হয়েছি।”

শাপলা বললো, “এবার ঘুমাতে হবে শালুক,সকালে উঠতে হবে কিন্তু।”

দুজনেই একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে গেলো।

সকালে অভ্যাসমতো শালুকের ফজরের সময় ঘুম ভেঙে গেলো। শাপলাকে ডেকে তুলে দিয়ে শালুক নামাজ পড়ে নিলো।শাপলা অবাক হলো ভীষণ।শালুক নামাজ শেষ করে আসতেই শাপলা হাসতে হাসতে বললো, “কুম্ভকর্ণের ঘুম এতো পাতলা হলো কিভাবে রে শালুক?হাতি দিয়ে টেনে ও তোকে ঘুম থেকে তোলা যেতো না আর সে তুই কি-না সাত সকালে উঠে আমাকে তুলছিস!”

শালুক হেসে বললো, “অভ্যাস আপা।ধ্রুব ভাই আমার এই অভ্যাস করে দিয়েছে। ধ্রুব ভাই তো উঠে ভোররাতে। নিজের পড়া শেষ করে, টুকটাক রান্নার কাজ এগিয়ে রাখে।আজান হলে আমাকে ডেকে

তোলে।তারপর নাশতা বানায়।খুব সকালে বের হয়ে যেতে হয় তার।আবার বাসায় ফেরে অনেক রাত করে। এরপর আবার রান্না করে। ”

শাপলা হেসে বললো, “ইশ,কি শান্তি রে। বরের হাতের রান্না খাচ্ছিস প্রতিদিন। যেখানে সব মেয়েরা নাকের জল,চোখের জল এক করে রান্না করে। ”শালুক হেসে বললো, “কি জানি আপা।তবে আমার মনে হয় কোনো কাজই কঠিন নয় মানুষের চেষ্টার কাছে।আমার তো ভীষণ খারাপ লাগে ধ্রুব ভাই একা কাজ করে বলে। আমার ইচ্ছে করে তার সব কাজ আমি করে দিই সে একটু বিশ্রাম নিক।”

শাপলা মুগ্ধ হলো শুনে।একে অন্যকে ভীষণ ভালোবাসে বলেই তাদের এরকম অনুভূতি একের অন্যের প্রতি।

দুই বোন নিচে নেমে গেলো।রান্নাঘরে নাশতার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। শালুক সেদিকে যেতে নিতেই ফরিদা বেগম তাকে বুকে টেনে নিলেন। তারপর বললেন,”ধ্রুব তো আমাকে মা বলে মানে না শালুক,আমি ওর সাথে এক সময় অন্যায় ব্যবহার করেছি তার শাস্তি আজ ও পাচ্ছি।তুই একটু আমাকে

মা বলিস।”শালুকের ভীষণ লজ্জা লাগলো শুনে।এই মানুষটা তার শাশুড়ী ভাবতেই কেমন লাগছে তার।

ফরিদা বেগম হেসে ফেললেন শালুকের লজ্জা দেখে। তারপর বললেন,”না রে,তুই চাচী বলিস।তোর মুখের চাচী ডাকটাই ভালো লাগে আমার। তোর চুল তো ভালোই বড় হয়েছে শালুক।”

শালুক হেসে বললো, “তোমাদের ছেলে না ধ্রুব ভাই। সে ও তোমাদের মতো রাতে ধরে চুলে তেল দিয়ে দেয় সকালে চুলে হেয়ার প্যাক লাগিয়ে দেয়। তোমাদের মতো করে আমার চুলের পিছনে লেগে থাকে চাচী।”

আদিবা বেগম হেসে বললেন,”স্বামী কে ভাই ডাকতে নেই রে শালুক।”

শালুক বললো, “তবে কি বলবো।আমার লজ্জা লাগে যে।”হাসনা বেগম মেয়ের জন্য দুধ চা এনে মেয়েকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন,”তুই সত্যি ভালো আছিস তো মা?ধ্রুব যেমন ছেলে আমার বিশ্বাস সে তোর গায়ে আঁচড় লাগতে দিবে না।তবুও তুই কি ওকে মেনে নিতে পেরেছিস?

সুখে আছিস তো দুজনে?”

শালুকের চোখ ছলছল হয়ে গেলো। মায়ের বুকে মাথা রেখে বললো, “ধ্রুব ভাই আমাকে ভীষণ যত্নে রাখে মা।আমি নিজেও নিজের এতো খেয়াল রাখতে পারি না ধ্রুব ভাই যেভাবে আমার খেয়াল রাখে।আমি খুব ভালো আছি মা।শুধু তোমাদের সবাইকে ভীষণ মনে পড়ে। ”হাসনা বেগম হেসে বললেন, “পাগল। তোর যদি অন্য কোথাও বিয়ে হতো তখনও তো তোকে আমাদের ছেড়ে থাকতে হতো। মেয়েদের জীবন এরকমই মা।আজীবন বাবা মায়ের কাছে তারা থাকতে পারে না। যখনই বিয়ে দিতাম তোকে,আমাদের ছাড়াই তো থাকতে হতো। ”

শালুক মা’কে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। তারপর বললো, “মা,যে কয়দিন বাড়িতে আছি তুমি আমাকে কিছু রান্না শিখিয়ে দিবা।যেসব ধ্রুব ভাইয়ের প্রিয় ভীষণ। আমার খুব লজ্জা লাগে।সব কাজ ধ্রুব ভাই করে বাসায়।আমার কাজ শুধু খাওয়া আর পড়া। আমাকে কোনো কাজ করতে দেয় না উনি।আমার ইচ্ছে করে ওনার জন্য কিছু রান্না করতে।”হাসিনা বেগমের কেমন যেনো আনন্দ লাগলো শুনে।মেয়ে তার স্বামীর জন্য ভাবছে এটাই তাকে আনন্দ দিচ্ছে।

বিয়েটা যেভাবেই হোক,দুজন যে দু'জনকে নিয়ে সুখে আছে এর চাইতে আনন্দের আর কি হতে পারে!

শালুক একবার সব টপিকে চোখ বুলিয়ে গেলো। তারপর আলমারি থেকে তার স্কুল ড্রেস বের করলো। এখনো কি সুন্দর ভাঁজ করে রাখা।শালুক জানে এই কাজ শাপলা করেছে।ধ্রুবকে কল দিয়ে জানালো সে স্কুলে যাচ্ছে।

স্কুলে যাবার আগে শালুক একবার শান্তকে দেখতে গেলো। শান্ত এখনো ঘুম থেকে উঠে নি।রাতে ও ঘুমে ছিলো বলে শালুকের সাথে দেখা করতে পারে নি।শান্তর গালে একটা চুমু দিয়ে শালুক চলে গেলো পরীক্ষা দিতে।

স্কুলে গিয়ে বন্ধবীদের সাথে সে কি গলাগলি শালুকের। সবার সাথে শালুকের ভালো সম্পর্ক ছিলো।

কতোদিন পর সব চেনা মুখকে দেখছে শালুক। আনন্দে কান্না করে দিয়েছে সবাই।

যথাসময়ে পরীক্ষা শুরু হলো। প্রশ্ন হাতে পেয়ে শালুক চমকে গেলো। সবই তার কমন এসেছে। অনেক দিন পর শালুকের কেমন জানি পরীক্ষা দিতে

নির্ভয় লাগছে।মনে মনে ধ্রুবকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালো শালুক।

এই প্রথম শালুক ফুল মার্কস আনসার করেছে পরীক্ষায়।পরীক্ষা শেষ করে সবার সাথে কথা বলতে বলতে শালুকের কিছুক্ষণ দেরি হলো। তারপর বাসার জন্য বের হয়ে আসতেই দেখলো পথে আদনান দাঁড়িয়ে আছে।

বিরক্তিতে, ঘৃণায় শালুকের ভ্রু কুঁচকে গেলো। আদনান কেনো এসেছে এখানে!শালুক নিজের ফাইলপত্র সব শক্ত করে ধরে কোনো দিকে না তাকিয়ে হাটতে লাগলো সামনের দিকে।কিছুটা সামনে এগুতেই আদনান পিছু নিলো তার।

শালুক দ্রুত পায়ে হাটতে লাগলো কিন্তু আদনানের সাথে পেরে উঠলো না।

আদনান এগিয়ে এসে শালুকের পাশাপাশি হাটতে হাটতে জিজ্ঞেস করলো, “কেমন আছিস?”

শালুক জবাব দিলো না। আদনান আবারও জিজ্ঞেস করলো কেমন আছিস।শালুক হাটার গতি আরো বাড়িয়ে দিলো।আদনানের এবার রাগ উঠে গেলো।

শালুকের হাত টেনে ধরে বললো, “ভাব দেখাচ্ছিস আমাকে?কথা বলছি কানে যাচ্ছে না? ”
শালুক টান দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, “কি সমস্যা আপনার? রাস্তাঘাটে মেয়ে দেখলে কি মাথা ঠিক থাকে না?ইভটিজিং করতে চলে আসেন?”
আদনানের ভীষণ হাসি পেলো। হেসে দিয়ে বললো, আমাকে তুই চিনতে পারছিস না মনে হয়? এরকম করছিস কেনো?আমার উপর রেগে আছিস?”শালুক বললো, “আপনি আমার কেউ হন?আপনাকে আমি চিনি?আপনার উপর রাগ করার প্রশ্ন আসছে কেনো তাহলে? ”
আদনান শালুককে নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বললো, “আমার ভুল হয়ে গেছে শালুক,এরকম কিছু হবে আমি কখনো ভাবি নি।আমি তোকে কিছুতেই হারাতে চাই নি শালুক।কেউ না জানুক আমার মন জানে আমি তোকে কতটা ভালোবাসি। ”
শালুকের ভীষণ ঘেন্না লাগলো শুনে।কেমন সারা শরীর ঘিনঘিন করে উঠেছে ওর আদনানের মুখে ভালোবাসার কথা শুনে।

রাস্তার উপর একদলা থুথু ছুঁড়ে ফেলে বললো, “আপনি আর ভালোবাসা! দুটোই বিপরীতমুখী। আপনার সাথে অন্তত ভালোবাসা শব্দ যায় না।আপনি একটা মারাত্মক লেভেলের অসভ্য,ইতর স্বভাবের লোক।”আদনান ব্যথিত চোখে তাকিয়ে বললো, “সবাই আমাকে ভুল বুঝুক আমার কোনো কষ্ট নেই তাতে কিন্তু তুই আমাকে ভুল বুঝিস না।আমার কথাটা শোন আগে।তারপর বুঝবি আমি কেনো এরকম করতে বাধ্য হয়েছি।”

শালুকের বিরক্ত লাগলো। ভেবেছে বাড়িতে গিয়ে ধ্রুবকে কল দিয়েই জানাবে তার পরীক্ষা ভীষণ ভালো হয়েছে কিন্তু এখন আদনান যা শুরু করেছে তাড়াতাড়ি বাড়িতে যাবার উপায় নেই।

আদনান শালুকের হাত টেনে ধরে বললো, “তোর এই হাতটা আমার হাতে রাখতে চেয়েছি আজীবন আমি।কিন্তু ভাগ্য আমার সহায় ছিলো না।তোকে আমি কতটা চাই শালুক তুই জানিস না।কেউ বুঝবে না সেটা। ”শালুক হাটা শুরু করলো।

আদনান মন খারাপ করে শালুকের পিছু নিলো। সুযোগ খুঁজে রাস্তায় কাউকে না পেয়ে শালুকের হাত

টেনে ধরে পিছনে ফিরিয়ে কোমর চেপে ধরে বললো, “একটা বার আমার কথা শোন শালুক,তারপর আমার সাথে এরকম রাগ করিস।ধ্রুবর কারণেই আমাকে এসব করতে হয়েছে। আমি বাধ্য হয়ে এরকম কাজ করেছি।”শালুকের হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে গেলো আদনানের এই অসভ্যতা দেখে।কষে একটা থা/প্পড় বসালো আদনানের বাম গালে।তারপর ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়ে বললো, “আর কোনো দিন আমার সামনে আসার ও চেষ্টা করবি না তুই।আমার চরিত্রে তুই দাগ লাগানোর চেষ্টা করেছিস।আমাকে সবার কাছে চরিত্রহীনা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিস।আল্লাহ সহায় ছিলো বলে আমার আল্লাহ আমার সম্মান রক্ষা করেছে।কোনো দিন যদি আবারও আমার সাথে কথা বলার ও চেষ্টা করিস,আজ এক গালে থা/প্পড় মে/রেছি আমি,পরের বার আর আমার হাতের থাপ্পড় না।তোকে শায়েস্তা করার জন্য আমার হাজব্যান্ড ধ্রুবই যথেষ্ট। তোর মতো নর্দমার কীট কে সে খুব ভালো করে শায়েস্তা করতে জানে।আর ধ্রুবর নামে একটা কথা ও বলার চেষ্টা করবি না।ওর নাম উচ্চারণ করার যোগ্যতা ও তোর নেই।”শালুক আর

থামলো না। দৌড়ে বাড়ির দিকে গেলো। আদনান ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে হতবিহ্বল হয়ে। শালুক তাকে থাপ্পড় দিয়েছে?

তাকে তুই করে কথা বলেছে?

সব কেমন অবিশ্বাস্য লাগছে আদনানের কাছে।

এই কি সেই শালুক!

নরম,কোমলপ্রাণ সেই শালুক কোথায় আজ?এ তো স্বয়ং বিধ্বংসী নারী।এই কোমল হাত কাউকে এভাবে আঘাত করতে পারে তা কখনো ভেবেছে আদনান? ধ্রুবর জন্য আজ শালুকের হাতে থাপ্পড় ও খেতে হলো আদনানের।

মাথা ভোঁভোঁ করে ঘুরতে লাগলো আদনানের।

শালুক বাড়িতে এসে হাঁপাতে লাগলো। বাকিটা পথ আর সে দৌড় বন্ধ করে নি।আদিবা বেগম এক গ্লাস পানি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে তোর,এতো হাঁপাচ্ছিস কেনো?"

শালুক পানি খেয়ে বললো, "কিছু না চাচী।দ্রুত পায়ে হেটে এসেছি তো তাই।"

আদিবা বেগম আর কিছু না জিজ্ঞেস করে বললেন,"যা কাপড় পালটে আয় আমি ভাত

বাড়ছি।”শালুক নিজের রুমে চলে গেলো। ড্রেস চেঞ্জ করে গোসল করে নিলো।গোসল করতে গিয়ে শালুকের মনে হলো তার সারা শরীর আদনানের ছোঁয়ায় অপবিত্র হয়ে গেছে যেনো।

বাথরুমের ঝর্ণার পানির সাথে গড়িয়ে পড়লো শালুকের চোখের কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল।

শালুক জানে সারা পৃথিবীর সাবান দিয়ে ধুয়ে ও এই ছোঁয়া মুছতে পারবে না।ধ্রুবর ভালোবাসার ছোঁয়া পেলেই এই অপবিত্র ছোঁয়া বিলীন হয়ে যাবে দেহ থেকে।

হঠাৎ করেই শালুকের মন খারাপ হয়ে গেলো। ধ্রুবকে ভীষণ মনে পড়তে লাগলো। কি করছে এখন ধ্রুব?শালুকের কথা কি তার মনে পড়ছে?সে ও কি শালুকের মতো বিরহে পুড়ছে?

গোসল করে শালুক একটা হলুদ জামা পরে নিলো। ধ্রুব গতকাল নামাজ পড়তে বের হয়ে শালুকের জন্য অনেক কিছু কিনে দিয়েছে।শালুক এখনো সবগুলো ব্যগ খুলেও দেখে নি।জামাকাপড়ের ব্যাগ খুলতেই দেখলো উপরে এই জামাট।শালুক জানে এটাও ধ্রুব গতকাল কিনে এনেছে। ব্যাগ দুটো খুললে আরো

অনেক কিছু দেখা যাবে।শালুক ঠিক করলো এগুলো এখন খুলবে না।রাতে একা একা সব খুলে দেখবে। হলুদ সাদা জামা পরে শালুক নিচে নামতেই আদনানের মুখোমুখি হলো।পাশ কাটিয়ে শালুক চলে গেলো। আদনান পিছনে ফিরে তাকালো আবারও শালুকের দিকে।শালুক আগের চাইতে বেশ সুন্দরী হয়েছে। গায়ের রঙ আরো উজ্জ্বল হয়েছে।

ভেজা চুলগুলো বেয়ে পানি পড়ছে।কি সুন্দর সেই দৃশ্য!

ধ্রুবর কপালের কথা ভেবে আদনানের আরো ঈর্ষা হলো। প্রতিদিন ধ্রুব শালুকের এই চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য দেখে।জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায় নিশ্চয় ধ্রুব তখন।আদনান নিজেই তো এই সামান্য একটুতে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে ধ্রুব কি করে!শালুক তো তার স্ত্রী। পরমুহূর্তে লজ্জা পেলো আদনান। নিজেকে নিজে সামলে নিজের রুমে চলে গেলো।

খেতে বসে শালুক ধ্রুবকে কল দিলো।ধ্রুব ও তখন খেতে বসেছে। শালুক জিজ্ঞেস করলো, “কি দিয়ে খাচ্ছেন আপনি? ”

ধ্রুব সামনে রাখা ডাল আর সবজির দিকে তাকিয়ে বললো, “আমার প্রিয় তরকারি দিয়েই খাচ্ছি শালুক। তুমি? ”

শালুক বললো, ” ইলিশ মাছের ডিম, কষা মাংস,ডাল।আপনার কথা ভীষণ মনে পড়ছে।কষা মাংস না আপনার ভীষণ প্রিয়। এই খাবারটা আমার খেতে ইচ্ছে করছে না আপনাকে ছাড়া। ”ধ্রুব হাসলো। ধ্রুবর হাসির শব্দ হয় না।ঠোঁট টিপে কি সুন্দর করে হাসে সে।তবুও শালুক বুঝতে পারলো ধ্রুব হাসছে।

ধ্রুব বললো, “তুমি আমার অর্ধাঙ্গিনী না শালুক। আমার ৫০% তুমি।তুমি খেলেই আমার মন ভরে যাবে।সব কিছুতে পেট ভরতে হয় না।মন ভরলেই মানুষ যে সুখ পায় সেই সুখ পেট ভরে খেলেও পাওয়া যায় না।এই যে তুমি আমার কথা ভাবছো,খেতে গিয়ে আমাকে মনে করছো এর চাইতে সুখের কথা আমার জন্য দ্বিতীয় কিছু নেই শালুক।”

শালুক মলিন হাসলো। তারপর বললো, “আমার পরীক্ষা ভীষণ ভালো হয়েছে জানেন।একটা ওয়ার্ড ও কারো থেকে দেখে লিখতে হয় নি।সবই কমন

এসেছে। ”ধ্রুব খুশি হয়ে গেলো শুনে।শুকরিয়া আদায় করে বললো,”আল্লাহ চায় তো,যেনো তোর সব পরীক্ষা এরকম ভালো হয়।”

শালুক বলল,”আপনি যে হঠাৎ করেই আমাকে তুমি করে বলছেন বুঝতে পারছেন?”

ধ্রুব হেসে ফেললো। সে ইচ্ছে করেই শালুককে তুমি করে বলছে।রাতে সবার সামনে শালুককে তুই করে বললে সবাই ভাবতো হয়তো ওরা এখনো কেউ কাউকে ওভাবে মেনে নেয় নি।একবার তুমি বলার পর আর তুই বলতে ইচ্ছে করছে না।

ধ্রুব কল কেটে দিলো। শালুক খেয়ে শাপলার কাছে গেলো। তারপর শাপলার কাছে আদনানের ব্যাপারটা শেয়ার করলো।

শাপলা অবাক হলো আদনানের এই বহুরূপ দেখে। এই লোকটা কি পাগল না-কি?এই আশাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে আবার শালুককে বলছে ভালোবাসে।

মাথা কি এলোমেলো হয়ে গেলো না-কি আশাকে হারিয়ে?

শাপলা ঠিক করলো এসব ধ্রুব ভাইকে জানাবে সে শালুকের অজান্তে। নয়তো আদনান পরে যদি আরো

সমস্যা করে!ধ্রুবর মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।একটু আগে শাপলা কল দিয়েছে শালুকের ফোন থেকে। আদনান যা যা করেছে সব বলেছে শাপলা ধ্রুবকে।
তারপর থেকে ধ্রুবর মন মেজাজ বিগড়ে আছে।রাগ উঠেছে সপ্তমে।অযথাই মাথা গরম হচ্ছে।
এই শীতের দিনেও ধ্রুবর শরীর থেকে ঘাম বের হচ্ছে। যা নিয়ে ধ্রুব চিন্তায় ছিলো তাই হচ্ছে।
নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলো ধ্রুব।এরকম অযথাই রাগে ফোঁসফোঁস করার স্বভাব ধ্রুবর নেই। ধ্রুব মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করার মানুষ।এই মুহূর্তের অতিরিক্ত রাগ ধ্রুবকে ভাবিয়ে তুলছে।সে কি নিজেকে কন্ট্রোল করতে ব্যর্থ হচ্ছে!
ধ্রুবর দাদী বলতেন, অতিরিক্ত রাগ হলে যাতে মাটির দিকে থাকে তাহলে রাগ মাটি হয়ে যাবে।আর নয়তো পানির দিকে তাকিয়ে থাকতে তাতে রাগ পানি হয়ে যাবে।
এই বিশাল শপিং মলের দুই তলার এই শো-রুমের চৌহদ্দিতে কোনো মাটি নেই আর না আছে ওভাবে দেখার মতো কোনো পানি।বোতলের পানির দিকে তাকিয়ে রাগ কমানোর কোনো উপায় পেলো না।

ফ্লোরে শুয়ে ধ্রুব ১০০ থেকে উল্টো দিকে কাউন্ট করতে শুরু করলো। ২৩ এ এসে ধ্রুব অনুভব করতে পারলো তার রাগ কমেছে। তবুও খানিকটা মনোকষ্ট রয়ে গেলো।শালুক কেনো তার কাছে এই ব্যাপারটা লুকিয়ে গেছে এই ভেবে।

বুঝতে পারলো না ধ্রুব শালুকের এই ব্যাপারটা।

শো-রুম থেকে বের হয়ে ধ্রুব টিউশনিতে গেলো। দুইটা টিউশনি শেষ করে শেষ টিউশনিতে যাবার সময় ধ্রুবর কেমন ইতঃস্তত বোধ হলো। এই টিউশনিটা ধ্রুবর কাছে কেমন যেনো লাগে।ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে পড়া একটা মেয়েকে পড়ায় ধ্রুব। ফিন্যান্স আর একাউন্টিং। দুই সাবজেক্ট। সপ্তাহে ৩ দিন ফিন্যান্স তিন দিন একাউন্টিং।মাসে ১০ হাজার টাকা বেতন। কিন্তু ছাত্রীর আচার ব্যবহার কিছুদিন ধরে ধ্রুবর কাছে সুবিধাজনক লাগছে না।ধ্রুব বাসার বাহিরে দাঁড়িয়ে বুক ভরে শ্বাস নিলো।তারপর মুখে অতিরিক্ত গাম্ভীর্য এনে বাসায় প্রবেশ করলো।

তার ছাত্রী চেয়ারেই বসে ছিলো। যেনো ধ্রুবর প্রতীক্ষা করছে বসে বসে।

ধ্রুব বসতে বসতে আড়চোখে তাকালো।

মোটা করে চোখে কাজল দিয়েছে মেয়েটা,ঠোঁটে গাঢ় খয়েরী রঙের লিপস্টিক। কানে নীল দুল পরেছে নীল জামার সাথে ম্যাচিং করে।

ধ্রুব একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। এই মেয়েটার হাবভাব সুবিধাজনক লাগছে না বলে ধ্রুব প্রথমেই বলে দিয়েছিল সে বিবাহিত। কিন্তু মেয়েটার মধ্যে তার জন্য ভ্রুক্ষেপ নেই।ধ্রুব গম্ভীরমুখে বললো, "গতকাল যে আর্থিক অবস্থার বিবরণী করতে দিয়েছিলাম আগে ওটা দেখাও।"

ধ্রুবর ছাত্রীর নাম নিশা।নিশা খাতা বের করে বললো, "স্যার, আমার দিকে তাকান।"

ধ্রুব খাতার দিকে তাকিয়ে বললো, "তোমার দিকে তাকানোর কি আছে?তোমার দিকে তাকিয়ে থাকার জন্য তো আমাকে মাস শেষে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয় না।টাকা দেওয়া হয় তোমার লেখাপড়ার দিকে তাকানোর জন্য।তাই,নিজের সাজগোজ বন্ধ করে মন দিয়ে নিজের মেধাকে সাজাও।পড়ালেখায় মন দাও।"

নিশা ফিসফিস করে বললো, "মন তো স্যার আমার কাছে থাকে না।আপনার কাছে থাকে।"ধ্রুব শুনতে পেলো কথাটা। কিন্তু জবাব দিলো না। না শোনার

ভান করে রইলো। নিশা আবারও বললো,"আমার দিকে তাকালে আজকে আপনি একটা মজার জিনিস দেখতে পাবেন।আজকে আমাকে অন্যরকম লাগছে সেটা দেখতে পাবেন।"

ধ্রুব না তাকিয়ে বললো, "কেনো,তোমার কি আজকে মাথায় শিং গজিয়েছে নাকি?বাজে কথা বন্ধ করো। তোমার অংক মিলে নি।কোনটা কোথায় বসবে তুমি সেটাই এখনো বুঝতে পারছো না।আয়,ব্যয় সব গুলিয়ে ফেলেছ।"

নিশা করুণ সুরে বললো, "আমার মাথাটাই তো গুলিয়ে গেছে স্যার।অংক মিলবে কিভাবে?"

ধ্রুব আবারও খাতায় আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ঘর আকলো।তারপর নিশার দিকে খাতা এগিয়ে দিয়ে বললো, "শুরু করো আবার। যেই এন্ট্রি বুঝবে না আমাকে জিজ্ঞেস করবে।"নিশা ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে বললো, "আগে এটা বুঝান কিভাবে কারো মনে এন্ট্রি নেওয়া যায়?"

ধ্রুব ভীষণ রাগ হলো। ধমকে বললো, "ফাজলামি করতে বসেছ তুমি?আমাকে জোকার মনে হয় তোমার? নাকি তামাশা করতে ভালো লাগছে?নেক্সট

টাইম যদি তোমার এরকম ব্যবহার দেখি তবে আমি তোমার আম্মুকে বলে যাবো আমার পক্ষে তোমাকে পড়ানো সম্ভব না। অন্য টিচার রাখতে।বেয়াদব স্টুডেন্ট আমার চাই না।”নিশার কলিজায়ভাবে লাগলো ধ্রুবর এই কথাগুলো। ধ্রুব কেনো বুঝতে পারছে না নিশা তাকে ভালোবাসে!শুধুমাত্র ধ্রুবর জন্যই তো নিশা পড়ানোর টাইম হবার আগেই টেবিলে এসে বসে থাকে।নিজেকে সাজিয়ে গুজিয়ে রাখে।আর ধ্রুব কি-না নিশার থেকে নিস্তার পেতে নিজেকে বিবাহিত বলে দাবি করছে?

নিশা ভেবে পায় না সে দেখতে কি এতোই খারাপ!

নিশাকে অংক করতে দিয়ে ধ্রুব শালুককে কল দিলো। শালুক তখন বাংলা দ্বিতীয় পত্র বই নিয়ে বসেছে।ধ্রুবর কল পেয়ে অবাক হলো। এই সময়ে ধ্রুব তো কখনো কল দেয় না।আজ কি হলো হঠাৎ! তড়িঘড়ি করে শালুক কল রিসিভ করলো। ধ্রুব যথাসম্ভব মধুর স্বরে বললো, “কি করছো?খেয়েছ তুমি? ”

শালুক জবাব দিলো পড়া শেষ করে খাবে তারপর জিজ্ঞেস করলো, “এই সময় তো কল দেন না। আজকে হঠাৎ কি হলো?”

ধ্রুব নিশাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললো, “এই সময় তো আমার বউটা আমার কাছে থাকতো বাসায়।তাই কল দিতাম না।কারণ বাসায় গেলে তোমাকে দেখবো। আজকে তো তুমি নেই,তাই খুব মিস করছিলাম। এজন্য কল দিয়েছি।আজ তো বাসায় গেলে দেখবো বাসা ফাঁকা।”শালুকের কেমন যেনো ভালো লাগলো ধ্রুবর এই কথাগুলো। কেমন হৃদয় প্রশান্ত করে দিচ্ছিলো। ধ্রুব কল রেখে দিলো।নিশা কান পেতে শুনলো সবটা।তবুও ওর বিশ্বাস হলো না। নিশার মনে হলো এই সব ধ্রুবর প্ল্যান।কাউকে আগেই বলে রেখেছিলো হয়তো। তাই নিশাকে সরানোর জন্য এরকম করছে ধ্রুব।

চুপচাপ নিশা অংক করে গেলো। ধ্রুবকে একটা এন্ট্রি ও জিজ্ঞেস করলো না।

অংক দেখতে গিয়ে ধ্রুব টের পেলো নিশা ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আর মজার ব্যাপার হলো, অংক এবার ঠিকঠাক মিলে গেছে।

ধ্রুব ভেবে পেলো না নিশার এই কান্নার কারণ কি। তবে এটুকু বুঝতে পারলো এই টিউশনি ছেড়ে দতে হবে খুব শীঘ্রই। এসব কেলেংকারীতে ধ্রুব কিছুতেই জড়াতে চায় না।আর এই ষোড়শীকে বুঝানোর সাধ্য তার নেই।

নিজের বউয়ের চিন্তা করবে না কি অন্য মেয়েকে নিয়ে ভাববে সে।বাকি সময়ে ধ্রুব আরো দুটো অংক করালো।নিশা একটা কথা ও বললো না ধ্রুবর সাথে। নিশা ভেবেছিলো ধ্রুব একটা বার হলেও জিজ্ঞেস করবে নিশাকে কেনো চুপ করে আছে।

কিন্তু নিশার ভাবনা ভুল করে দিয়ে ধ্রুব ও প্রশ্ন করে নি।সময় শেষ হতেই ধ্রুব উঠে চলে গেলো।

পড়ার টেবিলেই নিশা কান্নায় ভেঙে পড়লো। নাকের জল,চোখের জল একাকার হয়ে গেলো নিশার।

বাবা মায়ের একমাত্র আদরের মেয়ে নিশা।যা চেয়েছে তাই পেয়েছে।এজন্য সব কিছুতে জিতে যাওয়ার একটা মানসিকতা নিশার মধ্যে প্রবল। সব সময় আত্মীয় স্বজন, কাজিনদের মধ্যে ফার্স্ট প্রায়োরিটি নিশার।কেননা নিশার বাবা অনেক টাকার মালিক। তার একমাত্র উত্তরাধীকারি নিশা।তার উপর নিশা

বেশ সুন্দরী। সবদিক মিলিয়ে সবখানে নিশা দেখেছে সবাই তাকে খুব প্রাধান্য দেয়।

কিন্তু এই একটা জায়গায়, একজন মানুষের কাছে নিশা হেরে যাবে তা নিশার ভাবনাতে ছিলো না কখনো।

ক্লাস সেভেন থেকে বেশ কয়েকজন প্রাইভেট টিচার চেঞ্জ করেছে নিশা।পড়াতে পড়াতে সবাই নিশাকে ভালোবেসে ফেলতো।এর থেকে নিশার মধ্যে এক ধরনের অহংবোধ জন্ম নিলো।

সে ভেবেই নিলো এরকমটাই হতে হবে।কিন্তু ধ্রুব অন্যদের চাইতে অন্যরকম হওয়ায় নিশার মনে জায়গা করে নিয়েছে।

স্বপ্নের পুরুষ হিসেবে নিশা যেমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ, মেধাবী,শ্যামলা,লম্বা ছেলে পছন্দ করে ধ্রুবর মধ্যে তার সবটাই আছে।নিশা কিছুতেই ধ্রুবর নেশা থেকে নিজেকে বের করে আনতে পারছে না।

উল্টো ধ্রুবর এই কাটখোট্টা ব্যবহারে নিশা আরো প্রেমে পড়ে যাচ্ছে। অথচ এই মানুষটা কিছুতেই বুঝতে চায় না ওকে।

ধ্রুব বাসায় ফিরে সটান হয়ে শুয়ে পড়লো। আজ আর রান্না করতে ইচ্ছে করে না।একা একা খেতে ইচ্ছে করে না। পুরো বাসা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। একটা মানুষের অনুপস্থিতে এই বাসাটা ও বুঝে গেছে। ধ্রুবর বুকের ভেতর ভীষণ জ্বালাপোড়া অনুভূতি টের পাচ্ছে ধ্রুব।

কেনো এতো অন্তর পুড়ে যাচ্ছে?

কেনো শালুক এভাবে হৃদয়ে আসন গেড়ে বসেছে। আজ যে শালুক কাছে নেই অথচ ধ্রুব এই সামান্য বিরহ সহ্য করতে পারছে না।শালুক পড়া শেষ করে খেতে গেলো। আদনান অপেক্ষা করে ছিলো কখন শালুক খেতে যাবে।শালুক খেতে বসে দু লোকমা খেয়েছে সেই সময় আদনান গেলো ভাত খেতে। মা'কে ডেকে ভাত দিতে বললো।

শালুক বুঝতে পারলো আদনান ইচ্ছে করে এই সময় এসেছে।ভাতের প্লেট নিয়ে শালুক দাদার রুমে চলে গেলো।

আদনান বুক ভরা ব্যথা নিয়ে তাকিয়ে রইলো। শালুক কেমন করে তাকে ইগনোর করে যাচ্ছে। এতো ভাব

কিভসবে হলো শালুকের?না-কি ধ্রুবর সাথে থাকতে থাকতে শালুক ও এরকম হয়ে গেছে।

খাওয়ার পর দাদীর রুমে বসে সবাই মিকে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করলো।

রাতে শালুক ঠিক করলো আজকে নিজের রুমে ঘুমাবে। ধ্রুব কি কি রেখেছে ব্যাগে এসব দেখবে।

রুমে গিয়ে শালুক ধ্রুবকে কল দিলো। ধ্রুব ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। গতরাত জার্নি শেষ করে বাসায় এসে দু ঘন্টা ও ঘুমাতে পারে নি।বের হয়ে যেতে হয়েছিলো জীবিকার তাগিদে। সারাদিন খাটাখাটুনি শেষে আজ বিছানায় পিঠ দিয়ে শালুককে ভাবতে ভাবতেই ধ্রুব ঘুমিয়ে পড়লো।শালুক যখন ধ্রুবকে কল দিয়েছে তখন রাত ১২.১৫ মিনিট।

শালুক ফোন রেখে দিয়ে সবেমাত্র ব্যাগ খুলেছে এই সময় দরজায় টোকা পড়লো। শাপলা ভেবে শালুক দরজা খুলতেই দেখলো আদনান দাঁড়িয়ে আছে। শালুককে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আদনান মুখ চেপে ধরে দরজা বন্ধ করে দিলো।শালুক হাত দিয়ে খামচে ধরে রেখেছে আদনানের হাত,পা দিয়ে পেছন

থেকে লাথি দিচ্ছে কিন্তু আদনান শালুকের মুখ ছাড়ছে না।

ফিসফিস করে বলতে লাগলো, “তোকে আজ শুনতেই হবে আমার কথা। নয়তো আমি শান্তি পাবো না।তুই আমার শুধু, আমার হবার কথা ছিলো।

আমি তো তোকে একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ দেয়ার জন্যই আশাকে বিয়ে করতে চেয়েছি। মাঝখান থেকে ধ্রুব সব ঝামেলা পাকালো। ”শালুক খুব জোরে আদনানের হাটুতে একটা লাথি দিলো।প্রচন্ড ব্যথা পেলো আদনান। তবুও শালুকের মুখ ছাড়লো না।

শালুককে সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে আদনান বললো, “একটু আমার কথা শোন শালুক।আমি তোর কোনো ক্ষতি করবো না।আমি তোকে সত্যি ভালোবেসেছি। আমি মনে হয় পাগল হয়ে যাবো শালুক তোর বিরহে। আমি সব শেষ করে দিবো শালুক।সবাইকে শেষ করে দিবো।সবার আগে ধ্রুবকে শেষ করে দিব।তোকে আমি একবার হারিয়েছি আর হারাতে চাই না।বিশ্বাস কর আমি তোকে অনেক সুখে রাখবো।”

ধ্রুবর ঘুম ভেঙে গেলো হঠাৎ করেই। বুকের ভেতর কেমন কেঁপে উঠলো ঘুমের মধ্যেই। তড়াক করে ধ্রুব লাফিয়ে উঠে বসলো বিছানায়।শীত লাগছে অথচ সে গায়ে কম্বল দেয় নি।এজন্যই কি ঘুম ভেঙে গেছে?
ভেবে পেলো না ধ্রুব।ফোন চেক করে দেখে আধা ঘণ্টা আগে শালুক কল দিয়েছে। ধ্রুব কল ব্যাক করলো শালুককে।
রিং হতে থাকলো কিন্তু শালুক রিসিভ করতে পারলো না।
ধ্রুবর কল দেখে আদনানের মাথা খারাপ হয়ে গেলো যেনো।আদনান শালুককে টেনে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে এক হাতে শালুকের মুখ চেপে ধরে ধ্রুবর কল কেটে দিলো।
কল কেটে দেয়ায় ধ্রুব দুই মিনিট অপেক্ষা করলো শালুকের কল ব্যাক করার।কল না পেয়ে আবারও কল দিলো। আদনান বিরক্ত হয়ে কল আবারও কেটে দিলো। এরপর ফোন অফ করে দিলো।ধ্রুব হতবাক হলো শালুকের ফোন বন্ধ পেয়ে।কথা না বলে শালুক তো ফোন রেখে দেওয়ার মানুষ না।তারপর এখন

কি-না ধ্রুবর কল কেটে দিয়ে সে ফোনের সুইচ অফ করে দিয়েছে।

ধ্রুবর বুকের ভেতর জ্বলতে লাগলো। কি হয়েছে শালুকের?

শাপলার ফোন নেই যে শাপলাকে কল দিবে।উপায় না পেয়ে ধ্রুব দাদাকে কল দিলো। কেনো জানি তার বুকের ভেতর খচখচ করছে একটা সন্দেহ।

নুরুল ইসলাম সাহেব এতো রাতে নাতির কল পেয়ে অবাক হলেন।ধ্রুব সোজা বললো, "দাদা,এখনই উপরে যান।শালুকের সাথে আমার এই মুহুর্তে কথা বলতেই হবে।"চশমা চোখে দিয়ে ধ্রুবর দাদা ফোন নিয়ে উপরে গেলো। প্রথমে শাপলার রুমের দরজায় নক করলো।ঘুম থেকে জেগে শাপলা দরজা খুলে দাদাকে দেখে অবাক হয়ে গেলো। হাই তুলতে তুলতে বললো, "কি হয়েছে দাদা?"

দাদা জিজ্ঞেস করলেন,"শালুক কই?ধ্রুব কল দিয়েছে কথা বলতে। "

শাপলা আড়মোড়া ভেঙে বললো, "ও তো আজকে ওর রুমে শুয়েছে।আমি ডাকছি চলেন।"ধ্রুব লাইনে

থেকে সব শুনতে লাগলো। বুকের ভেতর ধুকপুক করতে লাগলো ধ্রুবর।

শাপলা কয়েকবার শালুককে ডাকলো,কিন্তু শালুক জবাব দিতে পারলো না। আদনান শক্ত করে দুই হাতে শালুকের মুখ চেপে ধরে রেখেছে। উপায় না পেয়ে শালুক লাথি দিয়ে টুলের উপর থেকে গ্লাস ফেলে দিলো।

ঝনঝন শব্দ তুলে কিছু ভেঙে যাবার শব্দ শুনে শালুকের দাদাও এবার ডাকতে লাগলেন।

কিন্তু কেউ দরজা খুলছে না।আদনান ঘামতে লাগলো। সেই সাথে সমানে শালুক তাকে খামচি দিচ্ছে।

শালুকের জবাব না পেয়ে দাদা বললেন,"ও মনে হয় ঘুমাই গেছে ধ্রুব।"ধ্রুব কঠোর স্বরে বললো, "না দাদা,ও জেগে আছে।একটু আগে আমি কল দিয়েছিলাম আমার কল ও কেটে দিয়েছে। আপনি দরজা ভাঙ্গার ব্যবস্থা করেন যদি শালুক দরজা না খোলে।এক্ষুনি দাদা।দেরি করবেন না।"

শালুকের দাদা কিছুই বুঝতে পারছেন না কি করবেন।জোরে জোরে শালুককে ডাকতে লাগলেন। বাহিরে চিৎকার শুনে সবার ঘুম ভেঙে গেলো। একে

একে সবাই রুম থেকে বের হয়ে শালুকের রুমের সামনে জড়ো হলো।

শালুকের বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,"কি হয়েছে আব্বা?"নুরুল ইসলাম সাহেব বিমর্ষ বদনে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন,"বুঝতেছি না রে বাবা,ধ্রুব কল দিলো শালুকের সাথে কথা বলবে ফোন দিয়ে যেতে,আমার আগে শালুককে কল দিয়েছে শালুক নাকি কল কেটে দিয়েছে। রিসিভ করে নি।ওর এজন্য চিন্তা হচ্ছে। এখনো লাইনে আছে ধ্রুব।"

নুরুল ইসলাম সাহেব ফোন কানে নিয়ে বললেন,"দরজা তো খোলে না শালুক।"

ধ্রুব বললো, "দরজা ভাঙার ব্যবস্থা করেন দাদা।বড় চাচীকে বলেন গিয়ে দেখে আসতে আদনান কোথায়।"নুরুল ইসলাম সাহেব বড় পুত্রবধূকে তাই বললেন।আদিবা বেগম উদভ্রান্তের মতো ছেলের রুমে ছুটে গেলেন।মনে মনে আল্লাহকে বলতে লাগলেন ছেলে যাতে রুমে থাকে।আর যাতে কোনো কেলেংকারী না ঘটে।

তার আশা বৃথা হলো। গিয়ে দেখেন রুমে কেউ নেই। তিনি পাগলের মতো হয়ে গেলেন।বাহিরে এসে

বললেন আদনান তো ওর রুমে নেই।সেলিম সাহেব সাথে সাথে ছেলের ফোনে কল দিলেন।শালুকের রুমের ভেতর ফোন বেজে উঠলো।

আদনান নিজেও দিশেহারা হয়ে গেছে এই অবস্থায়। সবাই যে এভাবে এসে পড়বে তা তার ভাবনাতেও ছিলো না। সে তো এসেছিলো শুধুমাত্র শালুকের ভুল ভাঙ্গাতে।ভয়ে আদনান দরজা খুলতে গেলো না, শালুকের মুখ ও ছাড়লো না।এতোক্ষণ ধরে দস্তাদস্তি করে শালুকের শরীরের সব শক্তি যেনো ফুরিয়ে গেলো। নিস্তেজ হয়ে গেলো শালুক।তার উপর মনে ভয় কাজ করছে ধ্রুবকে নিয়ে, ধ্রুব যদি তাকে ভুল বুঝে তাহলে শালুক কি করবে।এমনিতেও তো ধ্রুব জানে শালুক আগে আদনানকে পছন্দ করতো।

ধ্রুব যদি এখনো ভাবে শালুকের মানসিকতা এখনো আগের মতো আছে!

বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটা করতে লাগলো শালুকের। ইচ্ছে করলো এক ছুটে পালিয়ে যায় ধ্রুবর কাছে। ধ্রুবর বুকে আছড়ে পড়ে।

বাহিরে দরজা ভাঙ্গার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আদনান স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে আছে শালুকের মুখ চেপে ধরে,

শালুক ও তেমনই দাঁড়িয়ে আছে। দুজনের মনেই দুই রকম ভয়।শালুকের মনে হচ্ছে এসব স্বপ্ন দেখছে সে,একটু পরেই তার ঘুম ভেঙে যাবে।ঘুম থেকে উঠলে দেখবে সব ঠিকঠাক। কিন্তু শালুকের ভুল ভেঙে গেলো যখন দরজা খুলে সবাই শালুকের রুমে প্রবেশ করলো। দুজনকে এই অবস্থায় দেখে সেলিম সাহেব ছুটে এসে আদনানের হাত থেকে শালুককে ছাড়িয়ে দিলেন।শালুকের বাবা মা এসে শালুককে জড়িয়ে ধরলো। সারা শরীর টলছে শালুকের। নিজেকে ভীষণ দুর্বল মনে হচ্ছে। বাবা মায়ের গায়ের উপরেই শালুক ঢলে পড়লো।

আদিবা বেগমের মাথা হেট হয়ে গেলো ছেলের এই অসভ্যতা দেখে। সেলিম সাহেব আদনানের গালে কয়েকটা থাপ্পড় বসালেন।আদনান নিরবে সব সহ্য করে গেলো। তবুও তার মনে একটাই কষ্ট রয়ে গেলো সে শালুককে কিছুই বুঝিয়ে বলতে পারে নি,শালুকের ভুল ভাঙ্গাতে পারে নি।ওপাশ থেকে ধ্রুবর বেদনার্ত গলার স্বর শোনা গেলো,ধ্রুব দাদাকে জিজ্ঞেস করলো, “আমার শালুক কই দাদা?ও কেমন আছে?”

কাঁপা কাঁপা গলায় তিনি উত্তর দিলেন,"শালুক অজ্ঞান হয়ে গেছে ধ্রুব।"

ধ্রুব ফোন রেখে দিলো।নুরুল ইসলাম সাহেবের চোখে জল চলে এলো। এই বয়সে এসে নিজের নাতির এতো বেহায়াপনা দেখবেন কখনো ভেবেছেন তিনি?

আদনান তার বড় নাতি,সবার বড় আদনান। কতো আদরের ছিলো এই নাতি।দাদার হাত ধরে ঘুরে বেড়াতো। দাদার কাঁধে চড়ে বাজারে চলে যেতো। প্রথম নাতি হিসেবে,পরিবারের প্রথম সন্তান হিসেবে আদনান সবার অনেক ভালোবাসা, স্নেহ পেয়েছে।সেই স্নেহ এখনো আছে বলেই তো সেদিন এতো বড় ঘটনা ঘটানোর পরেও কেউ আদনানকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে দেয় নি।

সকাল বেলা শালুক নিজেকে মায়ের পাশে শুয়ে থাকতে দেখে কিছুটা অবাক হলো। ঘড়িতে তখন সাড়ে সাতটা বাজে। হাসনা বেগম তো এতোক্ষণ বিছানায় থাকার মানুষ না।

তবে এখনো শুয়ে আছে যে এখানে?

শাপলা বসে আছে মায়ের পায়ের পাশে।

শালুক বের হতে গেলে হাসনা বেগম ডেকে বললেন, “আগে ধ্রুবর সাথে কথা বল কল দিয়ে। ”

শালুকের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেলো শুনে।ধ্রুবর সাথে কথা বলবে কিভাবে সে?ধ্রুব কি তাকে বিশ্বাস করবে?যদি তাকে মিথ্যাবাদী ভাবে ধ্রুব?শালুক সেই আঘাত কিভাবে সহ্য করবে?

ভয়ে শালুক ধ্রুবকে কল দিলো না। চুপচাপ বসে রইলো জানালার পাশে।

কিছুক্ষণ পরেই শালুকের বাবা এলেন রুমে শান্তকে নিয়ে। শান্ত আজ সকাল সকাল উঠে গেছে ঘুম থেকে। পাশে মা’কে না দেখে অস্বাভাবিক আচরণ করছিলো।

স্ত্রীকে শুয়ে থাকতে দেখে ফয়েজ আহমেদ জিজ্ঞেস করলেন, “কি হয়েছে তোমার? আজ রান্নাঘরে গেলে না যে?”

হাসনা বেগম বিছানায় উঠে বসলেন।কড়া স্বরে বললেন, “কেনো একদিন বান্দিগিরি করছি না বলে কি বুকের ভেতর খচখচ করছে না-কি? বিয়ে করে তো বউ আনো নি,বান্দি এনেছো।২৪ ঘন্টা, ৭ দিন যে চরকির মতো ঘুরে।আত্মসম্মানহীন এক নারী আমি।

নিজেকে নিজের ঘেন্না হয় আজ।”ফয়েজ আহমেদ কিছুই বুঝতে পারলেন না।শান্ত কান্না করে বললো, “নাশতা দাও, খাবো।”

হাসনা বেগম এক অপ্রত্যাশিত কাজ করে ফেললেন। ছেলের গালে একটা চড় মারলেন।শাপলা, শালুক,তার বাবা হতভম্ব হয়ে গেলো হাসনা বেগমের এই ব্যবহার দেখে।শান্ত দিঘির জলের মতো নিরব থাকা এই মানুষটা আজ এতো রেগে আছে কেনো!হাসনা বেগম স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন,”কোনোদিন এই চিন্তা মাথায় ও আনি নি।কিন্তু আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি।তুমি এই মুহূর্তে আব্বাকে গিয়ে বলবে আমরা আলাদা হয়ে যেতে চাই।এই এক ছাদের নিচে আমি আমার মেয়েদের নিয়ে কিছুতেই থাকবো না আর।আমার ফুলের মতো নিষ্পাপ মেয়েটার জীবন শেষ হয়ে গেছে, আমার আরেকটা মেয়ের জীবন এখানে থেকে কোনো বিপদে পড়ুক আমি তা চাই না।এই বাড়িতে আমি আর থাকবো না।যতোক্ষণ না তুমি আমাদের নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বের হবে আমি এবং আমার সন্তানেরা কেউই এক গ্লাস পানি ও মুখে দিব না এই বাড়ির।”ফয়েজ আহমেদের মাথা ভনভন করে ঘুরতে

লাগলো। কি বলছে হাসনা এসব?উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, “পাগল হয়ে গেছো তুমি?কি বলছো বুঝতে পারছো?তুমি নিজে থাকতে পারবে কখনো?

সংসার,শ্বশুর শাশুড়ী, ননদ,জা’দের ছেড়ে বাবার বাড়ি গিয়ে তুমি ২ দিনের বেশি ৩ দিন কখনো থাকতে পারো নি।সবসময় বলতে এদের ছাড়া তোমার দম বন্ধ লাগে।সেই মানুষ কিভাবে এসব বলছো? ”হাসনা বেগম শান্ত স্বরে বললেন, “তখন আমি জানতাম না, আদর যত্ন করে কালসাপ পুষছি,যে কি-না আমার মেয়েদের উপর ছোবল দিবে।একবারে সে আমার মেয়ের চরিত্রে দাগ লাগাতে পারে নি, এজন্য আবারও চেষ্টা করেছে। আজ ও যখন পারে নি আবারও চেষ্টা করবে সে।আমি আর এরকম কিছু চাই না আমার মেয়েদের জীবনে।তোমার যদি মেয়েদের জন্য কোনো চিন্তা না থাকে তবে তুমি থাকো এখানে,আমি ওদের তিন জনকে নিয়ে বের হয়ে যাবো এক কাপড়ে।”

ফয়েজ আহমেদ দিশেহারা হয়ে গেলেন।তার মাথায় কিছু আসছে না।স্ত্রী যা বলছেন তা কোনো দিক থেকে ভুল না।কিন্তু এভাবে যৌথ পরিবার থেকে চলে যাওয়া তাও তার মন মানছে না।

ফয়েজ আহমেদ বের হয়ে যেতেই হাসনা বেগম ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন।

শালুক মায়ের সামনে গিয়ে বললো, “কেনো এরকম করছো মা?তুমি কি পারবে থাকতে? ”হাসনা বেগম কান্নার জন্য কথা বলতে পারলেন না। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন,”আমার ২০ বছর ধরে সাজানো সংসার। মায়া,মমতা, ভালোবাসা দিয়ে সাজিয়েছি তিন জন মিলে।কখনো ওনাদের জা ভাবি নি, বোন ভেবেছি। ছেলেমেয়েদের নিজের সন্তানের মতো ভেবেছি। আজ সব ছেড়ে যাবার কথা বলছি কি অল্প কষ্টে!

আমার মেয়েদের এরকম একটা পরিবেশে আমি আর রাখতে চাই না।এখানে থাকলে ধ্রুব কিছুতেই আর শালুককে আসতে দিবে না এই বাড়িতে।আমি চিনি ধ্রুবকে।যেখানে একবার তার অসম্মান হবে সেখানে সে দ্বিতীয় বার আসবে না।আজকে এই ঘটনার পর ধ্রুব কিছুতেই আর আসবে না বাড়িতে,শালুককে ও আসতে দিবে না।বাকিটা জীবন আমার মেয়েকে এভাবে থাকতে হবে। আজ শালুকের সাথে এরকম

করেছে,পরের বার যে শাপলার সাথে এরকম হবে না কে নিশ্চয়তা দিবে? ”

ফয়েজ আহমেদ নিচে গিয়ে বাবাকে ডাকলেন।তিনি নিজেও বুঝেছেন এটা,এই বাড়িতে থাকলে শালুককে আর এই জীবনের জন্য দেখবে না।ধ্রুব কখনোই শালুককে এখানে পাঠাবে না।

সব ভেবে ফয়েজ আহমেদ বাবাকে বললেন আজকে,এই মুহুর্তেই তিনি স্ত্রী, সন্তান নিয়ে বাড়ি থেকে চলে যেতে চান।

নুরুল ইসলাম সাহেব নরম স্বরে বললেন, “বেশ,যা তোমাদের ভালো মনে হয় তাই করো।যদি মনে হয় আমার নাতনিদের জন্য এতেই ভালো হবে তবে আমি তোমাদের কিছুতেই বাঁধা দিবো না।”আদিবা বেগম কাপে চা ঢালতে ঢালতে সব শুনলেন।তার হাত পা কাঁপতে থাকলো। কিন্তু বাঁধা দেওয়ার মতো সাহস পেলেন না।

কিভাবে বাঁধা দিবেন তিনি?

একটা হাসিখুশি যৌথ পরিবার ভেঙে যেতে বেশি দেরি হলো না। কেউ কাউকে দোষারোপ করতে পারলো না। অভিযোগ করতে পারলো না।

ধ্রুব কল দিলো কিছুক্ষণ পর। শালুকের সারা শরীর কেঁপে উঠলো। কোনো মতে উঠে ফোন রিসিভ করলো।

ধ্রুব নরম স্বরে বললো, "শরীর কেমন এখন তোমার? "

শালুক কোনোমতে জবাব দিলো, "ভালো আছি এখন।"ধ্রুব কোমল গলায় বললো, "আমাকে বলতে বলেছি না শালুক কোনো সমস্যা হলে?গতকাল আদনান তোমাকে রাস্তায় যখন বিরক্ত করেছে কেনো আমার কাছে লুকিয়ে গেলে তখন?আমি বলেছি না আমার কাছে বলতে কোনো সমস্যা হলে।

আজ যদি কোনো বিপদ হতো শালুক? আমি কিভাবে বাঁচতাম?কাকে নিয়ে বাঁচতাম আমি শালুক?তোমাকে আমি বলেছি না আমার আর কেউ নেই তুমি ছাড়া। আমার এই পৃথিবী অন্ধকার তোমাকে ছাড়া। তবে কেনো আমার কাছে লুকিয়ে গেলে?

আমাকে কথা দাও শালুক, আর কখনো আমার কাছে এরকম কিছু লুকাবে না যা তোমার ক্ষতির কারণ হতে পারে। "শালুক কেঁদে ফেললো। ভেবেছিলো ধ্রুব তাকে ভুল বুঝবে,এখন ধ্রুবর কথা শুনে শালুকের

সব ভয় কেটে গেলো। ঝরঝর করে কেঁদে উঠলো শালুক। জীবনে এরকম বুঝার মতো একটা মানুষ থাকলে আর কি লাগে সুখী হতে?

শালুক কথা দিলো আর কখনো কোনো কথা সে লুকিয়ে যাবে না যা তার বিপদের কারণ হতে পারে। নিজেদের সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে হাসনা বেগম অপেক্ষা করতে লাগলেন ভ্যান আসার।জিনিসপত্র তেমন কিছু না।জামাকাপড়, বইখাতা, নিজের কিছু হাড়ি পাতিল।

আদিবা বেগম শক্ত হয়ে বসে আছেন চেয়ারে। হাসনা বেগমের বাড়ি থেকে চলে যাবার সিদ্ধান্ত জানার পর থেকে তার মন ভীষণ উতলা হয়ে আছে।একবার ছেলের ঘরে গিয়ে অত্যন্ত বিশ্রীভাবে কিছু কথা ও বলে এসেছেন তিনি।কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিসেব করে দেখলেন মেয়ে দুটো কে ভালো রাখতে হলে এর চাইতে উত্তম সিদ্ধান্ত আর কিছু নেই।

আদনানকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইলেই কি আদনান যাবে?

তার যদি লজ্জা থাকতো তবে সে প্রথম দিনে এরকম ঘটনা ঘটানোর পরেই লজ্জায়,অপমানে চলে যেতো

বাড়ি থেকে। কিন্তু সে যায় নি কোথাও, গাঁট হয়ে বসে ছিলো।আর যদি যায় ও এখন বাড়ি ছেড়ে, তবুও কতোদিন? ২ মাস,৩ মাস,৪মাস,১ বছর.....

সেই তো বাড়িতে সে আসবেই।তখনও যদি ওর স্বভাব ভালো না হয়?

একই বাড়িতে থাকলে ও যদি আবারও এরকম প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে কারো কোনো ক্ষতি করে?

শাপলা, শালুককে তিনি নিজের মেয়ের মতো দেখেছেন।আফিফা আর ওদের মধ্যে কখনো বিভেদ করেন নি।

তেমনই ব্যবহার করেছে হাসনা তার ছেলে মেয়েদের সাথে। তিন জা বোনের মতো ছিলেন।কেউ কখনো কারো বাচ্চাকে বাঁকা চোখে দেখে নি।সেখানে শাপলা শালুকের কোনো ক্ষতি হলে তার কলিজায় গিয়ে লাগবে এটাই স্বাভাবিক। আর এটা স্বাভাবিক বলেই তেমনি হাসনা বেগম আদনানকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার জন্য কাউকে বলছেন না।

মায়ার বন্ধনের মতো কঠিন কোনো শিকল কি এই দুনিয়ায় আছে আর?

বাজারে একটা চার রুমের বাসা ঠিক করে ফয়েজ সাহেব ভ্যান নিয়ে এলেন বাড়িতে।ভ্যান চালককে সাথে নিয়ে নিজে সবকিছু ভ্যানে তুললেন।বিদায় বেলায় হাসনা বেগম শাশুড়ী মা'কে জড়িয়ে ধরে বিলাপ শুরু করে দিলেন।কাঁদতে কাঁদতে অচেতন হয়ে গেলেন প্রায়।তারপর হুঁশ ফিরতেই স্বামীকে চিৎকার করে বললেন, "আমি যাবো না। আমি এই সংসার ছেড়ে, আব্বা,আম্মা,ভাবীদের ছেড়ে কোথাও যাবো না। এই বাড়ির প্রতিটি দেয়ালে, প্রতিটি ইটের কণার মধ্যে আমি ভালোবাসার ছবি দেখেছি। আমি এই বাড়ি থেকে কোথাও যাবো না। "

নুরুল ইসলাম সাহেব পুত্রবধূর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন,"পাগলামি করো না বউ মা।আমাদের সবার জন্য ভালো হবে এটা।আমার নাতনিরা নিরাপদে থাকবে।"হাসনা বেগম বললেন, "আমি পারবো না আব্বা।আমি মরেই যাবো। একা একা আমি থাকতে পারবো না। রোজ সকালে সবার জন্য নাশতা বানানো, মায়ের সুপারি কেটে দেওয়া, সবাইকে বেড়ে খাওয়ানো, অলস বিকেলে সবাই মিলে গল্প করা।কাজ করা নিয়ে ফরিদার সাথে অভিমান করা,বড় ভাবী

রান্নাঘরে দেরিতে আসলে মুখ ফুলিয়ে রাখা,মায়ের জন্য অল্প ঝালে অল্প মশলায় আমি ছাড়া কে রান্না করবে আব্বা?

বড় ভাবীর মাথা ব্যথা শুরু হলে আমি না থাকলে কে তার মাথা মালিশ করে দিবে?এই যে ফরিদা এতো বড় হয়েছে, এখনো পায়ের নখ সুন্দর করে কাটতে পারে না, আমি না থাকলে কে ওর পায়ের নখ কেটে দিবে সুন্দর করে?

রাত বিরাতে ছেলে মেয়েরা পড়তে বসলে যখন বলবে ছোট চাচীর হাতের নুডলস খাবো,পাস্তা খাবো তখন কে বানিয়ে দিবে ওদের?বড় ভাবী চুলার পাশে বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না,গরমে তার মাথা ব্যথা করে। ফরিদা এখনো রান্নার লবন চাখতে জানে না,মতির মা তরকারি কাটতে গেলে বছর লাগিয়ে দেয়,আমি না থাকলে তো বড় ভাবীকে সারাক্ষণ চুলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে,ফরিদা লবণ কম বেশি বুঝবে না।

আমি কিভাবে যাবো আব্বা?আমার যে কতো দায়িত্ব আছে এই বাড়ির সবার প্রতি।স্বার্থপর মানুষের মতো

কিভাবে নিজের সুখ,নিজের ভালো থাকার কথা চিন্তা করে সবাইকে ছেড়ে যাবো আব্বা?

আমার তো আব্বা আম্মা মারা গেছেন, আপনারাই আমার আব্বা আম্মা,আমি যে মন ভরে আব্বা আম্মা বলে ডাকতে পারবো না।নিজের মা'কে মনে পড়লে আম্মার পায়ের পাশে গিয়ে বসে থাকতে পারবো না। আমি এতো কিছুর অভাব সহ্য করতে পারবো না আব্বা।"কেউ কোনো কথা বলতে পারলো না। সবার কপোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

ফয়েজ আহমেদ স্ত্রীকে কোনোভাবে বুঝাতে পারলেন না।সকালে হাসনা যেসব যুক্তি দেখিয়েছে সব যুক্তি তিনি হাসনাকে দেখালেন,হাসনা তাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছে। অবশেষে ভ্যান চালককে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে।

আদিবা বেগম হাসনা বেগমকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে আছেন।যেনো ছেড়ে দিলেই হাসনা বেগম হারিয়ে যাবে।যৌথ পরিবারে থাকা মানুষগুলো জানে শূন্যতা কেমন পীড়াদায়ক। একই সাথে একই ছাদের নিচে যে মানুষের সাথে বছরের পর বছর

কাটানো হয়,সেই মানুষটা যখন আলাদা হয়ে যেতে চায় তখন বুকটা ফেটে যায় যন্ত্রণায়।

এক শূন্যতা এসে গ্রাস করে। বুকের ভেতরটা পাথরের মতো ভারী মনে হয়।

শালুকের পরীক্ষা শেষ হবার পর দেখলো মেজো চাচা দাঁড়িয়ে আছে। এই মানুষটা এখন তার শ্বশুর। ভাবতেই শালুকের কেমন লজ্জা লাগছে।মেজো চাচা শালুকের জন্য আইসক্রিম কিনলেন,চিপস কিনলেন,একটা সেভেন আপ কিনলেন হাফ লিটারের।শালুকের কেমন কান্না চলে এলো। তার পিএসসি, জেএসসি পরীক্ষার সময় একদিন বড় চাচা,একদিন মেজো চাচা,একদিন নিজের বাবা যেতেন তার সাথে। প্রতিদিন হল থেকে বের হলে দেখতো সবাই এটা ওটা হাবিজাবি খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার জন্য।আজ আবারও শালুকের মনে হলো সে ভীষণ ছোট এখনও। মেজো চাচা শালুককে আগে আইসক্রিম খেতে দিলেন।তারপর দুজনে মিলে গল্প করতে করতে বাড়িতে ফিরলো।চাচার থেকেই শালুক জানতে পারলো তারা বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে না কোথাও।শুনে শালুকের স্বস্তি হলো। শালুক জানে

এমনিতে ও সে বাড়িতে বেশিদিন থাকতে পারবে না। বছরে এক আধবার আসবে হয়তো। ধ্রুব আগেই বলে রেখেছে ইন্টারে ঢাকায় ভর্তি করাবে শালুককে। তখন কালেভদ্রে বাড়িতে আসতে পারবে হয়তো।তার জন্য এভাবে বাড়ি থেকে বাবা মা আলাদা হয়ে যাবে এটা শালুক কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলো না।

এখন চাচার কথা শুনে সে ভারমুক্ত হলো যেনো।

আদনানের বাবা নুরুল ইসলাম সাহেবকে নিয়ে আদনানের রুমে গেলো। তারপর সোজাসাপ্টা জিজ্ঞেস করলো, "তুই কেনো গতরাতে এরকম কাজ করেছিস তার স্পষ্ট কারণ বল এই মুহূর্তে। তা যদি না বলিস তবে আমি নিজ হাতে তোকে পুলিশের হাতে তুলে দিবো নারী নির্যাতনের মামলা দিয়ে।আমি ভুলে যাবো তুই আমার ছেলে।"আদিবা বেগম নিজেই স্বামীকে বলেছেন ছেলেকে এই কথা বলতে, হয় সে তার উউদ্দেশ্য পরিষ্কার করে বলবে আর নয়তো তিনি ছেলেকে জেলে পাঠিয়ে দিবেন।

নিজের ছেলে বলে বারবার তার অপরাধ ক্ষমা করে দিলে আল্লাহর কাছে তিনি সবচেয়ে বড় অপরাধী হিসেবে গণ্য হবেন।

শালুকের জায়গায় যদি আফিফা থাকতো তখন কি তিনি চুপ করে সহ্য করতে পারতেন?হাসনার জায়গায় তিনি থাকলে কিছুতেই কি মুখ বুঁজে সহ্য করতে পারতেন?

পারতেন না কিছুতে।বাবা আর দাদার কথাকে আদনান তেমন গুরুত্ব দিলো না। আদিবা বেগম নিজে থানায় গেলেন শালুককে নিয়ে। সন্ধ্যা বেলায় পুলিশ এলো একটা জীপে করে। ১০ মিনিটের মধ্যে আদনানকে ধরে নিয়ে গেলো। শালুকের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আদনান কেমন ভরসাহীন চোখে শালুকের দিকে তাকালো। সেই চোখে হয়তো মিশে ছিলো হতাশা,না পাওয়া,ক্ষোভ,প্রতিহিংসা।

আদনানকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে এতে যেনো কারো কোনো সমস্যা নেই। সবাই কেমন রিল্যাক্স মুডে আছে।বিশেষ করে বড় চাচী যেনো একেবারে নির্ভার আজ।অন্য দিনের চাইতে আজকে তাকে বেশ প্রফুল্ল লাগছে।

সবাই মিলে চা খেলো,ঝালমুড়ি খেলো।এরপর রাতের রান্না বসাতে গেলো তিন জা মিলে।

শালুক পড়তে বসলো। একটু আগে ধ্রুবর সাথে কথা বলেছে।ধ্রুবকে সব জানিয়েছে শালুক,ধ্রুব সব শুনে বললো, “অন্তত তোমার পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত যাতে থানায় আটকে রাখে।তাহলেই আমি নিশ্চিন্ত। ”নিশাকে পড়াতে যাওয়ার সময় ধ্রুব কিছুক্ষণ ভেবে চিন্তে নিলো।আজ যদি নিশা আগের দিনের মতো করে তবে ধ্রুব আজকেই টিউশনি ছেড়ে দিবে বলে সিদ্ধান্ত নিলো। টাকার মায়া করে নিজেদের সম্পর্কের মধ্যে ধ্রুব তৃতীয় ব্যক্তির আগমন কিছুতেই সহ্য করবে না।না হয় খুব অভাবে দিন কাটাবে স্বামী স্ত্রী দুজনে তবুও যেই কারণে নিজেদের সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে সেই রিস্ক ধ্রুব নিবে না।

নিশা আজও আগেই এসে বসে আছে। ধ্রুব গিয়ে চেয়ারে বসলো। তারপর হিসাববিজ্ঞান বই বের করে নিশাকে গম্ভীরমুখে বললো, “এই অংকটা করো। গতকাল একটা করিয়েছি এটার মতোই।”নিশা ড্রয়ার থেকে একটা বক্স বের করলো।তারপর ধ্রুবর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, “এটা আপনার জন্য। ”

ধ্রুব রাগী স্বরে জিজ্ঞেস করলো, “কি এটা?”

নিশা মাথানিচু করে বললো, “একটা ফোন।আমার বাবা পাঠিয়েছেন আপনার জন্য। ”

ধ্রুব নিশার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, “তোমার বাবা কি আমাকে দেখেছেন কখনো? আমাকে চেনেন তিনি?”

নিশা ভয় পেয়ে গেলো। তারপর বললো, “চেনেন তো,আম্মু তো বলেছেন আপনার কথা বাবাকে।”

ধ্রুব জিজ্ঞেস করলো, “আমার জন্য ফোন উনি কেনো পাঠাবেন?”নিশা বললো, “আপনার ফোনটা তো বাটন ফোন, তাই পাঠিয়েছেন। ”

ধ্রুব জিজ্ঞেস করলো, “আমার বাটন ফোন সেটা তোমার বাবা কিভাবে জানেন?”

নিশা ঘামতে লাগলো। ধ্রুব তাকে এতো প্রশ্ন করবে সে বুঝে নি।এটা মূলত তার জন্য পাঠিয়েছে, সে ধ্রুবর হাতে বাটন ফোন দেখে ঠিক করে রেখেছে এই ফোনটা ধ্রুবকে গিফট করবে।সে দিচ্ছে বললে নিশ্চয় ধ্রুব নিবে না নিশা জানে।তাই বাবার কথা বললো। ধ্রুবর প্রশ্ন শুনে নিশা বললো, “আম্মু বলেছে বাবাকে।”

ধ্রুব সাথে সাথে নিশার মা'কে ডাকতে লাগলেন। নিশার মা আফসানা বেগম উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করলেন,'"কি হয়েছে স্যার?"

ধ্রুব হেসে জিজ্ঞেস করলো, "এটা নিশার ফোন না আন্টি? "

আফসানা বেগম বললেন, "হ্যাঁ স্যার,গত পরশু পাঠিয়েছে ওর বাবা ওর জন্য।ও গতমাসে ওর বাবাকে বলেছিলো ওর জন্য একটা ফোন দিতে।"নিশা ভয়ে চমকে উঠলো। তড়িঘড়ি করে বললো, "কি বলছো আম্মু,এটা তো তুমি বলেছিলে বাবাকে স্যারের জন্য একটা ফোন পাঠাতে, স্যারের হাতে একটা বাটন ফোন দেখে। "

আফসানা বেগম হতভম্ব হয়ে গেলেন।বুঝতে পারলেন মেয়ে কোনো গড়বড় করেছে তাই আমতা আমতা করে বললেন,"না মানে,হ্যাঁ। আমি বলেছিলাম আসলে।আপনি নিন না ফোনটা।"ধ্রুব হেসে ফেললো। নিশার মা যে মিথ্যা বলছে তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো। হেসে বললো, "দেখুন আন্টি,আমি এখানে নিশাকে ফ্রী পড়াচ্ছি না।পড়ানোর বিনিময়ে বেতন নিচ্ছি।আমার যা আছে তাতেই আমি সন্তুষ্ট।

আমার বাটন ফোনেই চলে,এন্ড্রয়েড ফোনের যেদিন প্রয়োজন মনে হবে সেদিন আমি নিজেই কিনে নিবো।কারো অনুগ্রহ আমার কখনোই সহ্য হয় না। আমার যা আছে তাই আমার জন্য যথেষ্ট।আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আন্টি।এই ফোনটা আমি নিতে পারছি না।আর আরেকটা কথা, আমি আগামীকাল থেকে আর আসবো না নিশাকে পড়াতে।আপনি প্লিজ অন্য টিচার দেখবেন ওর জন্য। আমি এখন আসছি। আসসালামু আলাইকুম। ”

নিশা,নিশার মা কিছু বুঝে উঠার আগেই ধ্রুব বাসা থেকে বের হয়ে গেলো।

রাস্তায় এসে ধ্রুব স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। তারপর হঠাৎ করেই শালুককে কল দিলো।শালুক হ্যালো বলতেই ধ্রুব বললো,”আমি তোমাকে ভালোবাসি শালুক,আমি তোমাকে ভীষণ ভীষণ ভীষণ ভালোবাসি। আজীবন আমি তোমাকে ভালোবাসবো শালুক।তুমি সারাজীবন আমার হয়ে থেকো।আমি প্রমাণ করে দিবো এক নারীতে আবদ্ধ থাকে যে পুরুষ সেই পুরুষের চাইতে সুখী আর কেউ নেই।

আমি তোমাকে ভীষণরকম ভালোবাসি। ”তারপর শালুককে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে কল কেটে দিলো।

আনন্দে শালুকের দুচোখ টলমল করতে লাগলো। মনে হলো এই পৃথিবীতে সে সবচেয়ে সুখী মেয়ে,যার এরকম একটা স্বামী আছে যে তাকে ভীষণ ভালোবাসে।শালুকের সব পরীক্ষা শেষ হতে ১৫ দিন সময় লাগলো। পরীক্ষা যেদিন শেষ হলো সেদিন শো রুম থেকে বের হয়েই ধ্রুব গাড়িতে উঠলো। শালুককে আগেই বলে রেখেছে রেডি হয়ে থাকতে।

শালুকের কেমন শূন্য শূন্য লাগছে চলে যাবার কথা শুনেই।আবার কবে আসবে কে জানে!

কতোদিন হয়ে যাবে কারো সাথে আর দেখা হবে না। বাবা মা’কে দেখবে না।স্কুল থেকে ফিরেই শালুক উদাস হয়ে বসে রইলো। আনমনা হয়ে ভাবতে লাগলো সবার কথা। আজ চলে গেলে আবার কবে সবার সাথে দেখা হবে কে জানে!

আর এসএসসি পরীক্ষা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন! তখন তো আর আসা হবে না বাড়িতে।

এভাবে কি আর পারবে সবার সাথে সময় কাটাতে? কিছু সময় জীবন থেকে একবার চলে যাবার পর হাজারো সময়, সুযোগ এলেও আগের সেই মধুর সময়টা আর আসে না।

কোনো একদিন শালুকের ও সময় হবে,বৃদ্ধ বয়সে অফুরন্ত সময় থাকবে তখন এভাবে বিপদে ফেলার মতো কেউ থাকবে না। কাউকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।কিন্তু এই যে এখন বাবা মা চাচা চাচী দাদা দাদী আছে এরা সবাই কি থাকবে?

তখন কি মানসিকতা এখনকার মতো থাকবে?এসব ভাবতে ভাবতে শালুকের চোখের কোন ভিজে গেলো। শাপলা কলেজ থেকে এসে শালুকের পাশে বসে জিজ্ঞেস করলো, "কি হয়েছে তোর?"

শালুক বোনকে ধরে কেঁদে উঠলো। কাঁদতে কাঁদতে বললো, "আজকে চলে যাবো আপা।ধ্রুব ভাই আসতেছে আমাকে নিতে।"শাপলার ভীষণ মন খারাপ হলো শুনে।বোনের চোখের জল মুছে দিয়ে বললো, "আমাদের ভাগ্যটা এরকম কেনো বল তো!কতো হাসিখুশি ছিলাম আমরা, কতো সুখী ছিলাম আমরা

সবাই।অথচ একটা ঝড়ে আমাদের সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। সবার মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে।

নয়না আপা ও আসে না,আফিফা আপার বর ও আপাকে আসতে দেয় না।তুই চলে গেলি কতো দূরে। আমি একেবারে একা হয়ে গেছি রে।নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ লাগে এখন।মনে হয় এক মরুভূমিতে একা বেঁচে আছি।মা চাচীরা সবাই সবার কাজে ব্যস্ত। দিবা ছোট মানুষ, ও ওর মতো থাকে।নিজেকে মনে হয় একা নিঃসঙ্গ তাল গাছের মতো।

ডানা থাকলে আমি ও উড়ে যেতাম।এখন ডানার অভাবে একা দাঁড়িয়ে আছি।

আমাকে ছেড়ে তোরা সবাই চলে গেলি নিজ নিজ ঠিকানায়। ”শালুকের মন খারাপ হলো আরো বেশি বোনের কথা শুনে। আসলেই তো!

ধ্রুবর সাথে তো তার দিন কেটে যায়।শাপলা একা বাড়িতে থাকে কিভাবে!

ওর কেমন লাগে জানি।

শাপলা বললো, “আয় তোর ব্যাগ গুছিয়ে দিই।”

দুবোন মিলে ব্যাগ গুছাতে লাগলো।রান্নাঘরে হাসনা বেগম ভীষণ ব্যস্ত। ধ্রুবর পছন্দের খাবার রান্না

করছেন তিনি।বক্সে করে সব দিয়ে দিবেন।ধ্রুব যে বাড়িতে এক গ্লাস পানি ও খাবে না তা তিনি জানেন। তাই তড়িঘড়ি করছেন।তার সাথে হাতে হাত লাগিয়ে সবাই কাজ করছে। আদিবা বেগম দুধ পুলি পিঠা বানাচ্ছেন।

সবাই ভীষণ ব্যস্ত।ধ্রুব এলো রাত ১০ টার দিকে। এসে দেরি করলো না আর। সবার সাথে দেখা করে, কথা বলে শালুকের হাত ধরে বের হয়ে এলো।শালুক নিরবে অশ্রুপাত করছে তাও দেখলো ধ্রুব।কিন্তু কিছু বললো না।

প্রতিটি মেয়ের জন্যই এই মুহূর্ত ভীষণ বেদনাদায়ক। এই সময়ে তাকে যদি বলা হয় এতো কান্নার কি আছে তবে তা হলো চরম অমানবিকতা।

এই সময়টা প্রতিটি মেয়ের জন্য খুবই নাজুক সময়। তাদের মন তখন অল্পতেই আঘাত পায়।রিকশায় বসে ধ্রুব শালুকের মাথা নিজের বুকে নিয়ে বললো, “আমি বুঝতে পারছি তোমার খুবই খারাপ লাগছে শালুক। আমি এ ও জানি তোমাকে আরো কয়েকটা দিন থাকতে দেওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু আমার দিকটা তুমি একবার ভেবে দেখো শালুক। আদনান

যেকোনো সময় বের হয়ে আসতে পারে, তারপর তোমার যদি কোনো ক্ষতি করে ও?আমার জায়গায় তুমি নিজেকে দাঁড় করিয়ে একবার ভেবে দেখো আমি কি ভুল করেছি না-কি ঠিক করেছি।আমি তোমাকে নিয়ে কোনো রিস্ক নিতে চাই না শালুক।.১% রিস্কও আমি তোমাকে নিয়ে নিতে পারবো না। তবুও যদি তোমার মনে হয় আমার কাজটা ভুল হয়েছে তবে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত শালুক। ”শালুক এর বিপরীতে কিছু বলতে পারলো না। ধ্রুব ভুল কিছু করে নি।রিকশা থেকে নেমে দু’জনে বাসে উঠলো। ধ্রুব শালুককে সীটে বসিয়ে দিয়ে নেমে গিয়ে বার্মিজ আচার,তেঁতুলের আচার,চিপস,জুস,কেক কিনে আনলো।

চলন্ত গাড়িতে শালুক ঘুমিয়ে পড়লো ধ্রুবর কাঁধে মাথা রেখে।ধ্রুবর মনে হলো কতো লক্ষ,কোটি বছর যেনো পার হয়ে গেছে এর মধ্যে। শালুক তার থেকে দূরে ছিলো।

আজ বহুদিন পর ধ্রুবর মনে হলো প্রাণপাখি তার খাঁচায় ফিরে এসেছে। শালুকের কপালে একটা আলতো করে চুমু খেলো ধ্রুব।শীতে শালুক ধ্রুবকে

জড়িয়ে ধরলো। হুডির জিপার খুলে ধ্রুব শালুককে ভেতরে টেনে নিয়ে হুডি দিয়ে ঢেকে দিলো।

ভোর রাতে নিজেদের বাসায় এসে পৌছালো দুজনে। শালুক বিছানায় শুতেই ঘুমিয়ে গেলো। বাকিটা সময় ধ্রুব আর ঘুমাতে পারলো না।

বাড়ি থেকে দেওয়া খাবারের বক্সগুলো বের করে সব গরম করে রাখলো।

একটা ফ্রিজের যে ভীষণ প্রয়োজন তা আবারও অনুভব করলো ধ্রুব।একাউন্টে প্রায় ৪২ হাজার টাকার মতো আছে।ধ্রুব ঠিক করলো আজকে দিনেই একটা ছোট ফ্রিজ কিনে আনবে বলে।

শালুক ঘুম থেকে উঠে দেখে ধ্রুব নেই।চলে গেছে নিজের কাজে।খাবার রেডি করা।বাড়ি থেকে গরুর মাংস রান্না করে দিয়েছে হাসনা বেগম, ধ্রুব রুটি বানিয়ে রেখেছে।

হাত মুখ ধুয়ে শালুক খেয়ে নিলো।খাওয়ার পর আপনাতেই আজ বই নিয়ে বসে গেলো পড়তে।ধ্রুবর এতো কাজ করা দেখে শালুকের মনে হলো ধ্রুবর এতো পরিশ্রমের প্রতিদান হিসেবে হলেও তার ভালো রেজাল্ট করতে হবে।

সারাদিন কাজ করার পরেও যে মানুষটা তাকে এতো যত্ন করে পড়ায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য এর চাইতে উত্তম বিকল্প আর কিছু নেই শালুকের।ধ্রুব বাসায় ফিরলো রাতে।নিশার মা এরমধ্যে অনেকবার কল দিয়েছে। কিন্তু ধ্রুব রিসিভ করে নি।

শালুক অবাক হলো ধ্রুবকে আজ তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আপনার আরেকটা টিউশনি আছে না?"

ধ্রুব হেসে বললো, "ওটা ছেড়ে দিয়েছি।"শালুক বুঝতে পারলো না কেনো ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞেস ও করলো না। ধ্রুব শো-রুমের ইউনিফর্ম চেঞ্জ করে বললো, "তুমি একটু বাজারের ব্যাগগুলো খুলে রাখো।আমি গোসলটা সেরে নিই। ফ্রিজ কিনেছি একটা, আমার ফোনে কল আসলে রিসিভ করিও।বাসার সামনে এসে ওনারা কল দিবেন।"শালুক চোখ বড় করে তাকালো।তারপর বললো, "এই শীতের মধ্যে গোসল করবেন?"

ধ্রুব হাসলো। ধ্রুবর লাজুক হাসি দেখে শালুক ভ্রু কুঁচকে তাকালো।শালুককে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে ধ্রুব বললো, “কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো বোকা ফুল, তোমাকে যে খুব সকালে ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করার কষ্ট দিচ্ছি না।আমার অভ্যাস আছে।”শালুক বুঝতে পারলো না ধ্রুবর কথা। ধ্রুব বাথরুমে ঢুকে যাওয়ার পর শালুক বুঝলো ধ্রুব কি বলেছে।এমনিতে আগে থেকেই শালুক একটু আধটু জানতো কিন্তু এবার বাড়ি যাবার পর দাদী তাকে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে অনেক কথা বলেছে।সেসব শুনে শালুক লজ্জায় রক্তিম হয়ে গেছে।

আজ ধ্রুবর মুখে এই কথা শোনার পর শালুকের নিজেকে ভীষণ বোকা মনে হলো।

আসলেই সে বোকা,ধ্রুব তাকে এমনি এমনি বোকা ফুল বলে না।

লজ্জায় শালুকের কান গরম হয়ে উঠলো। ধ্রুবর কল এলো সেই সময়। ধ্রুব জিজ্ঞেস করলো বাথরুম থেকে, কে কল দিয়েছে।শালুক বললো, “নাম সেইভ নেই,আননোন নাম্বার। ”

ধ্রুব গায়ে সাবান মাখতে মাখতে বললো, “রিসিভ করে কথা বলো।আমাদের ফ্ল্যাটের নাম্বার বলে দাও। আমি বের হচ্ছি।”

শালুক রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে নিশা কান্না করতে করতে বললো, “স্যার,কেনো চলে গেলেন এভাবে? আমি কী অপরাধ করেছি স্যার?আমি থাকতে পারবো না আপনাকে না দেখে।প্রমিস করছি স্যার,আর কখনো আপনার কথার অবাধ্য হবো না। আপনার যেভাবে পছন্দ আমি সেভাবে চলবো।আম্মু আমাকে খুব বকেছে আপনি আর আসবেন না শুনে। আর এরকম হবে না স্যার।প্লিজ আপনি আসুন।”শালুক হতভম্ব হয়ে শুনতে লাগলো সব। ধ্রুবর স্টুডেন্ট ছেলে না-কি মেয়ে তা শালুক কখনো জানতে চায় নি।ধ্রুব ও কখনো বলে নি। শালুক ভেবেছে ছেলে স্টুডেন্ট। কিন্তু মেয়ে স্টুডেন্ট জানতে পেরে শালুকের হাত পা কেমন কাঁপতে লাগলো।

ভয়ে শালুক কল কেটে দিলো। লুঙ্গি পরে ধ্রুব বের হয়ে এলো। চুল মুছতে মুছতে বললো, “কি বললো ওরা?এসেছে? ”

শালুক মাথা নিচু করে বললো, "আপনার স্টুডেন্ট কল দিয়েছে। আপনি তাকে পড়াতে যাচ্ছেন না বলে খুব কষ্ট পাচ্ছে সে।"শালুকের কথায় ধ্রুব বিষাদের সুর শুনতে পেলো। মুচকি হেসে শালুককে জড়িয়ে ধরে বললো, "বিশ্বাস করো শালুক।তুমি ছাড়া আমার এই পৃথিবীতে আর কোনো পিছুটান নেই।আমার জন্য কে কষ্ট পেলো, কে মরে গেলো সেসবে আমার কিছু আসে যায় না।কিচ্ছু না।আমার মাথাব্যথা শুধু আমার বোকা ফুলকে নিয়ে, আমার জন্য সে কষ্ট না পেলেই হলো।

ওর নাম নিশা।তিন মাস পড়িয়েছি ওকে আমি। মেয়েটাকে আমি বলেছি ও আমি বিবাহিত। ওর সামনে বসেও তোমার সাথে কথা বলেছি।কিন্তু ও বিশ্বাস করতে চাইছে না।এজন্য ওকে পড়ানো বন্ধ করে দিয়েছি।এজন্য তুমি যদি আমাকে ভুল বুঝে মন খারাপ করে থাকো তবে আমার চাইতে কষ্ট আর কেউ পাবে না।শুধুমাত্র তোমার আমার মধ্যখানে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে নিশা যাতে না ঢুকতে পারে তার জন্যই আমি ওর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। এরপর আমার আর কি করার আছে বলো?"শালুক

ছলছল চোখে তাকিয়ে রইলো ধ্রুবর দিকে। তারপর বললো, "আমি আপনাকে ছাড়া থাকতে পারবো না। আমার খুব খারাপ লেগেছে। কেনো লেগেছে আমি জানি না।তবে আজ এটুকু অনুধাবন করতে পেরেছি আদনানের কথা শুনলে আপনার কাছে কেমন কষ্ট লাগতো। এতো দিন আপনার সেই কষ্ট আমি অনুভব করতে পারতাম না।কিন্তু আজকে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি সেই যন্ত্রণা। আমি ছাড়া যেমন আপনার আর কেউ নেই,আজ এই মুহূর্তে ভীষণভাবে অনুভব করছি আপনি ছাড়া আমার ও এই পৃথিবীতে একান্ত আপন বলে কেউ নেই।আমি আপনাকে হারাতে পারবো না। "শালুক নিজেই ধ্রুবকে জড়িয়ে ধরলো। শালুকের কান্না দেখে ধ্রুব ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিলো।তারপর শালুকের মুখ উপরের দিকে তুলে একটা চুমু খেলো। সারা শরীর কেঁপে উঠলো শালুকের, মনে হলো বৈদ্যুতিক শক খেয়েছে সে।শালুক ফুলের লাজ নাই পর্ব ২৬শালুক নিজ আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো ধ্রুবকে।সেই চরম রোমান্টিক মুহুর্তে নিষ্ঠুরের ন্যায় ধ্রুবর কল এলো।ফ্রিজ নিয়ে এসেছে।

লজ্জা পেয়ে শালুক বারান্দায় ছুটে গেলো।মাস শেষ হতেই ধ্রুব টের পেলো সামনের দিনগুলো তার জন্য বেশ কঠিন হতে যাচ্ছে যদি না এর মধ্যে সে আরেকটা টিউশনি যোগাড় করতে পারে।

সামনের মাসে ফাইনাল পরীক্ষা ধ্রুবর, ভার্সিটিতে ফি বাবদ অনেকটা টাকা খরচ হয়ে গেছে,এরপর আবার ফ্রিজ কিনতে হয়েছে।ফ্রিজ কেনার পর ধ্রুবর জমানো টাকা ছিলো ৯হাজার টাকা।বেতন আর দুইটা টিউশনি থেকে পাচ্ছে ২২ হাজার টাকা। বাসা ভাড়া দিতে হচ্ছে ১৫ হাজার টাকা। এর উপর মাসে বিদ্যুৎ বিল যায় প্রায় ১ হাজার টাকা, ধ্রুবর ভাড়া যায় মাসে ২ হাজার টাকা।

বাকি ৪ হাজার টাকা দিয়ে সারা মাস চালাতে হয়।

প্রতিদিন খাবারে মাছ,মাংস না থাকলে ধ্রুবর কেমন লজ্জা লজ্জা লাগে। তার মনে হয় সে শালুককে ভালো রাখতে পারছে না।শালুক হয়তো এসব দিয়ে খেতে পারছে না আরাম করে।

খাবার সময় ধ্রুবর বেশ খারাপ লাগে। ইদানীং সকালে আর রাতে খেতে বসলে ধ্রুব মাছ,মাংস খেতে চায় না।

শালুক বুঝতে পারছে না ধ্রুবর সমস্যা কোথায়।বাসায় আসলে ধ্রুবর চেহারায় কেমন চিন্তার ছাপ দেখতে পায় শালুক।

কিন্তু কেনো এতো চিন্তা করছে ধ্রুব সেটাই বুঝে উঠতে পারছে না শালুক।

ধ্রুবর এই চিন্তিত চাহনি শালুকের সহ্য হচ্ছে না। ভীষণ কান্না পায় শালুকের ধ্রুবকে এভাবে বিমর্ষ হয়ে থাকতে দেখলে।

ধ্রুব হন্যে হয়ে আরেকটা টিউশনি খুঁজছে। কিন্তু কিছুতেই সময় মিলছে না তার।দুর্মূল্যের বাজারে ৪ হাজার টাকায় নিজেদের সংসার চালানো ও ধ্রুবর জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে।

রাতে ধ্রুব বাসায় এলে শালুক আজ মুখ ফুলিয়ে রাখলো।বিকেলে শালুক নিজেই রান্না করেছে। প্রতিদিন মাছ,মংস খেতে খেতে শালুকের কেমন অরুচি ধরে গেছে খাবারে।শালুক আজ আলু ভর্তা,শিম ভর্তা,ডাল ভর্তা,ডিম ভর্তা,বেগুন ভর্তা,টমেটো ভর্তা,পেঁয়াজ -মরিচ দিয়ে ডিম ভেজে নিলো। বিকেল ধরেই আস্তে আস্তে এসব আয়োজন করেছে শালুক।আর শালুকের এই আয়োজনে

সবচেয়ে বড় সহায়ক ছিলো ইউটিউব। মায়ের থেকে শুনেছে বাহারী রকমের ভর্তা, খুদের ভাত ধ্রুবর ভীষণ পছন্দ।

সেটা দেখেই শালুক ইউটিউব থেকে ভর্তা রেসিপি দেখতে লাগলো। দেখে তার নিজের ও ইচ্ছে হলো ভর্তা দিয়ে ভাত খেতে।তার উপর কয়েক দিন ধরেই মাছ মাংস খেয়ে শালুকের ও অরুচি এখন।

ধ্রুব বাসায় এসে চেঞ্জ করে নিলো। শালুকের গম্ভীর মুখখানা দেখে শঙ্কিত হয়ে গেলো। শালুকের চিবুক তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলো, "কি হয়েছে? শরীর খারাপ লাগছে?"শালুক মাথা নাড়িয়ে জানালো,"না।"

ধ্রুব আবারও জিজ্ঞেস করলো, "কি হয়েছে? "

শালুক বললো, "কিছু হয় নি,এমনিই ভালো লাগছে না। "

ধ্রুব তারিখ হিসেব করলো, বাড়ি থেকে এসেছে বেশ কয়েকদিন হয়ে গেছে। কে জানে হয়তো বাড়ির কথা মনে পড়েছে।ধ্রুব জিজ্ঞেস করলো, "বাড়ির জন্য মন খারাপ লাগছে শালুক? বাড়ি যেতে চাও?"

শালুক আগের মতো গম্ভীর হয়ে বললো, "না।"

ধ্রুব আবারও চিন্তা করলো কিছুক্ষণ, তারপর আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার কি অন্য সমস্যা হয়েছে? ন্যাপকিন শেষ হয়ে গেছে? "শালুক লজ্জা পেলো না মোটেও,তেমনই আগের সুরে বললো, "না।"

ধ্রুব আর ভেবে পেলো না তাহলে কি হতে পারে। শালুকের পাশে বসে পড়লো ধ্রুব শালুকের বাম হাতের আঙুল নিজের ডান হাতের আঙুলের মধ্যে রেখে বললো, "কি হয়েছে তাহলে শালুক? এভাবে মন খারাপ করে আছো কেনো? তোমার মন খারাপ হলে আমার পুরো পৃথিবী অন্ধকার মনে হয়। তোমার মুখের হাসি আমার পৃথিবীকে আলোকিত করে তোলে।জেনে ও কেনো তুমি এরকম করে আছো বলো?সারাদিন পরে বাসায় এসে তোমার মলিন মুখ দেখলে মনে হয় আমি বুঝি ব্যর্থ।রাজকন্যাকে রাজরানীর মর্যাদা দিতে পারছি না।নিজেকে ভীষণ তুচ্ছ মনে হয় শালুক। "শালুক ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে বললো, "এই যে কয়েকদিন আপনি মন খারাপ করে থাকেন,আপনার হাসির আড়ালে ফুটে উঠে গভীর চিন্তা।তখন আমার কেমন লাগে?আপনি তো সারাদিন

বাহিরে থাকেন,কাজে ব্যস্ত থাকেন।আমার সময় কিভাবে কাটে বলেন? আমার পড়া শেষ হয়ে গেছে সব বিষয়, বই নিয়ে বসলে আপনার চিন্তিত চাহনি ভেসে উঠে মনের পর্দায়। সারাদিন ধরে অপেক্ষায় থাকি কখন আপনি বাসায় আসবেন।আমি চাতকের মতো আপনার অপেক্ষায় বসে থাকি কিন্তু আসলে দেখি আপনার চিন্তাযুক্ত মুখ।তখন আমার অবস্থা কেমন হয় তা ভেবে দেখেছেন আপনি?আমি হয়তো আপনাকে ততটুকু ভালোবাসতে পারি নি যতোটুকু আপনি আমাকে ভালোবেসেছেন।কিন্তু বিশ্বাস করেন,আপনার ভালোবাসা মহাসাগর সমান হলে আমার ভালোবাসা যদি বিন্দুসম ও হয়,তাও আমার কাছে আমার দিক থেকে সর্বোচ্চ।সেখানে আমার ও ঠিক এরকম কষ্ট হয়।আমি আপনাকে বলতে পারি না, ভাবি আজ না হয় কাল ঠিক হয়ে যাবে।কিন্তু বিগত কয়েকদিন ধরেই দেখছি এই অবস্থা। আমার আর সহ্য হচ্ছে না। ”

ধ্রুবর বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠলো। শালুককে বুকে নিয়ে বললো, “আমার বোকা ফুলের যে আমার জন্য এতো কষ্ট হয় তা তো আমি আগে বুঝি নি।

বুঝলে কিছুতেই তাকে এই কষ্ট করতে দিতাম না আমি। এই যে দেখো,আমি এখন হাসছি।আর এরকম হবে না শালুক।”শালুক ধ্রুবর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার নিজের চোখ জলে টইটম্বুর হয়ে গেলো।

ধ্রুব আস্তে একটা ফুঁ দিতেই দুই চোখ থেকে দু ফোঁটা অশ্রু বিন্দু গড়িয়ে পড়লো। ধ্রুব দুই হাত পেতে তা তুলে নিলো।

তারপর মুচকি হেসে বললো, “আমার রাজরানীর চোখের এক ফোঁটা জল ও যে আমার হৃদয়কে রক্তাক্ত করে দেয়।মনে হয় যেনো কোনো এক অদৃশ্য তীরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে আমার হৃৎপিন্ড।”

শালুক বললো, “তাহলে আমাকে বলেন, কেনো আপনার মন এতো খারাপ ছিলো? কি নিয়ে এতো চিন্তায় আছেন আপনি?ধ্রুব হেসে বললো, “কিছু না শালুক। আমার সব চিন্তাই তোমাকে নিয়ে।কিভাবে তুমি খুশি থাকবে এটা ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় কোনো চিন্তা নেই।”

শালুক ধ্রুবর হাত চেপে ধরে বললো, “আমি আপনার সহধর্মিণী, আপনার অর্ধাঙ্গিনী। আপনার সমস্যা মানে আমার সমস্যা। আপনার কষ্ট মানে আমার কষ্ট। আমার কষ্টের ভাগিদার যেমন আপনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ হতে পারবে না তেমনই আপনার সকল কষ্ট, চিন্তা ভাবনার অর্ধেক ভাগিদার আমি ও।আমাকে বলেন আপনার কি হয়েছে। ”ধ্রুব মুচকি হেসে বললো,”আমার শালুক তো দেখি মাশাল্লাহ অনেক বুঝদার হয়ে গেছে। অনেক গুছিয়ে কথা বলতে শিখেছে। বিশ্বাস করো,আমি তোমার চিন্তাই করছি। কিভাবে তোমাকে ভালো রাখতে পারবো এটাই ভাবছি শুধু।মনে হচ্ছে আমি তোমাকে সেভাবে রাখতে পারছি না যেভাবে চাচা চাচী তোমাকে যত্নে রাখতো। আমার সেই সামর্থ্য এখনো হয় নি।এই ব্যাপারটা আমাকে ভীষণ পীড়া দেয়।”শালুক বললো, “আপনি আমাকে যেভাবে ভালোবাসা দিয়ে যত্ন করে রাখছেন আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির স্ত্রী ও তার স্বামীর থেকে এই ভালোবাসা পাচ্ছে না। আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না কোনো কিছুতে।জানি না জীবনে কোন দিন কোন পুণ্য

করেছি নিজের অজান্তে, আর তার বিনিময়ে আল্লাহ আমার জোড় আপনার সাথে মিলিয়ে দিয়েছে। ”ধ্রুবর বুকের ভেতর কেমন খুশীর জোয়ার বইতে লাগলো শালুকের কথা শুনে।তারমানে তার শালুক তাকে পেয়ে সুখী। ধ্রুব মনে মনে আল্লাহকে বললো, “এই মেয়েকে যেনো আমি আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খুশী রাখতে পারি। আমার আর কিছু চাওয়ার নেই।”ধ্রুব হাত মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে গেলো। ঢাকনা দিয়ে সব কিছু ঢেকে রাখা দেখে ধ্রুব ঢাকনা সরিয়ে দেখতে লাগলো। এতো রকমের ভর্তা দেখে চমকে গেলো ধ্রুব।সেই সাথে তার জিবে জল চলে এলো।

শালুকের পাশে এসে জিজ্ঞেস করলো, “এতো কিছু কেনো করতে গেলে তুমি? হাত জ্বলছে নিশ্চয়? ”শালুক হেসে বললো, “হাতে পলিথিন পেঁচিয়ে নিয়ে করেছি।আপনি খুশি হন নি?আমি জানি ভর্তা আপনার প্রিয়।”

ধ্রুব হাসলো। তারপর বললো, “বাহ!আমার বউয়ের দেখি আমার পছন্দ, অপছন্দ নিয়ে ও ভাবনা রয়েছে। আমার কেমন আনন্দ লাগছে তুমি বুঝবে না শালুক। আমি ভীষণ খুশী। তবে এতো কিছু করার দরকার

ছিলো না। একটা ভর্তা হলেই আমার হতো। ”দুজন মিলে পরম তৃপ্তি নিয়ে রাতের খাবার খেলো।

শালুক ধ্রুবর কাছ ঘেঁষে ঘুমালো। আদুরে বেড়ালের মতো ধ্রুবর গায়ের সাথে লেপ্টে গেলো ঘুমের ঘোরে। ঠান্ডা পড়ছে ঝাঁকিয়ে। ধ্রুব বুকের মধ্যে টেনে নিলো শালুককে,তারপর শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখলো।

আদনান বাড়িতে ফিরলো ১ মাস ১৫ দিন পরে। আদিবা বেগম আদনানকে বসার রুমে দেখে ভুত দেখার মতো চমকে উঠলেন।তারপর তেড়ে গিয়ে বললেন,”কেনো এসেছি এই বাড়িতে? তোকে কে ঢুকতে দিয়েছে? ”আদিবা বেগমের চিৎকারে হাসনা বেগম ছুটে এলেন।বড় জা কে জড়িয়ে ধরে বললেন,”আমি ওর জামিন করে ছাড়িয়ে এনেছি ভাবী।আপনার পায়ে পরি আপনি ওকে কিছু বলবেন না।আমি জানি ভাবী আপনার কেমন বুক পোড়ে ওর জন্য। ভাবী,আদনান এই বাড়ির বড় ছেলে।সবার আগে ওই তো আমাকে চাচী বলে ডেকেছে । ও হয়তো অনেক বড় অন্যায় করেছে, কিন্তু তাই বলে বাড়ির ছেলেকে এতো দিন জেলে থাকতে দেখতে আমার নিজেরই কষ্ট হচ্ছে। সেখানে আপনার কি কষ্ট

হচ্ছে তা আমি টের পাই ভাবী।আপনার নির্ঘুম রাত, চোখের নিচের কালো দাগ সাক্ষী দেয় আপনার মনে প্রচন্ড যন্ত্রণা।

আর যার জন্য ওকে জেলে যেতে হয়েছে সে তো এখানে নেই এখন তাহলে কেনো ছেলেটা কষ্ট পাবে? শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মানুষ ভুল করে। আদনান হয়তো নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে এতোদিনে। ওকে আর শাস্তি দিয়েন না।"আদিবা বেগম হাসনা বেগমকে ছেড়ে দিয়ে আদনানের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর হঠাৎ করেই আদনানের চুলে খামচি দিয়ে ধরে বললেন,"এখনই ক্ষমা চা তুই হাসনার পায়ে ধরে। তোকে দুধকলা দিয়ে সবাই আদর করে পুষেছে পরিবারের বড় ছেলে বলে কিন্তু সেই তুই কালসাপ হয়ে ছোবল দিলি বাড়ির মেয়েকে।ক্ষমা চা তোর চাচীর পা ধরে। ওর জায়গায় আমি থাকলে জীবনে ও তোকে ছাড়িয়ে আনতাম না।"আদনান মাথা নিচু করে বললো, "জানি মা।এটুকু বুঝতে পারছি এতোদিনে সবাইকে কি পরিমাণ কষ্ট দিয়েছি। আমি আর দেশে থাকবো না মা।তোমাদের সবাইকে সুখী করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাহিরের দেশে চলে

যাবো।তখন আর তোমাদের কারো আমাকে নিয়ে ভয় পেতে হবে না।

আমার একটাই আফসোস মা,আমার মনের কথাটা আমি কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারি নি।দেখতে দেখতে ২ মাস কেটে গেলো। শীতের তীব্রতা বাড়তে লাগলো। এরই মধ্যে ধ্রুবর ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হলো। বন্ধুদের থেকে বেশ কিছু টাকা পয়সা ধার করতে হলো ধ্রুবকে যেই সময় শালুকের টাইফয়েড হলো।

ধ্রুবর তখন দিশেহারা অবস্থা। শালুক একা বাসায় থাকে,এদিকে নিজের পরীক্ষা, চাকরি,টিউশন।

কি করবে ধ্রুব ভেবে উঠতে পারলো না।শেষে ঠিক করলো শালুকের সুস্থ হওয়া পর্যন্ত একজন মহিলা রাখবে বাসায়।ধ্রুবর অনুপস্থিতিতে সে যাতে শালুককে দেখে রাখতে পারে।

কিন্তু বললেই তো হয়ে যায় না কোনো কাজ।কাকে রাখবে,যাকে রাখবে সে কতোটুকু বিশ্বস্ত তা ও তো জানতে হবে।

শেষে ধ্রুব বাড়িওয়ালার কাছে গেলো। তাকে নিজের সমস্যা খুলে বলতেই তিনি তার বাসায় কাজ করে

এরকম একজন মহিলাকে পাঠালেন।তার কাজ হচ্ছে শালুককে সময়মতো ঔষধ খাওয়ানো, খাবার খাওয়ানো। শালুকের কিছু লাগলে এগিয়ে দেওয়া। এটুকুই কাজ তার।

প্রায় ১২ দিনের জ্বরে শালুকের চেহারা মলিন হয়ে গেছে, মাথার চুল সব ঝরে পড়ছে, ভীষণ শুকিয়ে গেছে শালুক।

ধ্রুবর ভীষণ কষ্ট হয় শালুকের দিকে তাকালে।

এক দিকে হাতে টাকা পয়সার টানাটানি, আবার অন্যদিকে শালুকের চিকিৎসা, বাসায় একজন মহিলা রাখায় তার মাসিক ৭ হাজার টাকা বেতন।ধ্রুব তবুও নিজেকে সামলে নিলো। কিছুতেই ভেঙে পড়বে না বলে বারবার নিজেকে নিজে বুঝাতে লাগলো।

বিপদ যিনি দেয়,তিনিই আবার বিপদ মুক্ত করেন।

রোজ বাসায় যাবার সময় ধ্রুব ফল নিয়ে যায়,নিজের হাতে কেটে শালুককে খাওয়ায়।দিনে নিজে থাকতে পারে না যখন ঘন্টায় ঘন্টায় কল দিয়ে জিজ্ঞেস করে শালুক কি খেলো না খেলো।

অভাব অনটন, প্রেম ভালোবাসা সব কিছু নিয়ে দুজনের দিন কেটে যাচ্ছিলো।কিন্তু এরই মধ্যে সমস্যা

দেখা দিলো অন্য জায়গায়। বাড়িওয়ালা বাসা ভাড়া আরো দুই হাজার টাকা বাড়িয়ে দিলো।

সেই মুহূর্তে ধ্রুবর মনে হলো পায়ের নিচের মাটি সরে গেছে তার।

এমনতেই প্রায় ২২-২৩ হাজার টাকার মতো ধার করতে হয়েছে। কিন্তু বাড়ি ভাড়া আরো বাড়ানোর জন্য সংসার খরচ চার হাজার থেকে নামিয়ে দুই হাজারে আনতে হলো।শালুকের এই মুহূর্তে পুষ্টিকর খাবার দরকার একদিকে।

ধ্রুব টিউশনি শেষ করে রাস্তার পাশে বসে রইলো।

এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে তার চাইতে অসহায় এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

নিজের ভালোবাসার মানুষকে পাওয়ার পরেও তাকে ভালো রাখতে পারছে না সে।

হতাশায় নিমজ্জিত হলো ধ্রুব।বাসায় যাওয়ার মতো অবশিষ্ট শক্তি ও যেনো তার দেহে নেই।

অনেকক্ষণ পথে বসে থাকার পর ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে গেলো কোনোমতে।শালুক জেগেই ছিলো ধ্রুবর অপেক্ষায়। শালুকের শরীর এখন আগের চাইতে অনেকটা ভালো।ধ্রুবর আসতে দেরি হচ্ছে

দেখে আজ নিজেই রান্না করেছে শালুক। বেশি কিছু রান্না করতে পারে নি, ভাত,ডাল,বেগুন দিয়ে শুঁটকি আর বেগুন ভর্তা বানিয়েছে।

ধ্রুবর হঠাৎ করে মনে হলো, এখন তো রান্না করতে হবে। এতো দেরিতে রান্না করলে শালুক কখন খাবে। নিজের উপর ভীষণ রাগ উঠলো ধ্রুবর।এতোটা বেখেয়ালি হলো কিভাবে সে এটাই ভেবে পেলো না। কেনো এতোক্ষণ বাহিরে সময় নষ্ট করলো!পরমুহূর্তে ঠিক করলো শালুকের জন্য হোটেল থেকে খাবার নিয়ে আসবে।নয়তো শালুকের খাওয়ার খুব দেরি হবে।

ধ্রুব কে আবারও বের হতে দেখে শালুক আটকালো। সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, “কোথায় যাচ্ছেন এখন আবার? এমনিতেই তো দেরি করে বাসায় ফিরেছেন।”

ধ্রুব মাথা চুলকে বললো, “একটু বাহিরে যাচ্ছি। রান্না করতে তো দেরি হয়ে যাবে,তোমার ও খেতে দেরি হবে তখন।তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসি গিয়ে। ”শালুক হাত চেপে ধরে বললো, “কোনো দরকার নেই।আমি রান্না করেছি আজ।আসুন খাবার খাবো।”

ধ্রুব তাকিয়ে রইলো শালুকের দিকে। তারপর বললো, “তোমার রান্না করার কি দরকার ছিলো? তোমার শরীর এখনো ঠিক হয় নি শালুক। ডিম সিদ্ধ করেছো?”

শালুক মাথা নাড়িয়ে জানালো, করে নি।ধ্রুব কথা না বাড়িয়ে চুলায় ডিম সিদ্ধ দিলো।তারপর ঢাকনা সরিয়ে দেখলো শুঁটকি রান্না করেছে শালুক। হতভম্ব হয়ে গেলো ধ্রুব।বাহিরে এসে জিজ্ঞেস করলো, “সত্যি তুমি রান্না করেছো শালুক? ”

শালুক বললো, “এতো অবাক হওয়ার কি আছে?আমি কি রান্না করতে পারি না না কি?খুব ভালো না হলেও তো,কিছুটা পারি।খাওয়া যায় আমার রান্না।আপনার মতো হয়তো সেরা রাঁধুনি না আমি। ”ধ্রুব হতবাক হয়ে আবারও জিজ্ঞেস করলো, “সত্যি তুমি রান্না করেছো?”

শালুক বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো,”সমস্যা কি?”

ধ্রুব মুচকি হেসে বললো, “তুমি শুঁটকি রান্না করেছ শালুক! এটাই তো আমার জন্য আশ্চর্যের ব্যাপার। ”

শালুক মাথা নিচু করে বললো, “আপনার তো অনেক প্রিয় একটা খাবার। তাই ভাবলাম একটু চেষ্টা করে

দেখি।হালাল খাবারই তো এটা তাহলে কেনো এতো নাক সিঁটকাই।সেই জন্য রান্না করেছি।”ধ্রুব হাসলো। তারপর বললো, “আমি জানি শালুক তুমি কেনো আজ শুঁটকি রান্না করতে চেষ্টা করেছ।ফ্রিজে মাছ মাংস কিছুই নেই।”

শালুক ধরা পড়ে গিয়ে মাথা নিচু করে ফেললো। তারপর বললো, “আমার আর খেতে ইচ্ছে করে না এসব।প্রতিদিন কিভাবে মানুষ মাছ মাংস খেতে পারে আপনি বলুন?আপনি নিজেও তো পারেন না।প্রতিদিন আমাকে খাওয়ান,নিজে খান না ”

ধ্রুব চুপ হয়ে গেলো। শালুক আস্তে করে বললো, “ভাড়া বাড়িয়েছে বলেছে আপনাকে?”ধ্রুব চমকে জিজ্ঞেস করলো, “তোমাকে এই কথা কে বলেছে?”

শালুক মুচকি হেসে বললো, “বাড়িওয়ালা আন্টি এসেছে বিকেলে।উনি বলেছেন।”

ধ্রুব খাবার সাজাতে সাজাতে বললো, “তোমার এসব নিয়ে ভাবতে হবে না।আমি আছি তো।”

শালুক খেতে খেতে বললো, “আপনার তো একটা টিউশন ছেড়ে দিতে হয়েছে। আমি আজকে বসে বসে হিসেব করেছি।আর আজকেই জীবনের বড় হিসেব

মেলাতে পেরেছি।আপনার চিন্তার কারণ বের করতে পেরেছি। ”ধ্রুব খাওয়া বন্ধ করে বললো, “কি বলছো তুমি? ”

শালুক হাসলো। জ্বরে কোটরে ঢুকে যাওয়া চোখের নিচে কালি জমেছে শালুকের। চোখ বড় বড় লাগছে আগের চাইতে এখন।ধ্রুবর মনে হলো এই বুঝি বনলতা সেনের সেই পাখির বাসার মতো বড় বড় চোখ!

হেসে শালুক বললো, “আপনি আবারও নিশাকে পড়ানো শুরু করেন।”

ধ্রুব চোখ মুখ শক্ত করে বললো, “বাজে কথা বলবে না শালুক। ”শালুক বললো, “আপনার মেইন চিন্তা তো এটাই,উপার্জন কমে গেছে,তার উপর সামনের মাস থেকে ভাড়া দিতে হবে ১৭ হাজার টাকা। আমি বুঝতে পারছি আপনার মানসিক পেরেশানি কতোটা এই মুহূর্তে। তার মধ্যে আমার ও এরকম জ্বর হলো। নিশ্চয় আপনাকে অনেক ধারদেনা করতে হয়েছে। এই সময়ে এতো খরচের মধ্যে আমার জন্য একজন বাড়তি মানুষ রাখতে হয়েছে। আমি খুব ছোট নই যে এসব বুঝবো না।”ধ্রুব খাওয়া শেষ করে বললো,

“এতটা বড় ও হয়ে যাও নি যে এতো চিন্তা তোমার করতে হবে এই সময়। আমি আছি তো।আমাকে ভাবতে দাও।”

খাওয়ার পর শালুকের ঔষধ এনে খাইয়ে দিলো ধ্রুব। বিছানায় শুয়ে তারপর বললো, “আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি শালুক। তোমাকে কোনো লেডিস হোস্টেলে উঠিয়ে দিই,আমি আমার হলে চলে যাবো।”

শালুক হতবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললো, “আপনার কাছ থেকে এক চুল দূরে ও আমি যাবো না।এসব চিন্তা বাদ দিন আপনি। ”ধ্রুব হাসলো। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে বললো, “কাছে ও তো আসো না আমার। ”

শালুক তাকিয়ে রইলো ধ্রুবর দিকে। তারপর ধ্রুবর বুকে মাথা রেখে বললো, “এই যে কাছে আছি। ”

ধ্রুব শালুকের হাত চেপে ধরে বললো, “আরো কাছে আসা যায় না?যতো কাছে আসলে দুজন মিশে একাকার হয়ে যেতে পারবো? ”শালুক লজ্জা পেয়ে মাথা লুকালো ধ্রুবর বুকে।ফিসফিস করে বললো, “ভীষণ ঠান্ডা পড়ছে।”

ধ্রুব ও শালুকের মতো ফিসফিস করে বললো, “তাহলে আরো ঠান্ডা লাগুক তোমার শালুক। ভীষণ ভীষণ ঠান্ডা লাগুক, যাতে আমি হই তোমার উষ্ণতার চাদর।”প্রথমবারের মতো দুজনের মধ্যে ভীষণ ভালোবাসার লেনাদেনা হলো,প্রবল শীতের রাতে দুজনে একে অন্যকে উষ্ণ করে তুলতে লাগলো। সেই রাতে তৃপ্ত হলো দুজনের চাতক মন।

শালুক সকালে ধ্রুবকে বকতে লাগলো। ধ্রুব হাসতে লাগলো। এক অজানা সুখে ধ্রুবর দেহ মন তৃপ্ত হয়ে আছে।সোয়েটারের উপর শালুক চাদর জড়িয়ে নিলো। তবুও যেনো শীত কমছে না তার।ধ্রুবকে সে কথা বলতেই ধ্রুব হেসে বললো, “আসো তাহলে, আবারও উষ্ণ করে দিই তোমাকে। ”

শালুক লজ্জায় লাল হয়ে বললো, “দূর,আপনি ভীষণ খারাপ। এর চাইতে ভালো আমাকে লেডিস হোস্টেলে উঠিয়ে দিন।”

ধ্রুব শালুকের পাশে বসে হেসে বললো, “এখন যে আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়বো না বোকা ফুল,ফুলটাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিলে রাতে তার শীত করলে আমি তো তার শীত দূর করতে পারবো না।

এখন যে তোমাকে আরো শক্ত করে বেঁধে ফেলতে ইচ্ছে করছে নিজের সাথে। ”শালুক বললো, “একটা কথা বলি,রাগ করবেন না বলুন।”

ধ্রুব বললো, “আচ্ছা, বলো।”

শালুক বললো, “আমরা এই বাসাটা ছেড়ে দিই।এতো বড় বাসার তো আমাদের কোনো দরকার নেই তাই না?আমরা দুজন মানুষ। একটা রুম হলেও আমাদের চলে যাবে।অযথা ১৭ হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে থাকার কি দরকার তাহলে? ছোট একটা বাসা নিন আপনি, এক রুমের হলে আরো ভালো হয়।এতে করে আমাদের সব দিক থেকেই সুবিধা হবে।”ধ্রুব অপলক তাকিয়ে থেকে বললো, “অনেক বড় হয়ে গেছিস তুই শালুক। তোর মনে আছে, ছোট বেলায় এই তুই ভীষণ জেদ করতি আমার ছাদে একটা রুম আছে তোর নেই কেনো এটা নিয়ে। তুই বলতি তোর ভীষণ বড় রুম লাগবে।জোর করে ছাদের একটা ঘর দখল করেছিস তুই।আর আজ সেই তুই কি সুন্দর করে বলছিস একটা ছোট রুম হলেই চলবে।

সময় কেমন করে খেলে মানুষকে নিয়ে, তাই না শালুক?ছিলি কোথায় রাজ বাড়িতে, আমার জন্য তোকে এখন থাকতে হচ্ছে গাছতলায়। ”

শালুক ধ্রুবর কাঁধে মাথা রেখে বললো, “সেখানে আমি রাজকন্যা ছিলাম,অতিথি ছিলাম।সেই রাজমহল আমার আজীবনের জন্য ছিলো না। এখন আমার যা আছে তা একান্তই আমার। এখানে আমি রানী,সর্বাধিকারী এই রাজ্যের। এটাই যে আমার জন্য চিরস্থায়ী ঠিকানা। আপনি সাথে থাকলে আমি সব জায়গায়, সব পরিবেশে থাকতে পারবো। আপনি ও তো ছিলেন সেই রাজ্যের যুবরাজ। আপনার যদি মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা থাকে আমার কেনো থাকবে না।”ধ্রুব একটা চুমু খেয়ে বললো, “কথা দিচ্ছি শালুক,একদিন একটা রাজবাড়ী করে দিবো তোমায়।”

সেদিন আর ধ্রুব শো রুমে গেলো না,বহুদিন পর দুজন বের হলো বাহিরে।একই সাথে কিছুটা ঘুরাঘুরি ও হবে,বাসা দেখা ও হবে।এবার আর রেষ্টুরেন্ট যাওয়া হলো না,টং দোকানের চা রুটি, ফুচকা,চটপটি খেয়ে আনন্দ চিত্তে দুজন বাসা খুঁজে বের করলো।

পরের মাসেই ছোট এক বেডরুম, একটা কিচেন,একটা ওয়াশরুমের একটা বাসায় উঠলো ধ্রুব আর শালুক। এখানে ভাড়া ৮ হাজার টাকা।

ধ্রুবর জন্য ব্যাপারটা স্বস্তিদায়ক। প্রায় ৯ হাজার টাকার ব্যবধান। তবে সমস্যা হচ্ছে বাসাটা একটু বেশি ভেতরের দিকে।

শালুকের সেসব নিয়ে কোনো সমস্যা নেই।বরং শালুক ভীষণ আনন্দিত।

কেননা এখানে এরকম অনেকগুলো ফ্ল্যাট আছে একই ফ্লোরে, সবাই তাদের মতো করে থাকছে। জীবন যুদ্ধের লড়ে যাচ্ছে সবাই।সকাল হতেই শুরু হয় সব ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের কথাবার্তার শব্দ ভেসে আসে,বাচ্চাদের কান্নার শব্দ ভেসে আসে।

কর্মমুখর মানুষ সাত সকালে বের হয়ে যায় নিজের জীবিকার তাগিদে।

শালুকের পরীক্ষা সামনের মাসে শুরু হবে।শালুক সারাদিন মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে, বিকেলে রাতের জন্য রান্না করে। সন্ধ্যায় শালুকের কাছে আশেপাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা আসে।সবাই মিলে গল্প করে যখন শালুকের মনে হয় এরা সবাই যেনো

তার কতো চেনা।এই এক অন্য জীবন যেনো,অন্য রকম অনুভূতি।

একজন এক জেলা থেকে এসেছে, সবার কথাবার্তা আলাদা,রান্নাবান্নার নিয়ম আলাদা,চলাফেরার নিয়ম আলাদা।

একটাই মিল সবার মধ্যে, সবার একই রকম আর্থিক অবস্থা। সবাই খেয়ে পরে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। কেউ বিলাসিতা করতে যায় না এখানে।শালুক দেখলো এখানের মানুষগুলো কি নির্দ্বিধায় প্রতিদিন মাছ মাংস না খেয়ে ও স্বামী, সন্তান নিয়ে হাসিখুশি থাকছে।

এক পদ তরকারি দিয়ে,একটা ভর্তা একটা ডাল দিয়ে খেয়ে খুশিমনে একে অন্যের কাছে তা বলছে।বলতে তাদের মধ্যে কোনো জড়তা নেই।লজ্জা পায় না কেউ নিজের দৈন্যতা স্বীকার করতে। কেউ কাউকে বড় করতে চায় না।কার কি আছে সেসব নিয়ে প্রতিযোগিতা হয় না।

এরা সবাই যেনো সবার ভীষণ আপন।

শালুকের মনে পড়লো আগের বাসার কথা। তার টাইফয়েড হবার পর বাড়িওয়ালার বউ প্রতিদিন

বিকেলেই তাদের বাসায় আসতো গল্প করতে।যেহেতু তার বাসায় কাজ করা মহিলাটি যার নাম দিলারা, শালুকের দেখাশোনা করছে সেই সুবাদে আসতেন তিনি।

এলেই জিজ্ঞেস করতেন,কি রান্না করেছে আজকে, কি দিয়ে খেয়েছে শালুকরা।

তারপর শুনে নাক কুঁচকে বলতেন আজ তারা বড় কাতলা মাছ এনেছেন, কোনোদিন গরুর মাংসের বিভিন্ন আইটেম,কখনো বড় ইলিশ মাছ।

আফসোস করে দিলারাকে বলতেন,"আহারে দিলারা,বাসায় থাকলে তো খেতে পারতি।আজকে আমরা এই রান্না করেছি,সেই রান্না করেছি। "দিলারা মলিন মুখে হেসে বলতো,"বড় লোকের বাসার খাওন দাওন আর এই গরীবের বাসার খাওন কি এক রকম হয় আপা?কিসের লগে আপনি কি তুলনা করেন।"লজ্জায় তখন শালুকের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতো।

নতুন শাড়ি,জুয়েলারি পরে বাড়িয়ালি এলে শালুক তখন এক মনে আল্লাহকে ডেকে যেতো।

শাড়ির দাম কতো,কোন ব্র্যান্ডের শাড়ি,জুয়েলারি কই থেকে নেওয়া এসবের ফিরিস্তি শুনিয়ে বলতেন,"তোমার তো এসব নেই মনে হয় শালুক। তোমার কানের এই ছোট দুল ছাড়া আর তো কিছুই দেখি নি কখনো পরতে।তোমার বরকে বলো না না-কি? তোমাকে টাকাপয়সা দেয় না সে?আমার এসব দেখো,এগুলো আমি গত শুক্রবারে কিনে এনেছি নিজে গিয়ে। "

শালুকের রাগ হতো ভীষণ। সে যেভাবে আছে সেভাবেই তো সে সুখী,সে তো উচ্চাশা করছে না।তবু কেনো উনি এসব কথা বলেন?

এই যে ধ্রুব বাসায় ফেরার সময় মনে করে শালুকের জন্য একটা পাঞ্চ ক্লিপ,একটা ফুলের মালা,একটা গোলাপ ফুল,এক মুঠো কাঁচের চুড়ি,এক জোড়া পায়েল এসব কিনে আনে নিজে থেকে,এসব পেয়ে শালুক যে পরিমাণ সুখ পায় তা কী ২ ভরি ওজনের কানের দুলের মধ্যে পাবে?১৪-১৫ হাজার টাকা দিয়ে শাড়ি কিনে এনে পাবে?

প্রিয় মানুষটা ভালোবেসে যা এনে দেয় তার চাইতে কি নিজের কেনা হাজার টাকা দামের জিনিসটা বড় হয় কখনো?

এই শো অফে অতিষ্ঠ হয়ে শালুক একদিন জবাব দিলো, "আন্টি,আংকেল কি নিজ থেকে আপনার জন্য কিছু কিনে আনে না?নিজে পছন্দ করে? "বাড়িয়ালি ইতস্তত করে বলে, "আরে,ওর সময় কোথায়?আমার ওর পছন্দ ভালো লাগে না। ও এসব কেনাকাটা করতে পারে না ভালো করে। আমি নিজেই কিনি নিজের পছন্দে।"

শালুক হেসে বলে, "আমার বর আমাকে ভালোবেসে,আমার কথা মনে করে একটা গোলাপ এনে দেয় যখন, বিশ্বাস করেন আন্টি মনে হয় এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী নারী আমি। আমাদের সংসারে হয়তো বিলাসিতা করার মতো কিছু নেই কিন্তু সুখী হওয়ার মতো অনেক কিছু আছে।

মাঝরাতে আমি আমার বরের সাথে বারান্দায় বসে চাঁদ দেখতে পারি।সেই সময় কামিনী ফুলের এতো মিষ্টি ঘ্রাণ ভেসে আসে আন্টি!আমার ছোট্ট বাসাটাকে আমার কাছে স্বর্গ মনে হয়।

আমার বর যখন আমাকে কাঁচের চুড়ি পরিয়ে দেয় পরম যত্নে,যাতে চুড়ি ভেঙে হাত কে/টে না যায়, সেই সময় আমার ইচ্ছে করে সময়টাকে এখানেই থামিয়ে রাখি।এই মধুর সময় যেনো কিছুতেই না কাটে।

আমাদের অনেকগুলো মিষ্টি মুহূর্ত আছে যেগুলো আপনার টাকা দিয়ে কেনা যাবে না আন্টি।আপনার সুখের মাপকাঠি হতে পারে দামী শাড়ি,গহনা আমার কাছে তা ভিন্ন। আমার সুখের মাপকাঠি হচ্ছে স্বামীর ভালোবাসা ।সবার দৃষ্টিভঙ্গি তো এক না।আপনার কাছে যেটা সুখী হবার কারণ আমার কাছে সেটা মনে হয় লোক দেখানো, ফুটানি করা,নিজেকে সবার সামনে অযথাই জাহির করার প্রচেষ্টা।যার অন্তঃসার আসলে শূন্য, পুরোটাই মেকি। ”

তার পরের মাসেই বাড়িয়ালা ভাড়া বাড়িয়ে দিলো। শালুক আপনমনে হাসতে লাগলো এসব মনে করে।

আদনানের সৌদির ভিসা হলো। টিকিট ও কাটা হলো ১৫ দিন পরের। হুট করে আদনান বাড়ি থেকে উদাও হয়ে গেলো।

বাড়িতে কেউ আদনানের খোঁজ জানে না।আদনান কাউকে কিছু না জানিয়ে ঢাকায় চলে এলো শালুকের সাথে শেষ একবার দেখা করতে।আদনান প্রথমে এলো ধ্রুবর হলে।ধ্রুবর বন্ধুদের ফেসবুক আইডি থেকে তাদের সাথে যোগাযোগ করলো। বন্ধুদের থেকে ধ্রুবর ফোন নাম্বার যোগাড় করে আদনান কল দিলো ধ্রুবকে।

আদনানের নাম্বার ধ্রুবর ফোনে সেভ করা ছিলো। আদনানের কল পেয়ে ধ্রুব ভীষণ অবাক হলো। তার ফোন নাম্বার তো আদনানের জানার কথা না।

বাড়িতে যেই নাম্বার দিয়ে ধ্রুব কথা বলে সেটা শুধু কথা বলার সময় একটিভ করে ধ্রুব। তাহলে এই নাম্বার কিভাবে পেলো সে!ভাবনা চিন্তা করে ধ্রুব কল রিসিভ করলো। ভাঙা ভাঙা স্বরে আদনান জিজ্ঞেস করলো, "কেমন আছিস ধ্রুব?"

ধ্রুবর চোখ ভিজে উঠতে চাইলো,সামলে নিলো ধ্রুব নিজেকে।নিরুত্তাপ কণ্ঠে জবাব দিলো, "ভালো আছি।"

আদনান বললো, "আমি ঢাকায় এসেছি, একবার শালুককে নিয়ে আমার সাথে দেখা করতে পারবি?ভয়

নেই,তোর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিবো না শালুককে। আমি জানি, নিজের জিনিসের যত্ন তুই কতো ভালো করে নিতে জানিস”

ধ্রুব বললো, “আল্লাহ ছাড়া এই পৃথিবীতে এরকম কেউ নেই আমার থেকে শালুককে আলাদা করতে পারবে।এই ভয় ধ্রুব করে না। ”আদনান বললে, “কোথায় আসতে পারবি আমাকে টেক্সট করে জানিয়ে দিস,আমি হাজির হয়ে যাবো।”

ধ্রুব কিছু বললো না।

আদনান বললো, “আমি দেশ থেকে চলে যাবো ধ্রব। ১৫ দিন পরে আমার ফ্লাইট চট্টগ্রাম এয়ারপোর্ট হয়ে। শেষ বার তোদের সাথে দেখা করে যেতে চাই। তোদের কাছে ক্ষমা না চাইতে পারলে আজীবনের জন্য নিজের কাছে নিজে অপরাধী হয়ে থাকবো।”রাতে শালুক ধ্রুবর সাথে একটা রেস্টুরেন্টে এলো। কেনো আসছে সেটা ধ্রুব শালুককে আগে বলে নি। চেয়ারে আদনানকে দেখে শালুক ভুত দেখার মতো চমকে উঠলো। খামচে ধরে রাখলো ধ্রুবর হাত।ধ্রুব শালুকের হাত আলতো করে চেপে ধরে বললো, “আমি আছি তো।ভয়ের কিছু

নেই।”শালুক ধ্রুবর এক বাহু শক্ত করে চেপে ধরে বসে আছে। সারা শরীর কাঁপছে তার। বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটা করছে।

কিছুতেই বুঝতে পারছে না শালুক ধ্রুব কেনো এলো আদনানের কাছে তাকে নিয়ে।

কষ্টে তার দুই চোখ টলমল করতে লাগলো। এই মানুষটাকে শালুক দ্বিতীয় বার দেখতে চায় নি আর। ধ্রুব তো জানতো,তবুও কেনো নিয়ে এলো!মাথার উপর নানা রঙের আলো।এসি চলছে না,ফ্যান ও বন্ধ।শালুক টের পেলো সে যেনো ঘামছে।

আদনান মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো সামনে বসা দম্পতির দিকে।তারপর হেসে ধ্রুবকে বললো, “, কেমন আছিস তোরা?”

ধ্রুব বললো, “ভালো আছি।”আদনান এর পর কি বলবে খুঁজে পেলো না।শালুকের দিকে লজ্জায়, ভয়ে তাকাতে পারছে না সে।কেমন গলা শুকিয়ে যাচ্ছে তার হঠাৎ করেই। টেবিলের উপর থেকে একটা পানির বোতল নিয়ে ঢকঢক করে আদনান পানি পান করলো।

শার্টের হাতায় মুখ মুছে বললো, “হঠাৎ করে নার্ভাস লাগছে কেনো জানি। ”ধ্রুব হাসলো। ধ্রুবর সেই হাসি আদনানের কলিজায় গিয়ে লাগলো। কেমন তাচ্ছিল্যের হাসি ধ্রুবর।যেনো ধ্রুবর হাসি তাকে বলছে,”তোমার মতো নির্লজ্জ মানুষ আবার নার্ভাস হয় না-কি! ”

নিজেকে ধাতস্থ করে আদনান বললো, “শালুককে আমার ছোট বেলা থেকেই ভালো লাগতো। তবে তা শুধু ভালো লাগাই ছিলো। কেননা তখন নয়নার সাথে আমার প্রেম ছিলো। নয়নার সাথে প্রেম আমি কখনো সিরিয়াস ভাবে নিই নি।এমনি কথা বলতাম যাতে সময় কেটে যায়। এরই মধ্যে বাসায় বড়রা অনেকেই টের পেয়ে গেলো ব্যাপারটা।কারো কোনো আপত্তি দেখলাম না।আমি ও নিশ্চিন্তে নয়নার সাথে প্রেম করতে লাগলাম।

কিন্তু নয়নাকে সত্যি বিয়ে করে সংসার করবো এই মনোভাব আমার ক্ষণিকের জন্য মনে এলেও তা আমি এতো গভীরভাবে পাত্তা দিই নি। মা মাঝেমাঝে বলতেম আমি বিরক্ত হতাম শুনে।এরপর সুযোগ

এলো আমেরিকা যাওয়ার। আমার তখন দুচোখ ভর্তি নতুন স্বপ্ন। আমেরিকা! স্বপ্নের দেশ আমার।

ওখানে যাওয়ার পর আশার সাথে সম্পর্ক হবার পর আমার কেনো জানি মনে হতে লাগলো আশা আমার জন্য পারফেক্ট না।কিন্তু আশাকে বিয়ে করতে পারলে আমি রাজত্ব, রাজকন্যা দুটোই পাবো।আমার খালা ও আমাকে খাতির করতে লাগলো। ও দেশের ছেলেদের চাইতে যে বাঙালি ছেলেদের চরিত্র যথেষ্ট ভালো, তা খালা বেশ বুঝতে পেরেছেন।

তাছাড়া ওখানে ডিভোর্স, লিভ টুগেদার এসব কোনো ব্যাপার না।খালা বাঙালি মেয়ে তো,তাই চেয়েছে আশার বিয়ে আমার সাথে হোক তাতে অন্তত তার মেয়ের সংসার ভেঙে যাবে না।

কিন্তু আমার মাথায় তখন অন্য প্ল্যান। আশা অনেকের সাথেই ক্লোজ হয়েছে, হাগ,লিপ কিস এমনকি বিছানা অবদি ও গেছে। সেসব আশার নিজের স্বীকারোক্তি। সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো, এরকম একটা মেয়ের সাথে আমি আজীবন থাকতে পারবো না। আবার তাকে ফিরিয়ে দিলে সোনার ডিম পাড়া হাঁস সে,অনেক কিছুই হাতছাড়া হয়ে যাবে।

আমার কুটিল মন,লোভী মন,স্বার্থপর মন তো।
নিজেরটাই খুঁজে গেছে সে তাই।নিজের সুবিধা, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে লাগলো সে তাই।
বারবার মনে হতো বউ হিসেবে দরকার আমার শালুকের মতো দুষ্ট, মিষ্টি একটা মেয়ে।এর পর থেকেই মনের পর্দায় শালুকের আনাগোনা বাড়তে লাগলো।সিদ্ধান্ত নিলাম আশাকে বিয়ে করে একেবারে আমেরিকায় সেটেল্ড হবার পর তাকে ছেড়ে দিবো। এরপর শালুককে বিয়ে করবো এতে আমার সাপ ও মরবে লাঠি ও ভাঙ্গবে না।
আশাকে ছাড়ার জন্য উপযুক্ত কারণের অভাব হতো না আমার। দুজনের দেশ,কালচার যেহেতু আলাদা, আশা আমার সাথে এডজাস্ট করতে পারতো না আমি জানতাম।আশার কাছে ভালো হবার জন্য আমি আশার হ্যাঁ তে হ্যাঁ, আশার না তে না মেলাতে থাকি।
আমি বোকা ছিলাম।আশা যে ভীষণ চালাক মেয়ে তা আমি ধরতে পারি নি। আশা আমাকে নিয়ে খেলছিলো। তার এই খেলা শেষ হবার আগ পর্যন্ত আমি কিছুতেই বুঝতে পারি নি।ফোনে শালুকের সাথে মাঝেমাঝে কথা বলতাম।শালুকের বয়স

কম,আমার কথা শুনে শালুক হয়তো আমাকে নিয়ে ভাবতো কখনো। আমি সেটা জানি না।শালুক কখনো আমাকে ফিডব্যাক দেয় নি। আমি বলতাম ও চুপ করে শুনতো।

এরপর আশা গোঁ ধরে বাংলাদেশে আসবে বলে। ওর আসা হয় নি এই দেশে।

আমি ভাবলাম এই সুযোগ। দেশে গেলে মা'কে বলে বিয়ের ব্যবস্থা করে নিবো।সব ঠিক ছিলো, আশা যাতে শালুকের প্রতি আমার দুর্বলতা টের না পায় তাই আশার সামনে সবসময় শালুককে ছোট করে কথা বলতাম,হাসাহাসি করতাম শালুককে নিয়ে। কিন্তু মনে মনে শালুককে সরি বলতাম।মাঝেমাঝে ইচ্ছে হতো শালুককে বলে দিই এসব ভান শালুক,অভিনয়। শুধু তোর আর আমার ভবিষ্যৎ সুন্দর করার জন্য।

এরই মধ্যে তুই ও বাড়িতে গেলি।কিছুদিন পর টের পেলাম আশা তোর প্রতি ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়েছে। আমার মনে হতে লাগলো এতো বছর ধরে যে মাছ আমি খেলিয়ে খেলিয়ে বঁড়শিতে গাঁথার চেষ্টা করছি সেই মাছ কিনা তুই খালি হাতেই শিকার করতে যাচ্ছিস!তুই বল আমার কষ্ট হবে না?

আশা তোর সবকিছুতে মুগ্ধ হয়,তোর সাথে সবসময় আমাকে তুলনা শুনতে হয়।

আমার সারা শরীর জ্বলে যেতো এসব শুনে।ভীষণ রাগ হতো তোর উপর।কেনো বাড়তে এলি তুই এই ক্ষোভে তোকে মাঝেমাঝে কি যে করতে ইচ্ছে করতো বলে বুঝাতে পারবো না ।

এরপর যখন দেখলাম আশা তোর সাথে ঘুরে বেড়ায়,হাসাহাসি করে তখন আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলো। আমার তখন মনে হলো কিছু একটা করতেই হবে এবার।আমি তখন প্ল্যান করলাম। আফিফার বিয়ের আগের রাতে ঠিক করলাম তোকে ভীষণ বদনাম করে দিবো যাতে আশার মোহ কেটে যায়।

এবার ও আমার ভাগ্য আমার সহায় ছিলো না। শালুককে নিয়ে আমি এই প্ল্যান করি নি। আমি পাঠিয়েছিলাম শাপলাকে।কিন্তু কেনো জানি শাপলার বদলে শালুক চলে গেলো তোর রুমে।

এরপর আমি নিজেই হতভম্ব হয়ে গেলাম।আমার মুখে রা ছিলো না শাপলার জায়গায় শালুককে দেখার

পর। সেই মুহূর্তে আমার কি পরিমাণ কষ্ট হচ্ছিলো তা আমি কাউকে বুঝাতে পারি নি।

এরপর আশা ও আমাকে ছেড়ে চলে গেলো। তখন আমার হতাশা আরো বেড়ে গেলো। আশা যদি যাবারই ছিলো তবে কেনো এতো দেরিতে গেলো? তাহলে তো আমি শালুককে হারাতাম না।এরপর শালুক যখন বাড়ি গেলো আমার মনে হলো শালুককে সব খুলে বলতে হবে।আমি চেষ্টা করেছি কিন্তু শালুক আমার সাথে কথা বলে নি। তখন আমি রাতে আবারও শালুকের রুমে গেলাম।শালুকের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করার ও কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না। আমি শুধু এই কথাগুলো শালুককে বলতে চেয়েছি।

সেদিন ও আমি পারি নি।আজ তাই ভাবলাম আজ যদি না বলে যেতে পারি তবে সারাজীবনের জন্য আমাকে অনুতপ্ত হয়ে থাকতে হবে। আমার সব কথা বলা শেষ। এবার আমার শান্তি।”ধ্রুব শালুক দুজনেই চুপ করে রইলো। তারপর কফি খেয়ে ধ্রুব শালুককে নিয়ে বের হয়ে এলো।আদনান চলে গেলো বাড়ির উদ্দেশ্যে ।

বাড়িতে এসে আদনান শেষ বারের মতো ধ্রুবকে একটা মেসেজ পাঠালো একটা কবিতা থেকে।“আমি

কেবল একটি দিন তোমার পাশে তাকে
দেখেছিলাম আলোর নীচে; অপূর্ব সে আলো!
স্বীকার করি, দুজনকেই মানিয়েছিল ভালো
জুড়িয়ে দিলো চোখ আমার, পুড়িয়ে দিলো চেখ
বাড়িতে এসে বলেছিলাম, ওদের ভালো হোক।

ভালো থাকিস তোরা দু’জনে। ”সব কিছু আবারও সুন্দর করে চলছে।জীবন কেটে যাচ্ছে আপন গতিতে।শালুকের এসএসসি পরীক্ষা শেষ হলো। শালুক তখন বাড়িতে গিয়ে নির্ভয়ে থাকতে পারলো আদনান দেশে না থাকায়।

ধ্রুবর চাকরি হলো একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে।

শালুকের রেজাল্ট হলো। এসএসসি পরীক্ষায় শালুক জিপিএ ৪.৮৯ পেলো।শালুকের এই সাফল্যে সবচেয়ে বেশি খুশি হলো ধ্রুব।অফিসের কাছাকাছি একটা কলেজে শালুককে ভর্তি করিয়ে দিলো।নতুন কলেজে,নতুন নতুন বন্ধু হলো শালুকের। পড়ালেখা,

বন্ধুবান্ধব, আড্ডাবাজি,সংসার সবকিছু শালুক সুন্দর করে সামলাতে লাগলো।

কিন্তু সুখ সবসময় মানুষের কপালে থাকে না।উত্থান পতন নিয়েই জীবন। তেমনি এক বিকেলে শালুক বইয়ের ভাঁজে একটা চিঠি পেলো।কোনো একজন একটা চিঠি পাঠিয়েছে শালুককে। ভালোবাসার চিঠি।

সেই চিঠি পড়ে শালুক থরথর করে কেঁপে উঠলো। ধ্রুবকে জানাবে জানাবে করে ভয়ে জানালো না যদি ধ্রুব তাকে ভুল বুঝে এই ভেবে।তাছাড়া অফিসের কাজে ধ্রুবকে ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হয়।রাতে শালুককে পড়াতে বসে ধ্রুব নিজের ফাইলপত্র নিয়ে বসে। কাজের ব্যাপারে ধ্রুব ভীষণ সিরিয়াস।

শালুককে একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ উপহার দেওয়ার জন্য ধ্রুব তখন মরিয়া।

এরই মধ্যে বাড়ি থেকে খবর এলো ধ্রুবর দাদী ভীষণ অসুস্থ। অফিস থেকে তিন দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে ছুটলো দু'জনে।

সিতারা বেগম স্ট্রোক করেছেন।এক পাশ সম্পূর্ণ অচল হয়ে গেছে তার। ধ্রুবর হাত ধরে সিতারা বেগম বললেন, "আমার একটা কথা রাখবি

ভাই?”ধ্রুব দাদীর চামড়া কুঁচকে যাওয়া হাত শক্ত করে ধরে বললো, “রাখবো দাদী,কি কথা বলো তুমি?”

সিতারা বেগম দুই চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন,”একবার তোর মায়ের সাথে দেখা করে আয় শালুককে নিয়ে। কতোবার যে খবর পাঠিয়েছে তোকে একটা নজর দেখতে চায় বলে। যাবি?”

ধ্রুব জবাব দিতে পারলো না। কি বলবে সে?বাড়িতে এই প্রথম শালুক আর ধ্রুব এক সাথে থাকবে। শালুকের খুব অস্বস্তি লাগছে এখন।হঠাৎ করে কেমন লজ্জা লাগছে। অথচ যখন ঢাকায় প্রথম দুজন এক সাথে এক বিছানায় ঘুমিয়েছে তখন ও শালুকের এরকম লাগে নি। আজ কেনো এরকম লজ্জা তাকে ঝাঁকিয়ে ধরেছে?শালুকের সারা মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেছে।

শাপলা এসে শালুকের পাশে বসে পড়লো। তারপর হেসে বললো, “তোকে আজকে ভীষণ সুন্দর লাগছে শালুক।বিবাহিতা মহিলার ন্যায় লাগছে।”

শালুক লজ্জা পেয়ে বললো, “শাড়ি চেঞ্জ করে ফেলি আপা?”শাপলা বাঁধা দিয়ে বললো, “না না,চেঞ্জ করিস

না।ভীষণ সুন্দর লাগছে তোকে শাড়িতে। তুই যে এতো অপরূপা আগে কখনো খেয়াল করি নি।নজর যেনো না লাগে কারো।”

লজ্জাবতী লতার ন্যায় শালুক আরো নুয়ে গেলো এ কথা শুনে।হাসনা বেগম এলেন একটা বক্স হাতে নিয়ে। তারপর বক্স থেকে সব গহনা বের করে একে একে শালুককে পরিয়ে দিতে লাগলেন।গলার হার,সীতাহার,কানের দুল,টিকলি,হাতের দুটো রিং,নাকের ফুল।মেয়েদের জন্য গড়িয়ে রেখেছেন তিনি এসব।আজ শালুকের গহনা শালুকের গায়ে পরিয়ে দিয়ে বললেন,”মাশাল্লাহ, আমার শালুক মা’কে আজকে ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে। আল্লাহ যে আমার ঘর আলো করে এরকম দুটো চাঁদ দিয়েছে এতোদিন তো আমি তা খেয়াল করে দেখি নি।”

শালুক মন খারাপ করে বললো, “কেনো আগে দেখলে না মা?তাহলে অন্তত লেখাপড়া করে করে আমার মাথাটা নষ্ট করতে না।”হাসনা বেগম হেসে বললেন,”এখন তো আর মা লেখাপড়ার জন্য বকাঝকা দিই না।এখন তবে লেখাপড়া করছে কে?”

শালুক লাজুক হেসে বললো, “তুমি দাও না,তোমার বদলে অন্য জন তো আছে।”

হাসনা বেগম মেয়ের চিবুকে হাত দিয়ে বললেন,”বড় ভাগ্য করে এরকম স্বামী পেয়েছিস মা।তাকে সম্মান দিতে শিখ। তুই বড়ই ভাগ্যবতী শালুক। ধ্রুবর মতো মানুষের স্ত্রী হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।”শালুকের মাথা নিচু হয়ে গেলো মায়ের কথা শুনে। সে জানে সে যে আসলেই ভাগ্যবতী। এরকম একজন মানুষ এই সময়ে খুঁজে পাওয়া যায়?এই বিচ্ছেদের যুগে এসে সে এরকম একজন মানুষ পেয়েছে যে কি-না তাকে দু হাতে আগলে রাখে,ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দেয় যার চোখের দিকে তাকালেও নেশা ধরে যায়।ভালোবাসা দিতে যে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে না,এরকম মানুষ কয়জনে পায়?ধ্রুব রুমের দিকে আসছিলো। সাহস করে ফরিদা বেগম ধ্রুবর সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভীষণ অবাক হলো ধ্রুব ফরিদা বেগমকে দেখে। সৎ মা হয়ে আসার পর উনি প্রথম প্রথম ধ্রুবকে ভীষণ কষ্ট দিতেন।

তারপর কি হলো কে জানে।আস্তে আস্তে তিনি শুধরে গেলেন কিন্তু ধ্রুব আর তাকে আপন করে নিতে

পারলো না।কিছু মানুষ মন থেকে একবার উঠে যাওয়ার পর কিছুতেই যেনো আর মনে জায়গা করে নিতে পারে না।ফরিদা বেগম ধ্রুবর সামনে এসে বললেন,"আমি জানি ধ্রুব,আমাকে তুমি ভীষণ অপছন্দ করো।একটা সময় আমি ও তোমাকে সহ্য করতে পারতাম না।তুমি নিজেই ভেবে দেখো না।যার বউ হয়ে এলাম সে যদি দেখি সারারাত প্রাক্তন স্ত্রীর ছবি দেখে রাত কাটায়,আমাকে গালমন্দ, গায়ে হাত তোলে তখন সদ্য বিবাহিতা সেই মেয়েটির মানসিক অবস্থা কেমন হয়?

আমার মনের কষ্ট আরো বেড়ে যেতো তখন তোমাকে দেখলে।অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছে,এসে সতীনের ছেলে,সতীনের স্মৃতি এসব দেখতে হচ্ছে। আমার নরম মনে কি পরিমাণ আঘাত লাগতো তা তোমার বাবা কখনো বুঝতে চাইতো না।

আমি সেজন্য তোমার উপর অত্যাচার করতাম।একটা সময় নিজের ভুল নিজে বুঝতে পারি।তোমার মা হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি কিন্তু ততদিনে আমি দেরি করে ফেলেছি।তুমি আমাকে এরপর আর সহ্য করতে পারতে না।আমার দোষ আমি মেনে নিয়েছি

বাবা।আমাকে মা বলে না মানো,কিন্তু ছেলে-ছেলের বউয়ের প্রতি শাশুড়ীর যে দায়িত্ব তা অন্তত পালন করতে দাও।তুমি আমার বড় ছেলে,তোমার বাবা তোমাদের তিন ভাই বোনের বিয়ের জন্য গহনা গড়িয়ে রেখেছেন অনেক আগে।

আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেদিন তুমি আর বউমা একই সাথে বাড়িতে আসবে সেদিন তোমার বউয়ের সব গহনা তাকে পরিয়ে দিবো।তোমার শাশুড়ী গিয়ে মেয়েকে গহনা পরিয়ে দিয়েছে আমি হতভাগি পারছি না তোমার বউকে কিছু দিতে যদি তুমি রেগে যাও এই ভয়ে।লজ্জায় তোমার বাবা তোমার সামনে আসতে পারছে না।আমি নিজেও লজ্জিত। তবুও আজ মায়ের অধিকার নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। আজকে ও কি ফিরিয়ে দিবে বাবা?”

ধ্রুবর কেমন যেনো লাগছে।এতো বছর ধরে বুকের ভেতর যেই আগুন চাপা দিয়ে রেখেছিলো সেই আগুন আজ আবারও জ্বলে উঠতে চাইছে।

ধ্রুব বড় করে নিশ্বাস নিলো।নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করলো, “আর কতো দিন?নিশ্বাসের বিশ্বাস আছে কি?কে জানে কখন কার মরনের ডাক চলে আসে।

মিথ্যা অভিমান জমিয়ে রাখলে কি আমার শৈশবের সেই ক্ষত মুছে যাবে?

আল্লাহর কাছে সব বিচারের ভার সঁপে দিলাম আমি। এরা সবাই আমার আপন। এদের সাথে আর কতোদিন দূরত্ব রেখে চলবো?”

ফরিদার হাত ধরে ধ্রুব বললো, “বাবা কোথায়?”ফরিদার দু চোখ জলে ভিজে গেলো। এই প্রথম ছেলে তার হাত ধরে কথা বলেছে।এই পরিবারে এসে ফরিদা শিখেছে সবাই মিলে একসাথে থাকার আনন্দ।আজ সেই আনন্দ শতভাগ পূর্ণ হলো। ধ্রুব মায়ের সাথে বাবার রুমে গেলো। অনেক দিন পর বাবাকে দেখছে ধ্রুব।

একটা শ্যাওলা রঙের শার্ট পরে বসে আছেন চেয়ারে। সামনে একটা বই খুলে রাখা। ধ্রুব গিয়ে বাবার কাঁধে হাত রাখলো।

সেলিম সাহেব পিছনে তাকিয়ে দেখেন ধ্রুব দাঁড়িয়ে আছে। চমকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি,ধ্রুব বাবাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। বহুদিন আগে ছেলের সাথে করা সব অন্যায় চোখের

সামনে ভেসে উঠলো সেলিম সাহেবের। বুকটা বিষিয়ে গেলো তার গভীর বেদনায়।

হায়!কি অবিবেচক ছিলেন তিনি তখন!রাগে,ক্রোধে কেমন অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন তিনি সেই সময় যে নিজের ছেলের সাথে অমানবিক আচরণ করতে ও তার বুক কাঁপে নি।মা হারানো ছেলেটাকে যখন তার উচিত ছিলো বুকে টেনে নেওয়া তখন তিনি তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।আজ নিজের অন্যায় কাজের জন্য নিজেই অনুতপ্ত হচ্ছেন বারবার। চোখ বেয়ে শ্রাবণের ধারা নেমেছে। কথা বলতে পারলেন না তিনি,শুধু তার ফোঁপানোর শব্দ শোনা যাচ্ছিলো।

বুকের ভেতর যেনো খামচে ধরে আছে কেউ তাকে। এক অজানা হাহাকার শক্ত করে চেপে ধরেছে তার হৃৎপিণ্ড।ধ্রুব বাবাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলছে,"কাঁদবেন না বাবা,আপনার প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই।আমি এখন বুঝি নিজের স্ত্রীর প্রতি একজন মানুষের কি পরিমাণ গভীর ভালোবাসা থাকলে সে এতো পাগলামি করতে পারে। আমার আজ আফসোস হচ্ছে যে আমার মা একজন সত্যিকার ভালোবাসার মানুষ পেয়ে ও তাকে ধরে

রাখতে পারে নি। আপনি কোনো ভুল করেন নি বাবা।আপনার জায়গায় অন্য কেউ হলে নিজেকে সামলাতে পারতো না। ”কাঁদতে কাঁদতে সেলিম সাহেব বললেন, “আমাকে মাফ করে দিস বাবা।আমি তোর যোগ্য পিতা হতে পারি নি। আমি তোকে ভালো রাখতে পারি নি। ”

ধ্রুব বললো, “আপনার প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই বাবা।আপনি ও আমাকে ক্ষমা করবেন,আপনাকে আমি ও অনেক কষ্ট দিয়েছি।বারবার আপনার ডাক আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। আমি লজ্জিত বাবা।”

বাবা ছেলের এই মিলন দেখলো বাড়ির প্রতিটি সদস্য। ফরিদা বেগম একফাঁকে ছুটে গিয়ে সবাইকে ডেকে এনেছে। বাবা ছেলের সাথে সাথে সবাই কাঁদছে। কেনো কাঁদছে কেউ জানে না।এক গভীর বিষাদমিশ্রিত আনন্দ সবাইকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। নিজেরা না চাইতেও চোখ ভিজে যাচ্ছে।বাবা ছেলের মিলনদৃশ্যের চাইতে সুন্দর কোনো দৃশ্য যেনো কেউ দেখে নি কখনো।

উপহারের পর উপহার পেয়ে শালুক অবাক।এতো গহনা তার!অবাক হচ্ছে শালুক এসব দেখে।তার

মায়ের চাইতে ও বেশি গহনা দিয়েছে ফরিদা বেগম। এতো গহনা শালুক কি করবে!

ধ্রুব রুমে আসতে আসতে অনেক রাত হলো। শাড়ি পরে ঘুমিয়ে থাকা শালুকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ধ্রুবর মনে হলো,মনের মতো স্ত্রী পাওয়া ও আল্লাহর দেওয়া একটা রহমত যেনো। যাকে কাছে টানতে গেলে কোনো জড়তা আসে না,যার দিকে তাকালে মনের সব পেরেশানি কেটে যায়,যার হাসি অন্তরে সুখের দোলা দেয়,সারাদিনের সব ব্যস্ততা, ক্লান্তি যার মুখের দিকে তাকালে হারিয়ে যায় সেই তো স্ত্রী। সৃষ্টিকর্তার সব নিয়ম কি আশ্চর্য রকমের সুন্দর!আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলো ধ্রুব। শালুকের কপালে ঠোঁটের ছোঁয়া লাগতেই শালুক জেগে গেলো। লজ্জা না পেয়ে শালুক নিজে ধ্রুবকে চুমু খেলো। তারপর ধ্রুবকে জড়িয়ে ধরে বললো, "আপনাকে একটা কথা বলার ছিলো। আমি ভয়ে এতোদিন আপনার কাছে লুকিয়েছি।কিন্তু আজ মনে হচ্ছে ভুল করেছি।আমার উচিত ছিলো সবার আগে আপনাকে জানানো ব্যাপারটা। আপনি আমার উপর

রাগ করবেন না প্লিজ।”ধ্রুব হেসে বললো, “তোমার সেই প্রেমপত্রের কথা বলতে চাও?”

শালুক চমকে গেলো শুনে।গলা শুকিয়ে গেলো তার। ধ্রুব পানির গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বললো, “বউ আমার, আমি খেয়াল রাখবো না তা কি হয়?ছোট বেলা থেকে দেখেশুনে রেখেছি আর এখন বুঝি এমনি এমনি ছেড়ে দিবো ভাবছো?

তোমার বই খাতা গুছিয়ে রাখতে গিয়ে আমি চিঠিটা পেয়েছি। পড়ে হেসেছি কিছুক্ষণ। কি পাগলের মতো কথা বলো তো,তুমি প্রেম করতে রাজি না হলে সে না-কি ঘুমের ঔষধ খাবে।প্রেম ভালোবাসা এতো সস্তা না শালুক।তুমি যেভাবে ইগনোর করে যাচ্ছো সেভাবেই করো।দেখবে ওই ছেলে দুদিন পর নিজে থেকেই সরে যাবে পাত্তা না পেয়ে।আমার বউয়ের উপর আমার ভরসা আছে। ”

শালুক ফিসফিস করে বললো, “আপনি এতো ভালো কেনো?”

ধ্রুব ফিসফিস করে বললো, “বেশি ভালো?”

শালুক বললো, “হ্যাঁ। ”ধ্রুব বললো, “তাহলে চলো আজ একটু খারাপ হই।আমার বোকা ফুল এতো

সুন্দর করে শাড়ি পরেছে,আজ রাতে যদি একটু খারাপ না হই তবে এই পুরুষ হয়ে জন্মানো বৃথা যাবে।আজ সারারাত আমি ভীষণ ভীষণ ভীষণ রকম খারাপ থাকবো শালুক। ”

লজ্জায় শালুক চোখ বন্ধ করে ফেললো, ধ্রুব রুমের বাতি বন্ধ করে দিলো।সকাল হতেই শালুকের মনে হলো এর চাইতে লজ্জাজনক সময় তার জন্য আর আসে নি।এতোগুলো মানুষের সামনে গিয়ে এই লোক গরম পানি করে এনেছে।

লজ্জায় শালুকের ইচ্ছে করলো মাটির সাথে মিশে যেতে।

ধ্রুব শালুকের দিকে তাকিয়ে বললো, “উঠবা?নাকি আমি ও আসবো কম্বলের নিচে?”শালুক ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলো। তারপর বললো, “আপনি এরকম কেনো?লজ্জা নেই আপনার একটুও?”

ধ্রুব হেসে বললো, “শালুক ফুলের লাজ নাই,রাইতে শালুক ফোটে লো,রাইতে শালুক ফোটে।

যার সাথে যার ভালোবাসা সেই তো মজা লোটে লো,বকুল ফুল বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত ক্যানে বান্ধাইলি?”

লজ্জায় শালুক ধ্রুবর বুকে আছড়ে পড়লো। ধ্রুবর বুক মুখ ঘষতে ঘষতে বললো, “আমার বুঝি লাজ নাই?”

ধ্রুব হেসে বললো, “আমার শালুক তো লজ্জাবতী। কে বলে তার লাজ নেই।লজ্জাবতী বলেই তো আমার ইচ্ছে করছে তাকে আবারও লজ্জা দিতে।”শালুক ধ্রুবর কাছ থেকে সরে বললো, “দূর বদলোক,সবসময় শুধু এসব বলে। আপনি কিভাবে পারলেন পানি গরম করে আনতে বলেন তো?”

ধ্রুব হেসে বললো, “হিটার নিয়ে এসেছি বোকা ফুলের জন্য। যাতে সে আমাকে কোনো রকম অযুহাত দেখাতে না পারে।হিটার দিয়েই পানি গরম করেছি।কাউকে বলতে হয় নি নিচে গিয়ে। ”শালুক বললো, “ছি!আমি তো আরো লজ্জায় শেষ। ভাবলাম আপনি নিচে গিয়ে এনেছেন। তাহলে তো আমি আজকে এই রুম থেকে বের হতেই পারতাম না।”

শালুক গোসল করে কলাপাতা রঙের একটা শাড়ি পরে নিলো।এই শাড়িটি ধ্রুব গতবার বাড়িতে আসার সময় শালুকের জন্য কিনে দিয়েছিলো ব্যাগে,সাথে ম্যাচিং করে চুড়ি।শাড়ি ছাড়াও নতুন তিনটি ড্রেস,দুই

জোড়া জুতা,হেয়ার ব্যান্ড,পাঞ্চ ক্লিপ এসব কিনে দিয়েছিলো। শালুক ঠিক করেছে সব পরবে ধ্রুবর সামনে।ধ্রুবকে দিলো চুড়ি পরিয়ে দেওয়ার জন্য। একটা একটা করে যত্ন করে ধ্রুব শালুককে চুড়ি পরিয়ে দিলো।চুড়ি পরানোর দায়িত্ব ধ্রুব ভীষণ মনোযোগ দিয়ে করে। যেনো একটু এদিক সেদিক হলেই মহাবিপদ ঘটে যাবে।

শালুক বললো, "আমরা কখন যাবো?"

ধ্রুব জিজ্ঞেস করলো, "কোথায়?ঢাকায়?"শালুক হেসে বললো, "না,মেজো চাচীর সাথে দেখা করতে।ওনাকে আমার দেখার খুব শখ।"

ধ্রুবর দুই চোখ টলমল করতে লাগলো। তার কি কম ইচ্ছে মায়ের সাথে দেখা করার?মায়ের চেহারাটা কেমন যেনো এখন অস্পষ্ট লাগছে।মা কি এখন আগের মতো আছে?সেই লম্বা,ঘন চুল কি আছে?

এখনো কি আগের মতো গান গায় মা?

কতোগুলো বছর হয়ে গেছে ধ্রুব কাউকে মন ভরে মা বলে ডাকতে পারে নি?

শালুক ধ্রুবর মুখোমুখি বসে বললো, "আমি জানি আপনি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন।কিন্তু একবার ভেবে

দেখেন আজ যদি চাচীর কিছু হয়ে যায়, আপনি তাকে শেষ বার দেখতে না পারেন সারাজীবন এই আক্ষেপ আর মিটাতে পারবেন?

কার কখন মরণ চলে আসে,কে বলতে পারে। ওনার যদি কিছু হয়ে যায়, ওনার ও তো কষ্ট থেকে যাবে শেষ বারের মতো ছেলের মুখখানা দেখতে পান নি বলে। ”ধ্রুব শালুককে জড়িয়ে ধরে বললো, “আমার সাথে কেনো এমন হলো শালুক? আমি কি অপরাধ করেছি?বাবা মা থেকেও আমার অনাথের মতো বড় হতে হয়েছে।পরিবারের সবাইকে নিয়ে একসাথে থাকার স্বপ্ন তো আমার ও ছিলো, তবে আমি কেনো আমার এতো বড় পরিবার থাকার পরেও বড় হলাম একা?কেনো আমার দুঃসময়ে কাউকে পাই নি আমি? ভীষণ জ্বরের সময় একটা দরদী হাতের স্পর্শ তো আমি ও পেতে চেয়েছি কেনো পাই নি আমি?

আমার বুকের ভেতর যদি কাউকে দেখাতে পারতাম তবে দেখতে পেতে এই বুকে কেমন পো/ড়া, ক্ষ/ত-বিক্ষ/ত হয়ে আছে। ”শালুক ভেজা চোখে তাকিয়ে বললো, “আমি আমার ভালোবাসা দিয়ে আপনার মনের সব ব্যথা দূর করে দিবো।আপনি এভাবে

ভে/ঙে পড়বেন না প্লিজ।আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ খুব সুন্দর করে তুলবো। ”

মতির মা দরজায় নক করে বললো, “নাশতা খাইতে আসেন তাত্তাড়ি,সবাই বইসা রইছে। ”চোখ মুছে শালুক উঠে দাঁড়ালো। ধ্রুব পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বললো, “তুই কখনো আমার জীবন থেকে হারিয়ে যাস না শালুক। তবে আমার এই জীবনে বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন ও হারিয়ে যাবে।”

শালুক ফিসফিস করে বললো, “পাগল না-কি, ৪ টা বাচ্চার আম্মু হওয়ার যে স্বপ্ন দেখছি তা পূর্ণ না করে কোথাও যাচ্ছি না আমি।”ধ্রুব চোখ বড় করে তাকিয়ে রইলো। শালুক আর দাঁড়ালো না। ছুটে যেতে যেতে তার মনে হলো আসলেও শালুক ফুলের লাজ নাই। নয়তো কিভাবে সে চারটা বাচ্চার কথা বলতে পারলো এরকম অনায়াসে?

খাবার টেবিলে আজকে সবাই একসাথে বসেছে। ধ্রুবরা বাবা ছেলে পাশাপাশি বসেছে।আদিবা বেগমের বুকের ভেতর কেমন করে কেঁপে উঠলো হঠাৎ করেই। আদনান না জানি কেমন আছে!

এই পর্যন্ত চার বার কল দিয়েছে আদনান। তাও ২-৩ মিনিট কথা বলতো।আজ ছেলেটা থাকলে তো সে ও বসতো তার বাবার পাশে।সন্তান যতোই খারাপ হোক,যতোই অন্যায় করুক,মায়েরা বহুদিন সেই ক্ষোভ পুষে রাখতে পারে কি?

তিনি তো পারছেন না।এই যে এখন হুট করে মনে পড়ে গেলো ছেলের কথা।

নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করলেন,"কেনো ছেলেটা এসব অপরাধ করেছে?তার অপরাধের শাস্তি তো তাকে কেউ দেয় ও নি।কি দরকার ছিলো এসব করার?"হাসনা বেগম গরুর মাংস মেরিনেট করতে করতে বললেন,"ভাবী,খাসির মাংসটা ভিজিয়ে ফেলুন। মতির মা'কে বলুন বেশি করে পেঁয়াজ কাটতে।"

আদিবা বেগম কিছুই বুঝতে পারলেন না।হাসনা বেগম তাড়া দিয়ে বললেন,"ভাবী,দুপুরে জামাই এসে খাবে কিন্তু,এখনো চিংড়ি ভাজা হয় নি।"হুঁশ এলো আদিবা বেগমের। আজকে আফিফা আসবে,দাদীর অসুস্থতার কথা শোনার পর মেয়েটা অস্থির হয়ে গেছে। পরমুহূর্তে মনে পড়লো আজকে জহির ও

আসবে।সবাই থাকবে আজকে বাসায় শুধু আদনান থাকবে না।

নাশতা খাওয়া শেষ করে ধ্রুব বললো, "আমি আর শালুক যাচ্ছি। "

কোথায় যাচ্ছে কেউ জিজ্ঞেস করলো না। সবার মনের ভেতর ভয় কাজ করছে।কে জানে মা ছেলের মিলনদৃশ্য কেমন হবে!বাজারে গিয়ে ধ্রুব অনেক কিছু নিলো মায়ের জন্য। ফলমূল, মিষ্টি, বিস্কুট চানাচুর অনেক কিছু। একটা সিএনজি ভর্তি করে ফেললো। শালুকের বুকের ভেতর ঢিপঢিপ করছে অজানা আতংকে।

দীপালিদের বাড়ির সামনে এসে সিএনজি থামলো। গেইটের দারোয়ান এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, "কাকে চাই?"

ধ্রুব বললো, "আমি ধ্রুব।"সাথে সাথে লোকটা ব্যস্ত হয়ে গেইট খুলে দিলো। ডাক দিয়ে বললো, "কর্তাবাবু,দেইখা যান কে আসছে বাড়িতে!"

সাদা ধুতি পরা একজন বৃদ্ধ লোক এগিয়ে এসে বললো, "তোমরা কারা?"

ধ্রুব বললো, “আমার স্ত্রী শালুক, আর আমি ধ্রুব।”লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। দুই পা এগিয়ে এসেও আবার থেমে গেলো। তার দুই চোখ টলমল করছে। নাতিকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েও আর ধরলেন না।নাতি কিছু মনে করে যদি এই ভয়ে।

কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, “আসো,আমার সাথে আসো।”দোতলার সবচেয়ে শেষের রুমের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, “যাও ভেতরে যাও।আমি নিচে আছি। ”

লোকটা চলে গেলো। ধ্রুব খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো বাহিরে।তারপর দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলো। বিছানার সাথে লেগে থাকা মানুষটাকে দেখে মুহূর্তেই ধ্রুবর মাথা ঘুরতে লাগলো।

এ যেনো কোনো মানুষ নয়।শুকনো পাটকাঠি,কঙ্কালের মতো হয়ে গেছেন।সারা দেহে তার এক ছটাক মাংস ও হবে না।থাকার মধ্যে আছে শুধু জ্বলজ্বলে দুই চোখ আর লম্বা, জট ধরা চুল।

ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে নিজে নিজে বললেন, “ধ্রুব এসেছিস?”ধ্রুবর গলা ধরে এলো। কথা বলতে পারলো না। হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলেন দীপালি

ধ্রুবকে।ধ্রুব এগিয়ে যেতেই পাশে বসালেন।ধ্রুবর হাত খানা শক্ত করে ধরে বললেন, “আমার বাপধন, আমার মানিক তুই।আমার সাত রাজার ধন।আমাকে মাফ করে দিস বাবা।তোর সুন্দর জীবন আমি নষ্ট করে দিয়েছি।বেঁচে থেকেও তোকে মায়ের আদর দিতে পারি নি। ”ধ্রুব জিজ্ঞেস করলো, “আপনার এই অবস্থা কেনো?ডাক্তার দেখিয়েছেন আপনি? ”

দীপালি হেসে বললো, “এই যে আমার সব রোগের ঔষধ, আমার ডাক্তার আজ আমার সামনে বসে আছে। এখন আমি একেবারে সেরে যাবো বাবা।তোর মুখখানা দেখার জন্য আমি অস্থির হয়ে ছিলাম।এবার আর কোনো য/ন্ত্রণা থাকবে না আমার দেহে।ওই কে দাঁড়িয়ে আছে? ”

ধ্রুব বললো, “আমার স্ত্রী, শালুক। ”

দীপালি কাছে ডেকে বললো, “কোন শালুক বাবা? আমাদের শালুক?আমার সেই ছোট্ট রসগোল্লার মতো সেই শালুক? ”

ধ্রুব হেসে বললো, “হ্যাঁ, সেই শালুক। ”দীপালি শালুকের হাত ধরে বললো, “মা’গো, কেমন আছো তুমি? আমি তোমার শাশুড়ী হতাম।এখন আমি

তোমার কেউ না মা।আমাকে তুমি চিনবে না।আমি চিনি তোমাকে।তোমার তুলতুলে নরম শরীরটা আমার এখনো মনে আছে।তোমাকে আমি বলতাম মোমের পুতুল তুমি আমার।
এখনো তুমি তেমনই আছো।”
শালুক কিছু বলতে পারলো না। তার কান্না পাচ্ছে ভীষণ ওনাকে এই অবস্থায় দেখে।
ধ্রুব বললো, “আপনার বাচ্চারা কোথায়?”দীপালি অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললো, “আমার তো এই একটাই বাচ্চা বাবা,সেটা তুই।”
ধ্রুব লজ্জা পেয়ে বললো, “আমি শুনেছি আপনার বাবা মা আপনাকে আবার বিয়ে দিয়েছিলেন।”
দীপালি করুণ হেসে বললো, “না তো,এরকম কিছুই হয় নি। তোমাদের বাড়ি থেকে আসার পর পরই আমাকে গৃহবন্দী করে ফেলে।তারপর আমি অসুস্থ হয়ে যাই,আজও সেই অসুস্থতা বয়ে বেড়াচ্ছি। আমি তো একজনকে ভালোবেসেছি বাবা,তাকে ছেড়ে এসেছি বলে কি অন্য কারো হয়ে যাবো না-কি? আমার ভালোবাসা তেমন ছিলো না। ”ধ্রুব কেঁদে দিয়ে বললো, “কেনো এরকম হলো বলেন আপনি?

আপনি ও কষ্ট পেয়েছেন এখানে থেকে,আমি ও কষ্ট পেয়েছি আপনাদের ভালোবাসা হারিয়ে আমার বাবা তো উন্মাদের মতো হয়ে গেছিলেন।”

দীপালি হেসে বললো, “দোষ আমাদের ছিলো বাবা। ভালোবাসার টানে দুজনে নিজেদের ধর্মকে অসম্মান করেছি।হিন্দু হয়ে মুসলিম ছেলেকে বিয়ে করেছি,সে ও মুসলিম হয়ে হিন্দু মেয়েকে বউয়ের স্বীকৃতি দিয়েছে। উপরওয়ালা কি এমনি এমনি ছেড়ে দিবে না-কি?তোমার ধর্মে যেমন এই বিয়ের অনুমতি নেই আমার ধর্মে ও নেই।তবুও আমরা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে করে ফেলেছি।দুজনের মধ্যে এ ও কথা ছিলো কেউ কারো ধর্ম অসম্মান করবো না।নিজ নিজ ধর্ম পালন করবো।

বলো বাবা,এই অনাচারের শাস্তি কি সৃষ্টিকর্তা দিবেন না আমাকে?বিশেষ করে আমি নিজেই চাপ দিয়েছি তোমার বাবাকে।এখানে কারো কোনো দোষ নেই বাবা।আমাদের ভাগ্যে এই ছিলো। ”ধ্রুব কেঁদে বললো, “আমার যে জীবনটা এলোমেলো হয়ে গেলো তাতে!”

দীপালি হেসে বললেন,"সেটাই তো আমার আর তোমার বাবার জন্য সবচেয়ে বড় শাস্তি সৃষ্টিকর্তার তরফ থেকে।"

অনেকক্ষণ সবাই চুপ করে ছিলো। কারো কোনো কথা নেই।দীপালি ধ্রুবর হাত চেপে ধরে শুয়ে রইলো চোখ বন্ধ করে।তারপর অনেকখানি সময় কেটে যাবার পর বললো, "এবার তোমরা যাও বাবা।মন ভরে দেখে নিয়েছি তোমাকে।"

ধ্রুব চুপ করে থেকে বললো, "আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি মা।আমি আপনাকে আর বাবাকে ভীষণ ভালোবাসি।একটা বার যদি আমি আপনাদের দুজনকে একই সাথে কাছে পেতাম মা,দুজনকে একই সাথে দেখতে পারতাম তবে আমার সব কষ্ট চলে যেতো। "দীপালি চোখ মুছে বললো, "যাও ধ্রুব, চলে যাও তুমি। আমার নার্স আসার সময় হয়েছে এখন।"

ধ্রুব শালুককে নিয়ে বের হয়ে এলো। একটু এগিয়ে শালুক থমকে দাঁড়ালো। তারপর বললো, "আমরা ওনাকে ঢাকায় নিয়ে যাবো।ওখানে ওনাকে ডাক্তার দেখাবো।উনি সুস্থ হয়ে যাবেন চিকিৎসা করালে।টাকা পয়সার জন্য আপনি ভাববেন না।বাড়ি থেকে যেসব

গহনা পেয়েছি তাতে প্রচুর টাকা পাওয়া যাবে বিক্রি করে। আপনার কাছে রিকুয়েস্ট রইলো প্লিজ আমাকে না বলবেন না।এতো দিন পরে আপনি আপনার মা'কে ফিরে পেয়েছেন আমি তাকে এভাবে থাকতে দেখতে পারবো না। আপনি ছাড়া তার আর কেউ নেই এখন"ধ্রুব বললো, "তাই হবে শালুক। "

ধ্রুবর নানা নিচে বসে রইলেন সিড়ির পাশে।ধ্রুব এসে তাকে বললো, "আমি মা'কে ঢাকায় নিয়ে যেতে চাই।ওনার চিকিৎসা করানোর জন্য। "তিনি বললেন, "তোমার মা,তোমার অধিকার আছে। নিয়ে যাও। আমার মেয়েটা বেঁচে থাকুক তবুও।"

ধ্রুব চলে এলো শালুককে নিয়ে। রিকশায় বসে শালুককে বললো, "ঢাকায় গিয়ে আগে বাসা চেঞ্জ করতে হবে শালুক।তারপর মা'কে নিয়ে যাবো।"শালুকের ভীষণ ভালো লাগলো। এতো বছর পর মা বলে ডাকতে পেরেছে ধ্রুব,এটাই তার সবচেয়ে খুশির কারণ।

বাসায় গিয়ে দেখলো সবাই বসে আছে ধ্রুবদের জন্য। ধ্রুব সবকিছু বললো সবাইকে।বাবার কাঁধে হাত রেখে বললো, "আপনি চিন্তা করবেন না বাবা।আমি

আছি আমার মা'কে দেখার জন্য। আপনি আমার এক মায়ের জন্য চিন্তা করতে গিয়ে অন্য মা'কে কষ্ট দিবেন না বাবা।"ফরিদার দিকে তাকিয়ে বললো, "উনি ও তো আমার মা।ওনাকে আর কখনো কষ্ট দিবেন না বাবা।এক মা'কে হারাতে হারাতে পেয়েছি, আপনার অবহেলার জন্য ওনাকে যেনো হারাতে না হয়।আমি তো নিজেকে সামলাতে পেরেছি,আমার ভাইবোন এখনো ছোট। ওরা ওনার কষ্ট সহ্য করতে পারবে না বাবা।"ফরিদা কেঁদে ফেললো। আফিফারা এসেছে কিছুক্ষণ আগে।হাতমুখ ধুয়ে নিচে নেমে আসতেই দেখলো সবাই বসে আছে। জহির ও আছে সাথে। আফিফা এক নজর তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিলো।মিথ্যা মায়া বাড়িয়ে লাভ হবে কি?

বহুদিন পর আজ আবারও সবাই একই সাথে খেতে বসলো। আনন্দ, বেদনা সবার বুকের মধ্যে রয়েছে তবুও সবাই খুশি আজ একত্রিত হতে পেরে।দীর্ঘদিন পর আফিফা বাড়িতে এসেছে। তার জীবনটা সবচেয়ে বেশি এলোমেলো। কিছুতেই সে সংসারী হতে পারছে না শত চেষ্টা করে ও।

ননদেরা এলে আফিফার সব এলোমেলো লাগে। কিছুক্ষণ পর পর নাশতা, খাবারের নানা আইটেম এসব আফিফা ঠিক মতো করতে পারে না।আর যখনই কোনো ভুল হয় দুই ননদের মুখ কালো হয়ে যায়।

আর সেই সাথে সাথে আফিফার হাজব্যান্ড এর মুখও আষাঢ় মাসের আকাশের মতো কালো হয়ে যায়।

দুপুরে খাবার পর আফিফা,শাপলা, শালুক মিলে শাপলার রুমে বসে আড্ডা দিচ্ছিলো।শাপলা আফিফার চুলে তেল দিতে দিতে বললো, "আপা,তোমার সংসার কেমন কাটছে?কিভাবে অবসর কাটাও তুমি? কলেজে যাও? "আফিফা হেসে বললো, "আমার আর পড়ালেখা। কাজ করতে করতে নিজের নিশ্বাস নেওয়ার সময় ও হয়ে উঠে না।সেই কবে চুলে তেল দিয়েছি নিজেও জানি না।"

শালুক অবাক হলো শুনে।সে তো তার বাসায় করার মতো কোনো কাজ খুঁজে পায় না।অথচ আফিফা আপা কি বলে এসব!

অবাক হয়ে শালুক জিজ্ঞেস করলো, "কিসের কাজ আপা এতো তোমার? "আফিফা হেসে বললো,

“সবসময় আমার দুই ননদ এই বাসায় থাকে নিজেদের স্বামীদের নিয়ে।ধর একজন এলো তো আরেকজন যাবার সময় হলো। দুজনেরই বাচ্চাকাচ্চা আছে।মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭ দিন তারা নিজের শ্বশুর বাড়ি থাকে।

দুই বোন যখন একসাথে হয় তখন তো মনে হয় যেনো দুনিয়ার খবর থাকে না ওদের।বাচ্চাদের একবার একটা চাই,সব কিছু আমাকেই করতে হয়। কারো বাচ্চা শুধু চিকেন খায় কারো বাচ্চা আবার ফিশ ফ্রাই খায়।আবার বাচ্চারা নিজেদের হাতে খাবার ও খায় না,আমাকে খাইয়ে দিতে হয়।বাচ্চারা যদি বলে নিজের হাতে খাবে ওদের মায়েরা রেগে যায়। নিজের হাতে খেলে ওরা না-কি খাবার কম খায় সেজন্য আমাকে খাইয়ে দিতে হবে।

কিন্তু বিশ্বাস কর,খাবার মুখে নিয়ে ওরা সারা দুনিয়া ঘুরে আসে কিন্তু মুখের খাবার গিলে না।ঘন্টার পর ঘন্টা লাগে ওদের খাওয়াতে গেলে।বাড়িতে কাজের মহিলা ছিলো ওদের,বিয়ের পর পরেই আমার বড় ননদ ওই মহিলাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। সকালে তোর ভাইয়া দোকানে চলে যাবে তো

আমাকে সেই হিসেবে খুব ভোরে উঠে নাশতা বানাতে হয়।রুটি,ডিম,সবজি,দুধ চা করার পর করতে হয় বাচ্চাদের জন্য নাশতা। এরপর ভাত রান্না করা লাগে,ভাতের সাথে নিম্নে ৪ আইটেম যদি না করি সেদিন ওনাদের সে কি রাগ।সাথেসাথে ভাইকে কল দিয়ে জানায় তারা আসায় আমি অখুশি, এজন্য ঠিক মতো রান্না করি না তাদের জন্য।

আর এরপর ওনার কল আসে,সেই কল আমার জন্য কি যে আতংকের তা আমি জানি শুধু।গম্ভীর হয়ে বলেন,আমার বোনেরা আমি যতোদিন বেঁচে আছি এই বাড়িতে থাকবে,তোমাকে ওদের ইচ্ছেমতো চলতে হবে।যে যা চায় সব করতে হবে। আর যদি না পারো তবে তোমার বাবা মাকে বলে দাও এসে যাতে তোমাকে নিয়ে যায়।আমার এরকম স্ত্রী চাই না।

অথচ ওনার মুখ থেকে আমি কখনো একটা ভালোবাসার কথা শুনি নি। ”শালুক হতভম্ব হয়ে বললো, “কি বলো আপা এসব!আমার কিছুই মাথায় ঢুকছে না।স্বামীরা এরকম হয় স্ত্রীর সাথে? ”

আফিফা বললো, “সবাই তো ধ্রুব না রে শালুক, সবাই তো আর বউকে ভালোবাসতে জানে না পাগলের মতো। ”

শালুকের ভীষণ কষ্ট হলো আফিফার জন্য।আফিফা বললো, “ভেবেছিলাম বিয়ের পর স্বামীর ভালোবাসা পেয়ে জহির ভাইকে সহজেই ভুলে যেতে পারবো কিন্তু এখন দেখছি উল্টো হয়ে গেছে ব্যাপারটা। আমি আরো বেশি মনে করতে থাকি তাকে।সবসময় মনে হয় ওনার জায়গায় জহির ভাই থাকলে আমার সাথে এরকম কিছুতেই করতো না।আমি জানি আমি পাপ করছি স্বামীর সাথে পর পুরুষের তুলনা করে। কিন্তু আমার বেহায়া মনটা যে মানে না শালুক। আমি কি করতাম তোরা বল!

বাবা মা’কে ও এসব জানাতে ইচ্ছে করে না।একে তো আদনান ভাইকে নিয়ে দুজনের মনে কষ্ট এখন যদি আমার এসব কথা শুনে তবে দুজনেই ভেঙে পড়বে।ওনারা পয়সাওয়ালা জামাই চেয়েছে আমার জন্য, কিন্তু একটা ভালো মানুষ চায় নি।

সবচেয়ে কষ্টের কথা কি জানিস,ওনার বোনদের সেবা যত্ন করার জন্য উনি আমাকে আমার বাপের বাড়ি

আসতে দেয় না।পুরুষ মানুষ এটা বুঝে যে তার বোন তাদের বাড়ি সবসময় আসবে,তবে এটা কেনো বুঝে না তার স্ত্রী ও কারো মেয়ে,কারো বোন।তার ও ইচ্ছে করে তার বাপের বাড়ি যেতে!”শালুক কোনো জবাব দিতে পারলো না। আল্লাহ তাকে কি পরিমাণ সুখে রেখেছে হঠাৎ করেই শালুক তা টের পেলো।

বিকেল হতেই আফিফার হাজব্যান্ড আফিফাকে রেডি হবার জন্য তাড়া দিতে লাগলো। এখনই চলে যাবে তারা।তার ছোট বোন এসেছে বাসায়।শুনে আফিফা স্তব্ধ হয়ে গেলো। আস্তে করে বললো, “আপা তো এক সপ্তাহ আগে গিয়েছে এই বাড়ি থেকে,আমি আজ কতো মাস পরে এসেছি বাড়িতে? আপনার কি একটু ও মায়া দয়া,বিবেক নেই?

দুপুরে এলাম আর এখনই আপনি চলে যাবার জন্য বলছেন।”তেড়ে এসে আফিফার চোয়াল চেপে ধরে আফিফার হাজব্যান্ড সজিব বললো, ” খুব সাহস বেড়েছে মনে হয় তোমার বাবার বাড়ি এসে?আমার বোনের সাথে তুলনা করতে চাইছো কোন সাহসে? আমি এখন বলছি তো তুমি এখনই চলে যাবে।তুমি কোনো ডাক্তার না যে তোমাকে এখানে থাকতে হবে।

আর যদি তবুও থাকতে চাও তবে মনে রেখ,এখানেই সম্পর্ক শেষ তোমার সাথে।”ধ্রুব আফিফার রুমের দিকে আসছিলো বিকেলে সবাই মিলে বাহিরে ফুচকা খেতে যাবে এই কথা বলার জন্য।শালুক কেঁদে কেঁদে আফিফার কষ্টের কথা বলেছে ধ্রুবকে।শুনে ধ্রুবর নিজের ও কেমন দমবন্ধকর অনুভূতি হয়েছে। বাহিরে থেকে আফিফার স্বামীর এসব কথা শুনে চমকে গেলো ধ্রুব। কপালের রগ দপদপ করতে লাগলো রাগে তার।তারমানে এই লোকটা সবসময় আফিফার সাথে এরকম দুর্ব্যবহার করে!

আফিফার চাপা কান্নার শব্দ শুনে ধ্রুবর রাগ আকাশ ছুঁলো।দরজায় নক করে বজ্রকঠিন স্বরে বললো, “আফিফা,আফিফা দরজা খোল তো।শালুক বললো, সবাই মিলে বাহিরে যাবে,তোর একটা ব্লু কালার হিজাব দিতে বলেছে শালুক।”

আফিফা তাৎক্ষণিক চোখ মুছে নিজেকে সামলে দরজা খুললো। তারপর হিজাব দিতেই ধ্রুব হেসে বললো, “তুই আর ভাইয়া ও রেডি হয়ে নে।আজ আমরা সবাই মিলে বাহিরে বের হবো।একটা পিকনিক পিকনিক আমেজ আসবে।”

আফিফা বললো, “তোরা যা ধ্রুব,আমি চলে যাবো এখন।”ধ্রুব বললো, “মানে কি?দুপুরে এলি আর এখনই যাবি কেনো?ভাইয়া কই?”

সজিব দুই হাত ভাঁজ করে বুকের উপর রেখে গম্ভীর হয়ে বসে রইলো। ধ্রুব এগিয়ে গিয়ে বললো, “আফিফা কি বলছে ভাইয়া,যেতে চাইছে কেনো ও? কতোদিন পর এলো বাড়িতে, সবাই একসাথ হয়েছি আমরা। আজ থাকুন না আপনারা। ”

সজিব বললো, “না ধ্রুব,থাকা যাবে না।আমার বোন এসেছে। ওকে যেতে হবে।”ধ্রুব হেসে বললো, “ভাইয়া,আফিফা ও কিন্তু আমার বোন।আপনার বোন এসেছে ভালো কথা,আজকের রাতটা থেকে আগামীকাল যান আপনারা। ”

সজিব বিরক্ত হয়ে বললো, “আমার দুই বোন বেড়াতে এসেছে, আফিফা এখানে থাকলে ওরা কিভাবে থাকবে?ওদের জন্য রান্নাবান্নার ব্যাপার আছে। ”ধ্রুব অবাক হয়ে বললো, “আপনার বোনদের জন্য রান্না করতে হবে বলে আপনি আমার বোনকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন?আপনার বোনদের এক রাত রান্না করে খেতে কষ্ট হবে,তো আমার বোনের কি কষ্ট হবে না

ওনাদের জন্য রান্না করতে? ”সজিব হতভম্ব হয়ে গেলো ধ্রুবর কথা শুনে।কিছু বলার আগে ধ্রুব বললো, “সজিব ভাই,দরজার বাহিরে থেকেই আপনার কথা আমি শুনেছি। আফিফা অনেক মাস পরে বাড়িতে এসেছে। ও মিনিমাম এক সপ্তাহ বেড়াবে এখানে।আপনার যদি থাকতে অসুবিধা মনে হয় তবে আপনি যেতে পারেন, এক সপ্তাহ পর এসে ওকে নিয়ে যাবেন।”সজিব রেগে বললো, “তোমার কথা মতো হবে না-কি? তুমি কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার?আমার অনুমতি ছাড়া আমার স্ত্রী এখানে এক মুহূর্ত ও থাকতে পারবে না ইসলামের আইনানুযায়ী তা জানো তুমি? ”ধ্রুব বললো, “বেশ তো,নিয়ে যান তাহলে। কিন্তু ইসলামের আইনানুযায়ী কিন্তু আফিফার উপর ও এরকম কোনো ফরজ নিয়ম নেই যে আপনার বোনদের রেঁধে বেড়ে খাওয়াতে হবে।আফিফা যাবে কিন্তু ও আপনার বোনদের জন্য কোনো কাজ করবে না।”সজিব হতভম্ব হয়ে গেলো ধ্রুবর কথা শুনে। আফিফা ধ্রুবকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে চাইলো রুম থেকে।ধ্রুব আফিফাকে ধমক দিয়ে বললো, “খুব বড় হয়ে গেছিস মনে হয় তুই?আমরা কি সবাই

ম/রে গেছি না-কি? নাকি আমাদের কাঁধে তুই বোঝা হয়ে ছিলি যে বিয়ে দিয়ে ঝামেলামুক্ত হয়েছি আমরা। সব শুনেছি আমি,সব জানি।আপনি আফিফাকে এতো দুর্বল ভাবছেন কোন সাহসে? আদনান ভাই নেই, আমি আছি।আমার বোনের সাথে কথা বলতে সাবধানে, ভেবে কথা বলবেন।ওকে একেবারে বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়ার ধমক তো সবসময় দেন। আপনি কি ভেবেছেন আমরা এতোটাই অসহায় যে নিজের বোনকে রাখতে পারবো না?

বিয়ে করে বউ নিয়েছেন, নিজের অর্ধাঙ্গিনী নিয়েছেন। তাকে কাজের মহিলার মতো ট্রিট করবেন না।তাকে যদি ভাবেন সে আপনার বাড়ির কাজের মহিলা, তবে তার থেকে তেমন ব্যবহারই পাবেন।তাজে যদি ভাবেন আপনার মনের রানী,তবে দেখবেন আপনাকে ও সে রাজার মতো সম্মান করছে।নারীরা কাদামাটির দলার মতো, ভালোবাসা দিয়ে তাকে যেকোনো রূপ দেওয়া যায়।

যখন তখন তাকে হুমকি দিয়ে, ধমকি দিয়ে কথা বলার মধ্যে পুরুষত্ব লুকিয়ে থাকে না।পুরুষত্ব থাকে নিজের ভালোবাসা, নিজের বুদ্ধি দিয়ে তার মন জয়

করে কিভাবে দুজনে সুখী হওয়া যায় সেই কাজ করার মধ্যে।আপনার কি একবার ও মনে হয় না আপনার স্ত্রী ও একটা মেয়ে,আপনার যেমন ভালো লাগে আপনার বোনদের কাছে পেলে, ওর বাড়ির মানুষের ও তেমন ভালো লাগে ওকে কাছে পেলে।
মানছি আপনার বাসায় মা নেই,তাই আফিফার দায়িত্ব বেশি। কিন্তু দায়িত্ব মানে কি এই যে বিয়ের পর নতুন নতুন অবস্থায় দুই তিন বার বাবার বাড়ি আসার পর আর তাকে এই বাড়িতে আসতে না দেওয়া?সপ্তাহের বৃহস্পতিবার বিকেলে আপনি ওকে একবার নিয়ে এসে শুক্রবার বিকেলে নিয়ে চলে যান। একটা দিন আপনার দুই বোন ম্যানেজ করে নিতে পারবে।তাতে আফিফার ও মন খুশি থাকবে।বিশ্বাস করেন,ও নিজে থেকেই তখন আপনার, আপনার বোনদের ভালোবাসবে।এভাবে সংসার হয় সজিব ভাই,কিন্তু সেই সংসারে সুখ আসে না।একই বিছানায় থেকেও দুজনের মনে যোজন যোজন দূরত্ব থাকে। দিনে হাজার হাজার টাকা আয় করার মধ্যে কোনো সুখ নেই সজিব ভাই,সুখ আছে বাসায় ফিরে একটা বেলি ফুলের মালা স্ত্রীর খোঁপায় গুঁজে দিলে যেই

স্বর্গীয় হাসি দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে। সুখ থাকে বাসায় ফিরতে দেরি হলে স্ত্রীর চিন্তিত মুখখানা দেখার মধ্যে। ”সজিব চুপ হয়ে বসে রইলো। ধ্রুব হিজাব নিয়ে চলে গেলো। সবাই মিলে রেডি হয়ে বের হবার সময় দেখলো আফিফা আর সজিব ও রেডি হয়ে নিচে বসে আছে। আফিফার দুই চোখ ভেজা কিন্তু মুখে হাসি।

ধ্রুবকে দেখে আফিফা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে বললো, “দুনিয়ার সব বোন যাতে তোর মতো একটা ভাই পায়,সব স্ত্রী যাতে তোর মতো স্বামী পায়।বিশ্বাস কর ভাই,তাহলে আর কোনো নারী স্বামী নিয়ে অসুখী হবে না,স্বামীকে নিয়ে বুকে চাপা কষ্ট জমিয়ে রাখবে না।”রিকশায় সজিব বললো, “আমি ধ্রুব ভাইয়ের সাথে বসতে চাই।”

শাপলা, শালুক,আফিফা এক রিকশায় বসলো। সজিব ধ্রুবর পাশে বসে ধ্রুবর হাত ধরে বললো, “সবসময় আশেপাশের সবাই বলতো,বিয়ের পর বউকে কঠিন শাসনের মধ্যে রাখবি।উঠতে বসতে ধমক দিবি। মহিলাদের টাইটের মধ্যে রাখা লাগে নয়তো তাদের পাখনা গজায়।স্বামীদের মূল্য দেয় না।আমার মা ছাড়া

সংসার। আত্মীয় স্বজন সবাই বিয়ের আগে বলে দিয়েছিলো,বউ আসলে আর আমার বোনদের সহ্য করতে পারবে না।আমার বোনদের হিংসা করবে। বিশ্বাস করো ধ্রুব আমার তখন খুব খারাপ লাগতো। সবার বুদ্ধি,যুক্তি শুনে আমি বুঝলাম যে আমি যদি সবসময় গম্ভীর হয়ে থাকি,আফিফাকে রাগারাগিতে রাখি তবে আফিফা সোজা থাকবে।আমার বোনদের হিংসা করবে না।যখন তখন ওদের নামে নালিশ জানাবে না।সেই ভাবনা থেকে আমি সবসময় ওর সাথে একটা গাম্ভীর্য নিয়ে কথা বলি,কিছু হলেই ধমকাতে থাকি।আমার বোনদের দোষ দেখেও আফিফাকে শাসাই,আমি জানি আমার বোনদের দোষ আছে কিন্তু তবুও ওদের কিছু বলি না।আফিফা ও ভয়ে সবসময় চুপ থাকে।কিন্তু সবকিছুর পরেও আমি বুঝতাম আফিফার সব ঠিক থাকলেও আমার সাথে ওর মনের মিল নেই।আমি বাসায় আসলে আফিফার চোখমুখ শুকিয়ে যায়।আমি যেনো ওর কাছে মূর্তিমান আতংক।

তবুও আমি ভাবতাম থাকুক এভাবে,তবুও যদি আমার বোনদের হিংসা না করে তাহলেই হলো।আমি আসলে

স্ত্রী ও বোনদের মধ্যে ব্যালেন্স করতে পারি নি। এখন মনে হচ্ছে আমি আমার এসব ব্যাপারে আগেই সতর্ক হওয়া উচিত ছিলো, মানুষের কথা না ধরে নিজের বুদ্ধিকে কাজে লাগানো উচিত ছিলো।আজ তোমার কথা শুনে বুঝলাম তুমি ভুল কিছু বলো নি।আফিফার মন খারাপের কারণ আমি কখনো জানতে চাই নি। আফিফা কখনো আমার সাথে হেসে কথা বলে নি, আমি ও বলি নি। আমাদের সম্পর্কটা আসলেই কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে।

আমার উচিত ছিলো আফিফার মন বুঝতে চাওয়া।"ধ্রুব হেসে বললো, "আমার কথায় কষ্ট পেয়ে থাকলে ক্ষমা করে দিবেন আমাকে।আপনার যেমন আপনার বোনের মন খারাপ সহ্য হয় না ভাই,আমার বোনের মন খারাপ ও আমাকে তেমন যন্ত্রণা দেয়।স্ত্রী আর বোন দুজনের জায়গা আলাদা।দুজনকেই প্রায়োরিটি দিতে হবে।কিন্তু একজনের জন্য অন্যজনকে আঘাত দেওয়া কোনো কাজের কথা না। এটুকু ভরসা করুন,আফিফা যৌথ পরিবারে বড় হয়েছে। ছোট থেকেই দেখে এসেছে সবাই মিলেমিশে থাকতে হয় কিভাবে।অন্তত আফিফার পক্ষ থেকে

এরকম ব্যবহার আপনি পাবেন না যা আপনার বোনদের জন্য কষ্টের হয়।এটুকু আমি লিখে দিতে পারি। ”সজিব বললো, “তুমি দয়া করে এসব আমার শ্বশুর শাশুড়িকে বলিও না।ওনারা জানলে ভীষণ কষ্ট পাবেন।আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি।”সবাই মিলে ফুচকার দোকানে এলো। আফিফা বারবার শালুককে জড়িয়ে ধরে বলছে,”খবরদার শালুক,আমার ভাইকে কষ্ট দিবি না।আজ ধ্রুবর জন্য তোর দুলাভাইয়ের চোখের পর্দা সরে গেছে। এই প্রথম সে আমাকে ভালোবাসি বলে জড়িয়ে ধরেছে।আমার তো খুশিতে ম/রে যেতে ইচ্ছে করছে এখন।”শাপলা, শালুক দুজনেই হাসতে লাগলো শুনে।নয়না বললো, “তোরা এতো হাসছিস কেনো?”

আফিফা নয়নাকে জড়িয়ে ধরে বললো, “আজ আমি খুব খুশি আপা।”ধ্রুবরা ঢাকায় ফিরে এলো ১২ দিন হয়েছে। ইতোমধ্যে শালুক নিয়মিত কলেজে যাওয়া শুরু করেছে। ধ্রুব আগের মতো সকালে উঠে রান্না করে, শালুক কলেজ থেকে ফিরে বিকেলে রাতের রান্না করে।

দুজন মিলে নির্ঝঞ্ঝাট সংসার চালায়।কারো প্রতি কারো কোনো অভিযোগ নেই,কেউ কাউকে নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করে না।

ধ্রুব একটা দুই রুমের বাসা খুঁজতে লাগলো মা'কে নিয়ে আসার জন্য।বাসা পেতে প্রায় ৬-৭ দিন লেগে গেলো। তারপর একদিন শুক্রবারে বাসা চেঞ্জ করে ফেললো।নতুন বাসাটায় দুটো বেড রুম,একটা ডাইনিং রুম,দুটো ওয়াশরুম,একটা কিচেন রুম। মায়ের রুমটা ধ্রুব নিজ হাতে সাজালো।একটা নতুন খাট,আরামদায়ক বিছানা, দেয়ালে কিছু পেইন্টিং। জানালায় সাদা আর নীলের পর্দা।রুমে একটা টিভি আনলো মায়ের জন্য। একটা রকিং চেয়ার রাখলো বারান্দায় মায়ের জন্য।

এটাচড বাথরুম দেওয়া রুমটা মায়ের জন্য রাখলো। ঠিক করলো, খুব দ্রুত একটা এসি কিনে নিবে মায়ের রুমের জন্য।মায়ের যাতে কোনো কষ্ট না হয়। সব শালুকের ভীষণ ভালো লাগছে।চাচীকে নিয়ে এলে শালুকের আর একা একা লাগবে না ধ্রুব না আসা পর্যন্ত এটাই শালুকের জন্য আনন্দদায়ক। ধ্রুব অফিস থেকে ছুটি চাইলো,কিন্তু ছুটি পেলো না।১ মাস কেটে

গেলো এভাবেই কিন্তু ধ্রুব ছুটি পেলো না অফিস থেকে।রাতে বিষণ্ন মুখে ধ্রুবকে বসে থাকতে দেখে শালুক আদুরে বেড়ালের মতো ধ্রুবর কোলে গিয়ে বসে পড়লো ধ্রুবর গলা জড়িয়ে ধরে। ধ্রুব শালুকের লম্বা চুলে নিজের নাক ডুবিয়ে দিলো।গালের খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি দিয়ে শালুকের গালে মৃদু ঘষতে লাগলো। শালুক বললো, "ছুটি হয় নি এখনো? কবে যাবো আমরা চাচী কে নিয়ে আসতে?"ধ্রুব মন খারাপ করে বললো, "না,ছুটি দিচ্ছে না তো।নতুন চাকরি এখনই এতো ছুটি দিবে না না-কি। কি করবো বলো তো?"
শালুক কি বলবে বুঝতে পারলো না। শেষে বললো, "ছুটি লাগবে না,চলেন আমরা গিয়ে নিয়ে আসি চাচীকে?"
ধ্রুব হেসে বললো, "পাগল, চাকরি চলে গেলে তোকে নিয়ে সংসার চালাবো কিভাবে?খাবি কি তখন? "শালুক ধ্রুবর ঘাড়ে একটা কামড় দিয়ে বললো, "ভালোবাসা খাবো।"
ধ্রুব হেসে ফেললো শালুকের কথা শুনে। শালুকের চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, "পড়া শেষ হয় নি কিন্তু তোর এখনো। ফিন্যান্স যেই অংকটা করতে

দিয়েছি করেছিস?”শালুক মুখ ভেংচি কেটে বললো, “এরকম একটা রোমান্টিক সময়ে আপনার পড়ালেখার কথা না আনলে কি শান্তি লাগে না? কোথায় একটু রোমান্স করার মুড নিয়ে বসেছি আপনার কাছে আর আপনি বলছেন পড়ার কথা? ”

ধ্রুব কোলে করে শালুককে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললো, “হ্যাঁ বলছি,যাও এবার পড়া শেষ করো।এখন পড়ার সময় তোমার। ”শালুকের রাগ হলো খুব।মুখ ভেংচি দিয়ে পড়ায় মনোযোগ দিলো।ধ্রুব মুচকি হাসতে লাগলো। এই তার শালুক,তার স্ত্রী শালুক। কেমন যেনো কলিজা ছিড়ে যাবার মতো অনুভূতি হচ্ছে তার। যদি শালুককে না পেতো ধ্রুব,তাহলে কি করতো সে?

এসব ভাবতে ভাবতে ধ্রুব খাবার গরম করতে গেলো। খাবার গরম করতে গিয়ে ধ্রুবর মনে হলো, আসার সময় নানাবাড়ির ফোন নাম্বার নিয়ে আসা উচিত ছিলো। তাহলে যোগাযোগ করতে পারতো। এসব ভাবতে ভাবতেই ধ্রুব সব গরম করে নিলো। তারপর শালুকের পড়া বুঝে নিয়ে খেতে বসলো দুজনে।

বাকি রাত ধ্রুবর খুব ছটফটিয়ে কাটলো। ধ্রুবর ছটফটানি লক্ষ্য করে শালুক উঠে বসলো বিছানায়। রুমের লাইট অন করে দিয়ে ধ্রুবকে পানি এনে দিলো।তারপর জিজ্ঞেস করলো, “কি হয়েছে আপনার? ”ধ্রুবর চোখমুখ শুকিয়ে গেছে, চেহারা কেমন বিবর্ণ।ধরা গলায় ধ্রুব বললো, “আমার ভালো লাগছে না শালুক।কেমন যেনো লাগছে।বারবার ছোট বেলার সব স্মৃতি ভেসে আসছে চোখের সামনে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মা আমাকে ঘুম পাড়ানি গান শোনাচ্ছে যেনো। পুকুর ঘাটে নিয়ে সাবান দিয়ে আমাকে গোসল করিয়ে দিচ্ছে।”শালুক বললো, “আপনি কেনো সবসময় এসব কথা ভাবেন বলেন তো?কষ্টের স্মৃতি মনে করলে কষ্ট বাড়বে,কমবে না।”

ধ্রুব হেসে বললো, “আমার সুখ তো আমার পাশেই আছে শালুক, সে পাশে থাকলে এই কষ্ট সহ্য করা কোনো ব্যাপার না। তবুও আজ কেনো এমন লাগছে জানি না।”বাকি রাত আর দুজন ঘুমালো না।সকাল হতেই ধ্রুব বললো, “শালুক,চলো বাড়িতে যাই।”

শালুক অবাক হয়ে গেলো ধ্রুবর কথা শুনে। তারপর আনন্দে চিৎকার করে বললো, "আমি তো এক পায়ে খাঁড়া। "

দুজনে ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে সকাল ১০ টার বাসে উঠলো।ভাগ্য বিরূপ হলো,পথে বাস নষ্ট হয়ে গেলো। ধ্রুবর কেমন অসহ্য লাগতে লাগলো। বুকের ভেতর চিনচিনে ব্যথা জানান দিচ্ছে কিছু একটা হয়েছে কোনো আপন কারো।

অস্থির হয়ে ধ্রুব পায়চারি করতে লাগলো। শালুক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো ধ্রুবর দিকে।কি হয়েছে এই মানুষটার?এতো অস্থির কেনো আজ সে?

বাস ঠিক হতে প্রায় আড়াই ঘন্টা লেগে গেলো। ১০ টার বাসে উঠে বাড়ি পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা ৬ টা বেজে গেলো।

সারা বাড়ি কেমন নিরব হয়ে আছে আজ।বাহিরে থেকেই ধ্রুবর কলিজা মোচড় দিয়ে উঠলো। বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে ধ্রুব বললো, "আমি ভেতরে যাবো না শালুক,তুমি যাও।আমার মন বলছে খারাপ কিছু ঘটেছে। "শালুক নিজেও ভেবে পাচ্ছে না ধ্রুবর এই অস্বাভাবিক আচরণ করার মানে কি!

ধ্রুবর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলো ভেতরে। সবাই ড্রয়িং রুমে বসে আছে,আদনানের মা আর শালুকের মা কাঁদছে।

ধ্রুব ভেতরে প্রবেশ করতেই হাসনা বেগম ছুটে এসে ধ্রুবকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো। শালুক কিছু বুঝতে পারছে না। এগিয়ে গিয়ে বড় চাচীর পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কি হয়েছে বড় চাচী?"আদিবা বেগম চোখের পানি মুছে বললেন,"দেরি হয়ে গেছে রে মা।অনেক দেরি হয়ে গেছে। দীপালি চলে গেছে ফাঁকি দিয়ে। "

শালুকের হাত থেকে ব্যাগটা পড়ে গেলো। ধ্রুব ফ্লোরে বসে বললো, "কি হয়েছে চাচী?আমাকে বলো আগে? আমার যে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে বুকে চাচী।"হাসনা বেগম ধ্রুবর পাশে লেপটে বসে বললেন,"ও বাবা,সেই পাষাণী যে চলে গেলো এই দুনিয়া থেকে। তোর যে তাকে ঢাকায় নিয়ে যেতে হবে না আর।তার চিকিৎসা করার ঝামেলা আর নেই রে বাবা।সে যে চলে গেছে কাল রাতেই।"

ধ্রুবর মনে হলো সারা পৃথিবী বুঝি কাঁপছে চোখের সামনে। সব কেমন ঝাপসা লাগছে।অস্ফুটস্বরে ধ্রুব

শালুককে ডাকলো। শালুক ছুটে এলো ধ্রুবর কাছে। শালুকের কোলেই ধ্রুব জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলো। চোখ খুলে তাকালো অনেক ক্ষণ পরে।রুমে তখন কেউ নেই ধ্রুবর বাবা ছাড়া। ধ্রুবকে শুইয়ে রাখা হয়েছে জহিরের রুমে। ধ্রুব শোয়া থেকে উঠে বসলো। বাবা ছেলে দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলো অপলক।

কেউ কাঁদলো না,কেউ কোনো শব্দ করলো না।কেঁদে গেলো দুজনের হৃদয়, চোখের অশ্রুপাত হলো না,রক্তপাত হলো অন্তরে অন্তরে।ধ্রুব বললো, "বাবা,মায়ের সাথে আর কি দেখা হবে না এই জনমে?আমার যে তাকে সেই মাউথ অর্গান বাজিয়ে শোনানো বাকি আছে এখনো।

সেই যে ঘুম পাড়ানি গান,যেই গান গেয়ে মা আমাকে ঘুম পাড়াতো, কথা ছিলো তো আমার মুখের সেই গান শুনে এক সময় মা ঘুমাবে।আজ কেনো মা সেই গান না শুনেই ঘুমিয়ে গেলো বাবা?মা চলে যাওয়ার পর আমার একা ঘুম আসতো না যখন তখন আমি একা একা শুয়ে গাইতাম,তোমায় ছাড়া, ঘুম আসে না মা।বাবা,এরপর এতো বছর কেটে গেলো, আমি আর

মা'কে জড়িয়ে ধরে ঘুমাতে পারি নি। খুব ইচ্ছে ছিলো মা'কে জড়িয়ে ধরে আবারও ঘুমাবো।সেই রাতে মা আমাকে আর শালুককে ঘুম পাড়ানি গান শুনাবে। হলো না তো বাবা,কিছুই হলো না আমার। আমি পারলাম না বাবা মা'কে সুস্থ করার জন্য একটু চেষ্টা করতে।"সেলিম সাহেব কিছু বলতে পারলেন না। রাতে ধ্রুব গেলো দীপালিদের বাড়িতে। দীপালির বাবা যেনো ধ্রুবর অপেক্ষায় ছিলো। ধ্রুবকে দেখে বের হয়ে এলেন বাহিরে।তারপর ধ্রুবর হাত চেপে ধরে বললেন,"আমার মা তো স্বর্গে চলে গেলো। মা'য়ের প্রাণটা বুঝি তোমাকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য আটকে ছিলো দাদাভাই।সেদিন তুমি চলে যাবার পর মায়ের শরীর আরো খারাপ হতে লাগলো। আমায় ডেকে নিয়ে দিব্যি দিলো যাতে করে তোমাকে কিছু না জানানো হয়।আমার উপরেই বুঝি অভিমান করে চলে গেলো আমার মা।আমার মায়ের বড় অভিমান ছিলো আমার উপরে। আমার চোখের সামনেই তো আমার সোনার প্রতিমা দিন দিন কংকাল হতে লাগলো। অথচ আমি কিছু করতে পারলাম না।না পারলাম তার

চিকিৎসার জন্য শহরে নিতে।আমাকে যে ভয় দেখিয়ে বল তো, জোর করলে নিজের প্রাণ নিজে দিবে।

তোমার জন্য একটা বাক্স রেখে গেছে। ভেতরে আসো।"ধ্রুব বললো, "না ভেতরে যাবো না। আপনি বাক্স এনে দিন,আমি চলে যাবো।"

বাড়িতে সবাই উদগ্রীব হয়ে বসে আছে ধ্রুবর জন্য। শালুক নিরবে চোখ মুছে নিচ্ছে একটু পর পর। শালুকের ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে ধ্রুবকে খুঁজে আনতে।কোথায় গেলো ধ্রুব!কেনো এখনো ফিরছে না বাড়িতে!

চিন্তিত বাড়ির প্রতিটি মানুষ। আফিফা,নয়না এসে চলে এসেছে বাবার বাড়ি ধ্রুবর মায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে।

বসার ঘরে সবার মধ্যে অস্থিরতা।ধ্রুব বাড়িতে এলো রাত এগারোটা নাগাদ।হাতে একটা কাঠের চৌকোনা বাক্স।শালুকের হাতে বাক্সটা দিয়ে বললো,"আমার মা আমার জন্য শেষ স্মৃতি চিহ্ন রেখে গেছে শালুক। "

সবার সামনে ধ্রুব বাক্স খুললো।ছোট একটা চিরকুট ভেতরে।

মুক্তোর মতো হাতের লিখা,তবে লাইনগুলো আঁকাবাঁকা। ধ্রুব বুঝলো ভীষণ কষ্ট হয়েছে মায়ের এই চিঠি লিখতে। ধ্রুব পড়তে লাগলো,"আমার নাড়িছেঁড়া ধন!

কতো বছর পর আজ তোমায় দেখলাম।ভালো করে নয়ন ভরে দেখে নিয়েছি আজ।ভেবেছিলাম পরাণ জুড়িয়েছে এবার তোমায় দেখে।কিন্তু তুমি চলে যাবার পর বুঝলাম তোমায় দেখার তেষ্টা আমার এক মহাসাগরের সমান,সেখানে এই টুকু দেখায় কিছুই হয় নি।ভেবেছিলাম এই জনমে হয়তো ঈশ্বর আমার ডাক শুনবে না,পাপের শাস্তি হিসেবে তোমাকে শেষ বার আর দেখাবে না।কিন্তু ঈশ্বর এই অভাগীর প্রতি অতটা ও নিষ্ঠুর হন নি।তাই হয়তো একবার দেখিয়েছেন। আজ তোমায় দেখার পর এই প্রথম বারের মতো মনে হলো আমি আর বেশি দিন নেই। আমার প্রতি তোমার অনেক অভিমান আছে জানি। যাবার আগে তোমাকে কিছু দিয়ে যাবার ভীষণ ইচ্ছে ছিলো। এই বাক্সটার উপরের এই কাঠের পাটাতন হালকা চাপ দিলেই খুলে যাবে।নিচে তোমার জন্য আমার পক্ষ থেকে একটা ছোট উপহার রেখে যাচ্ছি।

গ্রহণ করো যদি আমাকে ক্ষমা করে থাকো,যদি না গ্রহণ করো তবে জানবো আমাকে মা বলে মানতে পারছো না।আর হয়তো শেষ দেখা হবে না।সেলিম সাহেবকে বলে দিও,এই হতভাগিনী তাকে মন থেকে ভালবেসেছিলো কোনো এক দিন।ভালো থেকো সবাইকে নিয়ে। ”উপরের পাটাতন খুলে ধ্রুব ভেতরে একটা খম পেলো।খামের ভেতর একটা চেক বই,একটা ইস্যু করা চেকের পাতা আর এক টুকরো কাগজ পেলো।৫০ লক্ষ টাকার একটা চেক। কাগজে লিখা, “এই টাকার মালিক ধ্রুব।আমার নামে কেনা জমি বিক্রির এই টাকার মালিক আমার একমাত্র ছেলে ধ্রুব।”ধ্রুব ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো সবার দিকে।তারপর চিৎকার করে কেঁদে বললো, “এই সব কিছু তোমরা নিয়ে যাও,আমার মা’কে এনে দাও আর একটা বার।আমি একটু মন ভরে মা বলে ডাকি।আমার এখনো মা বলে ডাকার তৃষ্ণা মেটে নি। আমার মা কই?কেনো বারবার আমাকে এভাবে ফাঁকি দিয়ে যায় আমার মা?

আমি একবার তাকে হারিয়ে নিজেকে সামলে নিতে পেরেছি।এখন আবারও তাকে পেয়ে যে আজীবনের

জন্য হারালাম,আর কিসের বিনিময়ে তাকে পাবো আমি?”সেলিম সাহেবের দুই পা জড়িয়ে ধরে বললো, “আমার মা’কে এনে দাও বাবা।একটা বারের জন্য এনে দাও।আমি আর একটা বার তাকে মা বলতে চাই।আমার আর কিছু চাই না।একবার মা’কে ডাকতে চাই।”শালুক তাকিয়ে দেখতে লাগলো ইস্পাত-দৃঢ় একটা হৃদয় কেমন ক্ষত-বিক্ষত আজ!

পাষাণ হৃদয়ে মা’য়ের জন্য কতো লুকানো ভালোবাসা! শত আঘাতে না কাঁদা মানুষটার দুই চোখে কত জল! গ্রামে ১ সপ্তাহ হয়ে গেছে ধ্রুবদের। অথচ শহরে ফিরে যাবার মতো তাড়া নেই যেনো এরকম মনে হচ্ছে ধ্রুবর।নিজের চাকরি,শালুকের পড়ালেখা সবকিছু মাথা থেকে বের হয়ে গেছে। ধ্রুবর দিন কাটে বাড়ির পিছনের শ্যাওলা ধরা পুকুর ঘাটে বসে। পুকুরের পানির দিকে তাকিয়ে আনমনে কি ভেবে যায় ধ্রুব,কে জানে তা!

ভীষণ জ্বালাপোড়া অনুভব হয় ধ্রুবর, জীবনের সব হিসেব যেনো মিলতে মিলতে ও মিললো না।

জটিল লাগে এই জীবন। কখনো কি ধ্রুব ভেবেছিলো এভাবে মা’কে হারিয়ে ফেলবে?

ভাগ্যে যদি হারিয়ে ফেলাই ছিলো তবে কেনো মায়ের সাথে শেষ বার দেখা হলো!

দেখা না হলেও তো কষ্ট একটু কম হতো তাহলে। পেয়ে হারানোর সে কি যন্ত্রণা!

এতোদিন কেনো বুঝতে পারে নি ধ্রুব?ধ্রুবর পাশে এসে জহির বসলো। একটা মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে পানিতে ছুঁড়ে মারলো জহির।তারপর আপন মনে বলতে লাগলো, "বাবা যখন মারা যায়,আমি তো তখন ছোট ছিলাম।এজন্য সবসময় মনে হয় বাবার আদর কিছুই পাই নি যেনো। বাবা যদি আজও বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো আমি বুঝতাম না তোর ব্যথাটা।কিন্তু কিছু করার নেই ধ্রুব,প্রকৃতির এই নিয়মকে আমাদের মেনে নিতেই হবে।কিছুতেই এই নিয়ম কে অস্বীকার করা যায় না।এখন জীবন থেকে কেউ হারিয়ে গেছে ভেবে যদি জীবনকে এখানেই থামিয়ে রাখি আমরা, তবে আমরা নিজেরাও হারিয়ে যাবো অল্প সময়ের মধ্যে।এখন যেই সময় তুই পার করছিস তোর কাছে এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়াটা মনে হতে পারে সবচেয়ে সুন্দর সমাধান। কিন্তু একটা সমস্যা তখনও রয়েই যায় ধ্রুব।তোকে ঘিরে

আবার যারা বেঁচে আছে তাদের ও এই অনুভূতি হতে পারে।

বাবা মারা যাবার পর আমার সবসময় ইচ্ছে করতো আত্মহ/ত্যা করতে।কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে যেতো মা আছে,বোন আছে,ভাই আছে।"ধ্রুব বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জহিরের দিকে তাকিয়ে বললো, "তোর কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো জহির ভাই।"

জহির মুচকি হাসলো।ধ্রুব বাড়িতে গিয়ে বড় চাচীকে বললো, "ক্ষিধে পেয়েছে চাচী।"

আদিবা বেগমের চোখের কোণে জল জমতে লাগলো। ছুটে গেলেন রান্নাঘরে। ১ সপ্তাহ ধরে ধ্রুব কেমন আগের মতো চুপচাপ, উদাসীন হয়ে যাচ্ছিলো লক্ষ্য করছিলো সবাই।সবার মনে ভয় ছিলো আবারও বুঝি ধ্রুব সবার সাথে অভিমান করে দূরে চলে যাবে।কিন্তু আজ যেনো মনে হচ্ছে চাঁদের মুখ থেকে মেঘ সরে গেছে।খেতে বসে ধ্রুব উঠে গেলো। শালুক রুমেই বসে ছিলো। একটা বই সামনে নিয়ে তাকিয়ে আছে বইয়ের দিকে।কিন্তু মন নেই বইতে।কি ভাবছে যেনো শালুক।

ধ্রুবর মন খারাপ দেখে শালুকের নিজের ও ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। নিজেও ঘাবড়ে গেছে শালুক ধ্রুবকে এরকম ভেঙে পড়তে দেখে।ধ্রুবর মন খারাপ দেখে ভয়ে শালুক ও ধ্রুবকে খুব একটা ঘাটালো না।রুমের দরজা বন্ধ করে ধ্রুব শালুককে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লো। তারপর আস্তে করে বললো, "আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি শালুক। আমরা আর শহরে যাবো না। গ্রামেই থাকবো,বাড়িতেই থাকবো।তুমি কি রাজি হবে আমার এই সিদ্ধান্তে?"

শালুক কেঁদে ফেললো। ধ্রুবর গলা জড়িয়ে ধরে বললো, "আমি ভীষণ খুশি হবো তাহলে। বাড়িতে সবাইকে ছেড়ে একা একা থাকতে আমার খুব খারাপ লাগে। "ধ্রুব বললো, "চলো খেতে যাই।আমার ক্ষিধে পেয়েছে। "

শালুককে সাথে নিয়ে ধ্রুব খাবার খেলো।তারপর বাবার রুমে গেলো। সেলিম সাহেব ব্যবসায়ের হিসাব করছেন।ধ্রুব গিয়ে বাবার পাশে বসে বললো, "বাবা,আমি ব্যবসায় করতে চাই।"

অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকালেন সেলিম সাহেব। তারপর বললেন,"তোর চাকরি?"ধ্রুব হেসে বললো,

“চাকরি আমার দ্বারা হবে না বাবা।ব্যবসায় মনে হয় রক্তের সাথে মিশে গেছে আমাদের। আপনারা সবাই ব্যবসায় করছেন আমি ও আপনাদের পথ অনুসরণ করতে চাই।আরেকটা কথা, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাড়ি থেকে আর যাবো না।এখানেই থাকবো।”সেলিম সাহেব এবার হতবাক হয়ে গেলেন। ধ্রুব এগিয়ে গিয়ে বাবার পাশ ঘেঁষে বসলো। বাবার কাঁধে মাথা রেখে বললো, “মা’কে তো হারিয়ে ফেলেছি বাবা। আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে এভাবে হঠাৎ করে যদি কোনোদিন তোমাকে হারিয়ে ফেলি!তাহলে যে বাবা আমার আফসোসের সীমা থাকবে না।এজন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাড়িতেই থাকবো।প্রাণ ভরে তোমাকে বাবা বলে ডাকবো।তোমার ছায়া হয়ে থাকবো,যাতে তোমার যেকোনো প্রয়োজনে হাজির হয়ে যেতে পারি। আবারও যাতে আমার বুকে হাহাকার না জন্মে যে বাবা কে ও মন ভরে ডাকতে পারি নি।আমাদের যৌথ পরিবারের যে রেওয়াজ সেটা শহরে থেকে আমি ভাঙবো না।”

সেলিম সাহেব ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বুকের ভেতর একটা প্রশান্তির অনুভূতি হচ্ছে তার।

এই তো সেই ছেলে যে কি-না তার মুখোমুখি হতো না দীর্ঘ সময় ধরে।এই তো সেই ছেলে যে কি-না এক টেবিলে বসে তার সাথে খেতে বসতো না পর্যন্ত।

এই তো সেই ছেলে যে তার ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন ও মনে করতো না ।

অথচ আজ সেই ছেলেই কি-না তার কাছে থাকতে চাইছে, শুধুমাত্র মন ভরে তাকে ডাকার জন্য।

আহা,পিতা হওয়া বুঝি সার্থক হলো তার এতোদিনে! এরপর ম/রে গেলেও আর কোনো আফসোস থাকবে না।

এর অনেক দিন পর একটা ঘটনা ঘটে গেলো। জহির একটা মেয়ে নিয়ে বাসায় হাজির।ধ্রুব তখন নিজের রেস্টুরেন্টে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছে। বাড়িতে সেদিন প্রায় উৎসব উৎসব আমেজ। আফিফার বাবু হবে,৭ মাস উপলক্ষে বেবি শাওয়ার অনুষ্ঠান হচ্ছে আজ বিকেলে।আকাশীরং একটা সুতি শাড়ি পরনের মেয়েটা গুটিগুটি পায়ে গিয়ে সবাইকে সালাম করতে লাগলো। লিলি বেগম ছুটে এলেন বাহিরে।এসেই বউকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে।

মাথার ঘোমটা খানিকটা সরিয়ে বললেন,"আল্লাহ আমার ঘরে আরেকটা চাঁদ দিছে বুঝি।"শালুক কলেজে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছে। ছিপছিপে গড়নের,শ্যামলা মিষ্টি চেহারার শাড়ি পরা একটা মেয়েকে দেখে শালুক বুঝতে পারলো না ঘটনা কি ঘটেছে।

আদিবা বেগম মিষ্টি নিয়ে শালুককে খাইয়ে দিতে দিতে বললো, "আমাদের জহিরের বউ রে শালুক,তোর ভাবী।যা ভাবীর সাথে পরিচিত হয়ে নে।"শালুকের মাথার উপর দিয়ে গেলো সবটা।জহির ভাই এভাবে বিয়ে করেছে,কিন্তু কেনো?

নাশতার টেবিলে বসে ফরিদা বেগম ডাল আর শুঁটকি ভর্তা দিয়ে শালুককে ভাত মাখিয়ে খাইয়ে দিতে দিতে বললেন,"ওর নাম রুমা বুঝলি।মেয়ের মা নেই,সৎ মা ঘরে। খুবই মিষ্টি একটা মেয়ে।জহিরের ক্লাসমেট ছিলো।ভালো বন্ধুত্ব ছিলো জহিরের সাথে। শুনবি,আমাদের এই লাজুক জহির একটু আধটু মনে হয় পছন্দ ও করতো ওরে।সৎ মা মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে মুক্ত হতে চেয়েছিলো।এক মাঝবয়েসী লোকের সাথে বিয়ে ঠিকঠাক, লোকটার আগের স্ত্রী মা/রা

গেছেন,সেই ঘরে তিনটা ছেলে মেয়ে আছে। বড় ছেলে নাকি এবার ক্লাস ১০ এ পড়ে।পরশু রাতে জহির বড় আপাকে কল দিয়ে বললো, “মা,আমি যদি একটা মা-হারা মেয়েকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে আসি তুমি কি তাকে মেনে নিবে?”

তোর ফুফু তো শুনে আকাশ থেকে পড়লো যেনো।যে ছেলে কারো দিকে তাকিয়ে কথা বলতে ও লজ্জা পায় সে নিজ মুখে নিজের বিয়ের কথা বলছে!ছুটে এসে আমাদের বললো তোর ফুফু।আমরা তিন জা মিলে বললাম,”এর চাইতে ভালো আর কিছু হতেই পারে না। একটা মা হারা মেয়ে আর কিছু না পেলেও অন্তত তোর ফুফুর মতো একজন মা তো পাবে।তোর ফুফুর সে কি আনন্দ যখন আমরা তিন জা সম্মতি দিলাম।ব্যস আর কি লাগে,আজ সকালে ছেলে আর বউ হাজির।”হাসনা বেগম তাড়াতাড়ি নাশতা নিয়ে ছুটছেন নতুন বউয়ের জন্য। ফরিদা কে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে শালুককে ভাত খাওয়াতে দেখে কপট রাগ দেখিয়ে বললেন,”নিজের ছেলের বউয়ের আর কতো যত্ন নিবি?বাড়িতে এখন নতুন আরেকটা বউ

এসেছে, তার দিকে ও তো খেয়াল দিতে হবে।তার নাশতা পানির আয়োজন করবে কে?”

শালুক ভেংচি দিয়ে বললো, “যাচ্ছি আমি,আমার খাওয়া শেষ। ”ধ্রুব বাহিরে দাঁড়িয়ে হর্ণ দিচ্ছে বাইকে।শালুক ব্যাগ কাঁধে নিয়ে ছুটে বের হয়ে গেলো।

জীবন ভীষণ সুন্দর মনে হচ্ছে শালুকের। নিজের পড়ালেখার পাশাপাশি দিবাকেও পড়া দেখিয়ে দেয় শালুক। ছুটির দিনে ধ্রুব শালুককে নিয়ে বের হয়ে যায় ঘুরতে।সন্ধ্যা বেলায় সবাই মিলে জমজমাট আড্ডা দেয়।

রুমা চমৎকার সংসারী মেয়ে,শালুক নিজেও রুমার থেকে টুকটাক কাজ করা শিখে।এর মধ্যে শাপলার বিয়ে ঠিক হয় পলকের সাথে। আফিফার ছেলের ততদিনে প্রায় ৬ মাস বয়স হয়ে গেছে। সময় পেলেই সজিব আফিফাকে নিয়ে বেড়াতে চলে আসে। সজিবের আজকাল ভীষণ ভালো লাগে এই পরিবার কে।নিজের মা বাবা না থাকায় এই বাড়িতে আসলে সবাই কে মনে হয় নিজের মা বাবা যেনো। এরা সবাই ভীষণ আপন করে কথা বলে সজিবের সাথে।

সবকিছু ঠিকঠাক মতো যখন চলছিলো ঠিক তখনই আদনান জানালো শাপলার বিয়েতে যোগ দিতে দুই মাসের ছুটি নিয়ে সে দেশে আসছে।আদনানের দেশে আসার খবরটা আনন্দের হলেও সবার জন্য ভীতিকর ও বটে।একবার তো ঝামেলা করলো আফিফার বিয়ের সময়। এখন আবার শাপলার বিয়ের সময় কি করে বসে!

বিয়ের দিন সকালে আদনান এসে পৌছালো। সবার হাসিমুখের আড়ালে লুকিয়ে থাকা উদ্বেগ আদনানের কাছে গোপন রইলো না।হাসলো আদনান সবার এই ভয় দেখে।বিয়েটা হয়ে গেলো মহা ধুমধামে। সবাই চাপা আতংক নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। শালুক দরকার ছাড়া নিজের রুম থেকে বের হচ্ছে না। ধ্রুব যদিও এসব নিয়ে ভাবছে না।সে বারবার শালুককে ভরসা দিয়ে যাচ্ছে কিছু হবে না।

আদনানের ছুটি আর ১ মাস আছে। এমন সময় আদনানের দাদা সিদ্ধান্ত নিলেন,এভাবে আর চলে না। আদনান দেশে এসেছে অথচ সবাই তার সাথে এমন করে ব্যবহার করছে যেনো এই মাত্র সে খুন করে

এসেছে। এই সবকিছুর একটাই সমাধান আদনান কে ও বিয়ে করিয়ে দেওয়া।

ধ্রুব,জহির দুজনেই আদনানের ছোট। দু'জনে বিয়ে করেছে অথচ বড় ভাই হয়ে আদনান এখনো বিয়ে করে নি দাদা হয়ে নাতির এই অবস্থা তার সহ্য হলো না।নিজের তিন ছেলে, ছেলের বউ,মেয়েকে ডেকে নুরুল ইসলাম সাহেব সন্ধ্যায় নিজের মতামত জানালেন।সবাই তার মতামত শুনে খুশি হলো। অন্তত যেই আতঙ্কে থাকছে সবাই তা থেকে তো মুক্তি পাবে সবাই।শালুককে ও এভাবে পালিয়ে বেড়াতে হবে না।

সবসময় সবার দুশ্চিন্তা করতে হবে না।রাতে খাবার টেবিলে নুরুল ইসলাম সাহেব আদনানকে বললেন,"আদনান,তোর দাদী তো ভাই তোর বউ দেখার জন্য উতালা হয়ে আছে।এখন তুই যদি বলিস তবে আমরা তোর জন্য মেয়ে দেখি।বিয়েটা করে না হয় আবার বিদেশে যাবি।"

আদনান চুপ করে থেকে বললো,"বেশ তো।আমার আপত্তি নেই।আমি জানি আপনারা সবাই আমাকে নিয়ে ভয়ে আছেন।আমি যতোই বলি না কেনো

আমার পক্ষ থেকে শালুক,ধ্রুব কারো কোনো ক্ষতি হবে না তা কেউ বিশ্বাস করবে না।আমি অনেকটা মিথ্যাবাদী রাখালের মতো হয়ে গেছি।সবার মুখে যে দুশ্চিন্তার ছাপ দেখতে পাই তাতে আমার নিজেকে নিজের শেষ করে দিতে ইচ্ছে করে মাঝেমাঝে।

তবে আমার একটা অনুরোধ রইলো দাদা।আমার জন্য যদি মেয়ে দেখেন তবে কোনো ডিভোর্সি অথবা বিধবা মেয়ে দেখবেন।আমি নিজে কোনো চরিত্রবান পুরুষ ছিলাম না।সৌদি গিয়ে আমি নিজেকে নিজে পরিবর্তন করে নিতে চেয়েছি।জানি না কতোটুকু পেরেছি।দুই বার ওমরাহ হজ্জ করেছি,আল্লাহর কাছে নিজের সমস্ত অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়েছি।আজও আমি অনুতপ্ত। আমার আল্লাহ যদি আমাকে ক্ষমা করেন তবেই আমি ক্ষমা পাবো।আমার এসব অতীতের কথা শুনে কোনো অবিবাহিতা মেয়ে রাজি হবে না।”

পরের সপ্তাহে মেয়ে দেখা ফাইনাল হলো। আদনানকে আলাদাভাবে পাত্রীর সাথে কথা বলতে দেওয়া হলো। ২৪-২৫ বছর বয়সী একটা মেয়ে বসে আছে আদনানের সামনে। আদনান গলা খাঁকারি দিয়ে

জিজ্ঞেস করলো, “আপনার নাম কী?”মেয়েটা কাঁপা গলায় বললো, “সায়মা আক্তার।”

আদনান জিজ্ঞেস করলো, “আপনার কি আমাকে কিছু বলার আছে? এই বিয়েতে আপনার কোনো আপত্তি বা জোর করে আপনাকে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে এরকম কিছু হলে আমাকে জানাতে পারেন।”

সায়মা মুচকি হেসে বললো, “না এরকম কোনো ব্যাপার নেই।”আদনান এক গ্লাস পানি খেয়ে বললো, “আমার কিছু কথা বলার আছে দয়া করে শুনবেন,তারপর আপনার যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিবেন।”

সায়মা উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালো আদনানের দিকে। ফর্সা,কিছুটা স্বাস্থ্যবান লোকটার দিকে এই প্রথম সরাসরি তাকালো সায়মা।আদনান নিচের দিকে তাকিয়ে বললো, “কয়েক বছর আমি আমেরিকায় ছিলাম।তখন আমার কাজিনের সাথে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিলো। ওর সাথে আমি ফিজিক্যাল রিলেশনে ও চলে যাই।

যাই হোক,আমি তখন ভীষণ স্বার্থপর স্বভাবের মানুষ ছিলাম।নিজের স্বার্থের জন্য নিজের কয়েকজন আপন

মানুষের ক্ষতি ও করেছি।পরবর্তীতে বুঝতে পারি আমি আসলে ভীষণ অন্যায় করেছি।এক প্রকার সবার অপছন্দের মানুষ হয়ে গেলাম বাড়িতে।তাই বিদেশে চলে যাই। যাবার আগে যাদের ক্ষতি করেছি তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই।সৌদি গিয়ে নিজের মধ্যে অনুশোচনা জন্মায়।সবকিছুর জন্য,আমার অতীতের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।আমি চাই না আমার সাথে বিয়ে হবার পর আপনি এসব জানতে পেরে কষ্ট পান।তাই আগেই জানিয়ে দিলাম।এবার আপনার যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিবেন।”সায়মা অপলক তাকিয়ে থেকে বললো,”আমার প্রথম বার যার সাথে বিয়ে হয় তার প্রথম স্ত্রী অন্য কারো সাথে পালিয়ে যায় ৩ টা ছেলেমেয়ে রেখে।আমার বিয়ের ২ বছর পর সেই স্ত্রী আবারও ফিরে আসায় সন্তানের দিকে তাকিয়ে তিনি আমাকে ডিভোর্স দিয়ে তাকে গ্রহণ করেন।আমাদের নিম্নবিত্ত পরিবার, ভাই বোন ৫ জন।আমার পরে আমার আরো ২ জন বোন আছে।বাবা মায়ের ঘাড়ের বোঝা হয়ে বসে আছি বলতে পারেন।আমার ডিভোর্স হয়েছে দেড় বছর হলো।আপনার অতীতের কথা শুনে আমার ভীষণ খারাপ লেগেছে সত্যি তবে এ ও সত্যি

আমি ডিভোর্সি, আমার পারিবারিক অবস্থা খারাপ জেনেও আপনি আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছেন বলে আমার আসলেই ভালো লাগছে।আপনাদের পারিবারিক অবস্থার কথা আমাদের গ্রামের সবাই জানে,আপনি চাইলেই কোনো ষোড়শী মেয়েকে বিয়ে করতে পারতেন,আপনাদের আর্থিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে অনেক মেয়েই আপনার এই অতীতের কথা মনে রাখতো না।সেখানে আপনি তবুও নিজের অনুশোচনার জন্য আমার মতো কাউকে বিয়ে করতে চেয়েছেন। আমার কোনো অমত নেই।আমার শুধু একটা অনুরোধ রইলো, অতীতে আপনার যেই থাকুক,তখন আমি ছিলাম না।কিন্তু ভবিষ্যতে যখন আমি থাকবো তখন যেনো আর কেউ না আসে আপনার জীবনে।আপনি যদি আমার অতীত মেনে নিতে পারেন তবে আমার ও আপনার অতীত নিয়ে আর কখনো কোনো প্রশ্ন থাকবে না।”ছোট্ট পরিসরে আয়োজন করে পরের দিন আদনানের বিয়ে হয়ে গেলো। বহুদিন পর আজ আবারও বাড়ির সবাইকে নিশ্চিন্ত মনে হলো।

আজ আর শালুককে ভয়ে রুমে বসে থাকতে হচ্ছে না। ইদানীং শালুকরা তিন জা মিলে হুটহাট এটা সেটা রান্না করে ফেলে।যেকোনো কাজে তিন মাথা একসাথে দেখা যায়।আদনান সৌদি যাবার পরের মাসে সবাই সুখবর পেলো নতুন অতিথি আগমনের।
খবর শুনে নয়না,আফিফা,শাপলা সবাই বাবার বাড়ি এলো।ভিডিও কলে আদনান সবার হাসি ভরা মুখ দেখছে আর চোখের পানি মুছছে।সায়মার লাজুক মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আদনানের কেমন ঘোর লেগে গেলো।
ইচ্ছে করলো এক ছুটে গিয়ে বউটাকে জড়িয়ে ধরে এরকম মিষ্টি একটা সংবাদ জানানোর জন্য।রাতে শুতে গিয়ে শালুক মুখ ভার করে রাখলো। ধ্রুব কিছুক্ষণ এটা ওটা বলে হাসানোর চেষ্টা করে ও যখন ব্যর্থ হলো তখন ঝাপটে ধরে বললো, “কি হয়েছে শালুক,বলো না আমাকে।”
মুখ বাঁকিয়ে শালুক বললো, “আদনান ভাই বিয়ে করেছে সেদিন,অথচ এখনই খুশির খবর দিয়ে দিলো।আফিফা আপা আর আমাদের বিয়ে একই দিনে হয়েছে তাদের ও খুশির খবর সবাই জানতে

পারলো। অথচ আমি এখনো কাউকে কোনো খুশির খবর শুনাতে পারলাম না।আমার কি লজ্জা লাগছে না? ওরা সবাই ফার্স্ট, সেকেন্ড হয়ে গেছে। ”ধ্রুব হাহা করে হেসে বললো,”আমি কি এমনি এমনি বলি যে শালুক ফুলের লাজ নাই?আসলেই লাজ নাই। নিজে বাচ্চা হয়ে এখনই কিনা বাচ্চা চায়। ”

শালুক মুখ বাঁকিয়ে বললো, “কিছুদিন পর আমি ১৮ বছরের হবো।”

ধ্রুব শার্ট খুলতে খুলতে বললো, “তারপর না হয় বাচ্চা নিয়ে ভেবো,এখন ও ছোট তুমি ভীষণ। ”শালুক কটমট করে তাকিয়ে বললো, “তাই না,তবে রে!

খবরদার রাতে কোনো ভাবে যদি আমাকে টাচ করার চেষ্টা করেছেন তবে দেখবেন।১৮ বছর যখন হবো তখনই বাকি সব ও হবে।”শালুক রাগ করে রুম থেকে বের হয়ে যেতে নিলো,ধ্রুব পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে রুমের বাতি বন্ধ করে দিলো।

তারপর বদ্ধ ঘরের ভেতর থেকে শালুকের হাসির রিনিঝিনি ভেসে আসতে লাগলো। হয়তো স্বর্গ সুখ রচিত হচ্ছে তাদের বদ্ধ ঘরে।